সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

গোহাটীর নূতন তাম্রশাসন

কামরূপপতি মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালবর্ম্মার একখণ্ড তাম্রশাসন গোহাটী নগরীর অনতিদূরে ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে আমি গোহাটীনগরে গমন করি। তৎকালে গোহাটীনিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী (Personal Asst. to the Commissioner) মহাশয় আমাকে এই তাম্রশাসন দেখাইয়াছিলেন। এই প্রশস্তির পাঠ ও বিবরণ হেমবাবু এসিয়াটীক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাকে বলিয়াছেন। এ জন্য আমি তাহার স্থূলমর্ম্ম অদ্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি।

এই প্রশস্তি তিনটি পত্রে লিখিত, পত্রগুলি একটি বৃহৎ তাম্রঅঙ্গুরী দ্বারা গ্রথিত। রাজকীয় মুদ্রাও তাহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে।

শাসনপত্রে লিখিত আছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের বংশে ব্রহ্মপাল প্রভৃতি নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশে গোপালবর্ম্মা আবির্ভূত হন। গোপালের পুত্র হর্ষপাল বর্ম্মা। এই হর্ষপালের ঔরসে ও নয়নাদেবীর গর্ভে "শ্রীবারাহ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ধর্ম্মপালবর্ম্মদেব" জন্মগ্রহণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে কামরূপপতিগণের আরও ৬ খানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা :—

১। বনমালদেবের তাম্রশাসন। (Journal, Asiatic Society of Benga Vol. IX. p. 766.)

২। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVI. p. 113.)

৩। বলবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVI. p. 285.)

৪। রত্নপালের ১ নং তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVII. p. 99)

৫। রত্নপালের ২নং তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVII. p. 120.)

৬। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন। (Epigraphica Indica, Vol II. p. 347.)

দুই, চারি এবং পাঁচসংখ্যক শাসনপত্রের সহিত নূতন তাম্রশাসনের সংস্রব রহিয়াছে। অন্যান্য প্রশস্তির সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

নূতন তাম্রশাসনে গোপালের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চারি এবং পাঁচসংখ্যক তাম্রশাসন ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপাল-প্রদত্ত। ২সংখ্যক শাসন ব্রহ্মপালের প্রপৌত্র ইন্দ্রপালপ্রদত্ত।

১ সংখ্যক তাম্রশাসন পার্ব্বত্যজাতীয় হরজরের পুত্র বনমালদেবের প্রদত্ত, ৩ সংখ্যক তাম্রশাসন বনমালদেবের প্রপৌত্র বলবর্ম্মদেব প্রদত্ত।* হরজরের বংশধরগণের সহিত ভগদত্তের বংশধরগণের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। ডাক্তার হোরন্‌লী সাহেব লিপিবিজ্ঞানের (Paleography) সাহায্যে নরপতিগণের সময়াবধারণাদির চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার মতে :—

বলবর্ম্মন্ ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

রত্নপাল ১০১০ খৃষ্টাব্দ

ইন্দ্রপাল ১০৫০ খৃষ্টাব্দ †

আমরা কোনমতেই ডাক্তার হোরন্‌লীর মত অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ ভূতিবর্ম্মন্ হইতে ধর্ম্মপাল পর্য্যন্ত আমরা যে বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ১২ জন নরপতি ধারাবাহিকরূপে প্রায় ৩ শত বৎসর কামরূপ শাসন করিয়া গিয়াছেন। হরজরবংশীয় নরপতিগণ ভূতিবর্ম্মার পূর্ব্বে কিম্বা ধর্ম্মপালের পর কামরূপে রাজদণ্ড পরিবারস্থ করিয়াছেন। ।৩ সংখ্যক তাম্রশাসনে হরজরবংশীয়গণের নাম নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

১। হরজর
|
২। বনমাল
|
৩। জয়মাল
|
৪। বীরবাহু
|
৫। বলবর্ম্মন্

গৌড়েশ্বর কুমারপালের সময় কামরূপপতি তিগ্‌মদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, কুমারপাল স্বীয় মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় তিগ্‌মদেব হরজরবংশীয় নরপতি হওয়াই সম্ভব। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অক্ষরদৃষ্টে তাহা ব্রহ্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মপালের পর হরজরবংশের অভ্যুদয় বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

---

* বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের পাঠ ও বিবরণ বন্ধুবর শ্রীযুত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৭ বঙ্গাব্দে) প্রকাশ করিয়াছেন।

† J. A. S. B. Vol. LXVII. p. 102.

ডাক্তার ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী নেপাল হইতে যে সমস্ত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পঞ্চদশসংখ্যক লিপিতে লিখিত আছে :—

"মাদ্যদ্দন্তিসমূহদন্তমুষলক্ষুণ্ণারিভূভৃচ্ছিরো গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোসলপতি শ্রীহর্ষদেবাত্মজা ॥ দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কুলৈর্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা ॥"১৫ †

যাঁহার মত্তদ্বিরদসমূহের মুষলসদৃশ রদদ্বারা শত্রুনরপতিগণের শির বিচূর্ণিত হইয়াছিল—সেই গৌড়ওড্রকলিঙ্গকোসলপতি শ্রীহর্ষদেবের কন্যা—(যিনি ভগদত্তরাজকুলজা—শ্রেষ্ঠ কুলজাতা এবং কুলোচিতগুণবিশিষ্টা ও) লক্ষ্মীসদৃশা, সেই দেবী রাজ্যমতীকে তিনি (জয়দেব) বিবাহ করিয়াছিলেন।

উক্ত ক্ষোদিত লিপির অন্তভাগে লিখিত আছে, "সম্বৎ ১৫৩ কার্ত্তিক শুক্লনবম্যাম্" ইহা হর্ষবর্দ্ধনের অব্দ। সুতরাং ১৫৩+৬০৬=৭৫৯ খৃষ্টাব্দে (বা ৬৮১ শকাব্দে) হইতেছে।

সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যে কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা (বা ভাস্করদ্যুতি) উত্তর বাঙ্গালা অধিকার করেন। তদবধি দীর্ঘকাল গৌড়নগরী কামরূপের অধীন ছিল। এজন্য ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ-(পালবর্ম্মা) দেবকে নেপালের শিলালিপিতে গৌড়েশ্বর আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে।

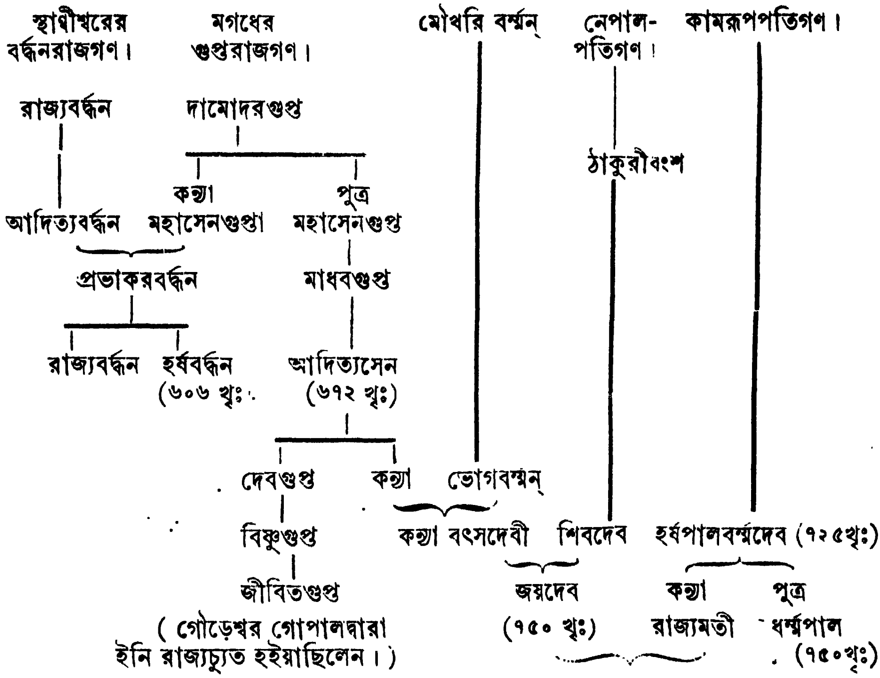
কামরূপের রাজদূত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট কামরূপরাজবংশের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া ভূতিবর্ম্মন্ হইতে তাঁহার বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ভাস্করবর্ম্মন্ (বা ভাস্করদ্যুতি) পর্য্যন্ত ৫ পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষচরিত এবং তাম্রশাসনের যোগে আমরা নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি ;—

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

† Bhagavanlal Indraji's Inscriptions from Nepal, p. 17.

বংশাবলী	মন্তব্য
হরি (বিষ্ণু)	
নরক	
ভগদত্ত	
বজ্রদত্ত	
পুষ্পদত্ত	হর্ষচরিতগ্রন্থে পুষ্পদত্তকে বজ্রদত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখা হইয়াছে।
(দীর্ঘকাল অজ্ঞাত) *	
শালস্তম্ভ	
বিগ্রহস্তম্ভ	
পালকস্তম্ভ	
বিজয়স্তম্ভ	
(দীর্ঘকাল অজ্ঞাত)	
(১) ভূতিবর্ম্মন্	
(২) চন্দ্রমুখবর্ম্মন্	
(৩) স্থিতিবর্ম্মন্	
(৪) সুস্থিরবর্ম্মন্—শ্যামাদেবী	
(৫) ভাস্করদ্যুতি বা ভাস্করবর্ম্মন্	সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। (৬০৬ খৃষ্টাব্দ)
(৬) ব্রহ্মপাল	
(৭) রত্নপাল	
(৮) পুরন্দরপাল	
(৯) ইন্দ্রপাল	
(১০) গোপালবর্ম্মা	
(১১) হর্ষপালবর্ম্মা	৭২৫ খৃষ্টাব্দ
(১২) ধর্ম্মপাল	৭৫০ খৃষ্টাব্দ

নূতন তাম্রশাসনোক্ত ধর্ম্মপাল গৌড়েশ্বর গোপালের সমসাময়িক নরপতি বলিয়া বোধ হয়। পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট কয়েকটি রাজবংশের একখানি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাদ্বারা কামরূপপতিগণের সময়াবধারণ করা হইয়াছে।



কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতি স্বীয় আশ্রয়দাতা মিথিলাপতি রাজা শিবসিংহকে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকলের (সমগ্র উত্তরাপথের) সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয়, নেপালের উল্লিখিত শিলালিপিতে কামরূপপতি শ্রীহর্ষদেবকে তদ্রূপ পূর্ব্বভারতের গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও (দক্ষিণ) কোসলপতি সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কামরূপ ও উত্তরবঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পলিভূমির কর্দ্দম

রাজসাহীর অন্তর্গত দয়ারামপুর নামক স্থানে পুষ্করিণীখনন-কালে, প্রায় ১২।১৩ হস্ত নিম্নে একটি কর্দ্দমস্তর লক্ষিত হয়। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহোদয়, আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়কে উক্ত কর্দ্দম পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। গত ১৯১১ সালের প্রথমভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দাশ গুপ্ত মহাশয় উক্ত কর্দ্দমের রাসায়নিক ভাগ নির্ণয়ার্থ আমাকে অর্পণ করেন। পরীক্ষাকালে ইহাতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ-বিধির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাতুসঙ্ঘের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এই কারণে কুতূহলী হইয়া উক্ত কর্দ্দমের বহুবার বিশ্লেষণ করিয়াও, প্রত্যেকবারেই টীন ও সীসার অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিলাম। বিশ্লেষণ-কার্য্যে আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বি এস্‌সি ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি বিশেষ সাহায্য করেন।

কর্দ্দমটি নদীতীরস্থিত অতি সূক্ষ্ম পলিসদৃশ। ইহা একেবারেই কঠিন নহে। অঙ্গুলীর মধ্যে স্থাপন করিয়া উহাকে ঈষৎ নিষ্পেষিত করিলে, অঙ্গুলী-গাত্রে মোলায়েম ভাবে লাগিয়া যায়। বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুমান করিলে একটু কড়কড়ে বলিয়া বোধ হয়। নদীতীর-স্থিত শুষ্ক সূক্ষ্ম পলি অপেক্ষা বিশেষ ভারী বলিয়া অনুমান হয় না। বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রকণা চিক্ চিক্ করিতে দেখা যায়। উৎক্ষিপ্ত আলোকে ধাতুর ন্যায় আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইহাকে মৃৎবৎ আলোক উৎক্ষেপী বলা যায়। চুম্বক দ্বারা কর্দ্দমকণাগুলি মোটেই আকৃষ্ট হয় না। বিশেষভাবে উত্তপ্ত করিলেও, আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলীয় পদার্থ, দ্রাবাঙ্গার, বালি, সীসা, টীন, আলুমিনিয়ম, লৌহ, ক্যাল-সিয়ম, ম্যাগনিসিয়ম, সোডিয়ম, পোটাসিয়ম, টাইটেনিয়ম্ ও অম্লজান লক্ষিত হয়। নিম্নে দ্রব্য-নির্ম্মাণোপযোগী দেশীয় তিন প্রকার কর্দ্দম ও আমাদিগের কর্দ্দমের রাসায়নিক ভাগের তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

উপাদান	মধ্যপ্রদেশ হোসেঙ্গাবাদ কর্দ্দম	বাঙ্গলা (১) বাগেরহাট কর্দ্দম	শিলং খসিয়া জয়ন্তী পাহাড় শ্বেত অপরিষ্কার কেয়োলীন	বর্ত্তমান বা দয়ারামপুরের কর্দ্দম
H_2O	৭·৭	৮·৮৬	৪·৭৫	·৪৮
CO_2	—	২·০৫	—	৪·৫০
SiO_2	৬৭·০৬	৫৬·২১	৮০·১৫	৬০·০১
PbO & SnO_2	—	—	—	১·২
Al_2O_3	২৪·৮২	২০·২৮	১৩·০৪	১৯·২৫
FeO & Fe_2O_3	২·০৬	৭·৪৯	·৫১	৮·৬০
CaO	·১৩	·৪৬	—	৫·০০
MgO	·৫৪	৩·০৯	·৪৮	·৬৮
TiO_2	—	·৬১	—	যৎকিঞ্চিৎ
Na_2O	·২৫	·৫১	·৭২	,,
K_2O	·২১	·২৪	·২৪	,,

ইংরাজী ১৯০৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৮ খৃঃ অব্দের ভিতর ৯৫টী ভারতবর্ষীয় কর্দ্দমের নমুনা অতি যত্ন সহকারে Imperial Institute কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয় ও তাহার মধ্যে কয়েকটীর রাসায়নিক ভাগও বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্দ্ধারিত হয়। উপরি উক্ত দেশীয় কর্দ্দমত্রয়ও এই তালিকাভুক্ত। উক্ত ৯৫টী কর্দ্দমের মধ্যে কোনটিতেও টিন ও সীসার অস্তিত্বের উল্লেখ নাই।(২)

Mr. Murray Stuart রাজমহলের পাহাড়ের চিনামাটী (China clay) ও অগ্নিকর্দ্দম (Fire clay) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু উহাতে টীন ও সীসার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। (৩)

গ্রানিট্ প্রস্তর হইতে টীন ও সীসার উৎপত্তি হয়। গলিত গ্রানিট্ প্রস্তরের উত্থানের অব্যবহিত পরেই, যখন প্রস্তর তরল ও অত্যধিক উত্তপ্ত থাকে, তখনই টীন ও সীসার উৎপত্তি হয়। ইহা গ্রানিট্ প্রস্তরের নিকটেই থাকে। প্রস্তর কঠিন হইয়া গেলে ও উদ্গত পদার্থের অপেক্ষাকৃত শীতল অবস্থায়, দূরে, অন্য প্রস্তরের ভিতর সীসা ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ যদিও টীন ও সীসা একত্র থাকে না; কিন্তু কোন কোন স্থলে একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। A. W. Stelzner বলিভিয়াতে টীনযুক্ত silver-lead-bismuth খনিজ শিরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে cassiterite এবং মধ্যে মধ্যে sulphide, stannite দৃষ্ট হয়। কিন্তু cassiterite শিরার খনিজ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। (৪)

(১) Rec. of G. S. I. Vol. 39 page 232.

(২) Rec. of G. S. I. Vol. 39 page 231.

(৩) Rec. of G. S. I. Vol 39 page 231.

(৪) Problems in the Geology of ore-deposits, by J. H. L. Vogt, University Christiana, Norway.

আমার অনুমান অসম্ভব নহে যে, এই কর্দ্দমটি সীসা ও টীনযুক্ত গ্রানিট্‌ কিম্বা pegmatite প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের বহুস্থানে সীসা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু টীনের আকরের বিশেষ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় না। বাঙ্গালার পশ্চিমে মুঙ্গের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণায় সীসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাজারিবাগ পরগণায়ও টীন প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বঙ্গের উত্তরে ও পূর্ব্বে নেপাল, সিকিম, দার্জ্জিলিং, আসাম ও ব্রহ্মে সীসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। Yunnun (China) ও ব্রহ্মে টীন পাওয়া যায়। (৫)

আমার অনুমান যে, দয়ারামপুরে প্রাপ্ত কর্দ্দমের নমুনা হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রস্তর-ধ্বংসাবশেষ হইতে হয় নাই ; কারণ বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলে রাজমহল কর্দ্দমে টীন ও সীসার অস্তিত্বের কোন উল্লেখ নাই।

আধুনিক কালে বাঙ্গালায় ভূমির উত্থান ও পতনের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সমভাবে উত্থিত বা সমভাবে পতিত হয় নাই। উত্থিত স্থলভাগের কোন অংশ বেশী উত্থিত হইয়াছে বা কোন অংশ কম উত্থিত হইয়াছে। পতিত স্থানেরও অবস্থা পূর্ব্বরূপ ঘটিয়াছে। আরও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, যখন এক স্থান উত্থিত হইয়াছে, তখন তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান পতিত হইয়াছে। ঢাকার উত্তরে মধুপুর জঙ্গল যখন উত্থিত হয়, তখন ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে 'ব' দ্বীপের সন্নিকটস্থ স্থান পতিত হয়। আমার অনুমান এই সময় তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি রাজসাহী বিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় মিশিয়াছিল।

আমি মনে করি যে, টীন ও সীসাযুক্ত কোন গ্রানিট্‌ কিংবা pegmatite প্রস্তরের ধ্বংসাবশেষ ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার জল বহন করিয়া আনিয়া 'ব' দ্বীপের মোহানায় (Rajshahi Division) স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়া কর্দ্দমস্তররূপে বিন্যস্ত করে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

(৫) Rec. of G. S. I. Vol. 39 & Ball's Economic Geology of India.

ধর্ম্মপালের গড়

উত্তরবঙ্গ রেলে ডোমার নামক ষ্টেশনের প্রায় ছয় মাইল পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি সুবৃহৎ প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ্যে ইহা 'ধর্ম্মপালের-গড়' নামে পরিচিত,—উত্তর-দক্ষিণে অন্যূন এক মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্বপশ্চিমে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধমাইল প্রস্থ, এইরূপ একটি সুবিস্তীর্ণ সমচতুষ্কোণ ভূখণ্ড চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গপ্রাকার এখনও কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই প্রাচীরের উচ্চতা অন্যূন দশ হস্ত হইবে, ইহা চতুর্দ্দিকে অনতিগভীর, কিন্তু সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার ভূমি (Base) প্রস্থে পাঁচ হস্ত পরিমিত, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা স্বল্পপ্রসর হওয়ায় উপরি-ভাগের ক্ষেত্র (Surface) তিন হস্তের অধিক প্রশস্ত হইবে না। ভূমিখণ্ডের ঠিক মধ্য-স্থলে প্রাকারপরিখাবেষ্টিত তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আর একটি ভূখণ্ড রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই 'ভিতর গড়ে' রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা এখন ব্যাঘ্রবরাহসঙ্কুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। বহিঃ-প্রাকারের কোন কোন স্থান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত, প্রাচীর ভাগ ছাড়িয়া বাহিরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আছে। এইগুলির উপরিভাগ ঠিক্ সমকোণ চতুর্ভুজাকৃতি চত্বরসদৃশ। প্রাচীরগুলি এখন মৃন্ময়স্তূপে পরিণত। শুনা যায়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যখন উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইতেছিল, তখন রাজপুরুষদিগের লোলুপদৃষ্টি এই ভগ্ন দুর্গের ইষ্টকরাশির উপর পতিত হয়, আর সহস্রবর্ষের স্মৃতি-বিজড়িত যে ইষ্টক-গুলি এতদিন কালের কবল হইতে অতীতের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সেগুলি এই সামান্য কারণে স্থানান্তরে নীত ও লুপ্ত হইল। এখনও স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দুই চারিখানি ইষ্টক প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দুর্গের দুই মাইল পশ্চিমে আর একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে লোকে "ময়নামতীর কোট" বলে। মাণিকচাঁদপত্নী ময়নামতীর কীর্ত্তিকলাপ উত্তরবঙ্গে অনেকেই অবগত আছেন। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত 'ময়নামতীর গান' লোকসমক্ষে এখনও তাঁহার গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে। এই দুইটি দুর্গের নৈকট্য শুধু যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নহে, 'ময়নামতীর গানে'ও ধর্ম্ম-পালের নাম ময়নামতীর সহিত জড়ীভূত।

নানা ধর্ম্মমঙ্গল হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল কামরূপ জয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; কিন্তু তৎপ্রেরিত সৈন্য কয়েকবার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার সেনাপতি প্রসিদ্ধ লাউসেন কর্ত্তৃক কামরূপরাজ কর্পূরধবল

পরাজিত হন। কিন্তু তথাপি কামরূপ সম্ভবতঃ বিজিত হয় নাই এবং এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ কামরূপরাজের সহিত পালরাজগণের চিরন্তন বিরোধের পরিচয় দেয়। এরূপ অবস্থায় স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমায় ধর্ম্মপালের একটি সেনানিবেশ থাকা বিচিত্র নহে। রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালশীর্ষক প্রবন্ধে * শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—'ধর্ম্মপাল বর্দ্ধনকুটীর সত্তর মাইল উত্তরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কামরূপের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অথবা তাঁহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।' এই দুর্গই যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত 'ধর্ম্মপালের গড়', এরূপ অনুমান অন্য কোন প্রমাণাভাবে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্গটি যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে মনে হয়, শুধু কামরূপের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য কেন, উত্তরে সিকিম, ভূটান প্রভৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশের তদানীন্তন অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য রাজন্যবর্গের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও এই দুর্গনির্ম্মাণের অন্যতম কারণ হইতে পারে।

এই অনুমান যে কতদূর সমীচীন তাহা অন্যদিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মপালের সহিত ময়নামতীর নাম সংসৃষ্ট। অতএব ময়নামতীর গানে ধর্ম্মপালসংক্রান্ত বিবরণ কিরূপ পাওয়া যায় দেখা যাক। একটি গানের আরম্ভ এইরূপ—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল রাজ্যঅধিপতি।
কদলী সহরে গ্রাম তাহার বসতি॥
তাহার পুত্র রাজা মোপাল নাম।
শান্ত দান্ত সুশীল গুণধাম॥" †

এই কদলীসহর কোথায়, 'ময়নামতীর গান' প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহার সহিত আধুনিক ধর্ম্মপাল ও তৎসন্নিহিত পাট্‌কেপাড়া গ্রামের একত্ব অনুমান করিয়াছেন। আমাদেরও এই মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না।

কিন্তু এই স্থানে যে, পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশধরগণ বাস করিতেন, তাহার এই গাথা ছাড়া প্রমাণ কই? আর এই গীতে মোপাল বা মহীপালকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলা হইয়াছে। ডাঃ কানিংহাম প্রভৃতি অন্যূন পাঁচজন পুরাতত্ত্ববিৎ নিজ নিজ স্বাধীন গবেষণার ফলে পালরাজগণের বংশাবলী স্থিরীকৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত তালিকাগুলিতে নানা বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও কোনটিতেই মহীপাল ধর্ম্মপালের পুত্র বা তৎপরবর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। রাজা গোপালই পূর্ব্বোক্ত পুরাবিদ্‌গণের মতে এই বংশের আদি রাজা, এবং তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মপালকে দ্বিতীয়

* সাহিত্য ১৩১৪ শ্রাবণ।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ময়নামতীর গান শীর্ষক প্রবন্ধ।

রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর যে, দেবপাল সিংহাসনারোহণ করেন, সে সম্বন্ধেও কোন মতদ্বৈধ নাই। কাহার কাহারও মতে দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র।* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'পালরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ইঁহাকে ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যদিও দেবপালের পরবর্ত্তী রাজগণের পারম্পর্য্য সম্বন্ধে পরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ লক্ষিত হয়,† তথাপি ধর্ম্মপালের সহিত মহীপালের নৈকট্য সম্বন্ধে কেহই মত প্রকাশ করেন নাই। কানিংহামের মতে মহীপাল পালবংশীয় একাদশ রাজা, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে নবম রাজা। কোন কোন ঐতিহাসিকগণের মতে তন্নামক দুইজন রাজা পাল-বংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যথা—বিশ্বকোষের মতে দশম ও ত্রয়োদশ এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকা অনুসারে মহীপাল নবম ও দশম রাজা।

তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত গাথায় মহীপাল কিরূপে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়া কথিত হইলেন; এখন যদি বলা যায় যে, গাথাবর্ণিত মহীপাল ও তন্নামধেয় গৌড়াধিপ ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'পালরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—'ধর্ম্মপালের সময়ে পালবংশীয় এক মহীপাল বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।' ইহাই যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়—আপাততঃ আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণের বিষয় অবগত নহি—তাহা হইলে এই রাজাই যে গাথাবর্ণিত মহীপাল এবং তিনি ধর্ম্মপালের অধীনে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ শাসনে এবং আক্রমণকারী শত্রুগণ হইতে রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, এরূপ অনুমান বোধ হয়, একেবারে অসঙ্গত হয় না। পরে যখন ঐ স্থলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন জনপ্রবাদ ইহাকে ধর্ম্মপালের পুত্রত্বে পরিণত করিয়াছে, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে প্রধান এবং প্রকৃত পালবংশের সহিত যে এই মহীপালের বংশানুক্রমিক আর কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা তৎপুত্র মাণিকচাঁদ হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ এই সকল গাথা অনুসারে মহীপালের পুত্র মাণিকচাঁদ (ময়নামতীর স্বামী) তাহার পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পালবংশের কোন রাজার নাম মাণিকচাঁদ ছিল না। এই মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ যাঁহার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসই ময়নামতীর গানের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সেই গোপীচাঁদের পুত্র ভবচন্দ্র অথবা হবচন্দ্র এবং তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্র বুদ্ধিবৃত্তির

* সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-লিখিত কতিপয় পাল-রাজগণের শিলালিপিশীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† গত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে পালরাজগণের যে বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই আপাততঃ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অলৌকিক প্রখরতার জন্য বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত। ইঁহাদের যে কেহই পালবংশীয় নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্লেজিয়ার (E. G. Glazier) সাহেব স্বপ্রণীত Report on the District of Rungpur নামক গ্রন্থে রংপুর জেলার যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ জেলা পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাজা ধর্ম্মপাল-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"Dharmapal had a two able sister in-law, Minavati, the remains of whose fort consisting of an inner & an outer enclosure, still exist two miles the east of Dharmapal's city. Her husband was dead, but she fought against her brother in-law on behalf of her son Gopi,and defeated his troops in a battle near the Teesta, after which Dharmapal disappeared, Gopi Chandra succeeded."

দুর্গসমন্বিত এই ধর্ম্মপাল নামক স্থানই পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের রাজধানী (Dharmapal's city) ছিল, সাহেব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নামসাদৃশ্য ব্যতীত তাঁহার এই উক্তির আর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল কি না, তাহার কোন উল্লেখই তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। আমাদের ধারণা যে ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। আর একটি বিষয়েও এখানে মতভেদ লক্ষিত হইতেছে, তাহা ময়নামতীর স্বামী মাণিকচাঁদ সম্বন্ধে। গ্লেজিয়ার সাহেব বলেন যে, তিনি ধর্ম্মপালের ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপালের কোন ভ্রাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না; অতএব গাথা-কথিত ও যোগীদের মধ্যে প্রচলিত মতই যে তদপেক্ষা অধিকতর গ্রাহ্য, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অতঃপর ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের যুদ্ধবৃত্তান্ত। ময়নামতী ধর্ম্মপালের পৌত্রবধূ হইলেও ধর্ম্মপাল যেরূপ সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব নহে। গাথাগুলিতে ময়নামতীচরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, তিনি অতিশয় তেজস্বিনী ও স্বাধীনমতাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্রের শৈশববশতঃ নিজকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তখন ধর্ম্মপালের অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে; এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ধর্ম্মপালের তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান এবং তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হওয়ার প্রবাদ সম্পূর্ণ অলীক নাও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে,—"ধর্ম্মপাল হিমালয়প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হয়েন।" এই হিমালয়-প্রদেশ ও গ্লেজিয়ার-বর্ণিত তিস্তাতীর অভিন্ন স্থান হইতে পারে।

'আদ্যের গম্ভীরা'-লেখক উক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুসরণ করিয়া মাণিকচাঁদকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃরূপে পরিগণিত করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত—'ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর' এই প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—'পাটলিপুত্ররাজ গোপালবংশজাত শ্রীধর্ম্মপালদেব এবং ঘনরাম-বর্ণিত গৌড়ের ঠাকুর ধর্ম্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচাঁদের ভ্রাতা ধর্ম্মপাল, যাঁহার রাজধানী রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর (?) ছিল, তাঁহার রাজ্যকাল 'বঙ্গের পুরাবৃত্ত'-লেখক ৯৯৫-১০২০ খৃষ্টাব্দ বিবেচনা করেন।' এইখানে আমরা একটি নূতন তথ্যের আভাস পাইতেছি। কিন্তু এই অনুমানের ঐতিহাসিকত্ব ময়নামতী-সংসৃষ্ট ধর্ম্মপালের কালনির্ণয়-সাপেক্ষ। অতএব আমরা এ বিষয় পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

আপাততঃ আমরা নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি :—

(১) পালবংশীয় রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের রাজধানী পাটলীপুত্রে কিম্বা গৌড়ে অবস্থিত ছিল; অন্য কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী কল্পনা করিবার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

(২) পূর্ব্বে কামরূপ ও উত্তরে ভূটান, সিকিম প্রভৃতি স্থানসমূহের অবিজিত স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ হইতে স্বীয়রাজ্য সম্যক্ পরিরক্ষিত করিবার মানসে ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বসীমান্তপ্রদেশে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং তথায় মহীপাল নামক (সম্ভবতঃ পালবংশীয়) ব্যক্তিবিশেষকে উক্ত প্রদেশে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে সংস্থাপিত করেন। এই মহীপালের পুত্র মাণিকচাঁদ ময়নামতীর স্বামী। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতী ধর্ম্মপালের অধীনতাপাশচ্ছেদন করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। অধুনা যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ধর্ম্মপালের গড় নামে পরিচিত, উহাই সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালনির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ।

কিন্তু পরে দেখিব যে আমাদের এই সকল মীমাংসাই চূড়ান্ত নহে।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গে আমরা ময়নামতীসংশ্লিষ্ট ধর্ম্মপালকে পালবংশীয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীর আবির্ভাবের আনুমানিক কাল

এই অনুমানের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, তাহা আমরা ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীর আবির্ভাবের আনুমানিক কালদ্বারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের কালনির্ণয়ে আমাদের বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। তাঁহার রাজ্যকালীন খোদিতলিপিসমূহ হইতে ইহাই প্রকাশ হয় যে, তিনি অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবমশতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। ইংরাজ-ঐতিহাসিক Vincent A. Smith অনুমান করেন যে, ৮০০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন।* ঐতিহাসিক হণ্টারও এই মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশ্বকোষ-

* Vide Vincent A. Smith's Early History of India, pp. 367-8.

নির্দ্দিষ্ট ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ইতিহাসানুযায়ী বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ময়নামতীর আবির্ভাবকাল-নিরূপণে আমরা ঐরূপ কোন সাহায্য পাইব না। কাজেই এস্থলে প্রবাদ ও প্রচলিত মতের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও খৃষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে গোপীচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করেন এবং মূল গাথাটিও ঐরূপ সময়ে রচিত বলিয়া অনুমান করেন। তিনি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই যে, এই গাথায় কড়িদ্বারা রাজকর আদায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য কোন প্রমাণাভাবে শুধু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সকলেই অবগত আছেন যে, কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত কড়ির প্রচলন ছিল। 'ময়নামতীর গান'-লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপীচাঁদের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'গোপীচাঁদ সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালের কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; এই ধর্ম্মপাল যদি দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বা রাজেন্দ্রচোলের উল্লিখিত ধর্ম্মপাল হন, তাহা হইলেও গোপীচাঁদ অন্ততঃ দশম শতাব্দীর লোক হইতেছেন।' কিন্তু এই মীমাংসার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, কানিংহামপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পালবংশীয় রাজগণের যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বংশে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল নামধারী কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। আর রাজেন্দ্রচোলের উল্লিখিত ধর্ম্মপাল কে? তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ চোলরাজ রাজেন্দ্রের শিলালিপিতে এক গোবিন্দচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের পালবংশীয় রাজা। অতএব ইহাদের মতে পূর্ব্ববঙ্গে পালবংশীয় এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই তথাকথিত পালবংশের সহিত মাণিকচাঁদের বংশগত সংস্রব ছিল কি না, এবং এই গোবিন্দচন্দ্র মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ কি না, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দুর্লভমল্লিকসঙ্কলিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' (যাহা ময়নামতীর গানেরই রূপান্তরমাত্র) আমাদের পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানটিকে আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছে আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। ইতিহাসজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, আদি পালবংশের শেষ রাজার নাম গোবিন্দপাল। তাঁহার নামাঙ্কিত ১২৩৫ সংবতের যে শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষের। অতএব ১২২০ সংবৎ অর্থাৎ ১১৬৪ খৃষ্টাব্দ গোবিন্দপালের রাজ্যারম্ভকাল। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে রাজেন্দ্রচোল ১০ ৮ খৃঃ হইতে ১০৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।* অতএব পালরাজ

* Vide Vincent A. Smith's Early History of India, pp. 420-21.

গোবিন্দপালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হওয়া অসম্ভব। তবে তিনি যে বঙ্গদেশে তৎসমসাময়িক পালরাজ মহীপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক স্মিথ উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, গোপীচাঁদ রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপিতে গোবিন্দচন্দ্র নামে উৎকীর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব গোপীচাঁদ রাজেন্দ্রচোলের সমসাময়িক, অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই সহিত রাজেন্দ্রচোল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এখন এই সময় কিম্বা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল নামধেয় কোন রাজা উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। এ সম্বন্ধে "বঙ্গের পুরাবৃত্ত" লেখকের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মপাল নামক কোন রাজা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর নামক স্থানে ৯৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট 'দিকেশরী' নামক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির বিষয় অবগত হই; ইহাতে পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল ব্যতীত আর একজন ধর্ম্মপালের রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং স্বীয়রাজ্যে 'শিবমুদ্রা' নামক একটি মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুইটি দুর্গ এবং ১৯২টি নৌযান প্রস্তুত করেন। অতএব তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং 'ধর্ম্মরাজসমো বীরো ধর্ম্মপালো মহীপতিঃ', 'যশসা ধর্ম্মপালসমঃ' এবম্প্রকার আখ্যাদ্বারাও উক্ত মত সমর্থিত হয়। এই রাজা পালবংশীয় ছিলেন না।

অতএব ময়নামতী যদি একাদশ শতাব্দীর লোক হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগকে অনুমান করিতে হয় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্ম্মপাল নামক কোন রাজা উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, পালরাজগণের সহিত তাঁহার বংশগত সংস্রবের কোন প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত গড়টি সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারাই নির্ম্মিত হয়, এবং তৎসন্নিহিত ধর্ম্মপাল গ্রামেই তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপরোক্ত দুইটি অনুমানের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ

শ্রীমদ্ব্যাসদেব-বিরচিত মহাভারত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উহা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-নীতি-সমাজ-পুরাবৃত্ত-বিষয়ক তত্ত্বের সুমহান্ আকর। ভারতকার সত্যই বলিয়াছেন—

মহাভারতের গুরুত্ব

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।"

অর্থাৎ "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" এই মহাভারতের একখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কয়খানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে একখানিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় নাই। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কেন না, মহাভারতের মত বিস্তৃত ও গভীরার্থক গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সহজে হইতে পারে না। বিদেশেও বাইবেলের অনুবাদ মধ্যে মধ্যে সংশোধিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদের অভাব

কালীসিংহের ও বর্দ্ধমানের মহাভারত

৺ কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারত পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যথার্থই প্রশংসার্হ ছিল। কালীপ্রসন্নসিংহের অনুবাদ প্রকাশিত হইবার অষ্টাদশ বৎসর পরে বর্দ্ধমানের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

বাঙ্গালা মহাভারতের মধ্যে "কাশীদাসী"র স্থান সর্ব্বোপরি, কিন্তু কাশীদাস মহাভারতের অনুবাদ (Translation) করেন নাই। তিনি মহাভারতীয় মুখ্য উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় "মহাভারতের কথা" (Story of the Mahābhārata) প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে মহাভারতীয় কথা যেরূপভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূলের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিয়া লন নাই। উদাহরণ দ্বারা কথাটা স্পষ্টতর করিতেছি।

কাশীদাসের মহাভারতে অনেক মূল-বিরোধিকথা আছে

(১) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

মূল মহাভারতের মতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় কর্ণ লক্ষ্য-ভেদ করিতে গেলে, দ্রৌপদী সূতপুত্র বলিয়া তাঁহার নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যথা—

"দৃষ্ট্বা তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।" (মহা° ১।১৮৭।২৩)

'দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি সূতকে বরণ করিব না'। কাশীদাস অন্যরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

"সুদর্শনচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥"

কাশীদাস এ ঘটনা কোথায় পাইলেন? ইহাকে তাঁহার নিজের কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, ভারতের অবনতির যুগে কোন পুরাণকার বা কবি বীরপত্নী দ্রৌপদীর তেজোমাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, তদীয় "নাহং বরয়ামি সূতম্" এই প্রগল্‌ভবাক্য চাপা দিয়া তৎস্থলে সুদর্শনচক্রের অবতারণা করিয়া থাকিবেন। কাশীদাসের সময়ে সাধারণ লোকে এই গল্পই পছন্দ করিত; কথকেরা উহাই ব্যাখ্যা করিতেন। কাজেই কাশীদাসও তদীয় মহাভারতে সুদর্শনের উল্লেখ করিলেন।

প্রচলিত মূল মহাভারতের স্ববিরোধিতা।

এবিষয়ে একটি রহস্য আছে। অধুনা-প্রচলিত মূল সংস্কৃত মহাভারতেও অগত্যা দুই স্থলে কর্ণের লক্ষ্যভেদে চেষ্টা ও বিফলতার কথা আছে। যথা—

"যৎ কর্ণশল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ।
নানতং বলবদ্ভির্হি ধনুর্বেদপরায়ণৈঃ॥" (১।১৮৮।৪)

'লোকবিখ্যাত বলবান্ ধনুর্ব্বেদপারদর্শী কর্ণ শল্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যে ধনু নোয়াইতে পারেন নাই।'

"যৎপার্থিবৈ রুক্মসুনীথবক্রৈঃ
রাধেয়দুর্য্যোধনশল্যশাম্বৈঃ।
তদা ধনুর্ব্বেদপরৈর্নৃশংসৈঃ
কৃতং ন সজ্যং মহতোঽপি যত্নাৎ॥" (১।১৮৮।১৯)

'ধনুর্ব্বেদপরায়ণ নরশ্রেষ্ঠ রুক্ম, সুনীথ, বক্র, কর্ণ, দুর্য্যোধন, শল্য, শাম্ব প্রভৃতি রাজগণ মহাযত্নেও যে ধনুকে জ্যা সংযুক্ত করিতে পারিলেন না।' একই আদিপর্ব্বের ১৮৭তম অধ্যায়ে উক্ত হইল যে, কর্ণ ধনুতে 'জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরসন্ধান করিলেন' এবং দ্রৌপদী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, আবার ১৮৮তম অধ্যায়ে বলা হইল যে,

ইহার কারণ—পুরাণের সহিত সঙ্গতিরক্ষার প্রয়াস।

কর্ণ আদৌ ধনুক নোয়াইতে বা জ্যাসংযোগ করিতেই অপারগ হইয়াছিলেন। এ বিরোধ ঘটিল কিরূপে? আমাদের মনে হয়, কোনও অর্ব্বাচীন পণ্ডিত কোনও পুরাণের মত অনুসরণ করিয়া, মূল মহাভারতে শেষোক্ত দুইটি শ্লোক বা উক্ত শ্লোকদ্বয়ে কর্ণের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পুরাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার নিমিত্ত মূল মহাভারতের পরিবর্ত্তনের আর একটি উদাহরণ দিতেছি। এখানেও কাশীদাস প্রকৃত মূলের সুসঙ্গত উপাখ্যান ছাড়িয়া দিয়া পুরাণের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীদাসের সময় ঐ নিকৃষ্ট পৌরাণিক বর্ণনাই সমীচীনতর বলিয়া পরিগৃহীত হইত, সন্দেহ নাই।

(২) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

ভীষ্মপর্ব্ব, অষ্টম দিনের যুদ্ধ, কাশীদাস লিখিতেছেন—

"পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সমর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শরগণ॥"

* * * * *

* * * * *

"ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥"

মূল মহাভারতে নবম (অষ্টম নহে) দিনের যুদ্ধবর্ণনে আছে—"ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ, অবধ্যদিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরকহেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল' * * * * * * * * * * * * ধনঞ্জয় মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম নিরন্তর শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া * * * * ধাবমান হইলেন"।

মূলের সহিত কাশীদাসের তিন বিষয়ে গরমিল

এখানে মূলের সহিত কাশীদাসের গরমিল আছে। (১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মূলের মতে নবম দিনে, কাশীদাসের মতে অষ্টম দিনে ঘটিয়াছিল। (২) মূলের মতে অর্জ্জুন যুদ্ধে মন দিতেছিলেন না, তিনি ইচ্ছা করিয়া 'মৃদু যুদ্ধ' করিতে-ছিলেন। কাশীদাসের মতে অর্জ্জুনের দৌর্ব্বল্য বা অসামর্থ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ। (৩) কাশীদাসের মতে শ্রীকৃষ্ণ রথচক্র লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিতে গিয়াছিলেন। মূলের মতে শ্রীকৃষ্ণ কোনও স্বতন্ত্র অস্ত্র একেবারেই লন নাই; তিনি অমর্ষভরে "ভুজপ্রহরণ" হইয়া, স্বহস্তস্থিত চাবুক নিয়া (প্রতোদপাণিঃ) রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এখানে মূলের বর্ণনা যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য। পরবর্ত্তী কালের অল্পপ্রতিভাবান্ গ্রন্থকারগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনশূন্য ধারণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাই তাঁহারা সুদর্শনের অভাবে অগত্যা একটা চাকাও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া মনে প্রবোধ দিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিতেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতীয় বর্ণনা

"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোহভ্যয়াৎ চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥"

'শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও, আমার প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত, রথ-চক্র ধরিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার উত্তরীয় বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। সিংহ যেমন হস্তী মারিতে যায়, তিনিও তদ্রূপ আমাকে মারিতে আসিতেছিলেন।'

এখানে শ্রীকৃষ্ণের হাতে "রথচরণ" বা চক্র আছে। এই ভাগবতীয় চক্রই কাশীদাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মূলের ধার ধারিতেন না। পণ্ডিতেরা এবং কথকেরা, মহাভারত-পাঠের সময়, শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানা গ্রন্থ হইতে গল্পসংগ্রহ করিতেন এবং কখন কখন নিজেরাও দুই একটা গল্প রচিয়া দিতেন। কাশীরামদাস উহা শুনিয়াই অমৃতায়মান "মহাভারতের কথা" নিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রচলিত মূল মহাভারতের স্ববিরোধিতার দ্বিতীয় উদাহরণ

এখানেও একটি রহস্য আছে। প্রচলিত মূল সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দুই দিন ভীষ্মকে মারিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নবম দিনের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, এখন **তৃতীয় দিনের** যুদ্ধবৃত্তান্ত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"তখন মহাত্মা মধুসূদন * * * সাত্যকিকে কহিতে লাগিলেন, হে সিনিবংশাবতংস * * * আমি চক্র গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে ভীষ্মের প্রাণবিনাশ ও তৎপরে সসৈন্যে দ্রোণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতিসাধন করি। * * * ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া সুনাতিসম্পন্ন, সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্র বজ্রতুল্য, ক্ষুরধার চক্র উদ্ভ্রামণপূর্ব্বক অশ্ব সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন * * *।"

নবম দিনের বর্ণনা সঙ্ক্ষিপ্ত এবং মহাকবির উপযুক্ত। তৃতীয় দিনের বর্ণনায় নবম দিনের শ্লোকগুলি প্রায় সকলই আছে এবং আরও বহুশ্লোক আছে। তৃতীয় দিনের বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধোদ্যমের পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণ যে সাত্যকির নিকট (তৃতীয় দিনে বর্ণিত) দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। তারপর, তৃতীয় দিনের ছন্দও উহার আধুনিকতার পরিচায়ক। এই প্রক্ষিপ্ত তৃতীয় দিনের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনগ্রহণের কথার উল্লেখ আছে। নবম দিনের বর্ণনা উহার প্রতিকূল। বোধ হয়, কোনও আধুনিক কবি শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোক দেখিয়া মহাভারতের এই অংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কাশীদাস তৃতীয় দিনের সুদর্শন অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিয়াছিলেন।

বনপর্ব্ব হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতার সহিত, ব্রাহ্মণের অরণিমন্থহারী মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তৃষ্ণাকুল হইলেন, এবং জল আনয়নের জন্য যথাক্রমে নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন ও ভীমকে প্রেরণ করিলেন। উঁহারা চারি জনেই, বকরূপী ধর্ম্মের বারণ না মানিয়া প্রাণ হারাইলেন। পরে যুধিষ্ঠির গিয়া বকের শতাধিক প্রশ্নের সুসঙ্গত উত্তর দান করিয়া চারিভাইকে বাঁচাইলেন। এই হইল মূলের উপাখ্যান। কাশীরামদাসে প্রথমে ভীম, তারপর অর্জ্জুন, তার পর নকুল, তারপর সহদেবকে পাঠাইলেন, অবশেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত না পাঠাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এটি

কাশীদাসে দুর্নীতি

বড় গুরুতর দোষের কারণ হইয়াছে। যেখানে ভীমার্জ্জুন জল আনিতে পারিলেন না, সেখানে একটি স্ত্রীলোককে পাঠান

যে কতদূর হাস্তকর, ক্লীবতাব্যঞ্জক ও দুর্নীতির পোষক তাহা কাশীদাস বা তদীয় কথকেরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কাশীদাসের সময়ের অধঃপতিত বাঙ্গালী ভাবিত যে, যখন শাস্ত্রেই আছে যে, "আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি," তখন দ্রৌপদীকেই বা মৃত্যুসঙ্কটে পাঠান হইবে না কেন? বস্তুতঃ, মূল মহাভারতের মতে দ্রৌপদী আশ্রমে ছিলেন, কেবল পাঁচ ভাই মাত্র মৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য দ্রৌপদীকে জল আনিতে পাঠান একেবারেই অসম্ভব ছিল।

সাহিত্যিকদের প্রকাশিত কাশীদাসে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক

পূর্ব্বে যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, কাশীদাসের সংস্কার আবশ্যক। কি কাব্যরূপে, কি নীতিগ্রন্থরূপে, কি ইতিহাসরূপে কোনও ভাবেই প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতছাত্র বা জনসাধারণের উপযোগী নহে। বঙ্গভাষায় নৈপুণ্যকামী পণ্ডিতের নিকট মূল আবিষ্কৃত কাশীদাসী চিরকাল আদরের জিনিস থাকিবে। তাঁহাদিগের নিমিত্ত, প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া পাঠবিচারপূর্ব্বক, কাশীদাসের খাঁটি মহাভারত প্রকাশিত করা বিধেয়। কিন্তু সাধারণের জন্য এক আধটুকু বদলাইয়া, নীতিবিরুদ্ধ কথাগুলি যথাসম্ভব ছাড়িয়া দিয়া, মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনেকটা অনুরূপ করিয়া কাশীদাসের সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যিকেরা তাঁহাদিগের সঙ্কলিত সংস্করণ এইরূপ ভাবে করিলেই, উহার সার্থকতা থাকে।

কালীসিংহের মহাভারত

যাক্। এখন কালীসিংহের মহাভারতের কথা বলি। ঐ গ্রন্থ কালীসিংহের অক্ষয়কীর্ত্তি। উহাতে যেরূপ সুন্দর প্রসন্নগম্ভীর ভাষা আছে, তাহা যথার্থ প্রশংসনীয়। অনুবাদকারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্থলে স্থলে প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া উহা নির্ভুল হয় নাই। উহারও সংস্কার আবশ্যক। ভ্রান্ত অনুবাদের কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

সভাপর্ব্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—

ভ্রান্ত অনুবাদের ১ম উদাহরণ (সভাপর্ব্বে)

"কিয়ৎকাল অতীত হইলে, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। * * * * * ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন"।

এই অনুবাদে দুইটি গুরুতর ভ্রম আছে। মূলশ্লোকগুলির সঙ্গে মিলাইলে উহা সহজেই ধরা পড়িবে—

"কস্তচিত্বথ কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্।
বার্হদ্রথসুতে দেব্যৌ উপাগচ্ছদ্বৃথামতিঃ॥
অস্তি প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সহদেবানুজেহবলে।
** ** ** ***

ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈর্দুরাত্মনা।
জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা॥"

ইহার অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত—"কিয়ৎকাল অতীত হইলে, বৃথামতি কংস জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সহদেবের অনুজা এবং তাঁহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। * * * * * * * দুরাত্মা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ভোজবৃদ্ধেরা, জ্ঞাতিদিগের পরিত্রাণকামনায়, আমাকে অনুরোধ করিলেন"।

১নং ভুল। কংসের পত্নীদের নাম অস্তি এবং প্রাপ্তি কালীসিংহ লিখিয়াছেন সহদেবা ও অনুজা। এইটি প্রথম ভুল। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ।
মৃতে ভর্ত্তরি দুঃখার্ত্তে ঈয়তুঃস্ম পিতুর্গৃহান্॥"

'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কংসের মৃত্যুর পর, অস্তি ও প্রাপ্তি নামে তদীয় মহিষীদ্বয় দুঃখপীড়িত হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন।' জরাসন্ধের পুত্রের নাম সহদেব। যথা মহাভারতে (২।২৪।৪০)—

"জরাসন্ধাত্মজশ্চৈব সহদেবো মহামনাঃ।
নির্যযৌ স্বজনামাত্যঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্॥"

অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত "সহদেবানুজে" অর্থ সহদেবের অনুজদ্বয়, সহদেবা ও অনুজা নহে।

কালীসিংহের অনুবাদে আছে যে, ভোজবৃদ্ধগণ জ্ঞাতিদিগকে **পরিত্যাগ** করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুরোধ কিছু অস্বাভাবিক। বস্তুতঃ

২নং ভুল। তাঁহাদিগকে **পরিত্রাণ** অর্থাৎ কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষার নিমিত্তই অনুরোধ করা হইয়াছিল। বোধ হয় কালীসিংহের পরিদৃষ্ট মূলে **জ্ঞাতিত্যাগমভীপ্সদ্ভিঃ** এরূপ অপপাঠ ছিল। বঙ্গবাসীর সংস্করণে এবং বোম্বাইর নির্ণয়সাগরমুদ্রিত পুস্তকে **জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিঃ** এইরূপ যুক্ততর পাঠ দেখা যায়।

কালীসিংহের অনুবাদকে উপজীব্য করার কারণ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের ভ্রম

স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় কৃষ্ণচরিত্রের ৫ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কালীসিংহের মহাভারত হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

"এই অনুবাদে আছে 'দানবরাজ কংস'। মূলে তাহা নাই, যথা—"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্।" সুতরাং 'দানবরাজ' শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।"

এই ছোট ভুলটিও বঙ্কিম বাবুর চক্ষে পড়িয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বপ্রদর্শিত গুরুতর ভ্রম দুইটি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকেও প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'পরিত্রাণ' শব্দের বদলে 'পরিত্যাগ' শব্দ গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিবর্গের মিলনার্থ কংসকেই বধ করিলেন।" এ মন্তব্য এখন বদলাইতে হইবে।

ভ্রান্ত অনুবাদের ২য় উদাহরণ (কর্ণপর্ব্ব)

কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন—

"তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি। ৫৫

*   *   *   *   *   *   *

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্। ৫৭
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্॥ ৫৮
ধারণাদ্ধর্ম্ম ইত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৫৯
যে ন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্ম্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।
অকূজনেন চেন্মোক্ষং নানুকূজেৎ কথঞ্চন॥ ৬০
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎসত্যমবিচারিতম্॥" ৬১

বঙ্গবাসীর মহাভারত ৮।৬৯ অধ্যায়।

নির্ণয়সাগরমুদ্রিত পুস্তকে একটুকু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

"তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি।
দুষ্করং প্রতিসংখ্যানং কার্ৎস্নেনাত্র ব্যবস্থিতিঃ॥ ৫৫

*   *   *   *   *   *

যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় হিংস্রাণাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ॥ ৫৮
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যস্মাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৫৯
যেঽন্যায়েন জিগীষন্তো ধর্ম্মং পৃচ্ছন্তি মানবাঃ।
অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাত্র কূজেৎ কথঞ্চন॥ ৬০
অবশ্যং কূজিতব্যেহ শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ।
যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্ম্মং পৃচ্ছন্তি কস্যচিৎ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিনিশ্চিতম্॥" ৬১ কর্ণপর্ব্ব ৭২ অধ্যায়॥

এই শ্লোকগুলি শান্তিপর্ব্বেও আছে যথা—

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২

* * * * *

যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধনমিচ্ছন্তি কস্যচিৎ।
তেভ্যস্তু ন তদাখ্যেয়ং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪
অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথঞ্চন।
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ ॥" ১৫

বঙ্গবাসীর সংস্করণ, শান্তিপর্ব্ব ১০৯ অধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে কর্ণপর্ব্বস্থ শ্লোকগুলির অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া উহার ভ্রমগুলি দেখাইতেছি।

মূল। "তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি।"

১নং ভুল। কালীসিংহের অনুবাদ।—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে"। এই অনুবাদ ভ্রান্ত। প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "ধর্ম্মের লক্ষণ তোমার নিকট বলিতেছি"।* মদীয় অনুবাদ নীলকণ্ঠ-সম্মত। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "লক্ষণোদ্দেশমাহ প্রভবেতি" অর্থাৎ "প্রভবার্থায়" প্রভৃতি শ্লোকগুলি ধর্ম্মের লক্ষণ স্বরূপেই বলা হইয়াছে।

মূল। "প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।"

২নং ভুল। প্রভব=অভ্যুদয়, উন্নতি। কালীসিংহের অনুবাদ। "প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এ অনুবাদও ভুল। এখানে "প্রভব" অর্থ উৎপত্তি নহে। প্রকৃষ্টো ভবঃ প্রভবঃ। শান্তিপর্ব্বের টীকায় এই শ্লোকেরই অর্থ করিতে গিয়া নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে. এখানে প্রভব অর্থ অভ্যুদয়। অনুবাদকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শান্তিপর্ব্বের উক্ত শ্লোকগুলির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

৩নং ভুল টীকার অনুবাদ মূলমহাভারতের নহে। "প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহাদ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম"।

* অক্ষরানুবাদ 'সে বিষয়ে, তোমার জন্য, একটি লক্ষণ কথন, এইরূপ হইবে' অর্থাৎ এখনই তোমার প্রবোধের জন্য ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছি।

এখানে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি শ্লোকের অনুবাদ সংক্ষেপে একটিমাত্র বাক্যে সারা হইয়াছে। ইহাকে মাত্র জ্ঞানের অভাব বলে। মহাভারতে যতগুলি উদার পরমধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য আছে, এই তিনটি তাহাদিগের অন্যতম। ইহাদিগকে প্রত্যেক ধর্ম্ম-গ্রন্থের শীর্ষদেশে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। ৺কালীসিংহের পণ্ডিতগণ এই বাক্যত্রয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া উহাদিগের অনুবাদ সংক্ষেপে করিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে তাঁহারা মূলের অনুবাদ আদৌ করেন নাই; তাঁহারা নীলকণ্ঠের প্রদত্ত শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্য্যার্থের বাঙ্গালা করিয়াছেন। বোধ হয় মূল ভাল করিয়া বুঝিয়া ছিলেন না। এই শ্লোক তিনটির যথার্থ অনুবাদ দেওয়া হইল।

(১) প্রাণিগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঋষিগণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা অভ্যুদয়-যুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চিত। (২) ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে; প্রজাগণ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। যাহা [প্রজা] রক্ষার উপযোগী তাহা ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয়। (৩) প্রাণিদিগের অহিংসার জন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা অহিংসাযুক্ত তাহা ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়।

শান্তিপর্ব্বের ৯০তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকেও "প্রভব" শব্দ আছে, যথা—

"প্রভবার্থং হি ভূতানাং ধর্ম্মঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।"

৪নং ভুল। এই শ্লোকটির কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ এইরূপ—"ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তিবিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন।" এখানেও "উৎপত্তি" না বলিয়া "অভ্যুদয়" বা "উন্নতি" বলা উচিত ছিল। অনুবাদকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ একই শ্লোক তিনস্থলে দুইরূপ অনুবাদ করিলেন। দুইবার (কর্ণপর্ব্বে এবং শান্তিপর্ব্বের ৯০ অধ্যায়ে) নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া ভ্রমে পড়িলেন; আর একবার (শান্তিপর্ব্বের ১০৯ অধ্যায়ে) নীলকণ্ঠের অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ অনুবাদ করিলেন।

এখানে "প্রভব" অর্থ যে "অভ্যুদয়" তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। বৈশেষিক-দর্শনে আছে

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং মুক্তিলাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্মকে অভ্যুদয়ের সাধন বলা হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্রও এইরূপ আছে (১২।২৬১।৩৫)

"অকারণো হি নৈবাস্তি ধর্ম্মঃ সূক্ষ্মো হি জাজলে।
ভূতভব্যার্থমেবেহ ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্॥"

"হে জাজলি, ধর্ম্ম সূক্ষ্মপদার্থ; কিন্তু কোনও ধর্ম্মই নিষ্কারণ নহে। প্রাণিদিগের ভব্যের (মঙ্গলের) জন্যই ঋষিরা ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন"। এখানে মূলে "ভূতভব্যার্থম্" আছে। ভব্য অর্থ শুভ, মঙ্গল বা সুখ। "প্রভবার্থং ভূতানাং" এবং "ভূতভব্যার্থম্" এই দুইটি যে একই অর্থের প্রতিপাদক, তাহা বলাই বাহুল্য।

কর্ণপর্ব্বের পাঠ হইতে শান্তি-পর্ব্বের পাঠ শ্রেষ্ঠ।

কর্ণপর্ব্বস্থ শ্লোকগুলি এবং শান্তিপর্ব্বস্থ শ্লোকগুলি প্রায় একই, কেবল এক আধ অক্ষরের গরমিল। যে সকল স্থলে গরমিল, সে সকল স্থলেই শান্তিপর্ব্বের পাঠ সুসঙ্গত ও প্রাঞ্জল। হয়ত পূর্ব্বে উভয়ে এক পাঠ ছিল, এবং পরে লিপিবৈগুণ্যে কর্ণপর্ব্বের পাঠগুলি এত কঠিন ও অসঙ্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"যেংন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্ম্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ"

(কর্ণপর্ব্বের পাঠ।)

এখানে প্রকৃত পাঠ "ধর্ম্ম" না হইয়া 'ধন' হইবে। শান্তিপর্ব্বে ঐ পাঠই আছে। কর্ণপর্ব্বস্থ কৌশিকের উপাখ্যানও ঐ পাঠেরই সমর্থক। নীলকণ্ঠ ভ্রান্ত পাঠ ধরিয়া অর্থ করিতে গিয়া বড় গোলযোগে পাড়িয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ

নীলকণ্ঠের ভ্রম।

মহাশয়ের পণ্ডিতগণ ৬০তম শ্লোকের অনুবাদে নীলকণ্ঠের অনুবর্ত্তী হইয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন, কিন্তু ৬১তম শ্লোকে তাঁহারা নীলকণ্ঠের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ না করিয়া নিজেরা শুদ্ধ অনুবাদই প্রদান করিতে পারিয়াছেন (কর্ণপর্ব্ব ৬৯তম অধ্যায়)। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই।

নিম্নে প্রকৃত অনুবাদ দিলাম। উহার সহিত তুলনা করিলে কালীসিংহের ভ্রমের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধ হইবে।

শুদ্ধ অনুবাদ

যাহারা অন্যায়রূপে কাহারও ধন হরণ করিতে চায়, (তাহাদের নিকট তাহা বলিবে না, ইহাই নিশ্চিত ধর্ম্ম)। যদি কথা না কহিয়া চৌরদিগের হাত হইতে এড়ান যায়, তবে কথা কহিবে না। আর যদি অবশ্যই কথা কহিতে হয়, কিম্বা কথা না কহিলে সন্দেহ করে, তবে সেরূপস্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়স্কর, কেন না, মিথ্যাই এখানে সত্য। (কর্ণপর্ব্ব ৬৯।৬০-৬১)

কালীসিংহের অনুবাদ

যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে [এটি অসম্বন্ধ প্রলাপ হইল, ইহার জন্য নীলকণ্ঠদায়ী] যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে তাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে, সেস্থানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ হয়।

মদীয় অনুবাদের 'কথা না কহিলে যদি সন্দেহ করে' এই অংশটুকুর ব্যাখ্যা আবশ্যক। মূলে আছে "শঙ্কেরন্ * বাপ্যকূজনাৎ"। একটি কল্পিত উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতেছি,

* নীলকণ্ঠের কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা হাস্যকর। কুতূহলী পাঠক একবার পড়িয়া দেখিবেন।

আগে দেখিলাম যে, পলায়মান বণিক্ দক্ষিণদিকে গেল। পরে দস্যুরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তদনুসৃত বণিক্ দক্ষিণদিকে গিয়াছে কি না? এখন যদি চুপ করিয়া থাকি, তবে দস্যুরা ভাবিবে যে মিথ্যাকথার ভয়ে চুপ করিয়া আছি। কাজেই তাহারা দক্ষিণদিকে গিয়া বণিক্‌কে বিনাশ করিবে। এরূপ স্থলে কথা না কহিলে চলিবে না। এখানে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইবে যে, বণিক্‌রা দক্ষিণদিকে যায় নাই। এই মিথ্যাই সত্য ও ধর্ম্মানুমোদিত। ৺কালীসিংহের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া ৺বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় কৃষ্ণচরিত্রে এবিষয়ে একটু ক্রটি রাখিয়াছেন।*

কৃষ্ণচরিত্রে ক্রটি।

(৬ খণ্ড, ৬ পরিচ্ছেদ)

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্" এই সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে হিতবাদ (endaemonism কিংবা সুখবাদ (utilitarianism) নামে য়ুরোপীয় দর্শনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। "যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ"—লেস্‌লী, ষ্টিফেন্, স্পেন্‌সার প্রভৃতির মূলমন্ত্র। ধারণ অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির বা সমাজের রক্ষণ—ইংরাজিতে বলে আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা (self preservation and social preservation) এই কথা না বুঝিয়া ৺কালীসিংহের পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন—

'যাহাদ্বারা প্রজাগণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই ধর্ম্ম"।

(শান্তিপর্ব্ব)

পণ্ডিতেরা এখানে নীলকণ্ঠের ভ্রান্ত তর্জ্জমা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা শুদ্ধই আছে। তিনি "সংরক্ষণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা উহার ধাত্বর্থ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন "পরিত্রাণ"। কিন্তু এখানে পরিত্রাণ বা বিপন্মুক্তির কোন নামগন্ধও নাই। মহাভারতকারের অভিপ্রায় এই যে, যাহা দ্বারা প্রজারা সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

এই সকল কথা আপাতত খুটি নাটি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে।

* প্রসঙ্গত এখানে আরও একটী কথা বলি। কৃষ্ণচরিত্রের উক্ত ৬ খণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের আদি পর্ব্ব হইতে

"ন ধর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"

কৃষ্ণচরিত্রের আর একটী ক্রটি।

এইরূপ শ্লোক তুলিয়া লিখিয়াছেন "চারিটী ভিন্ন পাঁচটীর কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই 'পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি' আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।" এই মন্তব্যটী তুলিয়া দেওয়া উচিত, কেন না মূলের প্রকৃত পাঠ এইরূপ "ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি।" এইরূপ পাঠ ধরিলে, পাঁচটীই হয়, চারিটী হয় না। কালীসিংহের মহাভারতে যথার্থ অনুবাদই আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবু তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বে মহাভারতের তাৎপর্য্য, উপাখ্যানভাগে নহে।

এই সকল ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বই মহাভারতের প্রকৃতশিক্ষা। যদি ঐ শিক্ষাই না পাওয়া গেল, তবে অনুবাদ পড়িয়া লাভ কি? এই মহাভারতের তাৎপর্য্য যে, উহার উপাখ্যানভাগে নহে. একথা নীলকণ্ঠও ভূয়োভূয় স্বীকার করিয়াছেন। সংবাদপত্রের অধিকারীরা অবিকল যথাদৃষ্ট কালীসিংহের অনুবাদ ছাপাইয়া বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু উহার বহুপ্রচার বাঞ্ছনীয় নহে। কালীসিংহের

কালীসিংহের অনুবাদের সংস্কার আবশ্যক।

অনুবাদকে এক আধটুকু বদলাইয়া মূলের অনুযায়ী করিয়া, প্রচার করা সঙ্গত। কালীসিংহের মহাভারতে ভ্রমপ্রমাদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কালীসিংহের মহা উদ্যম অল্পপ্রশংসার নহে। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, এসব কাজে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবেই থাকিবে। পরবর্ত্তী কালের পণ্ডিতগণ উহার সংশোধন করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ইহাতে পূর্ব্বমনীষীদিগের অবহেলা করা হয় না, ইহাই তাঁহাদের প্রধান সম্মান। আজ মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কত আনন্দের সহিত প্রদর্শিত ভ্রমগুলি সোধরাইয়া লইতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কোনও সংস্কৃতজ্ঞ সভ্য এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে দেশের বিদ্যানুরাগী মহাপ্রাণ জমিদারবর্গ (কাসিমবাজার, লালগোলা, দীঘাপাতিয়া প্রভৃতি) মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।*

শ্রীবনমালিবেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন।

* প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য অতি সাধু। মহাভারতের একখানি উপযুক্ত অনুবাদের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু মূল মহাভারতের কোন্ খানি আদর্শ হইবে, তাহা লইয়াই বিষম গোল। এ সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। ১৩০৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ও বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের অভিপ্রায় কতকটা প্রকাশ করিয়াছি।

[সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪ সাল, ২৩৫—২৩৭ পৃষ্ঠা, বিশ্বকোষ ১৪ ভাগ, মহাভারত শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তৎপরে কিছুদিন হইল, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল্ তাঁহার প্রস্তাবিত মহাভারতের বিশদ সূচীপ্রকাশকল্পে এবং আমেরিকার অধ্যাপক হপ্‌কিন্স তাঁহার Indian Epic নামক বিস্তৃত গ্রন্থে মহাভারত সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিস্তৃত আলোচনার ফলে মূল মহাভারতের একটী প্রকৃত ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য জর্ম্মণদেশে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর হস্তলিপি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় শতাধিক হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন ও মহাভারতের প্রকৃত পাঠ ঠিক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাভারতের এ পর্য্যন্ত ১৮।১৯ খানি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল টীকার মধ্যেও মহাভারতের যথেষ্ট পাঠান্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যতদিন একখানি মূল মহাভারতের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত না হয়, ততদিন মহাভারত-অনুবাদরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। জর্ম্মণদেশের ন্যায় এদেশেও মূল মহাভারতের একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য মনে করি।

পত্রিকা-সম্পাদক।

প্রাচ্য ও উদীচ্য*

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে প্রাক্ (প্রাচ্) ও উদক্ (উদচ্) নামে দুইটী বিভাগ ছিল। এই উভয় বিভাগকে যথাক্রমে প্রাচ্য ও উদীচ্যশব্দ দ্বারাও অভিহিত করা হইত। এই দুই বিভাগের অধিবাসিগণকে এবং গ্রাম নগর প্রভৃতিকেও পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইত। মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাক্ (প্রাচ্) ও উদক্ (উদচ্) প্রাচ্য এবং উদীচ্য শব্দের অনেকবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;—

এঙ্ প্রাচাং দেশে ১।১।৭৫
প্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্ বহুলম্ ৪।১।১৬০
বহ্বচ ইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু ২।৪।৬৬
ন দ্ব্যচঃ প্রাচ্যভরতেষু ৪।২।১১৩
উদীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ ৪।১।১৫৭
উদীচ্যগ্রামাচ্চ বহ্বচোঽন্তোদাত্তাৎ ৪।২।১০৯

এই প্রাক্ ও উদকের সীমানির্দ্দেশ করিয়া উভয় বিভাগের মধ্য দিয়া শরাবতী নদী প্রবাহিত হইত। এ সম্বন্ধে বামন ও জয়াদিত্য প্রণীত সুপ্রাচীন কাশিকাবৃত্তিতে 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে;—

"প্রাগুদঞ্চৌ বিভজতে হংসঃ ক্ষীরোদকং যথা॥
বিদুষাং শব্দসিদ্ধ্যর্থং সা নঃ পাতু শরাবতী॥"†

(কাশিকা ২৪ পৃষ্ঠা ৺বালশাস্ত্রীর সম্পাদিত)

অর্থ,—হংস যেরূপ ক্ষীর ও নীর বিভক্ত করে, সেইরূপ পণ্ডিতদিগের শব্দসিদ্ধির নিমিত্ত, যিনি প্রাক্ ও উদক্ বিভক্ত করিতেছেন, সেই শরাবতী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

সুপ্রসিদ্ধ অমরসিংহ অমরকোষের ভূমিবর্গে এই বিষয় আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন;—

"—শরাবত্যাস্তু যোঽবধেঃ।
দেশঃ প্রাগ্দক্ষিণঃ প্রাচ্য উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ॥"

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১০ই ভাদ্র ১৩১৮ সালে বারাণসী শাখাসাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

† 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' সূত্রে শব্দকৌস্তভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতেও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

অর্থ,—শরাবতীকে সীমা ধরিয়া, তাহার পূর্ব্বদক্ষিণ দেশ প্রাচ্য ও পশ্চিমোত্তর দেশ উদীচ্য।

এই শরাবতী একটী নদী, তাহাও অমরকোষের বারিবর্গে দেখিতে পাওয়া যায়—

"শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
কাবেরী সরিতোঽন্যাঃ—"

অর্থ—শরাবতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী এইগুলি বিশেষ বিশেষ নদীর নাম।

কাশিকার ব্যাখ্যাপ্রণেতা বৈয়াকরণকেশরী সুপ্রসিদ্ধ হরদত্তমিশ্র, কাশিকায় উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"শরাবতী নাম নদী উত্তরপূর্ব্বাভিমুখী তস্যা দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি ব্যবস্থিতো দেশঃ প্রাগ্‌দেশঃ উত্তরাপরস্যামুদগ্‌দেশঃ তৌ শরাবতী বিভজতে তয়া মর্য্যাদয়া তয়োর্ব্বিভাগো জ্ঞায়তে"

(পদমঞ্জরী প্রথম খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা)

অর্থ,—শরাবতী একটী উত্তরপূর্ব্বাভিমুখী নদী, তাহার দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেশ প্রাগ্‌দেশ, উত্তরপশ্চিমভাগে অবস্থিত দেশ উদগ্‌ দেশ; ঐ দুই দেশকে শরাবতী বিভক্ত করিতেছে অর্থাৎ শরাবতীরূপ সীমাদ্বারা এই উভয় দেশের বিভাগ জানা যায়।

হরদত্ত এই শ্লোকের নানা পাঠান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে অর্থের কোনরূপও পার্থক্য না হওয়ায়, এ স্থানে সেই সকল পাঠান্তর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা গেল না। হরদত্ত অমরসিংহের পরবর্ত্তী প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহা বলা বোধ হয় অনুচিত নহে।

পদমঞ্জরী হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, শরাবতী নদী উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী, অর্থাৎ ঈশানকোণের দিকে প্রবাহিত হইত। ইহা অবশ্য হরদত্তের মত। কিন্তু শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে লিখিত আছে যে, * "কেহ কেহ বলেন, এই নদী ঈশানকোণ হইতে আসিয়া নৈঋর্তকোণে পশ্চিম সমুদ্রে (অর্থাৎ আরবসাগরে) পতিত হইয়াছে।" আমাদের নিকট এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নদী সকল নীচের দিকেই প্রবাহিত হয়; এইজন্য নদীর একটি নাম নিম্নগা অর্থাৎ নিম্নগামিনী। শরাবতীও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রধান নদীর ন্যায় হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, সমুদ্রের দিকে নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হইত, ইহাই সঙ্গত। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, শরাবতীর প্রবাহ ঈশানকোণাভিমুখ ছিল, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ নদী নিম্নভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হইত; কিন্তু ইহা কোনরূপে সম্ভবপর নহে।

* দ্রষ্টব্য—'এঙ্‌ প্রাচাং দেশে' সূত্রের শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের এই নদীবিষয়ে উক্তরূপ প[illegible] মত দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, এই নদী বহুপূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য উক্ত পণ্ডিতগণ অনুমান অথবা কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া নদীবিষয়ে বিভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন। যদি নদী বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অনুমানাদির আশ্রয় লইতে হইত না।

যদিও শরাবতী নদীর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তথাপি অন্য প্রকারে প্রাক্ ও উদকের অবস্থিতি নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই নির্ণয় দ্বারা শরাবতী নদীরও অবস্থিতি-স্থান বুঝিতে পারা যাইবে।

ন প্রাচ্যভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ ৪।১।১৭৮।

এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কাশিকায় কতকগুলি দেশের অধিবাসীকে প্রাচ্য বলা হইয়াছে। ঐ দেশগুলির নাম—পাঞ্চাল, বিদেহ, অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ। এই স্থানে হরদত্ত লিখিয়াছেন,—

পাঞ্চালাদয়ঃ শরাবত্যাঃ প্রাঞ্চো জনপদাঃ ॥

(পদমঞ্জরী দ্বিতীয় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ পাঞ্চালাদি শরাবতীর পূর্ব্ববর্ত্তী জনপদ।

বহ্বচ ইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু ২।৪।৬৬।

এই সূত্রের মহাভাষ্যে ভরতবংশীয়দিগকে প্রাচ্য বলা হইয়াছে। এই ভরতবংশীয় হস্তী নামক রাজা হাস্তিনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন*। ঐ নগর বর্ত্তমান দিল্লীর সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল, এ কথা সকলেই জানেন। ইহা দ্বারা দিল্লী পর্য্যন্ত ভূভাগ যে প্রাগ্ দেশ,—এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, সেই সময় গঙ্গা হাস্তিনপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। হাস্তিনপুরের পশ্চিমভাগে পাঞ্চালদেশ এবং পাঞ্চালদেশের পশ্চিমে কুরুজাঙ্গল জনপদ বিদ্যমান ছিল। ঐ কুরুজাঙ্গল জনপদ অতিক্রম করিলে, তাহার পশ্চিমে শরদণ্ডা নাম্নী একটী নদী পাওয়া যাইত। এই নদী সুনির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, নানা জলচর বিহগকুলে সমাকুল ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসম্পদে রমণীয় ছিল। এই শরদণ্ডা ও শরাবতী অভিন্ন। শরশব্দে তৃণজাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ্ বুঝায়, চলিতকথায় তাহাকে "শরকাঠী" বলে। 'শরাঃ সন্তি অস্যাম্'শর সকল আছে ইহাতে—এই অর্থে শরাবতী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।†

---

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† "তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্" ৫।২।৯৪ এই সূত্র দ্বারা 'শর' শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়। মতুপের উকার ও পকার অনুবন্ধ। "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ" ৮।২।৯ এই সূত্র দ্বারা অথবা সংজ্ঞায়াম্ ৮।২।১১ এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয়ের মকার স্থানে বকার হয়। "শরাদীনাং চ"৬।৩।১২০ এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার দীর্ঘ হয়। স্ত্রীলিঙ্গে "উগিতশ্চ" ৪।১।৬ এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ হয়।=শরাবতী। যদি "শরাদীনাং চ" এই সূত্র

শরদণ্ডাশব্দেরও ঐ অর্থ। শরদণ্ডা অর্থাৎ শরকাঠী যাহাতে আছে তাহার নাম শরদণ্ডা। পূর্ব্বে কাশিকা হইতে যে কয়েকটী প্রাচ্য জনপদের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঞ্চাল দেশের নামও আছে। শরাবতী নদীর পূর্ব্বদক্ষিণভূভাগকে প্রাগ্‌দেশ বলা হইত, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং শরাবতী নদী প্রাচ্য জনপদগুলির উত্তরপশ্চিমদিকে ছিল। রামায়ণে পাঞ্চাল জনপদের পশ্চিমদিকে, কুরুজাঙ্গল জনপদের পশ্চিমপ্রান্তে শরদণ্ডা নদীর অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে। অতএব শরাবতী ও শরদণ্ডার অবস্থিতিস্থান একই ছিল, ইহা বেশ প্রমাণিত হইতেছে।

এখন দেখা যাইতেছে, শরদণ্ডা ও শরাবতী উভয় শব্দই একার্থ, উভয় শব্দের আকারগত সাদৃশ্যও আছে। আবার উভয় নদীর অবস্থিতিস্থানও এক। এই সকল কারণে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে যে, শরদণ্ডা ও শরাবতী একই নদীর দুই নাম।

প্রাচ্যদেশ নির্ণয় করিবার আরও একটী উপায় আছে। মীমাংসাদর্শনে

"অনুমানব্যবস্থানাত্তৎসংযুক্তং প্রমাণং স্যাৎ" ১।৩।১৫।

এই সূত্রের শাবরভাষ্যে দেশবিশেষের আচারের উল্লেখপ্রসঙ্গে 'হোলাকা প্রভৃতি প্রাচ্যগণের আচার' এরূপ বর্ণিত আছে। এই হোলাকাকে অনেকে 'হুলি' মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ হুলি শব্দ হোলাকাশব্দের অপভ্রংশ হইলেও, হুলির আবির নিঃক্ষেপ অথবা রঙ্গের পিচ্‌কারী দেওয়া হোলাকা নহে। কাশী প্রভৃতি স্থানে দোল-পূর্ণিমার প্রদোষে অনেকগুলি কাষ্ঠ-তৃণ একত্র করিয়া পূজাদির পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, ইহাকেই হোলাকা বলে। বঙ্গদেশেও ইহার অনুরূপ আচার দৃষ্ট হয়। তবে সেখানকার আচারের সঙ্গে কাশীর আচারের একটু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশে দোলযাত্রার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে একখানি ক্ষুদ্র কুঁড়ে-ঘর প্রস্তুত করিয়া পূজা প্রভৃতির পরে অগ্নিসংযোগে ঐ কুঁড়ে-ঘর ভস্ম করা হয়। বঙ্গদেশে ইহাকে বহ্ন্যুৎসব বলে। সময়ের ও নামের পার্থক্য থাকিলেও, কাশীর হোলাকা ও বঙ্গদেশের বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এইরূপ আচার অথবা ইহার অনুরূপ কোন আচার পঞ্চনদে নাই,—এ কথা আমার সতীর্থ্য পঞ্চনদবাসী ভ্রাতৃগণের নিকট জানিতে পারিয়াছি। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পঞ্চনদ প্রাগ্‌দেশ নহে।

এ বিষয়ে আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে "বাহীক" নামে একটী দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির সূত্রেও বাহীক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ;—

না থাকিত, তাহা হইলে 'শরবতী' (যথা, ধনবতী, পুত্রবতী) এইরূপ হইত। "শরাদীনাং চ" এই সূত্র থাকাতেই অকারের দীর্ঘ হইয়া 'শরাবতী' এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, পাণিনির সময়ে 'শরাবতী' শব্দের প্রচুর-প্রচার ছিল। এই কারণে শরাবতী শব্দের সিদ্ধির জন্য পাণিনিকে বিশেষ সূত্র প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যে অনেকবার প্রাক্, উদক্, প্রাচ্য ও উদীচ্য শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার সময়ে শরাবতী নদী বিদ্যমান ছিল এবং এই দুই বিভাগও সকলের সুপরিজ্ঞাত ছিল।

বাহীকগ্রামেভ্যশ্চ ৪।২।১১৭।

আয়ুধজীবিসঙ্ঘাঞ্‌ ঞ্যড্‌ বাহীকেষ্বব্রাহ্মণরাজন্যাৎ ৫।৩।১১৪।

৩৫ ১।১।১২ সূত্রের মহাভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে

"ন বাহীকোঽনুবধ্যতে। কথং তর্হি বাহীকে বৃদ্ধ্যাত্বে ভবতঃ॥"

এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসে সারোপলক্ষণার উদাহরণস্থলে "গৌর্বাহীকঃ" এইরূপ উক্তি দেখা যায়। উক্ত স্থলে মহাভাষ্য ও কাব্যপ্রকাশ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ দুই স্থলে বাহীকদেশবাসী মনুষ্য বুঝাইবার জন্য বাহীক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; দেশ বুঝাইবার জন্য নহে। এই বাহীকদেশের বিষয় মহাভারতে কর্ণপর্ব্বের ৪৪ এবং ৪৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানামান্তরং যে সমাশ্রিতাঃ।
বাহীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ॥*

৪৪ অধ্যায় ৭ শ্লোক।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, বিতস্তা, ও চন্দ্রভাগা, এই পাঁচ নদী ও ষষ্ঠ সিন্ধুনদ, ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী ভূভাগের নাম বাহীকদেশ, টীকাকারেরা এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার পর, ঐ অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধুর নাম উল্লিখিত আছে। এই শ্লোক দুইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই টীকাকারগণ উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শতদ্রু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আরও একটী শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিপাশা নদীর নাম উল্লিখিত আছে,—

বহিকশ্চ বহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টি প্রজাপতেঃ॥†

৪৪ অধ্যায় ৪১ শ্লোক।

অর্থ,—বিপাশাতে বহিক ও বাহীক নামে দুই পিশাচ আছে। বাহীকগণ তাহাদের সন্তান, ইহারা প্রজাপতির সৃষ্টি নহে।

---

* বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোকের অন্যরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ।
তান্‌ ধর্ম্মবাহ্যানশুচীন্‌ বাহীকান্‌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থের তেমন কোন বিশেষ নাই। উদ্ধৃত পাঠ শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত অনুসারে।

† বঙ্গবাসীর পুস্তকে পাঠান্তর—

"বহিশ্চ হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।"

মহাভারতের সময় বাহিকেরা অত্যন্ত অনাচারপরায়ণ ছিল, সেইজন্য মহাভারতে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যায়। মহাভারতে কর্ণপর্ব্বের ৪৪ এবং ৪৫ অধ্যায় পাঠ করিলে তাহাদের ঘোরতর অনাচারের বিষয় জানিতে পারা যায়। বাহুল্যভয়ে ও অপ্রাসঙ্গিকবোধে এখানে সে সকল কথার আলোচনা করা গেল না।

মহাভারতে বাহীকশব্দ দেশ ও তদ্দেশবাসী মনুষ্য, এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে প্রথমটীতে বাহীকশব্দ দেশ বুঝাইবার জন্য ও দ্বিতীয়টীতে তদ্দেশীয় মনুষ্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ণপর্ব্বের ৪৫ অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চনদ ও বাহীক একই দেশ; কিন্তু বর্ত্তমান পঞ্জাব ও তখনকার পঞ্চনদ একেবারে অভিন্ন নহে। যে ভূভাগ সিন্ধুনদের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, যাহার পূর্ব্বসীমা শতদ্রু নদী,—সেই সিন্ধু-শতদ্রু-বেষ্টিত ভূভাগ পূর্ব্বে পঞ্চনদ বা বাহীক বলিয়া পরিচিত ছিল; অর্থাৎ বর্ত্তমান কাশ্মীরের অনেকাংশ ও বর্ত্তমান পঞ্জাবের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া পঞ্চনদ জনপদ বিস্তৃত ছিল।

উক্ত জনপদে "শাকল" * নামে একটী নগর ছিল। মহাভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয় আহ্নিকে "অব্যয়াত্তপ্" এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে ঐ শাকল-নগরকে ভগবান্ পতঞ্জলি প্রসঙ্গক্রমে উদীচ্য ও বাহীক উভয়ই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাহীকদেশ বা পঞ্চনদ জনপদ উদগ্‌দেশের অন্তর্গত ছিল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, দিল্লী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ এবং দিল্লীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত পাঞ্চাল ও কুরুজাঙ্গল জনপদ প্রাগ্‌দেশের অন্তর্গত ছিল। শতদ্রু নদীর পশ্চিম ভূভাগ উদগ্‌দেশের অন্তর্গত ছিল। বাহীক জনপদ ব্যতীত কেকয়, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশগুলিও উদীচ্য দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। "ন প্রাচ্য ভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ" ৪।১।১৭৮ সূত্রের পাণিনীয় গণপাঠ, কাশিকা ও পদমঞ্জরী পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

দিল্লী হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের পশ্চিমপ্রান্তে, কুরুজাঙ্গল জনপদের পশ্চিমসীমায়, শরাবতী নদী বিদ্যমান ছিল। এই নদী হইতে শতদ্রুর দূরত্ব তত বেশী ছিল না। আপাততঃ শরাবতী নদী সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার উপায় নাই।

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
(বারাণসী)

* মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়, ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ছিলমাবাদের মেলা

ময়মনসিংহ জেলায় আটীয়া পরগণার মধ্যে ছিলমাবাদ (সলিমাবাদ) বলিয়া একটী গণ্ডগ্রাম আছে। ঐ গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান ও কৈবর্ত্ত। বহুকাল হইতে তথায় চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বদিন একটি মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলার জন্যই ঐ গ্রামের এত প্রসিদ্ধি। বহুবৎসরের ঐ প্রসিদ্ধ স্থানটি আজ উত্তাল উর্ম্মিসংকুল খরস্রোতা যমুনার প্রবাহে (ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশ পদ্মানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে তাহাকে যমুনা নদী বলে) অচিরে অদৃশ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। আর দুই এক বৎসর স্রোতের গতি এবম্প্রকার থাকিলে ঐ গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। সম্প্রতি গ্রামের দেবালয় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

এ প্রদেশের চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কপূজায় কিছু বিশেষত্ব আছে। তিন চারি হাত দীর্ঘ ন্যূনাধিক অর্দ্ধহস্ত প্রশস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অঙ্কিত করিয়া এবং মধ্যস্থলে একটি ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া তদুপরি শিবের পূজা হইয়া থাকে। ঐ দারু মূর্ত্তিকে অত্রদেশে "পাট ঠাকুর" বলে। চড়কপূজা উপলক্ষে চৈত্র-সংক্রান্তির ১০।১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে ঐ পাট-ঠাকুরের পূজা আরম্ভ হয়। ঐ পূজায় ভূতাবিষ্ট রোগিণীদেরই অধিক শুভাগমন হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস পাট-ঠাকুরের চরণামৃতে ভূতের উপদ্রব থাকে না। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন ঐ পূজার বিশেষত্ব আছে এবং ছিলমাবাদের পাট-ঠাকুর বিশেষ "জাগ্রত" দেবতা বলিয়া অত্র-দেশীয়দের বদ্ধসংস্কার থাকায় ঐ বিশেষ পূজার দিন তথায় বহুলোকের সমাবেশ হয়। ভূতাবিষ্ট ভিন্ন অন্য নানারোগের প্রতিকার উদ্দেশ্যেও বহু বলি ও পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর ঐ দিন প্রায় ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশ ও ৪।৫ শত ছাগ বলির জন্য উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। ভূতাবিষ্ট রোগিণীগণকে শান্তির জন্য তথায় লইয়া যাওয়া হয়। রোগশান্তির পূর্ব্বে রোগিণীদের অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব দৃষ্ট হয়। ঐ দৃশ্য অতি বীভৎসজনক। কোথাও কেহ কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে; কেহ করালবদন ব্যাদনপূর্ব্বক অব্যক্ত শব্দ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বিমুক্ত কুন্তলাবলী অনবরত রজক হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতেছে—বৃক্ষপত্রাদি কেশদামসংলগ্ন হওয়ায় রোগিণীদের দৃশ্য আরও ভয়ানক হইয়া থাকে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ছিলমাবাদ হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেই রোগিণীদের উত্তেজিত ভাব হইয়া থাকে। রোগিণী বিকট বেগে, বিকট ভঙ্গিতে ছিলমাবাদ অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে গমন করিতেছে! সাধ্য কি কেহ তাহার গতি রোধ করে! রোগিণীর অভিভাবকগণ রোগিণীর নগ্নতা ও শরীররক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। পরিধেয় বস্ত্র দৃঢ়রূপে কটিতে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। শঙ্খ রত্নাদি রক্ষার্থে তাহাও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধা হয়। দুই তিন জন লোক উভয় পার্শ্ব হইতে রোগিণীকে ধরিয়া সাবধানে লইয়া যায়। এত যত্ন এত সাবধানতা সত্ত্বেও অর্দ্ধ নগ্ন, রুধির-রঞ্জিত রোগিণী বিরল নহে। ছিলমাবাদের পাট-ঠাকুরের অত্যন্ত মাহাত্ম্য

বলিয়া এদেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন; ঐ পাট-ঠাকুর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি আছে :—

ছিলমাবাদের ৩।৪ মাইল উত্তরে ঘুণি বলিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। নিয়োগী বাবুরা তথাকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। নিয়োগী বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ ৺দুর্গাদাস নিয়োগী অতি ক্ষমতাবান্ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ঐ গ্রামে আছে। মন্দিরে বহুকাল হইতে কোন প্রতিষ্ঠিত দেবতা দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে ঐ মন্দিরের অতি শোচনীয় অবস্থা। ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের যে বহু ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে মন্দিরের দ্বারের উপরের খোদিত শ্লোকটী ভগ্ন হওয়াই বিশেষ অপচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ শ্লোকটী নিয়োগী বাবুদের অনেকের নিকট লিখিত আছে, কিন্তু কিছু কিছু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। আমি ঐ শ্লোকাবলি-খোদিত ইষ্টক অনুসন্ধান করিয়া ২।৩ খান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইষ্টকোপরি খোদিত অক্ষরগুলি বঙ্গাক্ষর ও প্রায় দুই ইঞ্চ দীর্ঘ। এতদ্‌ভিন্ন মন্দিরে বহু কারুকার্য্য, লতাপাতা, ফুল ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। এখনও তাহার কতক কতক মন্দিরে দেখা যায়। কিংবদন্তি এই, ঐ মন্দিরের কপাট প্রস্তুত কালে কপাটের জন্য আনীত কাষ্ঠ খণ্ডদ্বারা পাটঠাকুর প্রস্তুত করিয়া পূজা করার জন্য নিয়োগী বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে কেহ আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে যথারীতি কার্য্য হয়। তাঁহার পরবর্ত্তিগণ মধ্যে জনৈক নিয়োগী বাবু অত্যন্ত বিলাসী হওয়ায় ঐ পূজায় অমনযোগী হয়েন এবং ঐ পূজার বাদ্যকর জনৈক চুণিয়া (চূর্ণকার জাতি) নিয়োগী বাবুর নিকট হইতে পাটঠাকুর প্রাপ্ত হয়। উক্ত চুনিয়া ঐ পাটঠাকুর লইয়া গিয়া ছিলমাবাদে স্থাপন করে এবং তথাকার পালবংশীয় জনৈক ব্যক্তি পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত পালবংশীয়গণ ঐ পাট-ঠাকুরের পূজক ও চূর্ণকারবংশীয়গণ স্বত্বাধিকারী। মন্দিরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত ছিল :—

"শ্রীশম্ভু। সপ্তবেদোত্তরপরিবিলসৎপঞ্চশুভ্রাংশুশাকে
শ্রীমৎকৈলাসচূড়াভ্রমকরসুমহাহর্ম্ম্যরূপিমহেশঃ।
স্বচ্ছশ্রীপঞ্চানন উপরিবিলসৎনিষ্কলঙ্কামৃতাংশু
শ্রীদুর্গাদাসদাসং ভবভয়কলিতং ত্রাতুমাবির্ব্বভূব ॥"

শ্লোকার্থ অনুসারে দেখা যায় মন্দিরটী ১৫৪৭ শকে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে সুতরাং মন্দিরের বয়ঃক্রম ২৮৬ বৎসর। ঐ কিম্বদন্তি অনুসারে ছিলমাবাদের মেলা ২০০ বৎসরের ন্যূন নহে। ঐ মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রায়ই নিরক্ষর, কাজেই এই সমারোহের মেলায় তাহাদের স্ব স্ব প্রাপ্তির দিকে যেরূপ খরদৃষ্টি, দর্শক বা যাত্রিগণের সুখসুবিধার জন্য তাহার কিছুই নাই। ঐ প্রদেশের মুসলমানগণ সময় সময় যাত্রিগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, এজন্য কয়েক বৎসর পুলিশের একটু বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ঐ দেবপূজা ও মেলা কোথায় হইল তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী।

ভারতবর্ষের বর্ণমালা

সামবেদ, ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় যে ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে পাণিনি-ব্যাকরণোদ্ধৃত সকলগুলি অক্ষরই সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। সর্ব্বানুক্রমণী, প্রাতিশাখ্য এবং যাস্কের নিরুক্তের প্রমাণে বলিতে পারা যায় যে এখন উল্লিখিত বেদসংহিতাগুলির যে পাঠ প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বানুক্রমণী প্রভৃতির সময় হইতে সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ভাবে রহিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারা যায় যে সংহিতাগুলির মধ্যে যে রচনা অত্যন্ত পুরাতন, তাহাতেও সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট সকলগুলি বর্ণ প্রচলিত ছিল। লিখিবার কৌশল সৃষ্টি না হইলে কদাচ বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে নাই; অথচ অক্ষর শব্দটিও বর্ণঅর্থে অত্যন্ত প্রাচীন ব্যবহারে পাওয়া যায়। যাহা মুখের কথার মত ভাসিয়া যায় না, কিন্তু অক্ষর বা অক্ষয় হইয়া থাকে, তাহারই নাম যখন বর্ণ, তখন অক্ষর শব্দ হইতেই লিপি-সৃষ্টি সম্পূর্ণ সূচিত হয়। ঋগ্বেদে আছে—"অক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীং" অর্থাৎ অক্ষর বা Syllable দ্বারা সাতটি ছন্দ মিত বা Measured হয়। এই অর্থ সুস্পষ্ট। কাজেই বলিতে পারা যায় যে সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্য দেখিয়া মন্ত্ররচয়িতাদের বংশের প্রাথমিক বা আদিম সভ্যতার কথা জানিতে পারা যায় না। বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে একটা অতি দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা অস্বীকার করা অসম্ভব।

বৈদিক সাহিত্য বিকসিত হইবার পূর্ব্বে বর্ণমালার কি অবস্থা ছিল, কি প্রকার উচ্চারণ ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহা বৈদিক সাহিত্য হইতে প্রাচীন ঈরাণী ভাষার প্রমাণে এবং আর্য্য-সভ্যতাস্পৃষ্ট কোন কোন প্রান্তদেশবাসী জাতির ভাষা তুলনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন ঈরাণী ভাষা সম্বন্ধে Dr. Haug এবং Dr. Hornএর ব্যাকরণবিষয়ক প্রবন্ধ আমার অবলম্বন। আর্য্যস্পৃষ্ট প্রতিবেশী জাতির ভাষাসম্বন্ধে T. G. Bailey প্রণীত "Languages of the Northern Himalayas" এবং Colonel Davidsonএর বাশ্‌গলী ভাষার বিবরণ (J. A. S. B., Vol. LXXI, Pt. 1. Extra No. 1, 1902) মান্য বলিয়া গ্রহণ করিব। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বর্ণমালার যে উচ্চারণের বিবরণ দিব, তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণের সন্ধি নামক প্রবন্ধে যে সকল আদিম উচ্চারণের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা অতিরিক্ত প্রমাণে সমর্থিত হইবে। পাঠকদিগকে আমার সেই পূর্ব্বপ্রবন্ধ একবার পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

(অ) অ—এই স্বরের মুক্ত প্রাচীন উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই চলে; সেরূপ উচ্চারণ করিতে হইলে হ্রস্ব আ উচ্চারণ করিতে হয়। বেদে এই উচ্চারণই অধিক; সংবৃত বা একটু ও-ঘেঁষা বাঙ্গলা ধারণের উচ্চারণও ঋগ্বেদের সময়ে ছিল (অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য ১-৩৬) পশ্চিমাঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে মুক্ত উচ্চারণ খুব প্রচলিত; তেলেগু, তামিল প্রভৃতিতে সর্ব্বত্রই

যুক্ত উচ্চারণ। ঐ উচ্চারণ একটু দীর্ঘ করিলেই আ হইয়া যায়। প্রাচীন ঈরাণী ভাষার সংবৃত উচ্চারণ নাই, কেবলই যুক্ত উচ্চারণ। কিন্তু ঈরাণী ভাষা যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী বৈদিক ভাষার সহিত বেশী মেলে এবং অতি প্রাচীন ভাষাতেও যখন সংবৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়, তখন ঐ সংবৃত উচ্চারণ অতি প্রাচীন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

অ-কারে একটা অনুনাসিক ধ্বনিও অতি প্রাচীনকালে যুক্ত ছিল। ঐ অনুনাসিক ধ্বনি বহুবচন করিবার সময়কার টানা উচ্চারণে ফুটিয়া উঠিত বলিয়া লটের একবচনের "ন্তি" বহুবচনে "অন্তিতে" পরিণত হইত। বৈদিক ভাষায় বহুবচনের "জুহ্বতি" পদের বিকল্পে "জুহ্বন্তি" পাওয়া যায়।

(২) আ - তেলেগু, তামিল পড়িতে গেলে যেমন অ-কারের দীর্ঘ করিয়াই আ-কার পাওয়া যায়, প্রাচীন বৈদিকে যে ঠিক্ তাহাই ছিল, তাহা নিরুক্ত এবং পদপাঠ হইতে বুঝিতে পারা যায়। অ+অস্ +অম্ হইতে আসম্ (আমি ছিলাম)। অকারের অনুনাসিক যে দীর্ঘ হইলে কখন কখন কেবল অ-কার হইয়া থাকিত, তাহাও খন্ ধাতু হইতে খাত প্রভৃতিতে ধরিতে পারা যায়।

(৩) ই—ই নিজে একটি স্থায়ী স্বর; কিন্তু কোথাও কোথাও হ্রস্ব আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণে "ই" হইত। সাধতি, সিধ্যতি; শাস্তে, শিষ্ট প্রভৃতির প্রতি পাঠকেরা লক্ষ্য করিতে পারেন।

(৪) ঈ—ই-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র। কোন কোন স্থলে দীর্ঘ আ এবং দীর্ঘ ই এক কার্য্য করিত দেখা যায়, যথা—গাথ এবং গীথ, দা-ধাতু হইতে দীঘ এবং হা ধাতু হইতে হীন, ইত্যাদি।

(৫) উ এবং ঊ—উ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শেষটি প্রথমটির দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র।

(৬) ঋ—'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধে এই স্বরের আদিম উচ্চারণ অর্ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। ঋ-কারের স্থায়ী উচ্চারণটি যে শেষভাগে র হইয়া ফুটিত, তাহা প্রাতিশাখ্যেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে (ঋক্প্রাতিশাখ্য ৮-১৪, অথর্ব্বপ্রাতি° ১-৩৭,৭১)। বাজসনেয়ি-প্রাতিশাখ্যে (৪-১৪৫) স্পষ্টতঃ এই কথা আছে যে ঋ-কারের প্রথমার্দ্ধের অ উচ্চারণ। পঞ্জাব সীমান্তপ্রদেশের যে সকল জাতি অনেক অতি প্রাচীন বৈদিক ভাষা তাহাদের ভাষায় রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ঋকারের উচ্চারণ অর্+অ। ঈরাণীয় অবেস্তাতেও ঋ-কারের উচ্চারণ অর্+হ্রস্ব এ। প্রাচীন বৈদিকের জ্ঞাতিভাষার উচ্চারণে প্রাচীনতা রক্ষিত হইয়াছে মনে হয়। প্রাকৃত ভাষায় ঋ স্থলে কোথাও কোথাও কেবল অ থাকিত, যথা—বিকৃত স্থলে বিকট। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে বিকটকে একটি স্বতন্ত্র মূলশব্দ করা হইয়াছে এবং বিকট ও বিকৃতকে অনেক স্থানে প্রায় এক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

দীর্ঘ ৠকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

(৭) ঌ—ঌ-কার কেবল ঋকারের স্থলবিশেষের উচ্চারণভেদ মাত্র। মারহাট্টি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতিতে ড়-ঘেঁষা একটি ল উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় স্বতন্ত্র একটি বর্ণ না হইয়া উহা ড়-কারের একটি উচ্চারণমাত্র ছিল। ব্যাকরণের সূত্রে বলে যে দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে ড় থাকিলে ড়-ঘেঁষা একটা ল উচ্চারিত হইত। ঈলে না বলিয়া দুইটি স্বরের মধ্যস্থ ল-কে ঈড়ে বা ওড়িয়া রকমে ঈলে উচ্চারণ করা হইত। ঠিক ঐ প্রকার নিয়মে ঌ-কারের উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইত। কঌপ ধাতুর কয়েকটি রূপান্তর ভিন্ন অন্যত্র বড় ঌকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে কার্য্যতঃ উহার অস্তিত্ব ছিল না; এখনও নাই।

(৮) এ এবং ও—কাত্যায়নের পাণিনির বার্ত্তিকে (৮ম, ২, ১০৬) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১-১, ৪৮) অ+ই এবং অ+উ হইতে এ-কার এবং ও-কারকে যুক্তস্বর বা Dipthong করা হইয়াছে। "ব্যাকরণের সন্ধি" প্রবন্ধে এই কথাই দ্রবিড় উচ্চারণ ধরিয়া বলিয়াছিলাম। অ+ই হইতে যে 'এ' হইত, তাহার বৈদিক দৃষ্টান্ত যথা—সপ্তমীর একবচনে অশ্ব+ই=অশ্বে, পদ+ঈ=পদে ভব+ঈঃ=ভবেঃ, যমা+ঈ=যমে (যমজ ভগিনী)। ঐরূপ আবার অব+উচ্+অম্=অবোচম্ ইত্যাদি। অনু+আপ হইতে অনূপ (পুকুর) হইত, এস্থলে আকার যোগে হ্রস্বের দীর্ঘ উচ্চারণ হইয়াছে মাত্র।

(৯) ঐ এবং ঔ—এই দুইটি অতি দীর্ঘ Dipthong সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তদতিরিক্ত কিছু বলিবার নাই। দুই একটি বৈদিক দৃষ্টান্ত দিতেছি—তস্ম+এ=তস্মৈ, দেব্যা+এ=দেব্যৈ ইত্যাদি।

(১০) অন্তঃস্থ য, র, ল, ব—এইগুলি যে স্বরজাত ব্যঞ্জন তাহা পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি। এই প্রবন্ধের নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ হইতেও উহাই প্রতিপন্ন হইবে।

প্রাকৃতিক আওয়াজ বা স্বর ধরিয়া বিচার করিতে গেলে দীর্ঘ এবং যুক্ত স্বরগুলি ভাষার বিজ্ঞান হইবার সময়কার সৃষ্টি। হিন্দুগণের এই ভাষাবিজ্ঞান যে অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন। গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির বর্ণবিভাগপ্রণালী সমালোচনা করিয়া ভাষাতত্ত্ববিৎ Sayce লিখিয়াছেন—"Far more thorough-going and scientific were the phonological labours and classification of the Hindu *pratisakhyas.*" এই উৎকর্ষের বিচার যে কেবল প্রাচীনের তুলনায় হইয়াছে তাহা নহে। উক্ত পণ্ডিত আরও লিখিয়াছেন যে—"The Hindus had carefully analysed the organs of speech some centuries before the Christian era, and composed phonological treatses which may favourably compare with those of our own day." কাজেই বলিতে পারা যায় যে

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাতিশাখ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুদিন হইতে ভাষাবিজ্ঞান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা স্বরবর্ণের মধ্যে প্রাকৃত হ্রস্ব এ এবং হ্রস্ব ও পাই না, কারণ প্রাতিশাখ্যে ঐ স্বরগুলির মৌলিক স্বরের বিশ্লেষণ হইয়া গিয়াছে, নহিলে প্রথমতঃ হ্রস্ব এ এবং হ্রস্ব ও ভাষায় ছিল। সামগানের উদাত্ত উচ্চারণ হইতে তাহা ধরিতে পারা যায়। ঈরাণীয় হ্রস্ব এ-কারে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে এবং বাশ্‌গালী প্রভৃতি ভাষার উচ্চারণেও উহাদের আদিম অবস্থা সূচিত হয়। তামিল ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে দুটি এ এবং দুটি ও আছে।

প্রাতিশাখ্য দেখিয়া ব্যঞ্জন বা mute বর্ণের আদিম অবস্থা ধরা সহজ হইবে না, কারণ যেখানে যেখানে ধ্বনির পরিবর্ত্তন, সেখানে সেখানেই একটী স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন স্থাপিত হইয়াছে। দ্রাবিড়েরা বাবিলন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত অক্ষরের একটা চালান আনিয়া আর্য্যের হাটে বেচিয়া গিয়াছিল, একথা এখন আর কেহ স্বীকার করিয়া উপহাসাস্পদ হইতে পারেন না। আর্য্য-সভ্যতা হইতেই যে দ্রাবিড়েরা অক্ষর পাইয়াছিল, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। যে আর্য্যেরা অনার্য্যের কোন সন্ধান রাখিতেন না, তাঁহারা যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনার্য্যের হাট হইতে অক্ষর কিনিয়া আনিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, বিশেষতঃ যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থও খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। নিরুক্তে কেবল লেখার কথা কেন, গ্রন্থপ্রণয়নের কথাও আছে। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই যে, যে সময়ে আর্য্যের ভূগোলে অনার্য্য-রাজ্যের নামগুলি পর্য্যন্ত জানা ছিল না, তখনও আর্য্যভাষার গণন-অঙ্কের নাম প্রভৃতি অনার্য্যেরা সংগ্রহ করিতে ছাড়ে নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন ভূগোলবিষয়ক প্রবন্ধে সে কথা লিখিয়াছি। দ্রাবিড়েরা আর্য্যজাতির প্রাচীন বর্ণমালা এবং লিখিত অক্ষর গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ দেখিতে পাই যে, তামিলের বর্ণমালা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। আন্ধ্র (তেলেগু) এবং কানাড়া দেশের বর্ণমালার উল্লেখ করিতেছি না; কেন না ঐ দুই দেশের জাতি বহুকাল হইতে আর্য্যসভ্যতা দ্বারা উন্নীত হইয়া আপনাদের ভাষা প্রভৃতিতে পূর্ণতা বিধান করিয়াছে।

তামিল ভাষায় দেখিতে পাই যে, বর্গীয় অনুনাসিক বাদে অতি অল্প কয়েকটি অক্ষর ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যবহৃত। বর্গীয় অনুনাসিকগুলি বাদ দিয়া ধরিলে ক, ট, ত এবং পবর্গে কেবল এক একটি করিয়া অক্ষর আছে। চ, ছ এবং শ জ্ঞাপনের জন্য একটি মাত্র অক্ষর। অক্ষর ঢালাই করিবার সুবিধা থাকিলে বুঝাইয়া দিতে পারিতাম যে, একটি অনুনাসিক উচ্চারণকেই বহু পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিবেশীদিগের বর্ণসাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালার ঞ লিখিবার ধরণেই যে একটি এ লিখিয়া তাহার পেছনে একটি পালান বা বক্র রেখা যোগ করিয়া দেওয়া, তামিলের ঞ ঠিক তাহাই। উহাদের ণ একালের ওড়িয়ার ণ-র সদৃশ অর্থাৎ দশম শতাব্দীর বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া অক্ষরের অনুরূপ। 'ন'এ কেবল 'ণ'র একটি টান কম এই মাত্র। ম-কারে কেবল প-বর্গের

অক্ষরের উপর একটি টান অধিক। বিশুদ্ধ 'ল'টী কানাড়ার 'ল'র মত, 'স' সম্বন্ধেও ঐ কথা। নিজেদের ড-ঘেঁষা 'ল'কে উহাদেরই র অক্ষরের পরিবর্দ্ধিত মূর্ত্তি বলা যায়।

আমাদের প্রাচীন ভাষায় মূলতঃ ক, খ, গ, ঘ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ ছিল কি না সন্দেহ, কয়েকটি ব্যঞ্জনের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন এক অনির্দ্দিষ্ট আর্য্যজাতির ভাষা হইতে ইউরোপের এবং এসিয়ার অনেক স্থলে অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি, তাহা হইলে ব্যঞ্জনের অনেক-বর্ণের আদিম অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মোক্ষমূলারের এই কু-বিচারিত মত এখন গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখানে কোন তর্ক তুলিবার সুবিধা হইবে না।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন accent এবং emphasis হইতে ক, খ, গ, ঘ এবং চ, জ যে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা Brugmann এর "Kurze Yergleichendes Grammatik" গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ এবং গ্রন্থের ভাষা আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইংরেজ ভাষাবিদেরা উহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই জর্ম্মাণ পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়াছি। ক এবং চ যে নিত্য পরস্পরের রূপে পরিবর্ত্তিত হইত, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শুচ্ (দীপ্তি) হইতে শুক্র বা শুক্ল এক অর্থে অথর্ব্ববেদে আছে ; চিতের (অনুভব করা) সহিত কেত (ইচ্ছা) চেত (চিত্ত) প্রভৃতি যুক্ত পাওয়া যায়। ক-এর accent ঘটিত রূপান্তরের গ অক্ষরের সহিত জ ঐরূপ নিত্য যুক্ত। কণ্ঠ উচ্চারিত ক এবং তালুর উচ্চারিত চ কিরূপে মিলিত, তাহা বুঝিতে হইলে ক-বর্গের আদিম উচ্চারণ ধরিতে হয়। প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে (অথর্ব্ব প্রাঃ ১ম, ২০) যে ক কণ্ঠ্য বর্ণ হইলেও একদিকে কণ্ঠ্যবর্ণগুলি জিহ্বামূল হইতে এবং অপর দিকে হনুমূল হইতে উচ্চারিত। তাহা হইলেই চ উচ্চারণের নিকটসম্পর্ক কিঞ্চিৎ সূচিত হইল। তালুর উচ্চারিত চ সর্ব্বদাই 'ক'এ পরিণত হইত। যথা—রোচ (দীপ্তিময়) হইতে রোক (আলোক)। বৈদিক রোক শব্দের পূর্ব্বে আ যোগ হইয়া এবং র স্থানে ল হইয়া আলোক হইয়াছে। ঐরূপ ভোজ (ভোগ) রুজ (রোগ), বিজ (বেগ), ওজঃ (উগ্র) প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

আমরা সন্ধির নিয়মে এবং বৈদিক বর্ণপরিবর্ত্তনে চ ছ-র সহিত 'শ' সম্পর্কিত দেখিতে পাই। ঈরাণীয় অবেস্তা হইতে জানা যায় যে, ছ অক্ষরটি সর্ব্বদাই শ দ্বারা অথবা স দ্বারা ব্যক্ত হইত। বৈদিক ভাষার এই প্রাচীন জাতির সাক্ষীতে বলিতে পারা যায় যে, তামিলের পূর্ণ উচ্চারিত চ, ছ এবং শ যে একটি অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, হিন্দুর প্রাচীন উচ্চারণই তাহার মূল।

'ষ'টি বৈদিক ভাষার ক এর সহিত এবং খএর সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। পিণক্‌-তি হইতে পিণষ্টি পাওয়া যায়। পিণষ্টির ব্যুৎপাদক পিষ্‌ ধাতু পিণক্‌ অপেক্ষা বয়সে ছোট। প্রাচীন উচ্চারণের ঐতিহ্যে এখনও অনেক স্থানে ষ খ-রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পঞ্জাব সীমান্তের অনেক ভাষায় খ স্থানেও ষ হয় এবং ষ স্থানেও খ হয়।

তামিলের বর্ণমালা এবং উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, চবর্গের একটা স্বতন্ত্র প্রধানতা কিছু নাই এবং শ ও ষ অন্য দুটি বর্ণের প্রতিনিধি মাত্র। তামিলের প্রতিবেশী মুলয়ালমের খ একটা অতিরিক্ত টানের জোরে ষ হইয়াছে। শ ও চ যে এক অক্ষর তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্রাবিড়েরা ভাষাবিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া যে নিজেদের উচ্চারণের অনুরূপ কয়েকটি অক্ষর কোন বিদেশীয় বর্ণমালা হইতে বাছিয়া বাছিয়া আনিয়াছিল, এ কথা বলিতে কেহ সাহস করিবেন না। অন্য পক্ষে ঐ অক্ষর-গুলির সহিত কোন বিদেশীয় বর্ণমালার মিল নাই। আর্য্যসভ্যতা লইয়া যে অতি পুরাকাল হইতে দ্রাবিড়েরা উন্নীত হইতেছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কেহই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ স্থলে যখন তামিলের আদিম বর্ণমালার সহিত আদিম বৈদিক উচ্চারণের বৈজ্ঞানিক নৈকট্য দেখিতেছি, তখন একথা বলিতে পারি যে তামিলের ব্যঞ্জন উচ্চারণের যে যে মৌলিক বর্ণ ছিল এবং আছে, আদিম বৈদিকে কেবল সেই কয়েকটি অক্ষরই ছিল। অতি দূরবর্ত্তী সময় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুসাধ্য নহে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দীপিকা-ছন্দ

(অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ)

অসমীয়া সাহিত্যিক কাহারও কাহারও মতে এই দীপিকা-ছন্দ গ্রন্থখানি অসমীয়া-ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ ; তাঁহারা বলেন যে ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লেখা। অসমীয়া ভাষায় নবপ্রকাশিত "বাঁহী" নামক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন যে, ইহা দশম শতাব্দীর এমন কি নবম শতাব্দীর গ্রন্থ হইতে পারে।

ইহা যখন এত প্রাচীন বলিয়া কথিত, তখন গ্রন্থখানির একটু বিস্তৃত সমালোচনা আবশ্যক। 'দীপিকা-ছন্দ' স্বর্গীয় রায় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে, ভূমিকায় গ্রন্থকার পুরুষোত্তম গজপতির সম্বন্ধে রায় বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "সূর্য্যবংশী বুলি পরিচিত যি বার ভূঁয়া সকলে চারি শ পাচশ বছরর আগেয়ে অসমত করিছিল সেই বারে ভূঁয়ারে পুরুষোত্তমো এজন রজা আছিল।"* কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এতিয়া অনেক অনুসন্ধান করি জানিব পারিছো যে এওঁ কামরূপর ক্ষত্রিয় জিতারি বংশধর রজা আছিল। অনুমান একাদশ শতিকাত এওঁ এই পুথিখনি লিখিছিল।" আরু জিতারিবংশর শেষ রজা রামচন্দ্রর অনুজর এওঁ নাতি আছিল, দাশরথি রামর অনুজর নাতি ন হয়, কারণ সেইটি অসম্ভব।" দীপিকা-ছন্দের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রায় বাহাদুর বলেন, "রচনাপ্রণালীলৈ চালেও এই পুথিখনি বর পুরণি বুলি বোধ হয়।" রায় বাহাদুর তৎসম্পাদিত রামায়ণের ভূমিকায় এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই বিষয়ত আরু ভিতরুয়া এই প্রমাণ পোবা যায় যে পুরুষোত্তম রজাই ধর্ম্মর ব্যভিচারকে বৌদ্ধ বুলি বয়কৈ নিন্দা করিছে। নবম আরু দশম শতাব্দীত অসমত কিয় ভারতবর্ষর সকলো ঠাইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মর হ্রাস হোবাত সেই ধর্ম্মটি আনকি বৌদ্ধশব্দটিয়েই ঘৃণাসূচক হৈছিল।"

এখন দেখা যাউক গ্রন্থকার তাঁহার নিজ পরিচয় স্থলে কি লিখিয়াছেন—

গ্রন্থের প্রারম্ভক পদ—

"জয় নমোঁ হরি হর শিব নিরঞ্জন।
পালনসংহার আদ্দি দেব সনাতন ॥ ১
ব্রহ্মময় মূর্ত্তি যার ক্ষয় পয় নাই।
হেন সদাশিব পাবে প্রণামো সদায় ॥ ২

---

* এই ভূমিকা এবং দীপিকা-ছন্দ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধন করা মাত্র, ইহা অনায়াসেই বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আশা করি।—লেখক।

ব্রহ্মারূপে প্রজা পালা বিষ্ণুরূপ ধরি ।
রুদ্ররূপে নিয়া প্রভু জগত সংহরী ॥ ৩
হেন মহেশ্বরর চরণ হৃদি ধরি ।
গুরুর কৃপাক মনে পরম সাদরি ॥ ৪
রচিবোঁ দীপিকাছন্দ নামে গ্রন্থপদ ।
দিগপতি সবারো চরিত্র বিদগদ ॥ ৫
শিবরহস্যত হরে জায়াত কহন্ত ।
গৌরীরে পুছন্ত যেন কহিয়া আছন্ত ॥ ৬
আরু হংসকাকিত কহিছা নারায়ণে ।
মহাপুরাণতো কৈলা শূক (শুক) মহাজনে ॥ ৭
জামলসংহিতা হরে গৌরীর আগত ।
কহিয়া আছন্ত রাজনীতি যেন মত ॥ ৮
তাকে কিছু বর্ণাইবাক মোর ভৈল মতি ।
পুরুষোত্তম মোর নাম গজপতি ॥ ৯
অগাধসাগর ইটো কথা শ্রেষ্ঠতর ।
তথাপি আমার আশা মিলিল ডাঙ্গর ॥ ১০
যেন মতে নৃপ সবে পৃথিবী পালিবে ।
সত্য ন্যায়রূপে যশ ধর্ম্মকে স্থাপিবে ॥ ১১
প্রথমে কহন্ত হরে গৌরীর আগত ।
সপ্তম অধ্যায় অন্তে শিবরহস্যত ॥ ১২
শুনিয়ো দীপিকাছন্দ কলাদেবতার ।
গৌরীর আগত হরে কহিলন্ত সার ॥" ১৩

তারপর অন্য একস্থলে আছে—

"[illegible] ঈশ্বর রামচন্দ্র কৃপাময় ।
তান বংশে জন্ম হেন মোর হৈয়া ছয় ॥ ১২৭
খদ্যোতে মার্ত্তণ্ডে হোবে যেনয় অন্তর ।
রাঘবর বংশ মোর হেন পটন্তর ॥ ১২৮

অপরত্র আছে :—

"হে প্রভু ভগবন্ত দেবতা শ্রীরাম।
তোমার দুখানি পাবে করোহো প্রণাম ॥২৭৪
তযু নিজ অনুজর নাতি পুরুষোত্তম।*
মোর মুখে সদা সুগুছোক কৃষ্ণনাম ॥২৭৫

সর্ব্বশেষে পুস্তকের সমাপ্তি স্থলে আছে :—

"নমো নমো রাম　　তুমি পূর্ণ কাম
　　যিতো সনাতন হরি।
ভার হরিবার　　হেতু পূর্ণানন্দ
　　কৌশল্যাত অবতরি ॥৯৯০
রাবণ বধিলা　　সীতা উদ্ধারিলা
　　করিলা যশ বিস্তার।
হেনয় রামর　　চরণ পঙ্কজো
　　নিমজোক মন মোর ॥৯৯১
যিতো রঘুনাথ　　ভকতর অর্থে
　　বালিক করি বিঘাট।
হেন শ্রীরামর　　অরুণ চরণে
　　করো লক্ষ প্রণিপাত ॥৯৯২
ভকত কৃপালু　　পুরুষ বিশাল
　　তাস্ত পরে নাহি কেব।
হেন সীতাপতি　　চরণত পড়ি
　　করো লক্ষ কোটী সেব ॥৯৯৩
চারি রূপ ধরি　　শ্রীরাম লক্ষণ
　　ভরতাই শত্রুঘন।
হেনয় রামর　　পদে মজি রৌক
　　আমার বালেক মন ॥৯৯৪

---

* ইহাই রায় বাহাদুর তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহান বংশত জন্ম ভৈলো হেন
করো মনে অহর্ম্মম।
কাতর করিয়া শরণ পশিলো
পামর পুরুষোত্তম ॥৯৯৫
জানি সাধুজন ক্ষেমি মোর দোষ
কৃপা করিয়োক মনে।
ইতো পদ আবে সমাপতি করি
রাম বোলা ঘনে ঘনে ॥৯৯৬

উদ্ধৃত অংশগুলি দেখিলেই প্রতীত হইবে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহাই বলুন না কেন? গ্রন্থকার নিজেকে দাশরথি রামের বংশজ বলিয়াই পুনঃপুনঃ পরিচয় দিয়াছেন,—জিতারি বংশীয় শেষ রাজা রামচন্দ্রের নহে। জিতারি নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী পশ্চিম হইতে আসিয়া কামরূপের অংশবিশেষে এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং তদ্‌বংশীয়েরা কিয়ৎকাল এই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহারা যে সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের বংশীয়, কিংবা ইঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম গজপতি নামক কেহ রাজা ছিলেন এরূপ কোনও উল্লেখ ইতিহাসে দেখা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম্মকে নিন্দা করিলে কিংবা ধর্ম্মের ব্যভিচারকে বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিলেই যে প্রাচীনত্বের প্রমাণ হয়, সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? প্রারম্ভক-পদ যাহা প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, এই গ্রন্থখানি শিব-রহস্য, হংসকাকীয় সংহিতা ও জামলসংহিতার সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ। আমরা ঐ গুলির মূল পড়িবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বা তন্মতাবলম্বী লোকদিগের নিন্দাবাদ স্পষ্টতঃ ঐ সকল মূল হইতেই গৃহীত মনে হয়। অতএব তদ্দ্বারা গজপতি পুরুষোত্তমের সময়-নির্ণয়ের সহায়তা কিছুই হইতে পারে না।

আর যদি তর্কস্থলে ধরা যায় দীপিকাছন্দের গ্রন্থকারই বৌদ্ধনিন্দার জন্য দায়ী, তজ্জন্যই যে তাঁহাকে প্রাচীন বলিতে হইবে, একথা স্বীকার করিতে পারি না। পাষণ্ডকীর্ত্তনে বৌদ্ধদের নামগ্রহণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও দেখা যায়। স্বয়ং শঙ্করদেব কীর্ত্তন-ঘোষণায় কল্কি-অবতারের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"কলির শেষত হুইবা কল্কিঅবতার।
কাটি মারি ম্লেচ্ছক করিবা বুন্দামার ॥
সবাকে বধিবা বৌদ্ধগণ যত আছে।
কলির শেষত সত্য প্রবর্ত্তাইবা পাছে ॥১৪

কেবল আসামে নয়। বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদের মধ্যেও আধুনিক যুগে পাষণ্ড অর্থে বৌদ্ধ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যের

"ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।"

(গোবিন্দ দাসের কড়চা)*

রায় বাহাদুর ইহার রচনাপ্রণালী দেখিয়াও ইহাকে প্রাচীন বলিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় আমার দখল অতি সামান্য; তথাপি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, শঙ্কর-মাধব দেবের রচনা অপেক্ষা দীপিকাছন্দের রচনা প্রাচীনতর এমনটা ত বোধ হয় না। শঙ্কর মাধবদেবের কীর্ত্তন ও নামঘোষাদিতে যে "শুনিয়োক সভাসদ" "বোলা রাম রাম" ইত্যাদি বাক্য কবিতার শেষভাগে দেখা যায়। দীপিকাছন্দেও তাহাই আছে যথা—

"শুনা সভাসদ পদ দীপিকা-ছন্দর।
কহিলো তোমাত মহা আদি জামলর॥"৮৬২
"কহয় পুরুষোত্তম এরি আন কাম।
খণ্ডোক দুর্গতি ডাকি বোলা রাম রাম॥"১৭৫

বঙ্গদেশে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে আসামে উহাদের ভাষার প্রভাব কদাপি লক্ষিত হইতে পারে না। দীপিকাছন্দের একস্থানে একটী মোসলমান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়†—

"চিত্রগুপ্ত নাম দুই লিখক নির্ভয়।
শুভাশুভ পাপপুণ্য তেরজ করয়॥"৩৯

এই "তেরজ" শব্দটি স্পষ্ট "তেরিজ" এই আরব্য শব্দেরই রূপান্তর। ইহাদ্বারা চেনা যাইতেছে যে, দীপিকাছন্দ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে না—ইহা যে আরও পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ হওয়ার সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই যাহা আলোচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই প্রতীত হইবে।

গ্রন্থের কতটা গ্রন্থকর্ত্তার, কতটুক মূল পুথির এবং কতটুক অনুবাদকের, তাহা মূল না দেখাতে বলিতে পারিলাম না। কিন্তু যদি সমগ্রই মূলানুযায়ী হইয়া থাকে, তথাপি মূল-পুথিগুলিও বড় বেশী প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না।

নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে শঙ্করদেবের কি শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ আছে—

"দেখি কৃপাময় হরি; নররূপ অবতরি॥৫৭৮

---

* দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৭০ পৃষ্ঠা।

† গৌড় হইতে মোসলমান আসিয়াছিল বলিয়া আসামে উহাদিগকে "গরীয়া বলে।

লোকসব অপর্য্যন্ত ; নামদানে তরিবন্ত ।
একান্ত ভকতি কাম ; শ্রবণ কীর্ত্তন নাম ॥ ৩৭৯
তারিবন্ত বহুলোক ; খণ্ডিব দারুণ শোক ।
তাতে দুষ্ট বিপ্র সব ; তর্কবাদে বিনাশিব ॥"৩৮০

আবার নিম্নে যাহা উদ্ধৃত হইতেছে তদ্দ্বারা অহোম বা মুসলমানরাজত্বের সূচনা হইতেছে :—

"ম্লেচ্ছ রাজা সবে করে লোকক বিঘাত ।
স্ত্রী বলে কাঢ়ি নেই নাহিকে সঙ্গাত ॥ ৬৩৪
লোকর জীবিকা নাশি পোষয় উদর ।
প্রাণিক হিংসিয়া খাই মাংস শরীরর ॥ ৬৩৫
বিপ্রসবে ম্লেচ্ছ চাণ্ডালর অন্ন খাই ।
ভৈলেক পাষণ্ড বিপ্রসব সুদ্ধি নাই ॥ ৬৩৬
ম্লেচ্ছ নৃপতিক সেবা করে অনুক্ষণ ।
ব্রহ্মণ্য গুণের কিছো নাহিক সন্ধান ॥" ৬৩৭

এমন কি অসমীয় অথবা বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিও যেন কটাক্ষ দেখা যায় :—

"নাই গতি হৈবে লোক বর্ণত শঙ্কর ।
পাষণ্ড আচারে করিবেক একাকার ॥ ৪৫৯
ভরি তালি মারি রঙ্গে করিবে কীর্ত্তন ।
তাতে মদগর্ব্বে কতো বুলিবে বচন ॥ ৪৬০
নহৈবেক প্রেম ডাকিবেক উচ্ছ করি ।
কতো তাতে লোক দেখাই ফুরিবে বাগুরি ॥ ৪৬১
ফুকিবেক শঙ্খশিঙ্গা করিবে আরাব ।
রণ মাতোয়াল যেন হৈবেক স্বভাব ॥৪৬২
এহি ভাবে মন্দমতি হৈবেক লোকত ।
নহৈব নহৈব গতি কলির কালত ॥"৪৬৩

আরও আছে :—

"কর্ণত কহিব কথা জপি ষোল্ল নাম ।
বর্ণাচার এরি করিবেক মন্দ কাম ॥" ৫৫৭

অতএব দীপিকাছন্দ যে নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ তাহা বোধহয় আর বুঝাইতে হইবে না।

এস্থলে অবান্তর একটি বিষয় বলিতে হইল। সাহেবেরা অসমীয়া ভাষাটিকে বঙ্গভাষা হইতে পৃথক্ প্রমাণ করিতে গিয়া একটি কথা বলিয়া থাকেন যে, অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষার পূর্ব্বেই গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আমি কোনও স্থলে ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রসঙ্গতঃ শূন্যপুরাণের উল্লেখ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লিখিত "বাঁহী" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া বি এ মহাশয় এই দীপিকাছন্দকে শূন্যপুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীনতর ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীপিকাছন্দ দশম শতাব্দীর গ্রন্থ, কিন্তু শূন্যপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেকার গ্রন্থ নহে। দীপিকাছন্দ-বিষয়ে তিনি যাহা যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ মহাশয়েরই অনুগামী; এই সকল সবিস্তরে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণকে বেজবড়ুয়া মহাশয় কি জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের রচিত নহে, বলিয়া অনুমান করেন, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। শূন্যপুরাণের কথা বলিতে গিয়া বেজবড়ুয়া মহাশয় বলেন যে, তিনি শূন্যপুরাণ গ্রন্থ দেখেন নাই; বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই গ্রন্থ বিষয়ে যাহা লিখা আছে, তাহাই মাত্র দেখিয়াছেন। দীনেশবাবু তদীয় গ্রন্থে শূন্য-পুরাণ হইতে "শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক একটী প্রবন্ধ গ্রন্থমধ্যে তুলিয়া দিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বেজবড়ুয়া মহাশয় তাহা তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, "কোনও ঐতিহাসিক মোসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে।" অতএব শূন্যপুরাণ মোসলমান-আক্রমণের পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ এবং ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে না। এস্থলে বেজবড়ুয়া মহাশয় সমালোচকের সরলপথ অবলম্বন না করিয়া দীনেশবাবু এবং শূন্যপুরাণকার রমাইপণ্ডিত তথা বঙ্গসাহিত্যের উপর একটু অবিচার করিয়াছেন। দীনেশবাবু নিরঞ্জনের রুষ্মা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে যে একটা অতি আবশ্যক কথা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করাটা বেজবড়ুয়া মহাশয়ের উচিত ছিল। তাহা এই:—"নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্ত্তী যোজনা। শূন্যপুরাণের প্রাপ্ত তিন খানি পুঁথির মধ্যে মাত্র একখানিতে উহা পাওয়া গিয়াছে।*।

দীপিকাছন্দ যখন তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বলিয়া প্রখ্যাপিত, তখন উহার প্রতিপাদ্য বিষয় জানিবার জন্য কাহারও তেমন ঔৎসুক্য থাকার কথা নাই। তথাপি সংক্ষেপতঃ এতদ্বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তৃতীয় সংস্করণ ৬৫ পৃষ্ঠা। (বেজবড়ুয়া মহাশয় এই সংস্করণই আলোচনা করিয়াছেন, বাঁহীর প্রবন্ধে অন্যত্র (৩১৪ পৃঃ, ১ম বর্ষ) স্পষ্ট উল্লেখ আছে)। শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় সম্পাদিত এবং সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণের বিস্তৃত মুখবন্ধ পড়িবেন।

ছাপার পুস্তকখানি ১২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; ইহাতে ৯৯৬টি শ্লোক আছে। ৩৩৬ শ্লোক পর্য্যন্ত শিবরহস্যের হরগৌরীসংবাদ বিবৃত হইয়াছে; "দেবতাকলা" "ব্রহ্মকলা" "বৈষ্ণবকলা" "রাজকলা" "ধরণীকলা" "মহীপতিকলা" এবং "নরেন্দ্রকলা" এই কয় 'কলা' অর্থাৎ অংশে ইহা বিভক্ত হইয়াছে।

"হেনমতে-নৃপসবে পৃথিবী পালিবে।
সত্যন্যায়রূপে যশ ধর্ম্মক স্থাপিবে ॥ ১১
প্রথমে কহন্ত হরে গৌরীর আগত।
সপ্তম অধ্যায় অন্তে শিবরহস্যত ॥" ১২

এই সাতটি "কলা" বোধ হয় উপরি উল্লিখিত সাত অধ্যায়। বিষয়ও উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে!

তৎপর হংসকাকীয় সংহিতার সংক্ষিপ্তানুবাদ ৪৯৭ শ্লোক পর্য্যন্ত। ইহাতে একটিমাত্র কলা "পাষণ্ডকলা" নামেই প্রবন্ধের পরিচয়; ইহাতে বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতির বিসম্বাদ রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের! ইহার কারণ যাহা তাহা পশ্চাৎ অনুমান করা যাইবে।

অতঃপর আদি-জামলসংহিতার অনুবাদ ৫০০ শ্লোকে করা হইয়াছে। ইহাতে কলা বিভাগ দেওয়া নাই, বোধহয় ভ্রমতঃ মুদ্রিতগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই, কেন না: প্রবন্ধ মধ্যে "শূদ্রকলা" "বৈকুণ্ঠকলা" ইত্যাদির উল্লেখ আছে এবং প্রবন্ধশেষে আছে :—

"অগাধ সাগর ইতো শাস্ত্র তিনিখান।
মুক্ষ মুক্ষ বাচি তার আনি কিছোমান ॥ ৯৮৫
তাক বিরোচিলো যেন কলা অনুসরি।
চৌরাশি কলার কিছো সারক উদ্ধারি ॥ ৯৮৬
সবে কলা কহিবে ব্রহ্মার সাধ্য নাই।
আমি কৈত লাগো ক্ষুদ্র পতঙ্গ পরাই ॥ ৯৮৭
তথাপিতো গুরুআজ্ঞা পড়িবার ডরে।
রচিলো পয়ার যেন মতি অনুসারে ॥ ৯৮৮

ইহাতে কি কি বিষয় আছে তাহা ভগবতী মহাদেবকে যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহা হইতেই অনুমিত হইবে—

"জামলসংহিতা শুনিবাক ইচ্ছা
আছয় মোর সম্প্রতি।
কোন্ বংশে রাজা কোন্ রাজ্যে থিতি
কহিয়োক পশুপতি ॥ ৪৯৯

কাহার দেশত কোন ধর্ম্ম হৈব
প্রজার কোনবা ধর্ম্ম।
দারুণ কলিত কেন মত হৈব
প্রজার কিমত মর্ম্ম ॥ ৫০০
ব্রাহ্মণ সকলে কাক আচরিবে
লোকর হৈবে কি গতি।
কাহার রাজ্যত হৈব কি নহৈব
প্রসিদ্ধ বিটো ভকতি ॥ ৫০১
কোন কোন রাজা বসুধা পালিব
কার পরমায়ু কত।
লোকর সম্বৃদ্ধি কতেক হৈবেক
দুর্ঘোর কলিকালত ॥ ৫০২
কোনরূপে হরি কাহাতে রহিবা
কোন দেশে অবতার।
কলির কালত কোন পুণ্যে গতি
কহিয়ো তার বিচার ॥" ৫০৩

বলা আবশ্যক, এই অংশেও ব্রাহ্মণাদির বহু নিন্দাবাদ আছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই গ্রন্থখানিতে এত পাষণ্ডের নিন্দা থাকিলেও গ্রহবিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞদিগকে খুব উচ্চ আসনে স্থাপিত করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণাদিতে উহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচারিত আছে, তাহা দৈবজ্ঞগণের গৌরবজনক নহে, এই দীপিকাছন্দ অথবা ইহার মূল গ্রন্থগুলিতে এই জাতি সম্বন্ধে যাহা আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই তাহা সূচিত হইবে :—

"অগস্তি পুলস্তি কাশ্যপ কপিল
পরাশর বৈশ্বানর।
জামদগ্নি মরু আস্তিক কুমার
দধীচি কপিল পর ॥ ৮১

* * * *

আসম্বাক বেদে চন্দ্রবিপ্র বোলে
চন্দ্রর সম শীতল।

সকল লোকর কলুষ গুচারে
মঙ্গলরো সুমঙ্গল ॥ ৮৭
আবে সূর্য্যবিপ্র সবারো কাহিনী
শুনিয়া দেবী পার্ব্বতী।
মুখ্য মুখ্য কিছু তাসম্বার নাম
কহোঁ তাক প্রতি প্রতি ॥ ৮৮
ইসব সকলে জ্যোতির্ব্বেদজ্ঞাতা
দৈবর গতি জানয়।
এতেকেসে দেবি ইটো সমস্তক
দৈবজ্ঞ বেদে বোলয় ॥ ৯৩
বাস্তবত দুয়ো সবে যজ্ঞকারী
জানিবা দেবি নিশ্চয়।
প্রপঞ্চ বাহিরে চন্দ্র সূর্য্যবিপ্র
বুলিয়া সবে কহয় ॥ ৯৪
স্মৃতি বেদ জ্যোতি, বেদ দুই খান,
দুহাস্তরো প্রবর্ত্তন।
এতেকে সে ব্রহ্মা মইমহেশ্বর
আমার সবে সৃজন ॥" ৯৫

দেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"কহিলা ব্রাহ্মণ সবে ব্রহ্মাত জন্মিলা।
দৈবজ্ঞ সকল তযু হস্তে উপজিলা ॥ ১০১
দুই হস্তে জানো দুই বিধ বিপ্র হয়।
কোন লোক শ্রেষ্ঠ প্রভু কহিও নিশ্চয় ॥" ১০২

মহাদেব উত্তর দিলেন :—

"সত্বগুণে বিষ্ণু রজ গুণে প্রজাপতি।
মোহোক দিলন্ত প্রভু তমগুণে স্থিতি ॥ ১০৭
তিনির গুণত আমি সমান ঈশ্বর।
তথাপিও আমার বিষ্ণু সে শ্রেষ্ঠতর ॥ ১০৮

এতেকেসে মহামুনি সব শ্রেষ্ঠতর।
তাহান সমান আর নাই জানা আর ॥ ১১২
মোত হন্তে দৈবজ্ঞ বিপ্র সে শ্রেষ্ঠ জানি।
সমান করিয়া থৈলা ব্রহ্মা বেদমণি ॥ ১১৩
জানিবাহা দেবি দুইরো নাই ভিন্নাভিন্ন।
শ্রুতিশাস্ত্র জ্যোতি দুয়ো একয়ে সমান ॥ ১১৪
দুহানো হৈবেক বেদ ধর্ম্ম অধীকার।
এক কর্ম্ম এক বিধি আচার বিচার ॥ ১১৫
ইটো দুই লোকক বন্দিবে নপারয়।
আর সেবা লৈলে শির ছেদিবে লাগয় ॥"১১৬

এই গেল গ্রন্থের আদ্যভাগের কথা। শেষভাগে আছে :—

আছন্ত পুরুষোত্তম ব্রহ্ম নিরাময়।
ভকত সহিতে মাত্র প্রকাশ করয় ॥ ৮২১

*　　*　　*

পাছে তাত অনন্তরে পুরুষ বেকত।
মন হন্তে মহামায়া জাত পুরুষত ॥ ৮২৩

*　　*　　*

জড়রূপী দেবীক করিলা সচেতন।
পাছে পুরুষত বিহা দিতে ভৈলা মন ॥ ৮২৭
তাত পাছে বেদচন্দ্র নামে দ্বিজবর।
বেদর পাছতা বাজ ভৈল তত্ত্ব পর ॥ ৮৩২···
ললাটত হন্তে বাজ ভৈলা খরন্তর।
বিষ্ণুশর্ম্মা নাম তার থৈলন্ত ঈশ্বর ॥ ৮৩৩
পুরুষত প্রকৃতিক বিবাহ দিলন্ত।
বেদচন্দ্র দ্বিজবরে টিকা ধরিলন্ত ॥ ৮৩৪
বিষ্ণুশর্ম্মা ক্ষেণ বেলা বিভাগিয়া দিলা।
পুরুষ প্রকৃতি দুয়ো বিবাহ লভিলা ॥ ৮৩৫
সৃষ্টির কার্য্যক পাছে পুরুষ ঈশ্বর
পুরুষ প্রকৃতি দুইকো দিলা নিরন্তর ॥ ৮৩৬

সিবেলাত দ্বিজ দৈবজ্ঞ জাত ভৈলা।
অজর অমর ধর্ম্ম তনু ধরি রৈলা ॥ ৮৩৭...
এহি জ্যোতির্ব্বেদ, অনন্তকলার, কৈল পিতৃসঙ্কর্ষণে।
তেঁহে বিভাগিয়া, আমাক দিলন্ত, লৈলো মঞি রঙ্গমনে ॥ ৮৭১
বিষ্ণুশর্ম্মা মাত্র, ইহাক জানিলা, ঈশ্বর দায়া মিলিলা।
সেহিসে কারণে, তাসম্বার জানা, সূর্য্যবিপ্র নাম দিলা ॥ ৮৭২

গ্রন্থের অনেকস্থলেই বিপ্রনিন্দা। ইতিপূর্ব্বে দুই এক স্থলে নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও দুই একটি দিতেছি :—

"বিপ্রবাক্যে মোহ হুয়া লোক নিরন্তর।
ভুঞ্জিবে নিকার করিবেক ভেদ পর ॥ ৪৫৭...
ব্রাহ্মণর বাক্যে সবে হৈবেক বিপথ ॥ ৪৭১...
পেটুয়া ব্রাহ্মণে নাশিবেক জগতক ॥ ৪৮৯...
গ্রামকথা কহি বিপ্রে মুহিবে লোকক।
বেদ অর্থ নুবুজিব মদ যে গর্ব্বত ॥ ৫৪৩
মৃতকর দান লৈবে মহা আনন্দত।
সেই দান লৈয়া তেবে দেহ প্রবর্ত্তান্ত ॥ ৫৪৪
নুবুজয় শ্মশানর দেব অধিপতি।
সেই শূদ্র শৌচে নষ্ট হৈব দ্বিজজাতি ॥ ৫৪৫
নজানয় মন্ত্রবেদ অর্থক নজানে।
কেবল দানক লই মহন্ত বখানে ॥ ৫৪৬
বেদে স্তুতি নকরে নেই কাঞ্চন দান।
আপুনি অল্পেতে নষ্ট বংশক দহন ॥ ৫৪৭
স্বরূপ কহিলো দেবি কলির বিপ্ররে।
বলে মই ব্রহ্মতনু বুলি দর্প করে ॥ ৫৪৮...
তাতে বিপ্র সবো হৈবে খলুয়া রাক্ষস।
মহন্তকো দিবে দুখ লগাই মহাক্লেশ ॥" ৫৮৩

এমন কি অনেক স্থলে বিপ্র শব্দের পূর্ব্বে 'বৌদ্ধ' এই পাষণ্ডবাচক বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে যথা—

"বৌদ্ধ বিপ্র সবর ভাঙ্গিব আর স্ফূর্ত্তি।
খণ্ডিবেক জড়মূর্ত্তি পূজাকুটনটি ॥৯০৯"
"বৌদ্ধবিপ্র সবে হৈবে পাষণ্ডর নয় ॥৯৬৩" ইত্যাদি

এই দীপিকাছন্দের অথবা ইহার মূল গ্রন্থের মাহাত্ম্যেই হউক, কিংবা এই প্রাচীন প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজ্যে একদিন জ্যোতিষচর্চ্চার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ার নিমিত্তই হউক, আসাম অঞ্চলে দৈবজ্ঞেরা বেশ উন্নত এবং সামাজিক পদমর্য্যাদায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঈষন্মাত্র নিম্নে অবস্থিত।* দীপিকাছন্দের প্রকাশক রায় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ বাহাদুর স্বয়ং দৈবজ্ঞ ছিলেন।

এখন বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন দীপিকাছন্দের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য রায়বাহাদুর এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে আসামের সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী কেহ কেহ দীপিকাছন্দে গ্রন্থের সমূলকত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থকার পুরুষোত্তম গজপতি একজন যে সে লোক ছিলেন না, তিনি যে রামচন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; একস্থলে আত্মপরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন :—

"একখণ্ড পৃথিবীর ভৈল অধিপতি।
মোহোর সমান কোন আছয় নৃপতি ॥৩৫৮
গজবাজি পদাতি রথর সীমা নাই।
এহি মত্ত গর্ব্বে মোর দিন বহি যাই ॥ ৩৫৯"

অথবা ঈদৃশ একজন বিদ্বান্ সদ্বংশজ প্রবল প্রবলপরাক্রান্ত রাজার খবর ঘুণাক্ষরেও এই বুরঞ্জীবহুল আসামপ্রদেশে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না।† শ্রীরামচন্দ্র অনুজের নাতি আসিয়া অসমীয়ভাষায় পদ্যনিবদ্ধ রচনা করিয়া গেলেন, রায়বাহাদুরের ভাষায় বলিতে গেলেও এইটি অসম্ভব।

দীপিকাছন্দ এই নামটির অর্থ কি ?

"শুনিয়োক সভাসদ, দীপিকাছন্দর পদ ॥৩৮৫"

দীপিকা একটি রাগিণীবিশেষ, উক্ত ছন্দে সভাসদ্গণ কর্ত্তৃক গীত হইবে বলিয়াই কি

* আসামে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা দৈবজ্ঞের বাড়ীতে পূজা, পাঠ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, দৈবজ্ঞস্পৃষ্ট ভাত খান না বটে, কিন্তু দৈবজ্ঞগৃহে কাঁচা দুধের দধি ও বোকাচাউল খাইয়া থাকেন। ফলকথা এখানে দৈবজ্ঞের জল চলে, তবে ইঁহারা যাজন-ক্রিয়ায় অনধিকারী।

† প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী পুরুষোত্তম গজপতি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসামের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আসামী ভাষায় তিনি পুস্তক লিখিতে যাইবেনই বা কেন ?

গ্রন্থকার ইহার নাম দীপিকাছন্দ রাখিয়াছিলেন। আবার "দীপিকা" জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, দৈবজ্ঞগণের প্রধান উপজীব্য; এই ছন্দোবদ্ধ নিবন্ধ দীপিকার ন্যায় দৈবজ্ঞ সমাজের সমাদরণীয়, এই অভিপ্রায়ই কি ইহার নাম "দীপিকাছন্দঃ" হইয়াছিল? কেহ কেহ বলেন, "দীপিকাছন্দ" নয় "দীপিকাচন্দ্র"—গ্রন্থাংশে "দেবতাকলা" "ব্রহ্মকলা" প্রভৃতিতে "কলা" শব্দের ব্যবহারে ইহাই প্রকৃত নাম বলিয়া তাঁহাদের অনুমান। কিন্তু ঐ সকল "কলা" মূলগ্রন্থের (অর্থাৎ শিবসংহিতা-হংসকাকীয়-আদিযামলের)* নিজ হইতে পারে। দীপিকাচন্দ্রেরই বা অর্থ কি? ফলতঃ এই রহস্যপূর্ণ গ্রন্থের নাম, রচয়িতা, ও লিপিকাল সমস্তই রহস্যময়, জানি না কখন এই রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। †

শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা।

* এইগুলি প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক স্বীয়কর্ম্মস্থলে বহু অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তজ্জন্য এই সমালোচনা অসম্পূর্ণ মনে করিতে হইতেছে। প্রবন্ধলেখক।

† গ্রন্থখানি বাস্তবিকই কৌতুকাবহ। এই গ্রন্থে এমন অনেক ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে, যাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌মাত্রেরই বিশেষভাবে আলোচ্য। রায়বাহাদুর এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গ্রন্থসম্বন্ধে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাস্তবিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু উভয়ে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উভয়ের মত সম্বন্ধেই আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। এ সম্বন্ধে আগামী বারে সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। পত্রিকাসম্পাদক।

যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রস্তাবিত সারস্বত-ভবনের জন্য নানা দ্রব্য ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতেছে এবং ইহাদের মধ্যে তিনটি গোলা সম্বন্ধে অদ্য আপনাদের নিকট কিছু বলিব। এই তিনটি গোলা পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ বি এল্ পরিষৎকে উপহার দেন এবং শুনিয়াছি যে তিনি এই গোলা কয়েকটি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গোলা কয়েকটী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমি অবগত আছি, কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যের কি না সে সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রদান করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

যে তিনটি গোলার বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইল, সেগুলি কামানের গোলারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। পাথরের গোলা কামানের গোলারূপে অনেক দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রবন্ধ-বর্ণিত গোলা বন্দুক বা কামানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে প্রতাপাদিত্যের সময়ে পর্ত্তুগীজ যোদ্ধৃগণ প্রতাপাদিত্যকে সাহায্য করিত। পর্ত্তুগীজগণ এই সময়ে যুদ্ধবিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন, সুতরাং প্রতাপাদিত্য যে কেন পাথরের গোলা কামানের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিবেন বলিয়া মনে করি। একথা স্থির যে পাথরের গোলা যে সময়ে ও যে কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হউক না কেন ইহা কোনও এক ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির সময়ে ও বিশেষ কোনও আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত।

যে তিনটি গোলা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

সং ৮৬ = ২·৬৪

সং ৮৭ = ২·৬২

সং ৮৮ = ২·৮২

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ৮৮সংখ্যক গোলার বিষয়ে আলোচনা করিব। এই গোলাটির আকার বেশ নিটোল গোল ও ইহার পরিধি প্রায় ৯½ ইঞ্চি। এই গোলার উপরিভাগ বশ ক্ষয়িত হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে অনেকদিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ

---

* চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

† সংখ্যাগুলি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার তালিকার সংখ্যা-নির্দ্দেশক।

নাই। এই গোলার প্রস্তর অত্যন্ত দৃঢ়। অনুবীক্ষণের সাহায্যে এই গোলার খনিজ উপাদান পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে ইহাতে বক্রভঙ্গ ফেলস্ফর, অগিট ও অয়স্কান্ত ব্যতীত লোহিত, পীত ও পিঙ্গলবর্ণের একপদার্থ বিদ্যমান ও এই পদার্থ সমসংহত।

পূর্ব্বে যে আপেক্ষিক গুরুত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই প্রস্তর ক্ষার-শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষের ক্ষার-শ্রেণীর অন্তর্গত প্রস্তরাবলির মধ্যে রাজমহল পাহাড়ের ও দাক্ষিণাত্যের প্রস্তর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রদেশের প্রস্তরমালার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ মিডল্‌মিস্‌ এই প্রস্তরের মধ্যে পালাগনিট (palagonite) নামক এক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।‡ পালাগনিট কি সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে ও এস্থলে সে প্রশ্নের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে এই গোলার ছেদে প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত সমসংহত পদার্থটি যে পূর্ব্ববর্ণিত পালাগনিট তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে এই প্রস্তর আনয়ন সম্ভবপর নহে এবং এই গোলার অন্যান্য গুণ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে রাজমহল পাহাড় হইতেই এই প্রস্তর আনয়ন করা হইয়াছিল।

অপর দুইটী গোলা একই উপাদানে গঠিত। ইহাদের মধ্যে একটী অতি নিটোল গোল ও ইহার পরিধি প্রায় ১ ফুট কিন্তু অপরটি তাহা নহে। এই দুইটি গোলাতে চূর্ণ-প্রস্তরের ভাগ যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উপরিদেশে একটু ছোট গোজা আছে যাহাতে লোহদ্রাব দিলে বুড়্‌বুড়ি উঠে না। নদীসৈকতস্থিত বালুকণা একত্র করিয়া চুনা প্রভৃতি দিয়া এই গোলা দুইটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের মীমাংসা হইল কিনা সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

‡ Rec. Geol. Surv. India, Vol. XXII, pp. 226-235.

শূরনগর

অনেকে বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আদিশূরের রাজধানী ছিল।* কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আদিশূর পঞ্চকোটী, কামকোটী, কঙ্কগ্রাম, হরিকোটী ও বটগ্রাম নামক যে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত রামপাল-সন্নিহিত বর্ত্তমান পঞ্চসার নামক স্থান †। এ কথা সত্য হইলেও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়দেশে যে আদিশূরের আর একটী রাজধানী ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; বরং কান্যকুব্জাগত উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে ষট্-পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মে, তাঁহারা প্রত্যেকে বাস করিবার জন্য যে এক একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন, তাহার অধিকাংশ গ্রামই এখন পর্য্যন্ত রাঢ়দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাঢ়দেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত না থাকিলে পঞ্চ বিপ্রের সকল বংশধরকেই তিনি রাজধানী বিক্রমপুর হইতে বহুদূরবর্ত্তী রাঢ়দেশে বাস করিতে পাঠাইবেন কেন ? বিশেষতঃ বিক্রমপুর গঙ্গাহীন দেশ ; সেই জন্য বোধ হয়, শেষ জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার জন্য আদিশূর গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী রাঢ় দেশে বৃদ্ধ বয়সে একটি রাজধানী স্থাপন করিয়া ছিলেন এবং পঞ্চ বিপ্রের বংশধরগণকেও সেইজন্য রাঢ় দেশে বাস করাইয়াছিলেন।

রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন "শূউরো" গ্রামে) ভাগীরথী-তীর সন্নিকটে "শূরনগর" নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে আদিশূরের রাজধানী ছিল। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও বর্ত্তমান কালে উক্ত শূরনগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গতস্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছে। এই শূরনগর দৈর্ঘ্যে প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে ৪।৫ মাইল বিস্তৃত ছিল।

এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট শূরনগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শূরনগরের যেস্থানে আদিশূরের রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটী এক্ষণে শূরো বা শূউরো নামে, যে স্থানে ধনাগার ছিল তাহা গড় সোণাভাঙ্গা নামে, যে স্থানে কারাগৃহ বা ভাটের

* রাজতরঙ্গিণীর মতে আদিশূর তাঁহার জামাতা কাশ্মীরের রাজা "জয়াদিত্যের" সাহায্যে পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন এবং যখন বঙ্গে পঞ্চ সাগ্নিকের আগমন হয়, তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল।

† কেহ কেহ বলেন, পঞ্চকোটী (সিংহভূম), কামকোটী (বীরভূম), কঙ্কগ্রাম (কাকিনা বিষ্ণুপুর), হরি-কোটী (মেদিনীপুর) এবং বটগ্রাম (বর্দ্ধমান)। (শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি-কৃত "সম্বন্ধনির্ণয়" ৩য় সংস্করণ ৭০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আবার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎপ্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—পঞ্চ সাগ্নিককে রাজা আদিশূর রাঢ়দেশের পঞ্চনগরে বেদ ও ব্রাহ্মণ্যপ্রচার জন্য আবাসস্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। মালদহের নিকট পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে কামকোটী, হরিকোটী প্রভৃতি গ্রাম পাঁচ খানিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বাস ছিল, তাহা বোঁদপুর (বন্দীপুর) নামে, সে স্থানে নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল তাহা দ্বারী বা দুয়ারি নামে, যেস্থানে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে সঙ্গে আনিয়া প্রথম অবস্থান করাইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মপুর নামে, এইরূপে কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষপুত্র বরাহ রাইগ্রাম নামক যে গ্রামখানি পাইয়াছিলেন, তাহা এখনও রাইগ্রাম নামে পরিচিত। (এই রাইগ্রামেই আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বরাহগোপাল দেবের অতুলনীয় শ্রীমন্দির ছিল।) এতদ্ব্যতীত শূরনগরের সীমার মধ্যে হাজরাপুর, ও মথুরা নামক দুইখানি গ্রাম আছে এবং রাউৎগ্রাম নামক একখানি গ্রামে আদিশূরের শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আছেন। গোকর্ণ গোহালবাটী বা গোরু থাকিবার স্থান এবং মনোহরগঞ্জে বাজার * ছিল। ভাতশালা গ্রামে অতিথিশালা ছিল। এই শূউরো গ্রামে আদিশূরের রাজপ্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন, প্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থিত কয়েকটি কূপ এবং শ্রীশ্রী৺হনুমানজী দেবের ভগ্ন শ্রীবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। গড়-সোনাডাঙ্গায় একটী গড়ের চিহ্ন আছে। শূউরো হইতে এক মাইল দূরে "শালিটা" ও "শালকোন" দীঘি অদ্যাপি রাজা আদিশূরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দীঘী দুইটী এত বৃহৎ যে, লোকে তাহাদিগকে "বিল" বলিয়া থাকে। শালিটা দীঘির চারিদিকের পাহাড় এখনও রীতিমত বাঁধা আছে। এক স্থানে একটী বাঁধা ঘাটের চিহ্নও দেখা যায়। এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননকালে খননকারী মজুরগণ (কোঁড়ারা) যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অদ্যাপি কোঁড়াপুর" নামে পরিচিত। সম্প্রতি কাঁটোয়ার উত্তর সীতাহাটী ও নৈহাটির নিকট প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন † পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ "সামন্তসেনের" পূর্ব্বে সেনবংশের রাজপুত্রগণ অপ্রতিহত প্রভাবে রাঢ়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (তাম্রশাসনের ১ম পৃষ্ঠা ৫-৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য)

অনুমান হয় যে, সেনবংশের রাজারা যখন নবদ্বীপে ‡ রাজধানী করেন, সেই সময় হইতেই শূরনগরের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয় এবং কালপ্রভাবে সেই সমৃদ্ধিশালী নগর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কেবল যে রাঢ় দেশের এই নগরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। এই শূরনগরের উত্তর-পশ্চিমে কাঁটোয়ার নিকটস্থিত "ইন্দ্রাণী" নামে যে মহানগরী ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। "বারহাট তেরঘাট তিন চণ্ডী তিন শ্বরের (অনাদিলিঙ্গ শিব)" মধ্যে দুই একটী লুপ্ত হইয়া বাকি

* এই মনোহরগঞ্জ ও গোহালবাটীতে পরে দিল্লীর বাদশাহের মুন্সি ৺অভিরামবসু বাসভবন ও গোহালবাটী করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ব্রহ্মপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধর মুন্সি মহাশয়েরা এখনও এই ব্রহ্মপুরে বাস করিতেছেন।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

‡ কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলেন, একাদশ শতাব্দীর প্রথমে চন্দ্রবংশীয় সামন্তসেন কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। (প্রবন্ধলেখক)

সমস্তগুলি এখনও রহিয়াছে এবং কয়েকখানি ভগ্ন প্রস্তর ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কবিবর ৺কাশীরাম দাস মহাভারতে এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডী-কাব্যের মধ্যে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,— "ইন্দ্রাণী নিকট কাঁটোয়া নামে গ্রাম"

দেখুন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে ইন্দ্রাণীর সহিত তুলনায় কাঁটোয়া একখানি সামান্য গ্রাম মাত্র, আজ কালপ্রভাবে তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইন্দ্রাণীর যখন এরূপ অবস্থা, তখন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বের শূরনগরের অবস্থা যে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি!

পূর্ব্বোল্লিখিত রাইগ্রামের আদিশূর রাজার শ্রীশ্রী৺বরাহগোপালদেবের যে ধ্বংসাবশিষ্ট শ্রীমন্দির আছে, আমি তথায় গত ৯ই শ্রাবণ গমন করিয়াছিলাম,* দেখিলাম শূররাজপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণসমাজ "রাইগ্রামে" এক্ষণে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, তথায় এখন মুসলমানগণই প্রবল। যে স্থানে শ্রীমন্দিরটী ছিল, তাহা সমতলভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ। মন্দিরটী প্রকাণ্ড ছিল, কারণ তিন একার পরিমিত স্থানের উপর অবস্থিত। এক্ষণে সেই উচ্চ ভূখণ্ডের উপর রাশিকৃত ইষ্টকস্তূপ এবং চারিটী বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভ পতিত আছে, তাহার মধ্যে দুইটী থামের দৈর্ঘ্য ৮½ ফিট্ এবং বেড় ৬ ফিট্, অপর দুইটীর দৈর্ঘ্য ৫ ফিট্ এবং বেড় ৬ ফিট্। প্রবাদ আছে, বঙ্গবিজয়ের পর কতকগুলি মুসলমান রাইগ্রামের প্রান্ত-বাহিনী একটী ক্ষুদ্র নদী † দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন এবং আদিশূরের শ্রীশ্রী৺বরাহগোপালের মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখানি কাচ বা কোন জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরে অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত দেখিয়া পূর্ব্বদিকে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মিকে সূর্য্য মনে করিয়া নদীতীরে অবতরণপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ ভ্রমে পূর্ব্বাভিমুখে "নমাজ" করেন এবং পরে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে অন্য কোন মুসলমান যাহাতে সেইরূপ ভ্রমে পতিত না হয়, তজ্জন্য মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া ফেলেন এবং মন্দিরশীর্ষে সংলগ্ন উক্ত ভানুপ্রভ প্রস্তরখানি লইয়া যান। মুসলমানগণ মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলে ৺বরাহগোপালদেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ গোপনে কোনরূপে শ্রীবিগ্রহটী লইয়া রাই-গ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত কাইগ্রামে সেই দেবসেবা করিতেছেন। পূর্ব্বকথিত দেবমন্দিরের দুইখানি প্রস্তরস্তম্ভ এবং কাইগ্রামস্থিত শ্রীশ্রী৺বরাহগোপাল দেবের ফটো ‡ লইয়াছি।

* ঐ দিন আমার সহিত ব্রহ্মপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুস্তফী পরিষদের জন্য স্তম্ভের ফটো লইয়াছিলেন।

† এক্ষণে এই নদীটী নিমজ্জিত, তবে স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে।

‡ এই আলোকচিত্র দুইখানি ব্রহ্মপুর কাইগ্রামনিবাসী শ্রীতারকনাথ মুস্তফী শ্রীভাগবতচরণ বসু মুন্সী ও শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষদের জন্য বিনা ব্যয়ে তোলা হইয়াছে। স্তম্ভের আলোকচিত্র উক্ত তারকনাথ মুস্তফী পরিষদে দিয়াছেন এবং প্রবন্ধের সহিত ৺বরাহদেবের আলোকচিত্রও পাঠাইয়াছি।

এই রাইগ্রাম এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বর়াট মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভূত। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এই দেবমন্দিরের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানেরা তাহাদের মৃতদেহ কবরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি, বৈকুণ্ঠ বাবু স্থানীয় অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারকল্পে মনোযোগী হইবেন।

রাইগ্রামনিবাসী মুসলমানদের নিকট এই মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন, আমরা বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, "উহা আওউল রাজার গোপাল-মন্দির।" ("আউল" অর্থে আদি বা প্রথম)

এই রাইগ্রামে এক্ষণে পীর গোঁরাচাদ সাহেবের একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে, আদিশূরের ভগ্ন মন্দিরের অনেক উপাদান দ্বারা এই সমাধিমন্দির আকবরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত একখানি প্রস্তরফলকে পার্শি ভাষায় কিছু লিখিত আছে। উপযুক্ত মৌলবীর অভাবে পাঠোদ্ধার করাইতে পারি নাই। পূর্ব্বে যে স্থানে শূরনগর ছিল, তাহার মধ্য দিয়া এক্ষণে "খড়ী" বা "খড়েগাশ্বরী" নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী ছিল না। রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুলা নদী নিমজ্জিত হওয়ায়, আনুমানিক ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত এই খড়েগাশ্বরী বা খড়ী নদীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।

সভাপতির অভিভাষণ

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষে বঙ্গের, বঙ্গবাসীর এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এই কালের মধ্যে সাহিত্য-পরিষদের বহু আশঙ্কাজনক বিপৎপাত সত্ত্বেও ইহা শনৈঃ শনৈঃ গৌরব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেক সমিতিই মহা আড়ম্বরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে; অনেক সমিতিরই অল্পবয়সে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন লক্ষিত হয়; কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ধুঁইয়া ধুঁইয়া ক্রমশঃ প্রজ্বলিত অগ্নির আকার ধারণ করিতেছে। অনেক সময়েই নিজের প্রশংসা করা ভাল দেখায় না; কিন্তু আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের নিজের প্রশংসা করিতে সঙ্কুচিত হইতে পারি না। আমাদের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা নাই। কেহ আমাদের যথার্থ দোষ দেখাইয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমরা কিছুই অন্ধকারে রাখিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমাদের পরিষৎ যে ক্রমশঃ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতেছে তদ্‌বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিষৎ বেঙ্গল একাডেমি অফ্‌ লিটারেচাবের ভিত্তির উপর গঠিত, কিন্তু একাডেমি অফ্‌ লিটারেচারের প্রধান কর্ত্তব্য সাহিত্যের শুদ্ধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কাজটি বিভীষিকাময় বলিয়া আমরা আমাদের এই কর্ত্তব্যপালনে এ পর্য্যন্ত বিমুখ আছি। আমরা মনে করি যে আমাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া আমরা বর্ত্তমান লেখকদের গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু আমার বিবেচনায় সে ভয়ের ভিত্তি নাই। সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য পালনে আর শৈথিল্য করা কর্ত্তব্য নহে। বিগত বর্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমরা কর্ত্তব্যপালনের পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি; সত্বর পথ প্রশস্ত হইয়া যাইবে। ১৩০১ সালের শেষে সভাপতি রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "পরিষৎ যখন বাঙ্গালা লেখকদিগের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করিবেন এবং সংস্কৃত ও ইংরাজীভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন, তখন পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যে বিস্তৃত ও বহুল হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।" এখন শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিষৎ যথেষ্ট অবস্থাপন্ন হইয়াছে, এখন প্রধান উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে।

১৩০১ সালের চৈত্রমাসে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১০৩ ছিল, ১৩১৭ সালের চৈত্রমাসে ছিল ১৫২২, ১৩১৮ সালের বিষুবসংক্রান্তিতে ১৮১৬। ইহাতে আমরা বিলক্ষণ

আশান্বিত হইয়াছি। ১৩০১ সালে ৬৩২৫৫০টাকা আয় ছিল, ১৩১৮ সালের আয় ৮২৯৪॥ টাকা। সভ্যসংখ্যা ও আয়ের তুলনায় সহজেই আমাদিগকে উৎফুল্ল হইতে হয়। এখন আমাদের বাস-মন্দির হইয়াছে, রমেশভবন নির্ম্মিত হইলে আমাদের গৌরব নিশ্চয়ই বিশেষ-রূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। পরিষৎ-মন্দিরে দিনে দিনে পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় প্রদত্ত গ্রন্থপ্রাপ্তি দ্বারা পুস্তকাগার বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, চিত্রশালাও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এমন কি, পরিষদ্ ভূমণ্ডলস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

পরিষদের এই উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, আমাদের কয়েক জন শ্রমশীল সুশিক্ষিত বন্ধু প্রাণপণে ইহার উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, এবং ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র অশেষ পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিতেছেন এবং যশঃসৌরভ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। কেবল আমি কেন বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। রামেন্দ্রসুন্দর অত্যধিক পরিশ্রম-নিবন্ধন পীড়িত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতেছেন। আশা করি, পরমপিতার অনুগ্রহে তিনি সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়া দ্বিগুণ যত্নের সহিত পরিষদের উন্নতিকল্পে নিবিষ্টচিত্ত হইতে সমর্থ হইবেন। এস্থলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তাঁহারা প্রকৃতই স্মরণীয়কীর্ত্তি এবং তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্"। অনেকের মৃত্যুতেই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরাই শোকবিহ্বল হইয়া থাকে, অপর সাধারণের শোকদুঃখ হয় না। অনেকেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মী নহে। সকল দেশেই কর্ম্মবীরের সংখ্যা কম। পক্ষিগণ আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে স্ব স্ব কুলায়ে প্রবেশ করিলে, জলচরগণ সন্তরণ করিতে করিতে অনন্ত জলরাশিতে প্রবেশ করিলে যেমন অনন্ত ব্যোমে বা জলরাশিতে কোনও চিহ্ন থাকে না, তদ্রূপ অনেকেরই মানবলীলা সংবরণের সহিত সংসারক্ষেত্রে কোনও নিদর্শনই থাকে না। কিন্তু কেহ কেহ অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের স্বর্গগমনে জগৎ ক্লিষ্ট হয়—লোকে প্রকৃতই সন্তপ্ত হয়, তাঁহারাই উল্লেখযোগ্য মহাত্মা, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ম্মবীর। গত বৎসর সাহিত্য-ক্ষেত্রের

অনেক কর্ম্মবীর আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কোচ-বিহারের মহারাজ স্বর্গীয় সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন, তাঁহার উপর আমাদের যথেষ্ট আশা ছিল, তিনি অকালে পরলোকগত হওয়াতে আমরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরও পরিষদের আজীবন সভ্য হইবেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র, কবিবর মনোমোহন বসু, কবিরাজ কণ্ঠাভরণ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ বীরেশ্বর পাঁড়ে, মীর মসঃরফ হোসেন, রাধেশচন্দ্র সেঠ, মহা-মহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, আচার্য্য সত্যব্রত সামাশ্রমী, অধ্যাপক হরিনাথ দে, রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন, বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকগুলি মহাত্মা গত বৎসর আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর কেবল তাঁহার প্রজাদিগকে শোকাতুর করিয়া গিয়াছেন এমত নহে, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রেই কাতর। তাঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী রাজনীতিজ্ঞ ভূপতি বিরল। মনোমোহন বসু পুরাতন ও নূতন কাব্যপ্রণালীর মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, গিরিশচন্দ্র নব্য বঙ্গ নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় অলঙ্কার। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখনী বঙ্গের কাব্যসংসার হইতে অপসৃত হইলে মনোমোহন তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া কাব্যসাহিত্যকে জাগ্রত রাখিয়া যথাকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণের ভাবে, পদবিন্যাসে ও রচনাপ্রণালীতে ইউরোপীয় সাহিত্যের বিলক্ষণ আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য অলঙ্কার, অর্থগৌরব, ভাব ও চরিত্র-রচনার মিশ্রণে আমাদের সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। মনোমোহন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; তিনি ভারতচন্দ্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাপ্রণালীর অনুবর্ত্তী ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ও সেই শ্রেণীর কবি ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ইউরোপীয় কাব্য ও ঐতিহাসিক সাহিত্যে সুন্দররূপে শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত বঙ্গবাসী অতি বিরল ছিল, কি সামাজিক কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক সর্ব্ববিধ চরিত্রগঠনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; তাঁহাতে দেশীয়ত্বের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। তাঁহার নাটকাদি বঙ্গসাহিত্যের চিরস্থায়ী অলঙ্কার, বর্ত্তমান নাট্যপ্রণালী ও নাট্যাভিনয় তাঁহারই অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে, "তপোবল" তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি।

শ্রদ্ধাস্পদ বীরেশ্বর পাঁড়ের মৃত্যুতে আমরা একজন চিন্তাশীল গ্রন্থকারকে হারাইয়াছি। তাঁহার মানবতত্ত্ব, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত ও ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াও তিনি বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত চিকিৎসকের কথা না শুনিয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন।

মালদহের রাধেশচন্দ্র শেঠ বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ

করিয়া অকালে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন সে কালের লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা পুরাতন ও নূতনের মধ্যবর্ত্তী একটী শৃঙ্খল হারাইয়াছি। কালীবর বেদান্তবাগীশের মৃত্যুতে দর্শনাধিকারে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

অনেকেই মীর মসঃরম হোসেনের "বিষাদ" অর্থাৎ "মহরমপর্ব্বাধ্যায়" পড়িয়া থাকিবেন। ইহাতে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের সিয়া বিভাগের বিষাদময় কাহিনী মহম্মদের কন্যা ফতেমার হাসান ও হোসেন নামক পুত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুর চিত্র বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আর্ণল্ড্ পারস্য দেশের ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রধান বিয়োগান্ত নাটকের কথায় এই বিষাদময় বৃত্তান্তের অবতারণা করেন। মীর মসঃরম হোসেন "বিষাদ" লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি নিপুণ ও ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত সন্তপ্ত।

সাহিত্যিকগণের সমুচিত আদর ও অভ্যর্থনা করা সাহিত্য-পরিষদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য, পরিষদের জন্ম হইতে অনেক সম্মানোচিত সাহিত্যিক বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, অনেকেই এই সময়ের মধ্যে ইহজীবন ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শোকগ্রস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষৎ স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কোনও সাহিত্যিকের জীবদ্দশায় তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ ১৩১৮ সালের পূর্ব্বে আমরা কোনও উদ্যোগ করি নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথের মানবজীবনের পঞ্চাশদ্বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি।

গত বর্ষে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমধিক অলঙ্কৃত করিয়াছে। তন্মধ্যে "বৌদ্ধযুগের ইতিহাস ও বৌদ্ধ মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউএন্‌থ-সঙ্গের ভারতবর্ণনা এবং মহাবংশ ও অপরিস্ফুট অশোকস্তম্ভসমূহই বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের ভিত্তি ছিল। বর্ত্তমান কালে শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কার দ্বারা বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিশিষ্টরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তমসাচ্ছন্ন যুগের ঐতিহাসিক রহস্যজাল, এক্ষণে আমরা অনেকটা ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার পরমবন্ধু স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন, ত্রিশবৎসর অতীত হইল, "অশোকচরিত" প্রকাশিত করেন। এই ত্রিশবর্ষে আমাদের বৌদ্ধযুগের জ্ঞান সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অতীত বর্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু "অশোকচরিত" প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার "অশোকচরিত" বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য। কয়েকটি মাসিকপত্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আমাদের এতদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের "মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ" গ্রন্থ দ্বারা বৌদ্ধযুগের ও তৎপূর্ব্বকালের অনেক বৃত্তান্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "পাঠান-রাজবৃত্ত" এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মার "বগুড়ার ইতিহাস"ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী-রায়ও আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান-পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রত্যেকে সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"অশোকচরিত" জীবনীবিভাগের গ্রন্থ হইলেও উহা ঐতিহাসিক। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহের "কৃষ্ণপাস্তি" এবং শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সদ্ভাবশতক রচয়িতা পুণ্যশ্লোক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত" হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিম-জীবনী" উল্লেখযোগ্য হইলেও উহার সম্বন্ধে মত-প্রকাশের সময় এখনও আইসে নাই; তবে উহাতে বঙ্গসাহিত্য-সংসারের অত্যুজ্জ্বলরত্ন চিরস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কথা আছে। এইস্থানে আমরা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সর্ব্বানন্দ," "শাক্যসিংহ," "ভগীরথ" ও "ধ্রুব" এবং শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়ের "আশীর্ব্বাদ" নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু এই গ্রন্থগুলি "সেণ্ট্রাল্ টেক্স্টবুক্ কমিটীর" বিচারার্থ প্রেরিত হওয়ায় তাহাদের গুণাগুণ বিষয়ে আমি এক্ষণে কিছুই বলিতে পারি না। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান "শৈব্যা" নামে নবকলেবরে সুন্দরভাবে বাঙ্গালীর গৃহে পঠিত হইতেছে।

পূর্ব্বে ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না বলিলেও হয়, এক্ষণে ক্রমশঃ সে অভাব মোচন হইতেছে। গতবর্ষে জাপান ও দক্ষিণাবর্ত্তের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বৎসর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ঘোষ ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগের বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন। সময়াভাবে এই সকল গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বঙ্গদেশীয় লেখকগণের লেখনী ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। পাঠকসংখ্যা কম, সুশিক্ষিতগণ ইংরাজী পড়িতেই ভালবাসেন, এমন কি অনেকে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কথা শুনিলে হাসিয়া থাকেন; সুতরাং সুলেখক বৈজ্ঞানিকগণ বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিতে সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন না। গত বৎসর আমরা দুইখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রকৃতি-পরিচয়" ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "অর্থনীতি" উভয়ই আদর্শস্বরূপ। শিল্প-সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

কাব্য ও উপাখ্যান-বিভাগের সকল গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারগণ ও গ্রন্থপ্রকাশকগণ অনেকেই মনে করেন যে, সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়া অনাবশ্যক। বস্তুতঃ আমরা এতদিন সাহিত্যগ্রন্থের সমালোচনায় বিমুখ ছিলাম, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা সকল গ্রন্থ সমালোচনার অবকাশ পাই না।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাঁহার শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও কেবল লেখনী-পাত্রেই ন্যস্ত থাকে না। তিনি গত বৎসর শিক্ষা সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার যশোবৃদ্ধি হয় নাই,

কিন্তু তাঁহার "ডাকঘর" উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকাব্যের মর্য্যাদা পূর্ব্ববৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার "পলিন," "মিডিয়া" ও "শাঁজাহান"নামক বঙ্গেতর প্রদেশের ঐতিহাসিক নাটকত্রয় আকর্ষণী শক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিবৎসর বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যকে অধিকতর আলোকিত করিতেছেন। অন্যান্য শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের অভাব নাই, তবে আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, আমার রুচির বিশেষ দোষ আছে। অনেক কবিই আমার সমালোচনা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবেন,—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥"

গত বৎসর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেকগুলি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, সরস মনখোলা কাব্যাস্বাদবিরহিত হইয়া আমরা ধর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছি, ইহা ভালই বলিতে হইবে। দর্শন সম্বন্ধেও ক্রমশঃ উত্তম গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। মাসিকপত্রে দার্শনিক প্রবন্ধ অনেক দেখিতে পাই। আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "উপনিষদ্" (ব্রহ্মতত্ত্ব) তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার বিশিষ্টরূপে পরিচয় দিতেছে। তাঁহার ও তাঁহার সহযোগিগণের ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিবে সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের "তত্ত্বজিজ্ঞাসা" বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। "তত্ত্বজিজ্ঞাসার" ন্যায় সরল সুবোধ্য ও ভাবসমন্বিত তত্ত্বগ্রন্থ প্রায়ই দেখিতে পাই না, এরূপ ভাবুক গ্রন্থকারের অকালমৃত্যু অতীব শোচনীয়। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের "কালের স্রোত"ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরূপ সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। জটিল সামাজিক ও দার্শনিক সমস্যার এরূপ সরল ব্যাখ্যার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অন্যান্য অনেক বিষয়েও গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ বিনয়কুমারের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষাসম্বন্ধেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাদের শিক্ষাবিভাগের একটী গুরুতর অভাব দূর করিতেছেন। দুঃখের বিষয়—তিনি আমাদের সহকারী সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

শিক্ষাবিভাগে পাঠ্যপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলিই অপাঠ্য। নির্দ্দোষ গ্রন্থ প্রায়ই পাওয়া যায় না, তজ্জন্য আমরাও শিথিল। পূর্ব্ববঙ্গের ডাইরেক্টার সাহেব যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থ-তালিকার সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা বাঙ্গালা ভাষার গুরুতর বিকৃতি সত্বরই সংঘটিত হইবে। অনেক সময়ে কেবল আত্মীয়তার অনুরোধে অথবা অনুকম্পাবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমরা বঙ্গ-ভাষাকে বিকট করিয়া তুলিতে পরাঙ্মুখ হই না। সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি আবশ্যক। সেণ্ট্রাল্ টেক্স্টবুক্ কমিটীর আমি একজন সভ্য, কিন্তু নিজের দোষ প্রকাশ করিতে আমি সঙ্কুচিত বা ভীত নহি।

গতবৎসর "বিশ্বকোষ" সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অতুল পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বঙ্গদেশকে চির-বাধিত করিয়াছেন।

এই বাৎসরিক সমালোচনায় অনেক গ্রন্থেরই উল্লেখ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমি বিশেষ অপরাধী। আশা করি সুধীগণ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীমান্ শরৎকুমার রায় অনুসন্ধান-বিভাগে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। "গৌড়রাজমালা" শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। রমাপ্রসাদও বঙ্গের কৃতজ্ঞতাভাজন। বরেন্দ্রভূমি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানের স্থান, এই মহাত্মারা বরেন্দ্র-ভূমির প্রকৃত সাহিত্যিকের কার্য্য করিতেছেন।

রমেশ-ভবনের প্রধান উদ্দেশ্য :—বঙ্গদেশের প্রাচীন মুদ্রা, মূর্ত্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি একস্থানে প্রত্যহ প্রদর্শন করা। গত বর্ষের প্রদর্শনী দ্বারা সুধীমাত্রেই এরূপ দ্রব্যাদি একত্র করার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্তু এখনও আমরা রমেশ-ভবনের নিমিত্ত বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের নিকট সমুচিত সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষের শেষে আর আমাদিগকে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে না। রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন সত্বরই বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হওয়া আবশ্যক। ইহাতে গৌরবও আছে।

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২৫৭ বারশত সাতান্ন খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬২২ খানি নূতন ও অবশিষ্টগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য দেশের তুলনায় সংখ্যা বড় বেশী নহে, আবার ৬২২ খানি পুস্তকই সুপাঠ্য হইলে ক্ষতি ছিল না। অনেকগুলিই আমরা দেখিতে পাই নাই, অপঠিত গ্রন্থসমূহের দোষগুণাদি অনুভব করিবার উপযুক্ত সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায় :—

	শ্রেণীবিভাগ	সাধারণ পাঠ্য	উল্লেখযোগ্য (সাধারণ পাঠ্যের মধ্যে)	স্কুলপাঠ্য	মোটসংখ্যা
১।	কলাবিদ্যা	৩	১	২	৫
২।	জীবনবৃত্তান্ত	৩৫	৪	১০	৪৫
৩।	নাটক	৫৭	৮	০	৫৭
৪।	উপন্যাস	১০২	৬	০	১০২
৫।	ইতিহাস—ভূগোল	২৮	৫	১২	৪০
৬।	সাহিত্য	৮৫	৪	৮৭	১৭২
৭।	আইন	৭	০	০	৭
৮।	বিবিধ	১২৩	৫	৩৭	১৬০
৯।	দর্শন	৪	১	০	৪
১০।	কাব্য	৪৯	১০	৮	৫৭
১১।	রাজনীতি	৪	০	০	৪
১২।	ধর্ম্ম	১৭৪	১	০	১৭৪
১৩।	গণিত	০	০	১৩	১৩
১৪।	বিজ্ঞান	০	০	২০	২০
১৫।	ভ্রমণ	১২	৪	০	১২
১৬।	চিকিৎসা	২০	২	০	২০
		৭০৩	৫১	১৮৯	৮৯২

অথচ আমরা নিম্নলিখিত ৩৭ খানি পুস্তক মাত্র উপহার পাইয়াছি।

১। সাধনকলিকা,
২। শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়,
৩। সূত্রধরতত্ত্ব,
৪। নির্ঝর,
৫। সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ,
৬। নিবেদন,
৭। বঙ্কিমজীবনী,
৮। মকরন্দবংশমালা,
৯। ধ্রুব,
১০। বারভূঁঞা,
১১। প্রকৃতি-পরিচয়,
১২। মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ,
১৩। সাধনতত্ত্ববিচার,
১৪। আঙ্গুর,
১৫। রত্নাঞ্জলি,
১৬। ভক্তি ও উপাসনা
১৭। পাঠানরাজবৃত্ত
১৮। ব্যাকরণ-বিভীষিকা,
১৯। কৃষ্ণপাস্তি,
২০। সন্দর্ভচন্দ্রিকা,
২১। ভারতে ইংরাজ,
২২। শান্তিশতক,
২৩। গীতামৃতরস,
২৪। উচ্ছ্বাস,
২৫। ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ,
২৬। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী,
২৭। উপনিষদ্‌,
২৮। মায়াচিত্র,
২৯। মালদহের রাধেশচন্দ্র,
৩০। ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন,
৩১। প্রাকৃতপ্রকাশ,
৩২। সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার,
৩৩। বগুড়ার ইতিহাস,
৩৪। কালের স্রোত,
৩৫। সর্ব্বানন্দ,
৩৬। অশোক,
৩৭। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

এরূপস্থলে যে আমরা কেন ১৩১৮ সালের বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্‌ আলোচনা করিতে পারিলাম না, তাহার কারণ সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী এখনই পঠিত হইবে। তৎসম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, তবে বঙ্গবাসীমাত্রকেই আমি সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান না করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কখনই যোগ্যতা লাভ করিতে বা পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না। পরিষৎ-বৃক্ষ তাঁহাদেরই রোপিত, সুতরাং তাঁহাদের একান্ত যত্ন ও জলসেচন ইহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সভার অবৈতনিক বা বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারিগণ বঙ্গবাসীমাত্রেরই মুখাপেক্ষী। তাঁহাদের সহৃদয়তা ও সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মক্ষেত্রে সাহায্য লাভের আশা সুদূরপরাহত। আশা করি, পরিষৎ ক্রমশঃ বঙ্গবাসিগণের সহায়তা লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সদাশিব

পূর্ব্বকালে শিবস্থাপন, জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংকার্য্য সঙ্গতিপন্ন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আসাম-রাজাদের সেরূপ কীর্ত্তিকলাপ আজও বহুস্থানে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত শ্রীশ্রী৺সদাশিব তাহারই অন্যতম কীর্ত্তি। উক্ত সদাশিব শিবসাগর জিলার গোলাঘাট সবডিবিসনের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরস্থ নিগ্রিটিং শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত। এই লিঙ্গ সম্বন্ধে আজও বৃদ্ধদের মুখে এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইহা পূর্ব্বে ঔর্ব্বনামক কোন মুনি কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্রকূলে উপাসিত হইতেন। সম্ভবতঃ উক্ত মুনিই এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘকাল উপাসনার পর মুনিবর অন্তর্ধান করেন এবং শিবলিঙ্গ স্বভাবজাত অরণ্যে লুক্কায়িত হন। ইহার পর বহুদিন গত হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের একটী কপিলা গাভী প্রসূতা হয়। সেই গাভী প্রত্যহ মধ্যাহ্নে বৎস ফেলিয়া কোথায় চলিয়া যাইত কেহ সন্ধান পাইত না। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে ভগবদিচ্ছায় ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ জন্মায় একদিন গাভীর অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গাভীটী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সোজাসোজি ব্রহ্মপুত্রকূলের অরণ্যে প্রবেশ করিল। সেটী গোচারণের উপযুক্ত স্থান না হওয়াতে তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি গাভীর পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করিলেন না; কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন গাভীটী স্থানবিশেষে দণ্ডায়মানা হইয়া দুগ্ধক্ষরণ করিতেছে! ব্রাহ্মণ বিস্ময়াকুল চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কপিলা শিবলিঙ্গের উপর দুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লিঙ্গের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার করতঃ যথাসাধ্য পূজা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং এই আশ্চর্য্য ঘটনা সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন। এই সংবাদ ক্রমে রাজা শিবসিংহের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি সকল তথ্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত আখ্যানুযায়ী সদাশিব নাম প্রদান করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সদাশিবের পূজার জন্য একখানা গ্রাম প্রদত্ত হয়। দেবোদ্দেশে দান করা হয় বলিয়া ইহার "দেবগ্রাম" আখ্যা হয়। ক্রমে 'দেবর' গ্রাম হইয়া বর্ত্তমানে 'দেরগাও' নামে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার নামে গোলাঘাটের একটী মৌজার * নামকরণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে 'গেলাবিল' নামক ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র শাখার তীরে মন্দির প্রস্তুত করতঃ রাজা শিবসিংহ ৺সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কালপ্রভাবে নদীকর্ত্তৃক শিব-

* মৌজা—রাজস্ববিভাগ বিশেষ। আসামেরখাস মহালে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি লইয়া এক একটী 'মৌজা' গঠিত হয়।

মন্দির নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় রাজা রাজেশ্বর সিংহ নিগ্রিটীং শৈলোপরি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণকরতঃ সদাশিবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাণেশ্বর ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে "বড়ুয়া" উপাধি দিয়া তাহার উপর তত্ত্বাবধানের ও তাহার ভ্রাতা দেবরাজ ঠাকুরের উপর পূজার ভারার্পণ করেন। দেবরাজের বংশধরেরা আজও "বড়ঠাকুরের" (প্রধান পূজকের) পদে অধিষ্ঠিত।

সদাশিবের প্রচার সম্বন্ধে আরও একটী কিম্বদন্তী এইরূপ আছে যে, একদিন "বজালকাটা"* ব্রাহ্মণ জঙ্গলের মধ্যে পূজার ঘণ্টা বাদ্য করিতেছিলেন, এমন সময় রাজা শিবসিংহ যুদ্ধার্থ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ নিবিড় অরণ্যে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া অনুসন্ধান ক্রমে শিবপূজার সংবাদ প্রাপ্ত হন। জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রাহ্মণ 'সদাশিব' আরাধনা করিতেছেন বলিয়া শিবের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তখন মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিবোত্তর দান করতঃ সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া 'মানসা' করেন। শিবের কৃপায় "লতাকাটার" যুদ্ধে মহারাজের জয় হয়। তখন তিনি গেলাবিলের তীরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কনৌজ-ব্রাহ্মণ ভূধর আগমাচার্য্যকে 'বড়ঠাকুর' উপাধি দিয়া প্রধান পূজক এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন বজালকাটা ব্রাহ্মণকে পরিচারক নিযুক্ত করেন। উক্ত ভূধর আগমাচার্য্যের বংশধর বাণেশ্বর ঠাকুর ও দেবরাজ ঠাকুরকেই রাজা রাজেশ্বর সিংহ তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান পূজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেশ্বর সিংহ ১৬৮৭ শকে সদাশিবের বর্ত্তমান মন্দির আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসরে সম্পন্ন করান। সমগ্র দেবালয় ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচটী মন্দিরের সমষ্টি। মধ্যস্থলে সদাশিবের প্রকাণ্ড মন্দির এবং ইহার গাত্রসংলগ্ন চারিকোণে † সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা ও বিষ্ণুর চারিটী ক্ষুদ্র মন্দির বর্ত্তমান। পাঁচটী মন্দিরের মূলদেশের পরিধি ১৭৫ হাত, শিব-মন্দিরের উচ্চতা ৬০ হাত।

ক্ষুদ্র শৈলের উপরিস্থ সমস্ত ১॰ বিঘা ভূমিই দেবাধিকৃত। স্থানটীর চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ ফল-পুষ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ, শৈলের চারিদিকে 'ব্রহ্মপুত্রটী কোম্পানী'র সমৃদ্ধিশালী চা-বাগান ও অদূরে প্রশান্তকায় ব্রহ্মপুত্র নদ বিরাজমান। বর্ষাকালে শৈলের পাদদেশ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়, কিন্তু শীতকালে কিছুদূরে সরিয়া পড়ে।

স্থানটী অতি মনোহর হইলেও দেবালয়ের আর সে শ্রী নাই। চারিকোণের মন্দির চারিটীই ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত। গণেশের মন্দির ব্যতীত অন্য তিনটী ক্ষুদ্র মন্দিরই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। সুতরাং সেই মন্দিরের বিগ্রহগণ মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় লাভ

---

* কপিলার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ "বজাল"নামক ক্ষুদ্র বাঁশ কাটিয়া শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "বজালকাটা" ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋ'ত কোণে গণেশ, বায়ুকোণে দুর্গা এবং ঈশান কোণে বিষ্ণুর মন্দির।

করিয়াছেন। মূল মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয়। মন্দিরের উপর নানাবিধ গাছপালা জন্মিয়াছে, নানা স্থান ফাটিয়াছে, কোন কোন স্থান বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং চামচিকা বাদুড় ইত্যাদির আবাসস্থান হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। প্রাচীন কালের ইমারতের কাজ বলিয়া প্রায় ‘৫০ বৎসরের মন্দির এখনও টিকিয়া আছে; নতুবা এতদিনে অযত্নে কোন্ দিন ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির ছিল, এখন তাহার অস্তিত্ব নাই। বড়ঠাকুরেরা ইহার স্থলে একটী ছোট টীনের চালা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই যাত্রীরা বিশ্রামলাভ করে। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া চারিদিকে একটী পাকা দেওয়াল ছিল, তাহারও অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় দেবালয়টী পূর্ব্বে বড়ই প্রশস্ত ও শান্তিময় ছিল, কিন্তু এখন তাহা অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। এখন দালান প্রাচীর সকলই ভগ্ন, গাছপালা শ্রীহীন, যেন সকল শ্মশানে পরিণত এবং সদাশিব বস্তুতঃই শ্মশানবাসী।

আসাম রাজাদের সময়ে এবং তৎপরে বহুদিন পর্য্যন্ত শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, গণেশ-চতুর্থী, জন্মাষ্টমী ও দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত এবং অনেক দূরদেশ হইতেও বহু যাত্রীর সমাবেশ হইত। কিন্তু আজকাল সে সব উৎসব কিছুই নাই। শিবচতুর্দ্দশীর সময় স্থানীয় লোকের কতক সমাগম হয়। সামান্যভাবে সকল বিগ্রহেরই নিত্য পূজা হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে যাত্রীরা দুর্গার নিকট বলি প্রদানও করিয়া থাকে। আজ কাল যাত্রীদের অধিকাংশই নিকটবর্ত্তী চা-বাগানের কুলী। স্থানীয় লোকেরও সদাশিবের প্রতি বিশেষ ভক্তি আছে। কোন বিপদ বা ক্ষতির সূচনা হইলেই অনেকেই সদাশিবের "মানসা" করিয়া থাকে। বহু স্থলে মানস ফলিয়াও থাকে। কিন্তু আয় পূর্ব্বের মত কিছুই নাই। আয় যাহাই থাকুক, শৃঙ্খলার অভাবই দুরবস্থার প্রধান কারণ। বড় ঠাকুরদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগের সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহার উপর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সকলে ব্যস্ত, সদাশিবের নিয়ম মত সেবা কি মন্দিররক্ষণের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। সেবায়তদের অমনোযোগিতায় শিবমন্দিরের ভিতর দেববাসের অযোগ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আসামের অন্যান্য দেবমন্দিরের ন্যায় সদাশিবের মন্দিরের ভিতরও অন্ধকারময়। তাহাতে আলোর বন্দোবস্ত নাই বলিলেও চলে। নিত্য পূজার ফুল, বেলপাতা মন্দিরের ভিতরেই ক্রমে স্তূপীকৃত হইয়া পচিতে থাকে, তাহাতে চামচিকা প্রভৃতির বিষ্ঠা মিলিত হইয়া সামান্য ধূপের গন্ধকে পরাজিত করিয়া পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সেবায়তদের শ্রদ্ধাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ।

সদাশিবের মন্দিরের সাক্ষাতে শৈলের পাদদেশে একটী নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বে ইহারই বিশুদ্ধ নির্ম্মল জলে পূজার ও অন্যান্য কার্য্য হইত; কিন্তু এখন ইহার জল ব্যবহারের অযোগ্য। পুকুরটী নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও আগাছায় পরিপূর্ণ। অধিকতর

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা এখন 'ব্রহ্মপুত্রটী কোম্পানী'র বন্দোবস্তীয় ভূমির অন্তর্গত, সুতরাং ইহার উপর সদাশিবের আর অধিকার নাই।

কথিত আছে যে প্রায় ১০০ বর্গমাইল ভূমি ও বিভিন্ন জাতীয় ৬০০ ঘর সেবায়ত সদাশিবের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি ১১২ বিঘা নিষ্কিখিরাজ ভূমি ব্যতীত অন্য কোন শিবোত্তর সম্পত্তি নাই। শৈলোপরি যে এগার বিঘা ভূখণ্ডে দেবালয় অধিষ্ঠিত তাহার জন্যও বড়ঠাকুরদের গবর্ণমেণ্টকে খাজানা দিতে হয়!

সদাশিবের শিবোত্তর লোপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার কিম্বদন্তী আছে। প্রথমতঃ—দুর্গেশ্বর শর্ম্মা সভাপণ্ডিতের সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রথম বন্দোবস্ত হয়, তখন তিনি মাটীর পরিবর্ত্তে দাসদাসী প্রার্থনা করায় সমস্ত ভূমি ইংরাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—যখন আসাম রাজাদের রাজ্যচ্যুতি ঘটে তখন ইংরাজগণ শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন এই ভ্রান্তিবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শিবোত্তর রক্ষার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কাজেই শিবমন্দিরের স্থানসহ সমস্ত ভূমিই গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। আবার ইহাও উক্ত হয় যে, ১০০ বর্গমাইল ভূমি শিবের উদ্দেশে অর্পিত হইলেও ইহা পৃথকভাবে শিবোত্তর করিয়া দেওয়া হয় নাই; রাজার খাস তহশীলেই ছিল। এই ভূমির আয় দ্বারা সদাশিবের উৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত। হঠাৎ রাজার রাজ্যচ্যুতি হওয়ায় সমস্তই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়া যায়। গুরযোগনীয়া মৌজায় সদাশিবের একটী ভাণ্ডার ও তৎসংলগ্ন ১১২ বিঘা ভূমি পৃথকভাবে শিবোত্তর নির্দ্দিষ্ট থাকায় আজও সেই ১১২ বিঘা ভূমি মাত্রই শিবোত্তর ভাবে আছে। কথিত আছে পূর্ব্বোক্ত বজালকাটা ব্রাহ্মণ সদাশিবের পূজার ভার না পাইয়া বিষণ্ণমনে দেবগ্রাম ত্যাগ করতঃ গুরযোগনীয়াস্থ সদাশিবের ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে কতকগুলি পাষাণখণ্ড সংগ্রহ করতঃ আপন মনে সদাশিবের আরাধনা করিতে থাকেন। নিকটবর্ত্তী বহুলোক আজও সদাশিবের উদ্দেশে সেখানে পূজা দিয়া থাকে।

দেবালয়ের যেরূপ অবস্থা শীঘ্রই ইহার সংস্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার ও সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা বহু আয়াসসাধ্য ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রাচীন কীর্ত্তিসংরক্ষণবিষয়ক আইনানুসারে ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইয়াছিল, চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। স্থানীয় লোকে অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিলে গবর্ণমেণ্ট বাকি ব্যয় দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও কতক আশার কথা। বর্ত্তমান বড়ঠাকুর শ্রীযুক্ত পুণ্যেশ্বর শর্ম্মা এই বিষয় একটু বিশেষ উদ্যোগী হইয়া স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সদাশয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত না হইলে এই মহদনুষ্ঠান পূর্ণ হইবার আশা খুব কম। সদাশিব স্বীয় কীর্ত্তি রক্ষা করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী

বাঙ্গালা শব্দ, তথা বানান ও লিখনসমস্যা *

বিষয়টীও জটিল সত্য, কিন্তু কিছুকাল হইতে এতৎসম্বন্ধে চারিদিকেই নানা আলোচনা চলিতেছে। বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহোদয় বড় দ্রুত আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, কোন সুষ্ঠু মীমাংসা না হইতেই, তিনি সম্প্রতি বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের যোগে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করিতেছেন. তাহাতে তদীয় নবপ্রবর্ত্তিত ধারা অনুসৃত হইয়াছে এবং শীঘ্রই বঙ্গীয় শব্দকোষও না কি উক্ত পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইবে। তৎ-প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি মাননীয় পরিষদের অনুমোদিত কি না সম্পূর্ণ অবগত নহি; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পরিষদই বাঙ্গালা ভাষা-সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্থান বলিয়া মনে করি। তাই এ সম্বন্ধে—প্রধানতঃ যোগেশ বাবুর অনুসৃত প্রণালী লইয়া মদীয় বক্তব্যটুকু সর্ব্বপ্রথমে পরিষদেরই সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

বহুদিন হইতেই বাঙ্গালা শব্দের মূলানুসন্ধানে এক অদ্ভুত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের কারণ বুঝিতেছি না, যাঁহারা এবংবিধ চেষ্টায় ব্রতী, তাঁহাদের প্রায় সকলেই বাঙ্গালার সর্ব্বাংশের ভাবাতত্ত্ব না রাখিয়া, বিশেষ ভাবে অপরাপর ভাষায় অভিজ্ঞতা-দ্বারা সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন! যিনি (বিশেষতঃ ভারতীয়) অপর যে ভাষায় যত অধিক পরিমাণে পারদর্শী, তিনি নিরীহ বাঙ্গালাকে তাহারই পায়ে ফেলিতে তত অধিক তৎপর তাঁহারা বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ স্থির করিবেন, তাহা লইয়াই বিষম গোলে পড়িয়াছেন! কাহারও মতে সংস্কৃত বাঙ্গালার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কেহ বা বলেন প্রসূতি, কাহারও ধারণা মাতৃস্বসা, আবার কেহ একেবারে মাতামহীর দাবি ধরিয়াছেন। এইরূপে সংস্কৃতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা যত অধিক, তিনি বাঙ্গালাকে তত অধিক পরিমাণে সংস্কৃতের নিকট ঋণী দেখাইতে ব্যস্ত। বেচারীর কোন সাক্ষী নাই; কাজেই বাদিপক্ষ সহজেই এক তর্ফা ডিক্রী করাইয়া নিতে চাহেন। যদি পাঠক বা বিচারক তাহার প্রাণের কথা বুঝিতেন, তবে কিছুতেই উক্ত বাদীদের অন্যায় আব্দারে প্রশ্রয় দিতেন না। আশা করি, যিনি উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণেও সুবিচারের জন্য অদ্বিতীয় প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং পরিষদের কাণ্ডারী থাকিতে ন্যায়বিচারের অভাব হইবে না।

আমরা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, বাঙ্গালা শব্দের মূলনির্ণয়ই যদি অনুসন্ধিৎসুবর্গের সরল অভিলাষ হয়, তাহা হইলে চেষ্টা এরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে কেন? শব্দ মাত্রেরই মূল

* প্রবন্ধটী প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বকার লেখা। ইতি মধ্যে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই তিনটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; সুতরাং বিচারের সময় সে সকল লইয়াও বিচার করিলে স্থল বিশেষে অসংবদ্ধ বোধ হইতে পারে। অন্ততঃ পত্রিকাদির সময় হিসাব কালেও এক বৎসর অধিক ধরিয়া লইতে হইবে।

বিভিন্ন ভাষায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, এরূপ একটী সিদ্ধান্তের হেতু কি আছে ? বোধ হয় ইহা প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই যে, অধুনা যাহা বাঙ্গালা দেশ বলিয়া কথিত হইতেছে, আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতে তাহারও একটি নিজস্ব ভাষা ছিল; তাহাতে তাহার অধিবাসিবর্গ পরস্পরের মনোভাব বিনিময় করিত। এই আমরা যাহাকে প্রাকৃত নামে অভিহিত করি, তাহাই পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্নাংশে ব্যবহৃত স্থানীয় ভাষা ছিল (১)। এইরূপ একটী কি দুইটি নহে, ৪৭টী প্রাকৃত ভাষার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কালক্রমে তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে অধিকাংশ মূল প্রাকৃতভাষা লয় পাইয়া থাকিবে, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত না থাকিতেই অধুনা এত মতান্তর বা কল্পনান্তর চলিতেছে!

"সংস্কৃত" শব্দটী হইতেই তৎভাষার মূল নির্ণীত অনায়াসে হইয়া যায়। আমাদিগের মতে বৈদিক ভাষাই আর্য্যদিগের পূর্ব্বগামী শাখার একমাত্র নিজস্ব ছিল। অনন্তর তাঁহারা আসিয়া বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবর্ত্তে পড়িয়া গেলে, কথাবার্ত্তায় এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী বনিয়া যায়। তাহা না হইয়াও পারে না, সাধারণতঃ সকল দেশেই দেখা যায়, বিজেতৃবর্গ যখন বিজিতদিগের সহিত বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগকে আগে. পরে তত্তৎ বিজিতদিগের ভাষা গ্রহণ করিতেই হয়। প্রত্যুত এতৎ প্রমাণের নিমিত্ত অধিক দূরে যাইতেও হয় না, বঙ্গের অনতিপূর্ব্ব বিজেতা মুসলমানগণের আধুনিক মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্রই নাই (২)। এ ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের কথা উঠিতেই পারে না, তাঁহারা কদাপি এতদ্দেশে ভারতীয় স্বরূপে বাস করেন না, কায়মনোবাক্যে ভারতের প্রবাসীমাত্র (৩)। তথাপি এদেশ প্রবাসী ইংরাজদিগের ভাষা একেবারে বাঙ্গালার সম্পর্কশূন্য বলা যায় না। এইরূপ আর্য্যও অনার্য্যের মিশ্রিত ভাষা মন্থন করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ যে লেখ্য ভাষা গঠন করেন, তাহারই নাম সংস্কৃত। সমগ্র ভারতবর্ষ একমাত্র ইহাকেই শাস্ত্রাদির লেখ্য (অর্থাৎ দেব) ভাষা স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত অর্থাৎ কথ্য ভাষা মাত্রেই যে এই লেখ্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা হইতে

(১) হরন্‌লি সাহেব এ সমুদায়ের অধিকাংশকেই গৌড়ীয় আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এই গৌড়ীয় ভাষা হইতেই আধুনিক হিন্দী, উড়িয়া, বাঙ্গালা, নেপালী, মহারাষ্ট্র, গুজরাটী, সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি কথা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে এই সাধারণ বা মূল ভাষাকে মাগধী নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। তাহাতে আছে,—

"সা মাগধী মূলভাসা নরা যা যাদিকাপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

গৌড়ীয় হউক বা মাগধী হউক প্রাদেশিক ভাষার যে কোন একটি নামকরণ করা যায়, আমরা তাহাকেই "প্রাকৃত" আখ্যায় অভিহিত করিলাম।

(২) এই কথাটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয় মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনে আরও নানা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রবাসীর গত মাঘ সংখ্যার পাঠকবর্গেরও তাহা অবিদিত নাই।

(৩) তাঁহারা Home কথায় ইংলণ্ডকেই বুঝাইয়া এই ধারণা চির জাগরূক করিয়া রাখেন।

স্বতন্ত্র ও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহা প্রাচীন নাটকাদি দৃষ্টে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। কেবল উত্তর কালে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ভক্তসম্প্রদায় হইতে মাত্র এই বিধির ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইয়াছে (৪)। তাঁহারা প্রভুর স্বমুখনিস্থত প্রাকৃত কথাগুলিকেই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (৫)। তদবধি সেই মগধের প্রাকৃত অর্থাৎ পালি (৬) সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন লেখ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে (৭)। বোধ হইতেছে, তাহারই দেখাদেখিতে ক্রমে অপরাপর অনেক প্রাকৃতই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং অন্যান্য ভাষার মূল সংস্কৃতে অনুসন্ধান না করিয়া, সেই সকল ভাষাতেই সংস্কৃতের মূল অনুসন্ধান সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য নহে কি?

আধুনিক বাঙ্গালা যেরূপ সংস্কৃত শব্দাভরণে ৮) প্রায় সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার সময় খুব সম্ভব, এত পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল না; সংস্কৃতের ছাপমারা শব্দাবলীর সাহায্য না লইয়াও চলিবার সামর্থ্য বা উপকরণ তাহার নিশ্চয় ছিল। এখন ও বাঙ্গালার প্রাদেশিক নিজস্ব সমুদয় শব্দ কোষবদ্ধ করিলে বোধ হয় শব্দকল্পদ্রুমের তিন চারিগুণ আকার ধারণ করিবে। অনন্তর যখন প্রাকৃত বাঙ্গালীর সহিত সংস্কৃতের মিশ্রণ-চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা চিন্তা করিতে গেলে মনে আসে, তখনও সংস্কৃতাভিজ্ঞগণই বাঙ্গালার কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃতের প্রতি অযথা আসক্তি নিবন্ধন, সংস্কৃত বিভক্তিগুলি পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় হুবহু প্রচলনের অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে পরবর্ত্তী সংস্কৃতাভিজ্ঞ লেখকদের হাতে পড়িয়া তৎসমুদায় এরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়া অর্থ বা শব্দশক্তির কথা চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ অসম্ভব হয়! আশ্চর্য্যের কথা, আধুনিক কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ লেখককেও দলীলাদিতে অম্লানবদনে লিখিয়া যাইতে দেখিয়াছি—"কস্য কর্জ্জ তমস্মুকপত্র মিদং কার্য্য ঞ্চাগে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪) স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমার বাক্যসকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।"—বুদ্ধবাক্য।

(৫) বৌদ্ধগ্রন্থের টীকাকারগণও কহেন, বুদ্ধ বাক্যসকল মকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

(৬) বৈদিক সংস্কৃত ও বর্ত্তমান সংস্কৃতের ন্যায় মগধের প্রাকৃতের সহিত আধুনিক পালিভাষার বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান পালিভাষাকে মগধের প্রাকৃত ভাষার লেখ্য বা বিশুদ্ধ সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

(৭) পালিতে বর্ণসংখ্যা কম দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লিখিত ভাষা বলিয়া সন্দেহ করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের তাদৃশ অনুমান নিতান্ত অভ্রান্ত নহে। কেননা ভাষা প্রথমে লিপিবদ্ধ করিবার সময় উচ্চারণ অনুসারেই বর্ণবিন্যাস করার রীতি ছিল। পালিতে শ ষ প্রভৃতি উচ্চারণের শব্দ ছিল না বলিয়াই হয় ত তৎসমুদয় বর্ণ লেখ্য-তালিকায় পরিগৃহীত হয় নাই।

(৮) কিছুপূর্ব্বে বাঙ্গালার অঙ্গ হইতে সংস্কৃত শব্দাভরণনিচয় খসাইয়া লইলে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপের আশঙ্কা ছিল। ভারতচন্দ্রের "জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর..." কবিতাটি নাগরী অক্ষরে ছাপা হইলে সংস্কৃত বলিয়া ভ্রম হইত।

পরন্তু স্বাধীন লেখ্য ভাষারূপে ঘোষণা করিবার সময় বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র বর্ণাবলীও গঠন করিয়া লইতে হইয়াছিল, বোধ হয় না। কেননা সর্ব্বাদৌ স্বাধীন পালি ভাষার অদ্যাপি কোন স্বতন্ত্র অক্ষর নাই (৯)। তৎকালীন লেখ্য সংস্কৃত ভাষা যেই অক্ষরে লিখিত হইতেছিল (১০)। পরবর্ত্তীকালের স্বাধীন বঙ্গভাষাও প্রবীণ পালির অনুকরণে এই দেশে একই অক্ষরে লিখা যাইতেছিল। পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় প্রায় সমুদায় প্রাদেশিক ভাষার বর্ণই ঐ একই আদর্শ হইতে ক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত (১১)। আমরা তাহাকে বঙ্গীয় বর্ণ ত বলিবই না, পরন্তু গৌড়ীয় বা অপর কোন সংজ্ঞায় অভিহিত না করিয়া ভারতীয় আদি অক্ষরই আখ্যা দিব। আমরা বাঙ্গালীরা ইহাকে বাঙ্গালার প্রাচীন অক্ষর জ্ঞান করিয়া বিচার আলোচনা করিতেছি, সেইরূপ উড়িয়া, বার্ম্মিজ কি গুজরাটীগণও তাঁহাদেরই অক্ষরের আদিম অবস্থাজ্ঞানে আনন্দোৎফুল্ল হইতেছেন। তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, খাস বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া এই অক্ষরগুলি কেবল আবৃত্তিগত পরিবর্ত্তিত নহে, উচ্চারণের জটিলতা পরিহারের নিমিত্ত ড়, ঢ়, য়, ৬ প্রভৃতি কতিপয় নূতন বর্ণরূপেও গঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় বর্ণতালিকা নাগরীর ন্যায় কেবল জ্ঞ, ত্ত, ব্ধ, ক্ষ প্রভৃতি দুই চারিটী নহে, ঋু, ন্ধ, হৃ, ঙ্গ, ঞ্চ, ণ্ড, জ্ঞ (হ্ন), থ, স্থ, ন্ধ, স্থ, গ্ধ, ট্ট, ন্ধ, ব্র (জ) প্রভৃতি বহু যৌগিকবর্ণ গঠন করিয়া লইয়াছে। আবার ু ৃ ্ স্বরচিহ্নত্রয়ও বঙ্গীয় কোন কোন বর্ণে যুক্ত হইয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাসম্পাদনের নিমিত্তই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান আন্দোলন উপস্থিত। দুঃখের বিষয় যোগেশ বাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও একমাত্র হরিনার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু ভিন্ন আর কেহই এ সম্বন্ধে কথাটী মাত্র কহিতেছেন না (১২)। সুরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সাহিত্য সম্মিলনের গত পূর্ব্ব অধিবেশনে "বর্ণমালার অভিযোগ" পত্রখানি দাখিল করিয়া তৎসম্বন্ধে আর কোন তদ্বিরই করিলেন না; তাই বোধ হয় যোগেশ বাবু একতর্ফা তদ্বির করিয়া তাহা ডিস্‌মিস্‌ করাইয়া দিলেন (১৩)।

---

(৯) কুকি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অনেক ভাষাই অদ্যাপি বস্তুতঃ নিরাকার। বিজাতীয়গণদ্বারা বাঙ্গালা এমন কি ইংরাজিবর্ণাবলিতে অধুনা লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

(১০) কেহ ইহাকে আধুনিক দেবনাগর বর্ণ বলিয়া ভুল করিবেন না, কেননা তাহা নাগরদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহুপরে আনীত হইয়াছে।

(১১) মদীয় "চাক্‌মাজাতি" গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা বর্ণাবলীর সহিত চাকমা ও বার্ম্মিজ বর্ণসমুদায়ের তুলনা দ্বারা এই কথাটি বিশদ ভাবে বুঝান হইয়াছে।

(১২) গতবর্ষের প্রবাসীর 'অগ্রহায়ণ' সংখ্যায় অনুকূল বাবুর প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। পরন্তু গত 'ফাল্গুন' সংখ্যার প্রবাসীতেও যোগেশ বাবু সম্যক্‌ আলোচনা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

(১৩) বৈশাখ (১৩১৭) মাসের প্রবাসীতেই যোগেশ বাবুর জবাব বাহির হইয়াছিল। এতদিনে গত শ্রাবণ সংখ্যার সাহিত্যে দেখিতেছি, ললিত বাবু 'ব্যাকরণ বিভীষিকার' পরিশিষ্টরূপে 'বানান সমস্যা' আলোচনা

বস্তুতঃ সকলকার এইরূপ মৌনাবলম্বনে যোগেশ বাবুর প্রবর্ত্তিত প্রণালীর প্রতি নিঃসন্দেহ সম্মতি আছে কি না, অন্ততঃ তাহাও জানা যাইতেছে না। তেমন "বিজ্ঞ" বা "সমালোচক" নহি বলিয়া এতদিন কোন উচ্চ বাচ্য করিতে সাহসী হই নাই, অগত্যা মহা-মহারথিগণের ঔদাসীন্য দর্শনে মদীয় বক্তব্য আর সংবরণ করিতে পারা গেল না!

যোগেশ বাবুর প্রস্তাবের মূলে মোটামুটি (১) বানান ও (২) লিখন এই দুইটী সমস্যা পরিপূরণেরই চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অনুকূল বাবু কেবল 'বানান' সম্বন্ধেই যোগেশ বাবুর মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ অন্যান্য বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, "আজ সংস্কৃত অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এই জন্যই না এত গোল? এখনকার ধ্বনি অনুসারে বর্ণবিন্যাসপ্রণালী স্থির করিলে, দুদিন পরে ধ্বনির পরিবর্ত্তন হইলে, আবার এইরূপ গোলেই পড়িতে হইবে।" আমরা যদি সংস্কারকর্ত্তার প্রস্তাবানুযায়ী "নিত্ত", "মিত্তু", রিদয়", "অনুখ্‌খন"(১৪) প্রভৃতিরূপ বর্ণবিন্যাস করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে কি শব্দগুলিকে সংস্কৃত হইতে অকৃতজ্ঞরূপে ছাড়াইয়া লওয়া হইল না? হইতে পারে ইহাদের কোন কোন শব্দ বঙ্গীয় প্রাকৃত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতকারগণ তৎসমুদায়ের শৃঙ্খলা বিধান পূর্ব্বক কৃৎতদ্ধিতাদি নির্দ্দেশে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা কেবল লিখন নহে, অর্থোপলব্ধিও সহজ ও সুশৃঙ্খল হইয়াছে। তাই আমাদের মতে খাটি বাঙ্গালা শব্দগুলিকে পর্য্যন্ত যথাসাধ্য পরিমাণে তাবৎ সংস্কৃতসূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিত বাবু "ব্যাকরণ বিভীষিকা" আলোচনায় বস্তুতই ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভ্যবর্গ তথা "সাহিত্যের" (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়) পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছেন। যদিও তাঁহার সংগৃহীত তালিকাখানি অসম্পূর্ণ, তথাপি তিনি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত সংস্কৃতের নামে অসংস্কৃত অর্থাৎ দূষিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাস্তবিক কুলীনবংশে জন্ম হইলেও যাহার কুলীনত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার আদর আর কেন হইবে? তবে যদি আবার আচারাদি সংস্কার দ্বারা নষ্ট কৌলীন্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারে, অনন্তর তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা যাইতে পারে।

অন্ততঃ ঙ, ঞ, ণ ইত্যাদি স্থলে একমাত্র "লুপ্ত চিহ্ন (৹)" ব্যবহারের প্রস্তাবেও অনুকূল বাবুর প্রতিবাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে। স্পর্শবর্ণ মাত্রেরই যেমন উচ্চারণ একরূপ নহে, সেইরূপ ঙ, ঞ, ণ প্রভৃতি সকলেই অনুনাসিক হইলেও, প্রত্যেকেই বিভিন্ন

ধরিয়াছেন। তবে ইহা যোগেশ বাবুর প্রবন্ধগুলির সাহায্যে সঙ্কলিত হইলেও তদীয় লক্ষ্য লইয়া আলোচিত নহে, তিনি কেবল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা শব্দগুলি কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িতেছে, সেই সমস্যারই পরিচয় দিতেছেন।

(১৪) আবার এই চারিটি শব্দের তিনটিরই বর্ণবিন্যাস উচ্চারণানুযায়ীও নহে। আমরা বলিয়া থাকি,— "নিত্ত" "ছিরদয়," "অণুকখন্"।

ধ্বনিদ্যোতক। একমাত্র (০) লুপ্তচিহ্ন দ্বারা সকলকার পরিচয় বা উচ্চারণ জানানো কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যোগেশ বাবু বলিয়াছেন, "ক বর্গ পরে থাকিলে উহাদ্বারা ঙ্, চ বর্গ পরে থাকিলে ঞ্, ট বর্গ পরে থাকিলে ণ্ বুঝিতে আয়াস লাগে না" কিন্তু "বাঙ্ময়" "ষাণ্মাসিক", প্রভৃতি শব্দে "বাংময়" "ষাংমাসিক" প্রভৃতি আকারে লিখিয়া গেলে (০) লুপ্ত চিহ্ন দ্বারা অনায়াসে কোন্ বর্ণের উপলব্ধি হইবে? এ সম্বন্ধে আমরা "অনুস্বারের আল্গা লেজটা ফেলিয়া দিতে স্বীকৃত আছি," এবং ম্ এর স্বতন্ত্র ব্যবহার তুলিয়া দিয়া অনুস্বার অর্থাৎ লাঙ্গুলহীন শূন্য বসাইলেও বোধ হয় বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। এতদ্ভিন্ন সংস্কারোদ্যোগী মহাশয় সংস্কৃত শব্দাবলীর রেফ ভারাক্রান্ত অক্ষরগুলিকেও দ্বিত্ব দায় হইতে মুক্তি দিতে অভিলাষী হইয়াছেন। সত্য বটে, সংস্কৃত ব্যাকরণের মতেও দ্বিত্ব না করিলে চলে। কিন্তু ইহাতে যে উচ্চারণের তারতম্য ঘটে না তাহাই বা কিরূপে বলি? যোগেশ বাবু কি কার্য্য—কার্য, দুর্ল্লভ—দুর্লভ প্রভৃতির একই উচ্চারণ বলিয়া বলিবেন। অন্যপক্ষে যখন প্রায় কলম না তুলিয়াই অধিকাংশ দ্বিত্ব লেখা যায়, তখন লিখনশ্রমও বাড়ে না (সামান্য বাড়িলেও তাহা যেন বাঙ্গালাদেশীয় সংস্কৃত বহির সহিত আলাপ-পরিচয় রাখিতে স্বীকারই বা করিলাম), এবং ভাষা হইতে মত্ত, লজ্জা, সম্মান প্রভৃতি দূর করিয়া দিতে না পারিলে, দ্বিত্বজনিত অক্ষর হইতে দিতেই হইবে। সুতরাং মাথায় ভার দিয়া বনিয়াদ হাল্কা করিবার প্রস্তাব—যোগেশ বাবুর ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।

অনন্তর সংস্কৃতমূলক অপভ্রষ্ট শব্দগুলির কথা আসে। ইহাতে বর্ত্তমান উচ্চারণানুযায়ী বানান করিতে গেলে "বাণাণ" শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হয় (১৫)। "সোনার কান" বা "সোণার কাণ" কোনটীই শুদ্ধ নহে, লিখিতে হয়—"যোণার কাণ" কেননা দাঁতের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই যখন শব্দ দুইটা উচ্চারিত হইয়া যায়, তখন দন্ত্যবর্ণ কিরূপে আনি? সুতরাং এই শ্রেণীর তাবৎ শব্দ হইতে শ, স, ন প্রভৃতি নির্ব্বাসিত হইয়া যায়, এবং দেশভেদে উচ্চারণের তারতম্য হেতু একই শব্দ স্থানবিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া পরস্পরের সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং যথাসাধ্য পরিমাণে সকলেরই সংস্কৃতমূল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কাজ না লিখিয়া কায, সোনার কাণ না লিখিয়া সোণার কাণ লিখায়— "নৈমিত্তিকস্যাভাবাৎ নিমিত্তস্য অভাব" রূপ তর্ক ভিন্ন অপর কোন আপত্তির হেতু দেখি না। তাহা বলিয়া "মাঝ" শব্দের বর্ণবিন্যাসে 'ম্+আ+ঝ" করিতে তর্কশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকিলে হইবে না (১৬)। অন্ততঃ তাঁহার, ইঁহার প্রভৃতি শব্দের চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারেও

(১৫) যোগেশবাবু ও অনুকূলবাবু উভয়েই "বর্ণন" শব্দ হইতে "বাণান" আনিয়াছেন বলিয়া আমি এখানেই ইহার আলোচনা তুলিলাম। নতুবা আমার মতে গঠন করা অর্থ হইতেই বানান শব্দটী আসিয়াছে, তাহা বাঙ্গালার খাস সম্পত্তি।

(১৬) মাথা, পাথর প্রভৃতি শব্দ বোধ হয় প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে, তাই মাতা, পাতর রূপ হইবে না।

সকলে একমত নহে। প্রত্যুতঃ তিনি, ইনি শব্দের ন স্থানে যখন চন্দ্রবিন্দু হইয়াছে, তখন তাহা সংস্কৃত নিয়মেই পূর্ব্ব বর্ণের মস্তকে দিতে আপত্তি না হওয়াই ভাল।

এক্ষণে খাটি বাঙ্গালা কথাগুলিই বিচার্য্য। ইহাতেও একমাত্র উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ণবিন্যাস করিতে গেলে প্রচলিত বর্ণাবলীর অনেকটা বাদ পড়ে, আবার দুই একটা নূতন করিয়াও লইতে হয়। বিশেষতঃ স্থানভেদে একই শব্দেরই বিভিন্ন উচ্চারণ রহিয়াছে। এখন কোন্ স্থানের উচ্চারণকে ষ্টাণ্ডার্ড (১৭) ধরিয়া বর্ণবিন্যাস ঠিক করা যায়? এসম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়ভূমি নিঃসন্দেহ কর্ত্তৃত্বে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের দাবি কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহারও একটা মীমাংসা অবশ্য প্রয়োজন। বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশের ছেলেদিগকে হাড় গলায় দিয়া ছুরী হাতে বেরাইতে বা গরের মাঠে ঘুরি উরাইতে দেখিলে পশ্চিমী প্রভুরা যতই ক্যান ঠাট্টা করুন না, তাঁহারা যখন লব্বই বছরের মড়া শরীর ছান করাইয়া নতুন কাপড় পড়ানের পর লৌকায় নাবাইয়া রাখেন, এবং সেই শবকর্ণে কৃষ্টঁ, বিষ্টুঁর নাম উচ্চারণ করেন, তখন পূর্ব্বদেশীদের হাসা সংবরণ অসাধ্য হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় এক দেশের কর্ত্তৃত্ব অপরে যে নীরবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে, বিশ্বাস হয় না। এ সম্বন্ধে পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় “বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃতি” লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বস্তুতঃ নিরপেক্ষ নহে। বর্ত্তমান সময়ে তাহার পুনঃসংস্করণ করিতে তাঁহার নিজেকেই বহু এমন কি অনেকস্থলে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ব্বেও কম ছিল না, বলা বাহুল্য এক্ষণেও পশ্চাৎপদ নহে। যাহা হউক, অধুনা সকল লেখকই যেরূপ নিরঙ্কুশ ভাবে স্ব স্ব দেশজ শব্দগুলি সাহিত্যে ঢুকাইয়া দিতেছেন, তাহাতে সংস্কারের প্রয়োজন সকলেই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছেন। এক সময়ে যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষা হইতে যেরূপ সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, মনে হয় অচিরে তেমন সর্ব্বানু-মোদিত এক ষ্টাণ্ডার্ড বাঙ্গালা অভিধান গড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে বিবেচ্য, কিরূপে এই সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে! এসম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা সুসঙ্গত মনে হয়, তাঁহারা বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত কথ্য শব্দাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহীতব্য কথাগুলি বাছনি করিয়া এক তালিকা প্রকাশ করিলে মীমাংসা সুষ্ঠু ও সহজ হয়। ভাষা বা লেখার সংস্কারসাধনে তৎপর হওয়া পরিষদের গুরুতর কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখকসম্প্রদায় অনেকেই এখনও পরিষৎকে তেমন মুরব্বিভাবে দেখিতেছেন না। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। আশ্চর্য্যের কথা, যাহারা লোকশিক্ষা দিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কিরূপে অন্যের সদুপদেশ না শুনিয়াই অগ্রাহ্য করিতে পারেন! অন্যথা সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষা হইতে গৃহীত শব্দগুলি লইয়া এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। তৎসম্বন্ধে সর্ব্বথা উচ্চারণের

(১৭) অনুকূলবাবু লিখিয়াছেন, সৃটাণ্ডার্ড।

অনুসরণ করিলেই বা ক্ষতি কি? ভাষান্তরে গেলেই যে উচ্চারণের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া যুক্তিসাপেক্ষ বোধ হয় না। ইংরেজেরা আমাদের বর্দ্ধমান, কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নামকে বর্ড্ওয়ান, কেল্‌কাটা চিটাগং-আকারে লিখিতেছেন বলিয়া আমরাও তাহাদের Europe কে "উরূপা" (১৮) Oxford কে "উক্ষতোরণ" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ইংরাজী বা ইংরাজের প্রতি অধিক ভক্তিহেতু বসু, মল্লিক, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পিতৃপিতামহাচরিত পদবী সংস্কার করিয়া বোস, মুল্লিক, চাটার্জি, বানার্জি (১৯) লিখিতেছেন, শীঘ্রই বোধ হয় সেনী, টেগোর প্রভৃতি রূপ বাঙ্গালায়ও দেখা দিবে। তাহা যাহাই হউক, অপরের হাওলাতী শব্দগুলির উপর কলম চালাইবার দাবি আমাদের কোনরূপেই নাই। যদিও "যাবতীয় ধ্বনিজ্ঞাপন নিমিত্ত বাঙ্গালা অক্ষর নাই" কিন্তু তজ্জন্য বাড়াবাড়ি না করিয়া যথাসম্ভব উচ্চারণের সহিত লিখনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই আমাদের মতে Gas, Office, Lantern, Company প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে গ্যাষ্, অফিস্, লেণ্টার্ণ, কোম্পেনী আকারে লিখিয়া যাওয়াই সঙ্গত।

পরিশেষে যোগেশ বাবু বর্ণাবলী সম্বন্ধে যে সকল সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। সংস্কারক মহাশয় বর্ণসংস্কারের তিনটী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১। বর্ণসংখ্যার ন্যূনতাসাধন,

২। কতকগুলি বর্ণের রূপান্তরবিধান,

৩। কতিপয় নূতন বর্ণের প্রচলন।

প্রথম উদ্যোগে তিনি বাঙ্গালা ছাপাখানায় মাত্র শতবিধ অক্ষর রাখিয়া অপর সমুদায়কে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন দিতে উপদেশ দিয়াছেন। রক্ষণযোগ্য একশতটীর মধ্যে (৬৭+২৪) (২০) একনব্বইটীর হিসাবই দিয়াছেন, অবশিষ্ট নয়টির স্থানে কোন্ কোন্ ভাগ্যবান্ হরপ আশ্রয় পাইবে, সংস্কারক মহোদয় তাহা বোধ হয় অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার চেষ্টা দেখিয়া মনে হয় যেমন করিয়াই হউক, * " ({ [? ! - ^ এই নয় অক্ষর রাখিতেই হইবে। তাহা হইলে শ্রী, ৎ, ত্ত,], ,, ,, দ্দ, ক্ক, প্ত, ড্ড, ন্দ, স্ম, স্ক, ক্ষ, স্ত, ন্ত, ষ্ট, ন্ত, স্ব, ম্ল, জ্ঞ প্রভৃতি তাঁহারও স্বীকৃত এবং নিত্য প্রয়োজনীয়

(১৮) কেহ লেখেন য়ুরূপ, আবার কেহ কেহ ইউরোপও লেখেন।

(১৯) কেহ কেহ লেখেন "বোনার্জি"। বলিতে কি ইঁহারা নেটিবত্বের কাল চামড়ায় সাবানাদি মাখিয়া সাহেব সাজিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের দলের দে ও ঘোষ প্রভৃতিরা দা এবং গাউস্, (Daw & Gous) ইত্যাদি আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

(২০) প্রবাসীর (কার্ত্তিক, ১৩১৬) ৪৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বহু অক্ষরকে বিদায় দিতে হয়; তদুপরি যোগেশ বাবু যে সকল নূতন যুক্তাক্ষরের জন্য ছাপাখানার অধ্যক্ষগণকে বায়না দিয়াছেন, তাহাদের স্থানই বা কোথায় হইবে? বস্তুতঃ বাঙ্গালা "টাইপরাইটার" গঠনে বা অপর যে কোন উদ্দেশ্যে অক্ষর সংখ্যা হ্রাস করিতে গেলে যে "হসন্ত চিহ্নের বাহুল্য" ঘটাইতে হইবে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যোগেশ বাবুর এবংবিধ সংস্কারের প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় অক্ষর সংখ্যায় বাহুল্য হেতু বানানশিক্ষায় অযথা সময় নষ্ট হয়। কিন্তু আমরা জানিতাম, বর্ণসংখ্যার বাহুল্যের উপরই বানান-সৌকর্য্য নির্ভর করে। ইংরাজিতে এক uতেই Put, But, Use প্রভৃতি নানারূপ উচ্চারণ করিতে হয়; বাঙ্গালী শিশুদিগের বানানশিক্ষায় এত অধিক কি কষ্ট ঘটে? বর্ণ পরিচয়ের দুই ভাগ অভ্যাস করিলেই যেখানে বানান শিক্ষা হইয়া যায়, ইংরাজী ২০।২৫ খানি বহি পড়িয়া গেলেও কি সমুদয় শব্দের বানান বা উচ্চারণ যথাযথ শিক্ষা হয়? এই নিমিত্তই কোন কোন ইংরাজপণ্ডিত বর্ণসংখ্যার ন্যূনতায় (২১) ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার বর্দ্ধন চেষ্টা করিতেছেন, আর আমরা আছে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতে চাহি! হয় ত বাঙ্গালা ভাষায় এমন দিন আসিবে, যখন যোগেশ বাবুর এই চেষ্টা নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইবে। সকলেরই মতে সংস্কৃত ও চীন ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চীন ভাষায় শব্দসংখ্যা এত অধিক যে, সামান্য মাত্র উচ্চারণেই না কি একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে; এবং বর্ণসংখ্যাও এত অধিক যে, পৃথিবীর অপরাপর যাবতীয় ভাষার বর্ণাবলী একত্র করিলেও তাহার শতাংশ হইবে না (২২)।

বাঙ্গালার সাধারণ উচ্চারণে ঈ, ঊ, ৠ, ঌ, ৡ (২৩), ঋ, ৗ, ঙ, ঞ, ন, (যে কোন এক) ব, স, য প্রভৃতি বর্ণের কোন আবশ্যক দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতের সহিত লয় রাখিতে হইলে এগুলির অভ্যাস রাখিতেই হয়। তবে সিলেটী নাগরীর ন্যায় অা, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, এ,

---

(২১) ইংরাজী বর্ণসংখ্যা কেবল ২৬+২৬ নহে। æ এবং œ প্রভৃতি কতিপয় যৌগিকবর্ণও গঠিত হইয়াছে।

(২২) These characters are divided into six classes.—(1) Pictorial Characters (2) Indicative Characters (3) Composite characters (4) inverted characters (5) borrow characters and (6) phonetical characters. The sixth class is beyond comparison. the most numerous and embraces well on to 40000 of the 43000 characters found in the *Kang-hsi* dictionary of 1704. A number of characters, which has varied from 554 to 214 were set apart as larger and more indefinite number were chosen to express to connection with them the name or sound of the compounds and be called 'mothers of sound'. Dr. Chalmers, of Hongkong, published in 1878 a 'Concise of Chinese Dictionary' in which the phonetic constituents are reduced to 884. These with the 214 indiograms having been learned, 1098 characters in all, the student has mastered the elements of all the Chinese Characters. Chambers' Encyclopedia, Vol. III, p. 194-95.

(২৩) বিশেষতঃ ৠ, ঌ এবং ৡ বর্ণত্রয় বাঙ্গালা বর্ণপাঠে নিতান্তই "ঢাকের পিঠে বাঁয়া"—একদিনও খাস বাঙ্গালায় বাজিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

স, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি বর্ণের স্বাধীনরূপ ঘুচাইয়া এক মাত্রা, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৄ, ে, ৈ, ো, ৌ প্রভৃতি অধীনরূপ রাখা হইলে কেবল সংস্কৃতের আপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলেই নানা বিপর্য্যয় ঘটিবে। তখন ইহ, এক, ঐশ্বরিক প্রভৃতি শব্দ লিখিলেই অন্যেরা যথাক্রমে হি, কে, শৈরিক বলিয়া পড়িবে না কি ?

দ্বিতীয় বর্ণমালার রূপান্তরবিধানই যোগেশ বাবুর প্রধান লক্ষ্য। তিনি অন্তাস্থ ব, র, য, প্রভৃতি বর্ণ দেবনাগরীরই অনুরূপ করিতে চাহেন। সাধারণত দেখা যায় এই 'ব'এর পরিবর্ত্তন এমন কি নির্ব্বাসন অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ যখন উভয়ের আকারতঃ বা উচ্চারণতঃ কোন বিশেষত্ব নাই, তখন কেবল বর্ণমালার সংখ্যা বাড়াইয়া ফল কি ? উচ্চারণতঃ কোন পার্থক্য নাই বলিয়া যে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন হেতু নাই। আমরা তেমন দুইটি (য) জ দুইটি (ন ণ এবং তিনটি শ (ষ স)এর ভারও অবাধে সহ্য করিতেছি। তবে বর্ণটীর স্বরূপ উচ্চারণের পুনরুদ্ধার যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা কে না স্বীকার করিবে (২৪) ? বর্ণটী দন্তৌষ্ঠ্য। সুতরাং উচ্চারণ ঠিক "ওয়া" বোধ হয় নহে। সংস্কৃত কারিকায় "উদ্‌টৌ যত্র বিশ্লেত যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ" তৎ-সমুদায়কেই অন্তঃস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগেশ বাবুর পথ ধরিয়া "হবা", "খাবা", "গাড়ীবালা", "কাপড়বালা", "নম্বরবারী" প্রভৃতির সহিত অব্জ, স্বপ, পবন, নাবিক প্রভৃতি শব্দও ব দিয়া লিখিয়া গেলে সংস্কৃত পুস্তকের ছাপা অশুদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু সকলকে যে এক বিষম উচ্চারণ-সমস্যায় পড়িতে হইবে, তাহার উপায় কি ? পক্ষান্তরে পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা ঈশ্বরকে—ঈশোয়ার, দ্বারিকাকে—দোয়ারিকা-রূপ উচ্চারণে ব এর উচ্চারণ "ওয়া" করিয়া থাকেন বটে (১), কিন্তু যোগেশ বাবুর ব-এর উচ্চারণ ঠিক "ওয়া"ও নহে, তাঁহার উচ্চারণ—ওয়। কেননা তিনি হওয়া, যাওয়া লিখিতে ব-এর পশ্চাতে এক একটি আকারও লাগাইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে উচ্চারণের শৃঙ্খলাবিধান করিয়া যে কোন আকারে রূপান্তর করিতে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না। তবে এস্থলে দেবনাগরী ব না আনিয়া বাঙ্গালা ব-এরই মাত্রাটি ফেলিয়া দিলে রূপান্তর কত সহজ হয়, তাহা সংস্কারার্থী মহাশয়েরা আশা করি বিবেচনা করিবেন।

"বাঙ্গালা র-এর নাগরীরূপ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে" বটে, কিন্তু তাহার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ দেখি না। এই র-এর বিন্দু আধুনিক হইতে পারে, কিন্তু এই বিন্দু যে "গুরু উচ্চারণসূচক" তাহা নিতান্তই কষ্ট কল্পনার কথা। তাহা হইলে

(২৪) পরিষৎ পত্রিকার (১৭শ ভাগ) অতিরিক্ত সংখ্যায় বিশদ আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। এতৎপ্রতি সকলকার আন্তরিক সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হইলে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার অভিপ্রায় রহিল।

(১) চাক্‌মা, শ্যামিজ, বার্ম্মিজ, এবং সিংহলী বর্ণাবলীতেও অন্ত্যঃস্থ ব-এর উচ্চারণ "ওয়া"। ঐ সকল ভাষায় "ওয়া" উচ্চারণ মাত্রেই অন্তঃস্থ "ব" বসাইয়া থাকেন।

'য়'কেও 'য'-এর গুরু উচ্চারণ বলা যায়। কিন্তু য তালব্যবর্ণ, আর য়-এর উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। বস্তুতঃ র, ড়, ঢ়, য় বিন্দুবিশিষ্ট বর্ণ চতুষ্টয়েরই উচ্চারণে জিহ্বাকে ক্রমে পশ্চাদ্দিকে লইয়া গিয়া প্রায় কণ্ঠে ঠেকাইতে হয়, আর এই বিন্দুযুক্ত না থাকিলেও প্রাচীন র-এর আকৃতি ব-এর সম্পর্কশূন্য ছিল না। এখন না হয় 'ব-এ বিন্দু র' আর তখন ছিল 'পেটকাটা ব র'। বিন্দুকে গুরু উচ্চারণসূচক বলিলে পেটকাটাটাকে গুরুত্ববোধক বলা যাইবে না কি? আশা করি য এবং ষ-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিচার করিবেন। ফলে র-এর কোন রূপান্তর প্রয়োজন আদৌ দেখা যায় না। বিশেষতঃ তাহার নাগরীরূপ প্রবর্ত্তিত করিলে হাতের টানা লেখায় ব হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এইরূপে য কেও কোণ ভাঙ্গিয়া য করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব, র, ক, ধ, ঋ, খ, ঘ, দ, ফ, ষ প্রভৃতি এতগুলি অক্ষরের এত কোণবাহুল্যেও (?) (২) যদি 'লেখাপড়া চর্চ্চার ব্যাঘাত' না ঘটিয়া থাকে, তবে কেবল য-এর জন্য এত মাথাব্যথা কেন? 'ষ-এর সহিত ভ্রম ঘটিতে পারে' বলিয়া যে য-এর সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাহা হইলে খ থ, উ ঊ, ঋ ঋ, ু ত, ণ ন, এ ত্র, ও ত্ত, ক্ষ ক্ষ প্রভৃতির বহু অক্ষরের সংস্কার এই মুহূর্ত্তে আবশ্যক। এই সঙ্গে যোগেশ বাবু য়-কে বিসর্জ্জন করিবার অভিসন্ধি প্রকাশ্যতঃ গোপন করিয়া কার্য্যতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যে যাহা প্রভৃতি সংস্কৃত যদ্ সর্ব্বনামের অপভ্রষ্ট শব্দগুলিকে জে, জাহা আকারে লিখিয়াছেন, অথচ লিখিয়াছেন যাবতীয়। সেই অসুবিধায় সংস্কৃত এক য হইতে বাঙ্গালায় য এবং য়—এই দুই অক্ষর হইয়াছে, যোগেশ বাবু সেই অসুবিধা পুনঃ টানিয়া আনিতে চাহেন না কি?

এতদ্ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনসংযোগে বাঙ্গালা অক্ষরের কোন কোন স্থলে স্বাভাবিক প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া সংস্কারক মহাশয় তাহাদেরও একটা সদ্গতি করিতে চাহেন। প্রস্তাবটা যে বিশেষ সহৃদয়তার পরিচায়ক, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার প্রয়োজনীয়তা কতদূর, এক্ষণে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রথমে স্বরসংযোগের ব্যবস্থা ধরি।—হ্রস্ব ইকারখানি ব্যঞ্জনের বামে বসে, আধুনিক নাগরীতেও এই প্রথা চলিয়াছে। কিন্তু এই রীতি নিশ্চিতই দূষণীয়। আমি জানি জনৈক বহুদর্শী শিক্ষক তদীয় পুত্রকে ক্+ই=কি শিক্ষা দিতে গিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বিফলচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিবারেই শিশুটী পুনঃ পুনঃ ক্+ই=(কি) ইক্ পড়িতেছিল। তবে উড়িয়াদের ন্যায় ি কারের দণ্ডটী ত্যাগ করিয়া ধনুকটী বর্ণের মাথায় দিলে সেই ভয় ততটা থাকে না এবং লিখনও সহজ হয়। কিন্তু তথাপি একার, ঐকার সম্বন্ধে ঐরূপ গোল রহিয়া যায়। তাহাতেও শিশুগণের ক্+এ=(কে) এক্, ক্+ঐ=(কৈ) ঐক্ পড়িবার সম্ভাবনা খুব থাকে। একারকেও নাগরীর ন্যায় মাথার উপর

(২) যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন, "অনুমান হয়, কাষ্ঠ, প্রস্তর, তাম্রাদি ধাতুতে রেখাংকন করিতে গিয়া বাংগলা সূক্ষ্মকোণবহুল অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল।" তাহা হইলে বার্ম্মিজ প্রভৃতি অক্ষরের অধিকাংশই গোল হইয়া যাওয়ার হেতু কি?

দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে উড়িয়া প্রথায় সংশোধিত ইকারের সহিত পার্থক্যই থাকে না। এক্ষণে পশ্চাদ্ভাগে দেওয়া যায় কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। যাহা হউক, পরিবর্ত্তন সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে ই, এ, ঐ, স্বরত্রয়ের চিহ্ন স্থাপনের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে সকলকার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু যোগেশ বাবু স্বর-সংযোগে আরও বহু পরিবর্ত্তন চাহেন। উ বা ঊ কার দিতে বাঙ্গালায় বর্ণবিশেষের যে রূপান্তর ঘটে, তিনি তাহাতেও আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রত্যুত তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "যে অক্ষর কলমের একটানে লিখিতে পারা যায়" তাহাই ভাল। সুতরাং তাঁহার বিচারমতেও গ্‌ু, স্তু, শ্‌ু আকারের অক্ষর অপেক্ষা গু, স্তু, শু অক্ষরই ভাল। তবে ইহাতে অক্ষরের বহুলতা আসিতেছে বলিয়া শিশু শিক্ষার্থীর বর্ণপরিচয়ে যে সময় অযথা অধিক লাগিতেছে, কেবল তাহাই চিন্তা করিয়া সংস্কারের প্রয়োজন মনে আসে, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ দায় হইতে মুক্তি না দেওয়াই সঙ্গত মনে হয়। গ্‌ু না লিখিয়া গু লিখিলে যে সময় ও আয়াস লাভ হয়, সমুদয় জীবনে গু-অক্ষর যত লিখা ঘটে তৎসমস্তকার লভ্যাংশ একত্র করিলে এই রূপান্তরের ফল দেখিয়া কেবল যে মনে প্রবোধ পাওয়া যাইবে এমন নহে, উপরন্তু বিস্মিত হইবারই কথা। পক্ষান্তরে শিশু শিক্ষার্থীর গু এই অক্ষর বিশেষ লিখিবার অতিরিক্ত ক্ষতি তাহার সহিত তুলনাতেই আসিতে পারে না। অবশ্য ইহাতে বলা হইতেছে না যে, বর্ণমাত্রেরই পক্ষে এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে ব্যবস্থায় অধিক অক্ষরকে নিয়মিত করা যায়, অথচ লিখিতেও সুবিধা থাকে, আমরা কেবল তাহারই পক্ষপাতী। দেখা যায়, গু স্তু শু প্রভৃতিতে একই নিয়মে উকার সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের উকারটী বোধ হয় নাগরী হইতেই শেষে আসিয়াছে। বাঙ্গালা গ, স্ত এবং শ-এর সহিত নাগরী (ু) উকার মিলিয়া অক্ষরগুলি কেমন নিমিষে লিখা যাইতেছে। আমরা অন্যান্য বহু অক্ষরে এইরূপে উকার যোগ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে প্রচলিত অপর সংযুক্ত অক্ষরের সহিত তারতম্য প্রায়স্থলেই এত সামান্য থাকে যে, ভুল ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সম্ভবতঃ তাহাতেই কু, ভু, মু, লু প্রভৃতি অক্ষরে বিশেষরূপ অধুনা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রু, দ্রু, ধ্রু, ভ্রু, শ্রু প্রভৃতির (ু) উকারও নাগরী হইতে গৃহীত। র ফলা নিম্নভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া (ু) উকার বেচারা পৃষ্ঠে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এইরূপে দ্রু, ধ্রু, ভ্রু প্রভৃতি র ফলাযুক্ত অক্ষরে উকারগুলি] আকারে পৃষ্ঠে বসিয়াছে। প্রয়োজন হইলে যাবতীয় র ফলাযুক্ত অক্ষরেই ু আকারে উকার এবং] আকারে উকার পৃষ্ঠে যোগ করিতে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না (৩)। এই র ফলার জন্যই উকার এবং

(৩) পূর্ব্বে বাঙ্গলায় এই ক্রু, দ্রু, ধ্রু, শ্রু প্রভৃতি ব্যতীত র ফলাযুক্ত অপর কোন অক্ষরে উকার সংযোগের প্রয়োজন ছিল না। অধুনা ক্রু ভিন্ন র ফলাযুক্ত আর যে যে অক্ষরে উকার যোগের আবশ্যক হইবে তাহাদের (ু) উকার ক্রু, শ্রু প্রভৃতির ন্যায় পৃষ্ঠে লাগাইয়া দিলে কোন আপত্তি হইবে মনে হয় না। তৎপ্রতি ছাপাখানার অধ্যক্ষ মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উকার গ্রহণ করিতে যথাক্রমে ু এবং] আকার পীঠে লাগাইতেছে বলিয়া র নিজেও উকার এবং ঊকার গ্রহণ করিতে যথাক্রমে ু এবং] চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় র-এর বিন্দুটী না দিলেও ক্ষমা করা যায়। আমরা কেবল হু এবং হৃ-এর স্বতন্ত্ররূপ তুলিয়া দিতে সম্মত আছি, কারণ কেবল 'হ' এই একটি অক্ষরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিত্যন্তই অতিরিক্ত অনুগ্রহ বটে। বিশেষতঃ যে] চিহ্নের দ্বারা ঊকার বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ঋকার বুঝাইতে গেলে ভুল আসিতেও পারে।

অতঃপর ব্যঞ্জনসংযোগে বিশেষত্বগুলির কথা। এ সম্বন্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ এই যে, আমাদের বর্ণপরিচয়কারগণ মাত্র ককারাদি সংযোগকে "সংযুক্তবর্ণ" আখ্যায় ফলা যোগ হইতে পৃথগ্‌ভাবে রাখিয়া শিশু শিক্ষার্থীদের একটা খট্‌কা লাগাইয়া দেন। য-যোগ ম-যোগ প্রভৃতির ন্যায় ক, খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন অপর আবশ্যকীয় প্রতি ব্যঞ্জনে যোগ করিয়া দেখাইলে রূপান্তরগুলি সহজে উপলব্ধ হয় (৪)। উপস্থিত প্রস্তাবে আমি সেই শৃঙ্খলা ধরিয়াই আলোচনা করিব। এই বর্ণসংযোগ শিক্ষা দেওয়ার প্রথমেই শিশুদিগকে জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য যে র্‌এর সহিত অপর যে কোন ব্যঞ্জন মিলিত হউক না কেন, র্ তখন] আকারে সেই ব্যঞ্জনের মস্তকে স্থান পায়; এই চিহ্নের নামই রেফ্‌। এতদ্ভিন্ন য এবং র অপর ব্যঞ্জনে যুক্ত হইতে যে ্য এবং ্র আকার ধারণ করে, তাহা যোগেশ বাবুও অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল এই ্র যোগে ক্র, ত্র এবং ভ্র এর জন্যই তাঁহার আপত্তি। র এবং ত যোগে ক এর একই আকার হইয়াছে, যোগেশ বাবুর অনুমানেও ইহা কএর নাগরীরূপ হইবে; সম্ভবতঃ এক টানে লিখিবার উদ্দেশ্যেই প্রচলিত ক্র এবং ক্ত আকার হইয়াছে। অপরতঃ ত এবং ভএর লেজের সহিত ্র ফলা যোগে যথাক্রমে ত্র এবং ভ্র রূপ সহজেই আসে। প্রাগুক্ত য-ফলা, র-ফলার ন্যায় থ এবং ধ অন্য ব্যঞ্জনে যুক্ত হইতে হ এবং ৱা আকারে নিম্নে আশ্রয় লয়; অর্থাৎ থএর দণ্ডটী খসিয়া যায়, যথা—ন্থ, স্থ এবং ধ এর শৃঙ্গটী পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে, যথা—গ্ধ, দ্ধ, ব্ধ, ন্ধ, প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় স্ক, ঙ্গ, জ্ঞ, ট্ট, ণ্ড, ঞ্চ, ত্ত, ত্থ, হু, হ্ম, ক্ষ, এই কয়েকটী বিশেষসংযুক্ত আকার প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞ এবং ণ্ড অক্ষরে জ্‌+ঞ এবং ণ্‌+ড স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়। স্ক, ত্ত এবং ত্থ অক্ষরে আদ্যাংশ কিঞ্চিৎ স্পষ্ট না হইলেও শেষাংশ যথাক্রমে ক, ত, থ, অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আবার ঙ্গ, ট্ট, ঞ্চ এবং হু অক্ষর চতুষ্টয়ের আদ্যাংশ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিলেও শেষাংশ রূপান্তরিত হইয়াছে। লিখনশ্রম বা কষ্ট না বাড়াইয়াও এই উভয় প্রকারের বিকৃতাংশকেই কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। তবে অবশিষ্ট ঙ্গ, হ্ম এবং ক্ষ অক্ষর সম্পূর্ণ যৌগিক মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাদের পরিবর্ত্তনের চেষ্টায়

(৪) সংস্কৃত "নূতন বই" নামক প্রথম শিক্ষার পুস্তিকায় এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। তাহাতে শিশুরা সহজেই বুঝিতেছে যে, ক বা য সংযোগের কার্য্য একই, উচ্চারণফল বিভিন্ন; এবং ক নিজ আকারেই পূর্ব্ববর্ণের নিম্নে আশ্রয় লয়, আর য ্য আকারে পূর্ব্ববর্ণের পশ্চাতে বসে। অন্ততঃ সংযুক্ত হইতে গিয়া এই যে ভিন্নাকার ধারণ তাহাকেই 'ফলা' বলা হয়।

সুফল ফলিবে মনে হয় না। ৎ বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অ হারাইয়া ত মাত্রা ত ছাড়িয়াছেই, অধিকন্তু মুখ ফিরাইয়া থাকে।

পরিশেষে যোগেশ বাবু যে কতিপয় নূতন বর্ণের ভার আমাদের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিতেছেন তাহারই আলোচনা করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি প্রধানত — ৲ ৲ ১ ০ এই পাঁচটী চিহ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরেকে ছাপাখানায় তাঁহার ফরমাসানুযায়ী হরপ্‌ ঢালাই করিতে স্বীকৃত হইলে তিনি আর যে যে নূতন অক্ষরের আমদানী করিতে অভিলাষী, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই চিহ্ন-পঞ্চকের মধ্যে যাবতীয় অনুনাসিকের পরিবর্ত্তে ° চিহ্নের ব্যবহার কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইবে, বানান-সমস্যায় আমাদের মতামত জানাইয়াছি। অন্ততঃ হসন্ত চিহ্নটী আবহমান কাল হইতে স্বরের অভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তবে বাঙ্গালায় অধিকাংশ শব্দেরই শেষে অকারের উচ্চারণ হয় না। এরূপ স্থলে কেবল উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস করিতে গিয়া যদি "হায়্‌ আপনার্‌ মানুষ্‌ আর্‌ কোথায়্‌ পাওয়ার্‌ বিশ্বাস্‌ করেন্‌" রূপে হসন্তচিহ্নের ছড়াছড়ি করা হয়, তাহা হইলে যে শুধু লিপিকার পাওয়া ভার হইবে, এমন নহে, ছাপাখানার দরও চড়িবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে ললিত বাবুর মতই (৫) সমধিক যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলেন,—"পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ সমস্ত স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই ভাল। শিশু ভিন্ন অন্য কাহারও উচ্চারণে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে শিশুপাঠ্য পুস্তকে শিশুর সহজ জ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করিতে হইবে, ইহা একটা বিচার্য্য বিষয়। যে সকল স্থলে বয়স্ক পাঠকেরও অর্থগ্রহের গোল হইতে পারে, সে সকল স্থলে হসন্তচিহ্ন দেওয়াই সঙ্গত। যথা কথন—কথন্‌, কোন—কোন্‌, কর (ক্রিয়া)—কর্‌ (অবজ্ঞায়); (কর-হস্ত, এখানে বাঙ্গালায় হসন্ত উচ্চারণ হইলেও হসন্তচিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।) ইংরাজি শব্দ বাঙ্গালায় লিখিয়া যখন তাহার ঠিক উচ্চারণটি বুঝাইতে হইবে, তখন অবশ্য সুবিধার জন্য হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া সঙ্গত।"

পক্ষান্তরে যোগেশ বাবু অকারের বর্ত্তমানতা বুঝাইতে ব্যঞ্জনকে নিম্নরেখ করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ইহাতেও আমরা পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহি। স্বর উচ্চারণের অভাবে যেখানে হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার রীতি হইল, হসন্ত চিহ্ন দেওয়া না হইলে স্বর উচ্চারণের বর্ত্তমানতা বুঝিতে হইবে। তবে আমরা এই নিম্নরেখা দ্বারা অক্ষরের টান উচ্চারণ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করি। যথা—এ̱ই অর্থাৎ এই লোকটী? 'ওহে̱ কোথায় গেলে̱'। (যখন অতুচ্ছার্থে কথিত হয়) ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন যোগেশ বাবু ৲ আকারে ঈষৎ ই বুঝাইবার প্রয়াসে একটী নূতন বর্ণ চালাইতে চাহেন। যথা, খ৲ল, আজ, ডাল৲ ইত্যাদি। কিন্তু যে যে স্থলে উচ্চারণে উ, ঐ, ও বা ঔ ঈষৎ উচ্চারিত হয়, তাহা কিরূপে প্রকাশ করা যাইবে? কেননা তিনি ঈষৎ ইকার যে শৃঙ্গ দ্বারা দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, উ, ঐ এবং ঔতেও

(৫) সাহিত্য, শ্রাবণ (১৩১৮) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সেইরূপ শূঙ্গ রহিয়াছে। সুতরাং উহাতে ভুল ঘটিবার সমধিক আশঙ্কা বর্ত্তমান। অনেকে কমা চিহ্ন দিয়া লুপ্ত দেখাইয়া দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে চাহেন। কিন্তু এক কমা হইতে কোন্ বর্ণের আত্মগোপন বুঝাইবে, তাহা কে বলিয়া দিবে? তাই আমাদের প্রস্তাব এই যে, এইরূপ ঈষৎ উচ্চারণ প্রকাশ করিতে] যে বর্ণ ঈষৎ উচ্চারিত হইবে, তাহার মস্তকোপরি কোন চিহ্ন দেওয়া থাকিবে। এই নিমিত্ত মস্তকোপরি ⌐ কোণ চিহ্নবিশিষ্ট কতকগুলি ই, উ, ঐ, ও এবং ঔ অক্ষর করাইয়া লইলেই হইবে। আর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পুনরুচ্চারণ বুঝাইতে—তাহা লুপ্ত ভাবে, কমা চিহ্নটী ব্যবহার করিতে চাহি। যথা—না'ই (নাভি), এখানে উচ্চারণে 'না'এর পর আর একবার "আ" উচ্চারণ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন যোগেশ বাবু ছাড়িয়া গেলেও আমাদের মনে হয় উচ্চারণ বুঝাইতে বাঙ্গালাতেও accent চিহ্নের প্রয়োজন। এইজন্য আমার accent চিহ্নস্বরূপ ° শূন্য ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করি। যে বর্ণের উপর শূন্য বসিবে, তাহারই উপর উচ্চারণের জোর পড়িবে। যথা—স°লা (পরামর্শ)। ইহা ছাড়া সংস্কারক মহাশয় যে একারের বিকৃত উচ্চারণে, চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বথা সমর্থন করিতেছি।

সর্ব্বশেষ আমরা এই গুরুতর বিষয়টীর আরও বিশেষ আলোচনা প্রার্থনা করি। যাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা অধুনা জগতের সুপ্রতিষ্ঠ ভাষাসমূহের প্রতিযোগী স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, আশা করি তাঁহারা ইঁহার এই সামান্য অভাবগুলি অচিরে নিদূরিত করিবেন। যদি বাঙ্গালাভাষা তথা বাঙ্গালালিপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, তবে অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ ভারতবর্ষেরই অপরাপর অংশের সকলে বাঙ্গালা ভাষা ও লিপির প্রতি স্বতই আকৃষ্ট হইবেন; এবং তখন এই বাঙ্গালা বর্ণাবলীই এক লিপি-বিস্তার-সমিতির অবলম্ব্য হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটী বিশেষত্ব (idiosyncrasy)

পল্লীগ্রামের ছাত্রগণকে ইংরাজী S-বর্ণের উচ্চারণ করাইতে যে একটু বেগ পাইতে হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। Sir, Singular, Sin প্রভৃতি শব্দ তাহাদের মুখে, শার, শিংগুলার, শিন, প্রভৃতি হইয়া যায়। তাহার একমাত্র কারণ এই যে বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তালব্য শ-কারেরই উচ্চারণ হইয়া থাকে। আমরা লিখি 'সকল', 'স্বপাক', 'সহজ' ইত্যাদি; পড়ি 'শকল', 'শপাক', 'শহজ' ইত্যাদি। কেবল দুই একটী স্থলে স-কারের অস্তিত্ব দেখা যায়।

স-কারের সহিত ত, থ, বা রকারের যোগ থাকিলে দন্ত্য স-কারের প্রকৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে; যেমন 'হস্ত', 'আস্থা', 'সহস্র', ইত্যাদি। র-কারের যোগ থাকিলে তালব্য শ-কারও দন্ত্যত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমন 'শ্রী', 'আশ্রয়' ইত্যাদি। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙ্গালীর জিহ্বা শ-বর্ণ উচ্চারণে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার পক্ষে স-বর্ণের উচ্চারণ অতি কষ্টসাধ্য। এইটী বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব। অবশ্য এ শ-কার মাগধ প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। সাধারণ অর্থাৎ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে যেমন কেবলমাত্র দন্ত্য স-কারের অস্তিত্ব ছিল, মাগধ প্রাকৃতে সেইরূপ কেবলমাত্র তালব্য শ-কারের অস্তিত্ব ছিল। এ বিষয়ে বররুচির সূত্র—

"ষসোঃ শঃ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥
মাগধ্যাং ষকার সকারয়োঃ স্থানে শো ভবতি ॥"

সুতরাং এ শ-বর্ণ-প্রিয়তা বঙ্গভাষায় দুইপুরুষে। সকল ভাষারই এইরূপ দুই চারিটী বিশেষত্ব আছে। ইংরাজগণের মুখে ত-বর্ণ, দ-বর্ণ বা ছ-বর্ণের উচ্চারণ হয় না। "তুমি কোথায় গিয়াছিলে, দেখিতে পাই নাই" এই বাক্যটী একজন ইংরাজ যদি উচ্চারণ করেন ত বলিবেন, "টুমি কোটায় গিয়াচিলে ডেকিটে পাই নাই"। ঐরূপ উচ্চারণেই তাঁহাদের রসনা অভ্যস্ত। আবার আমরা সাধারণতঃ শব্দের প্রথম বর্ণে (syllableএ) যতি (accent) দিয়া থাকি, কিন্তু পশ্চিমবাসিগণ দ্বিতীয় বর্ণে যতি দিয়া থাকেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজপথে যখন "—রাসীন তেল" হাঁকিতে শুনিবেন তখনই যদি রাত্রির জন্য আলোকের বন্দোবস্ত না করেন তবে যথাসময়ে অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে।

বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺মর্কিসাহেব একদিন—রাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,— "—রাণী বাবুকো ব্লাও"। বর্ত্তমান লেখক তখন সাহেবের উক্তির কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যখন চাপরাসী কেরাণী বাবুকে সঙ্গে লইয়া অধ্যক্ষ সমীপে সেলাম করিল, তখন তাহার জ্ঞান হইল। এইরূপ বিশেষত্ব সকল ভাষাতেই আছে। ভাষাতত্ত্বের সাধারণ নিয়মের গণ্ডীতে পড়ে না বলিয়া পণ্ডিতগণ এগুলিকে ভাষাবিশেষের "প্রকৃতিগত বা ধাতুগত বিশেষত্ব

(idiosyncrasy) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালার এইরূপ দুইটী বিশেষত্বের কথা বিবৃত হইবে। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সঙ্কলনের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা হইলেও লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

প্রথম বিশেষত্ব—আ-বর্ণবহুলতা বা আ-কারপ্রিয়তা।

পরিষদের পুথিসংগ্রাহক ও অন্যতম বিশেষ সভ্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সংগৃহীত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামক পুথিতে "আনন্ত" "আদ্ভুত" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ পাওয়া গিয়াছিল। পুথিখানি নিকটে না থাকায় তাহার তালিকা দেওয়া গেল না। এই শব্দগুলির অ-কারের আ-কারে পরিণতির কারণ অনু-সন্ধানের চেষ্টার ফলে বর্ত্তমান লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় এককালে আ-বর্ণপ্রিয়তা ছিল।

ছন্দোগ্রন্থের নিয়মানুসারে দীর্ঘস্বরগুলি স্বভাবতই গুরু এবং যুক্তব্যঞ্জন পরে থাকিলে হ্রস্ব-স্বরগুলিও গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের গুরুত্বকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থিতি-জন্য দীর্ঘত্ব (Lengthening by position) বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় স্বভাব-দীর্ঘ স্বর যুক্তবর্ণের পূর্ব্বে থাকিয়া স্থিতিজন্য দীর্ঘত্বও গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য তাহাতে তাহার মাত্রা দুইটীই থাকিবে—তিনটী হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ "আম্র" শব্দ গ্রহণ করা যাউক। আ-বর্ণ স্বভাবতই দীর্ঘ এবং দ্বিমাত্র। যুক্তবর্ণ "ম্র" পরে থাকাতে আবার ইহার স্থিতিজন্য দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু মাত্রা বাড়ে নাই, দুইটীই আছে। এস্থলে আ-বর্ণ দ্বিগুণিত দীর্ঘত্ব নির্ব্বিবাদে বহন করিতেছে, অথচ কিছুমাত্রও পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী হইতেছে না। প্রাকৃত ভাষায় এরূপ অবিচার নাই। প্রাকৃত ভাষায় যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হয় হ্রস্ব হইয়া যায়, আর না হয় পরবর্ত্তী যুক্তব্যঞ্জন একক হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী স্বভাব-দীর্ঘ স্বরকে স্থিতিজন্য দীর্ঘত্বের ভার হইতে নিষ্কৃতি দান করে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ল্যাসেন নিম্নলিখিত সূত্র তিনটী গঠন করিয়াছেন।

(1) Before two consonants a long vowel is shortened, as মগ্‌গ for মার্গ, দিগ্‌ঘ for দীর্ঘ, পুব্ব for পূর্ব্ব. etc; অর্থাৎ "যুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্থ দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়া যায়—যথা 'মার্গ' স্থানে 'মগ্‌গ'।

(2) If the long vowel is retained one of the consonants is elided; as ঈসর বা ইস্‌সর for ঈশ্বর; অর্থাৎ যদি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের স্বভাব-দীর্ঘত্ব বজায় রাখা হয় তবে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনদ্বয়ের একটীর লোপ হয়; যথা ঈশ্বর স্থানে ঈসর।

(3) A short vowel before two consonants is occasionally lengthened and one of the consonants omitted; as জীহা for জিহ্বা; অর্থাৎ যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হইয়া যায় ও পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনদ্বয়ের একটীর লোপ হয়; যথা—জিহ্বা স্থানে জীহা।

নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত শব্দগুলির সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রতিশব্দের অ-কার বাঙ্গালায় আ কার হইয়া গিয়াছে। এবং মাত্রার বৃথা গুরুত্বের লাঘব করিবার জন্য পরবর্ত্তী যুক্তব্যঞ্জন একক হইয়া গিয়াছে।

প্রথম তালিকা

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অক্ষর	অক্‌খর	আখর (আঁখর)
অগ্র	অগ্‌গ	আগ (আগা)
অগ্নি	অগ্‌গি	আগি (চণ্ডীদাস)
অঙ্ক	অঙ্ক	আঁক
অঙ্কুর	অঙ্কুর	আঁকুর
অঙ্গ	অঙ্গ	আঙ্গ
অঙ্গরক্ষা	—	আঙ্গারখা
অঙ্গন	অঙ্গণ	আগিনা, আঙ্গিনা
অঙ্গার	অঙ্গার	আঙ্গার
অঙ্গুলি	অঙ্গুলি	আঙ্গুল
অস্তি	অচ্ছি (অত্থি)	আছে
অক্ষি	অক্‌খি (অচ্ছি)	আঁখি
অদ্য	অজ্জ	আজ
অঞ্চল	অঞ্চল	আঁচল
অঞ্জলি	অঞ্জলি	আঁজল, আঁজলা
অস্থি	অট্‌ঠি	আঁঠি
অষ্ট	অট্‌ঠ	আঠ, আট
অন্য	অন্ন	আন
অন্ত্র	অন্ত	আঁত
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধ, আধা
অর্দ্ধার্দ্ধ	অদ্ধদ্ধ	আধা-আধি
অন্ধকার	অন্ধআর	আঁধার
অলক্ত	অলত্ত	আলতা
অহম্‌	অহম্মি	আহ্মি, আমি
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	আঠার
—	অত্তা	আতা (প্রাচীন বাঙ্গালা ; মাতৃশব্দবাচক)

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গলা
কক্ষ	কক্‌খ	কাঁখ
কঙ্কাল	কঙ্কাল	কাঁকাল (ধ্বনি-বৈলক্ষণ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে)
কঙ্কর	কঙ্কর	কাঁকড়
কচ্ছ (উপকূল)	কচ্ছ	কাছ (অর্থ-বৈলক্ষণ্য)
কচ্ছপ	—	কাছিম
কজ্জল	কজ্জল	কাজল
কটক (বলয়)	কড়অ	কড়া
কটক (বলয়)	খড়ু	খাড়ু (মণিবন্ধের অলঙ্কারবিশেষ)
কর্ত্তরী	কত্তরী	কাটারি
কর্ণ	কণ্ণ	কাণ
কর্দ্দম	কদ্দম	কাদা
কম্পন	কম্পন	কাঁপুনি
কম্পয়তি	কম্পেই	কাঁপায়
কল্য	কল্ল	কাল
কর্ষিত্বা	কড্‌ঢিঅ	কাঢ়িয়া, কাড়িয়া
খর্জ্জুর	খজ্জুর	খাজুর (খেজুর)
খণ্ড	খণ্ড	খান, খানা
স্কন্ধ	খন্ধ	কাঁধ
গঙ্গা	—	গাঙ্গ
গ্রন্থি	গণ্ঠি	গাঁইট
গর্ব্বিণী	গব্বিণী	গাভিন, গাবিন (গাই)
গর্ত্ত	গড্ড	গাড়া (গেড়ে, গড়ে)
গর্দ্দভ	গদ্দহ	গাধা
ঘর্ম্ম	ঘম্ম	ঘাম
চক্র	চক্ক	চাক, চাকা
—	চক্‌খ (আস্বাদনে)	চাখা
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
চন্দ্রিকা	চন্দিমা	চাঁদিমা
চম্পক	চম্পঅ	চাঁপা
ছত্রক	ছত্তঅ	ছাতা

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ষড়্‌বিংশ	ছব্বিস	ছাব্বিশ
জঙ্ঘা	জঙ্ঘা	জাঙ
জম্বু	জম্বু	জাম
টঙ্গ	—	টাঙ্গী
টঙ্ক	টঙ্ক	টাঁক
—	ঢক্কিঅ	ঢাকা (আবৃত)
—	তগ্‌গ	তাগা
তন্তু	তন্তু	তাঁত
তন্দুল, তণ্ডুল	তণ্ডুল	তাঁড়ুল, (চাউল)
তপ্ত	তত্ত	তাতা
দণ্ড (শাস্তি)	দণ্ড	দাঁড়, ডাঁড়
দণ্ড (যষ্টি প্রভৃতি)	ডণ্ড	ডাণ্ডা, দাণ্ডা
দন্ত	দন্ত	দাঁত
দর্প	দপ্প	দাপ
নপ্তা	নত্তা	নাতি, লাতি
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
পদ	পঅ	পা
পক্ষ	পক্‌খ	পাখা, পাখ
পঙ্ক	পঙ্ক	পাঁক
পশ্চাৎ	পচ্ছা	পাছা, পাছ
পঞ্চ	পঞ্চ	পাঁচ
পঞ্জর	পঞ্জর	পাঁজর
পট্ট	পট্ট	পাট
পত্র	পত্ত	পাতা, পাত
পত্রণা	পত্তণা	পাতনা (বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ)
পর্য্যঙ্ক	পল্লঙ্ক	পালঙ্ক
পর্য্যস্ত	পল্লোট্ট	পালটা
পর্য্যাণ	পল্লাণ	পালান
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
পীঠক	পীঢ়অ	পীঢ়া, পিঁড়া, (পিঁড়ি)
—	পস্‌সরই	পাসরে (বিস্মৃত হয়)

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
বন্ধ	বন্ধ	বাঁধ
বন্ধন	বন্ধন	বাঁধন
বর্দ্ধতে	বড্‌ঢই	বাঢ়ে, বাড়ে
বদন	বঅন	বয়ান
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
ভর্ত্তা	ভত্তারো	ভাতার
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ, মাঝা, মাজা (কটি)
মঞ্চ	মঞ্চ	মাচা
মল্লক	মল্লঅ	মালা (নারিকেলের)
মর্কট	মক্কড়	মাকড়
মস্তক	মত্থঅ	মাথা
মক্ষি	মচ্ছি	মাছি
মন্যতে	মণ্ণএ	মানে
ম্রক্ষণ	মক্‌খন	মাখান
যষ্টি	লট্‌ঠি	লাঠি
যন্ত্র	—	যাঁতা
রক্ষতি	রক্‌খই	রাখে
লক্ষ	লক্‌খ	লাখ
লগতি	লগ্‌গই	লাগে
লজ্জা	লজ্জা	লাজ
বংশ	বংস	বাঁশ
বক্র	বংক	বাঁকা
বল্কল	বক্কল	বাকল
বৎস	বচ্ছ	বাছা
বজ্র	বজ্জ	বাজ
বন্ধ্যা	বঞ্ঝা	বাঁঝা
বলয়	বলঅ	বালা
শঙ্খ	সঙ্খ	শাঁখ, (শাঁখা শঙ্খক শঙ্খজ)
শস্য	সস্‌স	শাস, শাঁস
শম্বুক	সম্বুঅ	শামুক
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঝ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সন্ধি	সন্ধি	সাঁধি, (সীঁদ)
সপ্ত	সত্ত	সাত
সত্য	সচ্চ	সাচা
স্তম্ভ	থম্ভ, খম্ভ	থাম্বা, থাম, খাম্বা, খাম
স্তবক	থবঅ	থোবা, থোপা
হংস	হংস	হাঁস
হস্ত	হত্থ	হাথ, হাত
হস্তক	হত্থঅ	হাথা, হাতা
হসতি	হসই	হাসে, (হাঁসে)
হস্তী	হত্থী	হাথী, হাতী

দ্বিতীয় তালিকা

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে সংস্কৃতে আ-কার ছিল, প্রাকৃতে আ কার অংকার হইয়া যায় ; কিন্তু আবার বাঙ্গালায় আ-কার হইয়াছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
আত্মনঃ	অপ্পণো	আপন
আম্র	অম্ব	আঁব, আম
আর্দ্রক	অদ্দঅ	আদা
কাংস্যক	কংসঅ	কাঁসা
কান্তি	কন্তি	কাঁতি
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
কাষ্ঠ	কট্‌ঠ	কাঠ
নাস্তি	নত্থি	নাহি, নাই
তথা	তহ	তাহা
তাম্র	তম্ব	তাঁবা, তামা
পাত্র	পত্ত	পাত (পাতে ভাত দাও)
পার্শ্ব	পস্‌স	পাশ
ভাণ্ড	ভণ্ড	ভাঁড়
মাংস	মংস	মাঁস
রাজ্য	রজ্জ	রাজ
রাষ্ট্র	লট্ট	লাট

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
রাত্রি	রত্তি	রাতি, রাত
বাদ্যতে	বজ্জই	বাজে
ব্যাঘ্র	বগ্‌ঘ	বাঘ
ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ	বামুন
সার্দ্ধ	সড্‌ঢ	সাড়ে
সৌভাগ্য	সোহগ্‌গ	সোহাগ

তৃতীয় তালিকা

উপরিলিখিত তালিকা দুইটীর উদাহরণগুলি পূর্ব্বোদ্ধৃত অধ্যাপক ল্যাসেনের নিয়মানুসারে সমর্থিত হইতে পারে ; কিন্তু নিম্নের সংগৃহীত উদাহরণগুলিতে সে নিয়ম খাটে না। সংস্কৃতে নঞর্থ অ-বর্ণ স্থানে বাঙ্গালায় কখন কখনও আ কার হইয়া যায়। যেগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ, সেই গুলির সংস্পর্শেই অকারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সংস্কৃতমূলক শব্দের সংস্পর্শে হয় না। যথা—অসিদ্ধ, আসিঝা, অপক্ক—আপাকা, ইত্যাদি। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় আ-বর্ণ-প্রিয়তা ছিল বলিয়াই খাঁটী বাঙ্গালায় আ-কারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শব্দ	অর্থ
আকাচা কাপড়	অধৌত
আকাঁড়া চাউল	সতুষ তণ্ডুল
আকুটা মাছ	অকুট্টিত
আকামা সাপ	সদন্ত সর্প
আকামা দর্জ্জি	কর্ম্মে অপটু
আকালিয়া কাক	দুর্ভিক্ষ সময়ে ক্ষুধার্ত্ত কাক
আক্রা জিনিস	অক্রেয়, মহার্ঘ
আগোণা বালি	অগণিত
আ-গড়া	অগঠিত
আ-ঘষা	অঘৃষ্ট
আ-চষা জমি	অকর্ষিত
আ-চাঁচা বাতা	অস্ত্রদ্বারা অপরিষ্কৃত
আ-চেনা ঠাঁই	অপরিচিত
আ-ছোলা বাঁশ বা কঞ্চি	অস্ত্রদ্বারা অপরিষ্কৃত
আ-ছাঁকা জল	... .
আ-ছাঁটা চাউল	দ্বিতীয় বার অকুট্টিত
আ-জানা (অ-জানা) ব্যাপার	অজ্ঞাত

শব্দ	অর্থ
আ-ঝাড়া-শাক	অপরিষ্কৃত
আ-দেখা ছবি	অ-দৃষ্ট
আ-দোঁয়া গরু	যে গরু শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই (Un-broken)
আ-দোয়া গাই	যে গাই এখন দুধ দেয় না
আ-দাঁতা গরু	যাহার উপযুক্ত দন্তোদ্গম হয় নাই
আ-ধুনা তুলা	অ-ধুনিত
আ-ধোয়া তরকারি	অধৌত
আপাকা ফল	অপক্ক
আ-ফলা, আ-ফুলা গাছ	ফল-পুষ্পহীন বৃক্ষ
আ-ফাটা	অবিযুক্ত
আ-ফাঁপা	বায়ুদ্বারা অপূরিত
আ-ফুটা ফুল	অপ্রস্ফুটিত
আ-ফুঁড়া	অবিদ্ধ
আ-বাছা খৈ	ধান হইতে যাহা স্বতন্ত্র করা হয় নাই
আ-বাঁধা চুল	অবিন্যস্ত কেশ
আ-ভাঙ্গা	অভগ্ন
আ-ভাজা চিড়া	অভৃষ্ট
আ-ভাঁপা চাউল	যাহা দুইবার সিদ্ধ করা হয় নাই
আ-ভানা ধান	সতুষ ধান্য
আ-ভাজা চিড়া	যাহাকে জল দ্বারা সরস করা হয় নাই
আ-মজা আম	অসুপক্ক
আ-মাজা ঘটি	অমার্জ্জিত, অপরিষ্কৃত
আ-পয়া	সুলক্ষণ (পয়) বিহীন
আ-মাপা জল	অপরিমিত
আ-মুছা	অমার্জ্জিত
আ-শুনা	অশ্রুত
আ-সেঁকা রুটি	অতাপিত
আ-সিঝা ভাত	অসুসিদ্ধ

এইরূপ বহু উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে। আ-মানুষ, আকাল, আপায় (অপায়), আগাছা, আ-মাছ, আ-তরকারি, আ-লিক্ষী (অলক্ষ্মী) প্রভৃতি বিশেষ্যপদগুলিতেও এইরূপ আকারের উদাহরণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ তালিকা

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে সংস্কৃতের অ-ভিন্ন বর্ণ স্থানেও বাঙ্গালায় আ হইয়াছে দেখা যায়।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ইক্ষু	(উচ্ছু)	আ'ক
কৃষ্ণ	কণ্হ	কান, কানাই
চুল্লী		চুলা
দুকূল	দুঅল্ল	দোলাই
বৃদ্ধি	—	বা'ঢ়, বা'ড়
বৃশ্চিক	বিচ্ছু	বিছা
ভ্রূ	—	ভাঙ (চণ্ডীদাস)
মৃত্তি, মৃৎ	—	মাটি

পঞ্চম তালিকা

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে অন্ত্য অ-কার আ-কার হইয়াছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধা
গর্ত্ত	গড্ড	গাড়া
চুত	চুঅ	চুয়া
তল	—	তলা
চতুর্থ	চউট্ঠ	চৌঠা
তাম্র	তম্ব	তামা, তাঁবা
দণ্ড	দণ্ড	দাণ্ডা, ডাণ্ডা
পদ	পঅ	পা
পত্তন	—	পাটনা
পশ্চাৎ	পচ্ছ	পাছা
বটু	বড়ু	বড়ুয়া
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুঢ়া, বুড়া
বেষ্ট	বেড়	বেড়া
বৃন্ত	বুণ্ট	বোঁটা
ভ্রমর	ভমর	ভোমরা, ভ্রমরা
মধুক	মহুঅ	মৌআ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মস্তক	মত্থঅ	মাথা
মৃত	—	মড়া
যন্ত্র		যাঁতা
লম্ব	—	লম্বা
লৌহ	লোহ	লোহা
শৈবাল	সেঅল	শেওলা
শুষ্ক	সুক্‌খ	শুখা
সত্য	সচ্চ	সাচা
সূত্র	সুত্ত	সুতা, সূতা
স্তম্ভ	থম্ভ, থম্ভ	থাম্বা, থাম্বা
স্থান	থান	থানা
সীমন্ত		সীঁতা
স্নেহ	ণেহ	নেহা, লেহা
সুগন্ধ	—	সোঁধা
হৃদয়	হিঅঅ	হিয়া
হস্তক	হত্থঅ	হাথা, হাতা
হীরক	হীরঅ	হীরা

নিম্নলিখিত শব্দগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

কঠোর	স্থানে	কড়া
দেহ	"	দেহা
সাধা	"	সাধা
ছল	"	ছলা
গল	"	গলা
বাস	"	বাসা
কাণ	"	কাণা
খঞ্জ	"	খোঁড়া
মাম	"	মামা
কুব্জ	"	কুজা
ছিন্ন	"	ছেঁড়া
—	"	থেহা
কাল	"	কালা

সুভগ	স্থানে	সোহাগা
জন	"	জনা
বন্ধু	"	বঁধুয়া
সুবর্ণ	"	সোণা
এমন	"	এনা (চণ্ডীদাস)
আধ	"	আধা
একল	"	একলা
অন্ধ	"	আঁধুয়া
মোহন	"	মোহনিয়া
তরু	"	তরুয়া

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা বিশেষণ পদ, করিয়া, খাইয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া ও ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদগুলির (খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতির) অধিকাংশই আকারান্ত। এই সকল প্রমাণ হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে বাঙ্গালায় এক কালে আ-বর্ণ-প্রিয়তা ছিল। যে সময়ে এইরূপ প্রয়োগ ছিল সে সময়ে ফিরিয়া যাওয়া এক্ষণে সম্ভবপর নহে। এবং যাঁহারা এইরূপ প্রয়োগ করিতেন তাঁহারাও নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক লিখিয়া রাখিয়া যান নাই যে তাঁহারা আ-বর্ণ ভাল বাসিতেন। সুতরাং এক্ষণে এইরূপ প্রমাণ লইয়াই আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাষাতেই অনবরত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সেই পরিবর্ত্তন বিনা চেষ্টায় লক্ষ্য করিতে কয়জনে পারেন? সূক্ষ্ম বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের পরিপুষ্টিতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ উদ্ভূত হয়। এই সামান্য সত্যটী অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু কই আপনি উপ্ত বীজের পার্শ্বে দিবারাত্রি সতর্কভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া বলুন দেখি, ঠিক কোন্ সময়ে কতটুকু পরিবর্ত্তন হইল? তাহা বলা যায় না বটে; কিন্তু বর্ত্তমান বৃক্ষের চিত্র ও তাহার অঙ্কুরোদ্গমনকালের চিত্র কল্পনায় আনিয়া তুলনা করিলে বুঝা যায় যে মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ভাষাসম্বন্ধেও একই কথা। বাঙ্গালা শব্দের বর্ত্তমান রূপ ও তাহার পূর্ব্বকালের লিখিত রূপের তুলনায় পরিবর্ত্তনের অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব—অনুনাসিক-প্রিয়তা

আমাদের বীরভূম জেলার অধিবাসিগণ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদগুলি এরূপ নাকি সুরে উচ্চারণ করেন যে নিম্নোল্লিখিত কলিকাতাবাসী বা বরিশালবাসী অন্ধকার স্থলে তাহা শুনিলে অপ-দেবতার উৎপাত আশঙ্কায় বিহ্বল হইবার কথা। দিয়াছে খাইয়াছে, হইয়া, খাইয়া, যাইয়া প্রভৃতি পদ বীরভূমবাসীর মুখে দিঁয়েছে, খেঁয়েছে, হঁয়ে খেঁয়ে, যেঁয়ে ইত্যাদি হইয়া যায়। এইরূপ বহু বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহারা নাসিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহারা নাসিকার আশ্রয় না লইয়াও কাজ চালাইতে পারেন।

তবে ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহারা নাসিকার প্রতি এরূপ অন্যায্য পক্ষপাত প্রদর্শন কেন করিয়া থাকেন ?

বীরভূম শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে একটু পশ্চাৎপদ। পশ্চাৎপদ স্থানের (Backward localityর) অধিবাসিগণ সাধারণতঃ একটু রক্ষণশীল (conservative) হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম-বিষয়েই বলুন, সভ্যতাবিষয়েই বলুন, আর ভাষাবিষয়েই বলুন তাঁহারা পুরাতনটী পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে নূতনটীর প্রতিষ্ঠা করিতে সহজে চাহেন না। কোষাকুষি, ফুল-চন্দন, গঙ্গাজলের প্রাত্যহিক ব্যবহার বা গঙ্গাস্নানকে ধর্ম্মের খুঁটিনাটি বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নাস্তিক সাজিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না; কিন্তু প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিতেও তাঁহারা সম্মত নহেন। এইরূপ রক্ষণশীলতার জন্যই পশ্চাৎপদ জনপদে ভাষার অনেক প্রাচীনরূপ পাওয়া যায়। কুচবেহারের রাজবংশীদিগের ভাষায় এখনও ক্রিয়াপদে বচনের চিহ্ন বিদ্যমান। খা (খাওয়া) ধাতুর ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের একবচনে 'খাইম্' ও বহুবচনে "খামো" হয়; এইরূপ 'যাইম্' 'যামো'; 'দিম্', 'দিমো' ইত্যাদি। নদীয়া জেলার উত্তরাংশ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়, 'খাবা', 'যাবা', 'হবা', 'লিবা', 'দিবা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদে এখনও আ-কার-প্রিয়তা লক্ষিত হয়। এই কারণে বীরভূম জেলায় ক্রিয়াপদে এখনও প্রাচীন কালের অনুনাসিক-প্রিয়তা সংরক্ষিত রহিয়াছে।

দীনেশ বাবু বলেন যে, হিন্দী প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর আমদানি হইয়াছে। আঁখি, হাঁসি, ঘোঁড়া, ছুঁচ, দোঁহা, প্রভৃতি শব্দ এই কারণেই সানুনাসিক কিন্তু হিন্দীতেই বা এই প্রভাব কোথা হইতে আসিল ? তাহাও ভাবিবার বিষয়। বর্ত্তমান লেখকের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই অনুমান হয় যে মাগধ প্রাকৃতের প্রভাবে বা পালি ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালায় ঞ-বর্ণ-প্রিয়তা অর্থাৎ অনুনাসিক-প্রিয়তা আসিয়াছে। পালি ভাষা মাগধ প্রাকৃতেরই রূপান্তর মাত্র।

"সা মাগধী মূলভাষা নরা যা য়াদি কপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চাসসুতা লাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

তাই পালি ভাষায় ঞ-বর্ণের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'মত্তঞ্ঞু' (মাত্রাজ্ঞ), ঞত্বা' (জ্ঞাত্বা), 'বিহঞ্ঞতি' (বিহন্যতে), 'কতপুঞ্ঞো' (কৃতপুণ্যঃ), 'সামঞ্ঞস্য' (শ্রামণ্যস্য), 'সঞ্ঞমেন' (সংযমেন), 'পঞ্ঞা' (প্রজ্ঞা), 'সঞ্ঞোজনং' (সংযোজনং), 'সঞ্ঞমেস্সন্তি' (সংযংস্যন্তি), 'বিঞ্ঞান' (বিজ্ঞান), 'অঞ্ঞে' (অন্যে), 'ঞাতকা' (জ্ঞাতকাঃ), 'সম্মদঞ্ঞা' (সম্যগাজ্ঞয়া), 'মঞ্ঞতি' (মন্যতে), 'বিঞ্ঞু' (বিজ্ঞঃ) 'ঞত্বং (জ্ঞপ্তং), 'অভিঞ্ঞায়' (অভিজ্ঞায়), 'পঞ্ঞবা' (প্রজ্ঞাবান্), 'সুঞ্ঞতো' (শূন্যতঃ), 'অরঞ্ঞে' (অরণ্যে), 'সঞ্ঞত' (সংযত), 'অবমঞ্ঞেথ' (অবমন্যেথ), 'জঞ্ঞা' (জানীয়াৎ), 'অত্তহঞ্ঞায়' (আত্মহত্যায়ৈ), 'অভিঞ্ঞায়' (অভিজ্ঞায়), 'পুরিসাজঞ্ঞো' (পুরুষাজানেয়ঃ, পুরুষশ্রেষ্ঠঃ), 'ঞাতী' (জ্ঞাতিঃ), 'ব্রহ্মঞ্ঞতা' (ব্রহ্মণ্যতা), 'বিঞ্ঞাপনিং' (বিজ্ঞাপনীং) প্রভৃতি পালিপদ অনুনাসিক বর্ণের স্থানে

ঞ-বর্ণের একাধিপত্যের পরিচয় দিতেছে। মাগধ প্রাকৃতের জন্য বররুচি সূত্র করিয়াছেন "চবর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ" ॥ ৫ । ১১ ॥ অর্থাৎ মাগধ প্রাকৃতে চ-বর্গের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা হয়। ঞ বর্ণ ও চ-বর্গের অন্তর্গত বলিয়া উত্তরকালে ঞ-বর্ণের প্রয়োগবাহুল্য ঘুটিয়াছিল। আর মাগধ প্রাকৃতের নিকট উত্তরাধিকারী সূত্রে বঙ্গভাষা যেমন তালব্য শ-কার লাভ করিয়াছে সেইরূপ এই ঞ বর্ণও লাভে করিয়াছে। সেই জন্য প্রাচীন কালের বাঙ্গালা পুথিতে ক্রিয়াপদে ঞ-বর্ণের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দুই চারিটী উদাহরণ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি।"—চণ্ডীদাস (রমণী বাবুর সংস্করণ)

"নয়ন জুরায় চেঞা
হেন মনে লয় যদি লোক ভয় নয়
কোলে করি যেঞে ধেঞা ॥" চণ্ডীদাস

"ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে ॥" ঐ

"কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গঢ়িল কোন্ বা রাজে ॥" ঐ

"অঙ্গের বসন কৈয়াছে আসন
আলাঞা দিঞাছে বেণী ॥" ঐ

"নিশ্বাস প্রশ্বাস কর আছাড় খাইঞা পড়
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।" ঐ

"তোমা লঞা করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে ॥" ঐ

"দড়াদড়ি লৈঞা গ্রামেতে চড়িয়া
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ।" ঐ

"দুইটী গুটিয়া ফেলাঞা লুফিয়া
বুকের উপরে ধরে। ঐ

"নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড় এ অগাধ জলে ॥" ঐ

"যে চিতে দাঁড়াঞাছি সইসে হয়
ধনি কহব তোমার ঠাঞি।
পরকিয়া রস করিতে সে বশ
অধিক চাতুরি চাঞি ॥" ঐ

'তবে জোবনাস্ স রাজা হরসিত হঞা
চলিলা হস্তিনাপুরি পরিবার লঞা　　মহাভারত পুঁথি
পরাভব হঞা রাজা লইল স্বরণ।　　ঐ
ঘোড়া লঞা জো°নাস্ স আইলা আপনি।　　ঐ
য়াম্মা সভা লঞা কভু না গেলা বিদেশে।　　ঐ
এ সব সম্পত্য পুত্র থুঞা জাব কোথা।　　ঐ
ষুন ষুন সভে ভাই হঞা একমন
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন॥"　　ঐ

"প্রাতঃকালের　　কাকের কলকলি
আহার বাঁটিঞা খাই।
বন্ধুআ আসীবার　　নাম শুণীঞা
উঠিয়া বইস এ রাই॥"　　গোবিন্দদাসের পদাবলী পুথি

"আর দুরদেশে হাম পিআ না পাঠাব।
আঁচর ভরিঞা যদি কনক নিধি পাব॥
আর কাহা আসি ষদি পিয়া লঞা জায়।
কাটাবায় কাটিয়া হিয়া রাখব পিয়ায়॥　　ঐ
গোবিন্দদাসে কহে চরণে ধরিঞা।
মুইত অভাগি আজাও আগেত চলিঞা॥　　ঐ
হিয়ার প্রীতির প্রাণ দিঞা রাখিবো বেড়িঞা॥　　ঐ
চরণে ধরিঞা কহে গোবিন্দদাস।　　ঐ
তোমার সরণ জত গোকুল নগরি।
অসুর মারিঞা রক্ষা করহ শ্রীহরি॥
ষুনিঞা গোআল কথা দেব দামোদরে।
অসুর মারিতে কৃষ্ণ লভিলা সত্বরে॥　মালাধরবসু কৃত　গোবিন্দমঙ্গল পুথি
বুঝিঞা তাহার মন দেব শ্রীহরি।
নেঞে ধরি দিল তারে পাক তিন চারি॥　　ঐ
পুনরপি ধাঞা আইসে কৃষ্ণ মারিবারে।
দেখিঞা ত কৃষ্ণ তার উদরে হাত ভরে॥　　ঐ
ধাঞা জাঞা গোবিন্দ ধরিল তাহারে।　　ঐ
আমা হইতে অনেক ভাল হইব তোমার।
বলিঞা বসিলা পাশে নন্দের কুমার॥

দেখিঞা ত মালাকার পাশ্বর্ধ লঞা।
পুজিলেক নারায়ণ পুষ্পমালা দিঞা ॥" ঐ

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

এইত গেল ক্রিয়াপদের কথা। কিন্তু এই অনুনাসিকের আক্রমণ কেবল ক্রিয়াপদের গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল না। নিম্নলিখিত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলি এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ঘোটক	ঘোঁড়া	বিদ্ধ	বেঁধা
অক্ষি	আঁখি	বক্র	বাঁকা
হাস্য	হাঁসি	বক্রী	বাঁকী
তাই	তেঁঞি	শুচি	ছুঁচি (ছুঁচিবার)
দ্বয়	দোঁহা, দুঁহু	শস্য	শাঁস
কক্ষ	কাঁখ	সিক্ত	সেঁতা
কাচ	কাঁচ	তিক্ত	তিঁতা
—	কাঁচা	বাষ্প	ভাঁপ
কুব্জ	কুঁজো	সেচন	ছেঁচা, সেঁচা
বাস (বসতি)	বাঁসা	অস্থি (অট্‌ঠি)	আঁঠি
কোরক	কোঁড়া, কুঁড়ি	চিপিটক	চিঁড়া
ইষ্টক	ইঁট	খোজ্জই(প্রাকৃতক্রিয়া)	খোঁজ (বাঙ্গালাবিশেষ্য)
স্ফোটক	ফোঁড়া	ছিবিঅ	ছুঁইয়া
বর্ত্তুল	বাঁটুল, বেঁটে	পাচন	পাঁচন
আতুর	আঁতুর (-ড়)	গাথা	গাঁথা
প্রোথিত	পোঁতা	(ওষ্ঠ)	ঠোঁট
উচ্চ	উঁচু		সোঁকা
ভ্রূ	ভাঙ (চণ্ডীদাস)		ঝুঁটি
ছিদ্র	ছেঁদা	গুড়া	গুঁড়া ইত্যাদি
ভিড়	ভিঁড়		

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বংস সাধন করিয়া চন্দ্রবিন্দুর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

কান্তি	কাঁতি	চন্দ্র	চাঁদ
কণ্টক	কাঁটা	অঙ্কুর	আঁকুর
গ্রন্থি	গাঁইট	অঞ্জলি	আঁজলা
অন্ধকার	আঁধার	পঞ্জর	পাঁজর

দন্ত	দাঁত	শমী	শাঁই (গাছ)
যন্ত্র	যাঁতা	ষণ্ড	ষাঁড়
সন্ধ্যা	সাঁঝ	পঙক্তি	পাঁতি
অঙ্ক	আঁক	বণ্টন	বাঁট
হংস	হাঁস	ধূম	ধুঁয়া
মাংস	মাঁস	ছন্দ	ছাঁদ
বাম	বাঁ	ফন্দ	ফাঁদ
বন্ধ	বাঁধ	বংশী	বাঁশী
শঙ্খ	শাঁখ	বংশ	বাঁশ
শঙ্খকার	শাঁখারি	সীমন্ত	সীঁতা
	ইত্যাদি		ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা, তাঁহারা, ইঁহারা, উঁহারা প্রভৃতি সম্মানসূচক সর্ব্বনামগুলি সানুনাসিক। খাঁদা, বোঁচা হাঁজা, পিঁজা (পেঁজা) প্রভৃতি বহুশব্দও চন্দ্রবিন্দু-বহুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনুকূলে যে সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সকলকেই পারিষদ-বর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইল। যদি কোনও সদস্য তাহাদিগকে জেরা করিয়া বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ভালই, বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ বিশুদ্ধভাবে গঠিত হইয়া যাইবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর *

(আসামের হরিদাস)

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

এই কথাটি বলিয়াছিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। 'ব্রহ্ম' ইঁহার পিতৃদত্ত নাম। এক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদম্পতী ছয় মাসের শিশু পুত্রকে সংসারে একাকী ফেলিয়া পরলোকে প্রস্থান করেন। তখন সন্তানবৎসল এক মুসলমান ঐ নিরাশ্রয় শিশুকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া পালন করেন। ব্রহ্ম হরিদাস যবনগৃহে পালিত হইয়াও হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টাতেও ইস্লাম্ ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা হইল না দেখিয়া, তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তখন মুসলমানের রাজত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখা দুষ্কর, আর মুসলমান-গৃহে লালিত পালিত হইয়া কেহ হিন্দুয়ানি করিবেন, তাহার ঘাড়ে কয়টা মাথা ? তৎক্ষণাৎ 'মুলুকপতির' হুকুম হইল :— "এই পাপিষ্ঠকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া বধ কর।" রাজানুচরেরা ব্রহ্ম হরিদাসকে বাজারে বাজারে লইয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিনাম ছাড়িয়া কল্মা পড়িবার জন্য জেদ করিয়া উহারা নির্দ্দয়ভাবে হরিদাসকে প্রহার করিতে লাগিল ; কিন্তু হরিদাসের সেই একই উত্তর—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"

আসামের একটি বৈষ্ণবও ঠিক এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম হরিদাসেরই ন্যায় ঐকান্তিকতা সহকারে বলিয়াছিলেন—

"কোন নরতনু পায়া আসি পুনু
কৃষ্ণত ভক্তি ন করে।
এতেকে সমস্তে ইন্দ্রিয় গণক
মারোক যিমান পারে ॥
কৃষ্ণকথা কেনে নু শুনয় কাণে
মুখে ন লবয় নাম।
মনে হরিপদ নিচিন্তে সতত
ন করে শিরে প্রণাম ॥

* গৌহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখাতে পঠিত।

চক্ষুয়ে ভকতক ন চাইলে কিসক
আলিঙ্গন ভকতক।
ন করিলা গাবে তার ফল পায়ে
পার মানে মার আক ॥
শুনি জমাদারে আটে যত পারে
আঠার জোড়া কঠাক।
তভোঁ নাহি দুঃখ সহসিত মুখ
হরি বুলি দেন্ত ডাক ॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াও যথন কৃষ্ণভক্তি হইল না, তখন মারুক—ইন্দ্রিয়গুলিকে যত পারে মারুক। কর্ণে কৃষ্ণকথা শুনে না, মুখে নাম লয় না, মনে সতত হরিপদ চিন্তা করে না, মস্তকে প্রণাম করে না, চক্ষু ভক্তদিগকে চাহিয়া দেখে না, দেহ ভক্তের আলিঙ্গনে পবিত্র হয় না। তজ্জন্য ইহাদের এইরূপ ফলভোগ হওয়াই উচিত, মার ইহাদিগকে যত পার মার। ভক্ত এই কথা বলিতেছেন, আর জমাদারেরা মারিতেছে! ভক্ত মার খাইয়া কি করিতেছেন? তাঁহার যেন দুঃখ বোধ নাই মুখে ভয় বা উদ্বেগচিহ্ন নাই, তিনি সহাস্য মুখে হরি হরি বলিয়া ডাক ছাড়িতেছেন!

হরিদাসেরই ন্যায় আত্মপ্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন এই নির্ভীক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হরিভক্তটি কে? মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ে ইনি ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর বা নারায়ণ ভকত এই নামে প্রসিদ্ধ।*

মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে ইঁহার বাল্যবিবরণী লিপিবদ্ধ হয় নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যখন ইঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তখন ইনি কিশোরবয়স্ক পণ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্যব্যপদেশে নৌকায় পণ্যভার লইয়া চলিয়াছেন। প্রভাতে নৌকা হইতে উঠিয়া ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন—

"পাট ফোটা পিন্ধি তৈল ঘুষি সাগরত।
রূপার বলয়া পিন্ধি আছয় হাতত ॥
বাখরুয়া আঙ্গুটিক দেখন্তে হরিষ।
গৌরাঙ্গ শরীর রাজকুমার সদৃশ ॥
ভুনির নিশ্চয় ফোটা পিন্ধিয়া আছন্ত।
জলত নামিয়া যাই স্নান করিলন্ত ॥" দ্বিজভূষণ।

এই বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই রাজকুমারসদৃশ দিব্যদর্শন বণিক্ নানা অলঙ্কারভূষিত একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার স্নানক্রিয়ার এই বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায়, তিনি সদাচারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। শঙ্কর মাধব কর্ত্তৃক আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এদেশীয়

* ইনি ভবানন্দ বা ভবানন আতা এই নামেও উল্লেখিত হইয়া থাকেন

স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা যেরূপ ধর্ম্মচর্য্যা করিতেন, নারায়ণদাসও তাহাই করিতেন। তখন ধর্ম্ম-চর্য্যা নানা ক্রিয়াকাণ্ড মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল—ঈশ্বর-ভক্তির লেশমাত্র ছিল না। দৈত্যারি ঠাকুর তাৎকালীন অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"ই দেশত পূর্ব্বকালে নাছিল ভকতি।
নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক করিল সম্প্রতি॥
নানা দেব পূজয় করয় বলিদান।
হাঁস ছাগ পার কাটে অসংখ্য প্রমাণ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান করে।
স্বর্গ নরকত আয়াযাত করি মরে॥"

নারায়ণদাসের স্নানক্রিয়া-বর্ণনার উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত পদগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে ;—

"উপরক চাহি মনে সূর্য্যক জপিলা।
দক্ষিণক মুখে জলাঞ্জলিক করিলা॥" দ্বিজভূষণ।

নারায়ণদাস পূর্ব্বশিক্ষামত জপ-তর্পণাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নানক্রিয়া করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক ব্যক্তি—

কৃষ্ণ বুলি বুর দিয়া শীঘ্রে উঠিলন্ত।

ঐ ব্যক্তি জপ-তর্পণাদি কিছুই না করিয়া স্নান করিয়া উঠিল দেখিয়া নারায়ণদাস কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিবা নাম তুমি কোন গ্রামত থাকয়।
কিবা জপ জপিলাহা কহিয়ো নির্ণয়॥"

এই ব্যক্তি নারায়ণদাসকে বুঝাইল—

"কলিত নাহিকে বেদধর্ম্মর আচার।
শূদ্রর আছয় কোন মন্ত্রে অধিকার॥
করিলেক কলি সর্ব্ব ধর্ম্মকে দূষিত।
ভৈলা একাকার সবে পাপেতে সে চিত্ত॥
আছন্ত শঙ্কর কৃষ্ণ অংশ অবতার।
পদবর্ণে ভাগবত করিলা প্রচার॥
কৃষ্ণর ভকতি পন্থ করিলা বেকত।
নামর কীর্ত্তন করি তরয় জগত॥" দ্বিজভূষণ।

যে ব্যক্তি এই কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার নাম ভাস্কর। ইনি অতিশয় সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। তজ্জন্য শঙ্করদেব ইঁহাকে স্বরচিত কীর্ত্তনাদি গাইতে নিযুক্ত করেন। ঐ সকল গাইতে গাইতে ইঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ইনি সংসারবিরক্ত হইয়া তীর্থভ্রমণ দ্বারা পবিত্রদেহ হইবার মানসে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে স্নানের ঘাটে বণিক্ নারায়ণ-

দাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভাস্কর নারায়ণদাসের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, ঈশ্বরপ্রীতি ও তৎপ্রতি ভক্তি ব্যতিরেকে ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল কথায় নারায়ণদাসের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় বিচলিত হইল; কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি পুনরপি ভাস্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বলিতেছ, স্বয়ং ঈশ্বর শঙ্কর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের উদ্ধার করিতেছেন, তবে তুমি সেই ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ চলিয়াছ কেন?" ভাস্কর উত্তর করিলেন—"ইহাও সেই ভগবানেরই মায়া।" যাহা হউক, অতঃপর নারায়ণদাস আর থাকিতে পারিলেন না;—

শঙ্করর কথা শুনি মনত হরিষে।
দেখিবাক লাগি খেদ করে অহনিশে॥ দ্বিজভূষণ।

আহম ও কাছারীদের উপদ্রবে শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তেরা উপর আসামে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বর্ত্তমান বড়পেটার সন্নিহিত পাট বাউসীতে চলিয়া যান। তৎকালে কোচ রাজাদিগের অভ্যুদয় হইতেছিল। ইঁহাদের সুশাসনে দেশ অনেকটা নিরুপদ্রব হইলে পর, শঙ্করদেব নির্ব্বিঘ্নে ভাগবতোক্ত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নারায়ণদাস শঙ্করদেবের দর্শন-মানসে বরনগর (১) হইতে নৌকায় আসিতে লাগিলেন। বারাদির (২) সন্নিকটে আসিলে পর, তিনি দেখিলেন তিনখান নৌকা ভাটিয়া আসিতেছে। ঐ নৌকার আরোহীরা সুস্বরে শঙ্করদেবের ভণিতাযুক্ত গীত গাইয়া আসিতেছিল। ঐ গীত শুনিয়া নারায়ণদাস মুগ্ধ হইলেন। শঙ্করদেব কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে নৌকার আরোহীরা তাঁহাকে একটি উচ্চবৃক্ষ দেখাইয়া বলিল—

চুণপরা (৩) নামে বৃক্ষ প্রসিদ্ধ লোকত।
আছন্ত শঙ্কর বহি তাহার গোরত॥

নারায়ণদাস এক পুরা মুগকলাই শঙ্করদেবের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া শঙ্করদেব "নারায়ণ' স্মরণ করিলেন।

অত্যন্ত সুন্দর দেহা শঙ্করে দেখিলা।
বয়সতে অল্প দেখি শঙ্করে পুছিলা॥
কিবা নাম কহিয়োক শুনিবে আনন্দ।
কহিলন্ত পিতৃদত্ত নাম ভবানন্দ॥
শঙ্করে হরিষে পাছে বুলিলা বচন।
মঞি তোমাঠের নাম থৈলো নারায়ণ॥ দ্বিজভূষণ।

(১) ও (২) এই স্থানগুলি এখনও পূর্ব্ব নামেই পরিচিত।

(৩) এই স্থানে চুণপরা ভিটি আছে, ঐ স্থান ইষ্টকের দেওয়ালে বেষ্টিত। এই ভিটিতে প্রতি রাত্রিতে বাতি দেওয়া হইয়া থাকে।

তদবধি বণিক্ ভবানন্দ ভক্ত নারায়ণদাস নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্করদেবের সহিত ইঁহার দীর্ঘ কথোপকথন হইল। শঙ্করদেব স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত ইঁহাকে কহিলেন; তাঁহার সমভিব্যাহারী সমস্ত ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে মাধব-সম্মিলন বর্ণনা করিলেন। মাধবদেব দুর্গাপূজার উদ্যোগ করিয়া পাঁঠা কিনিতে স্বীয় ভগ্নীপতি রামদাসকে প্রেরণ করেন। শঙ্করদেব উহা বারণ করিলে, মাধবদেবের সহিত তাঁহার ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। তর্কে পরাজিত হইয়া মাধবদেব শ্রীকৃষ্ণে শরণ ও ভক্তিপথ গ্রহণ করেন। শঙ্করদেব এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তর কহিলেন। কথা শুনিতে শুনিতে নারায়ণদাসের প্রেম-ভক্তি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল।

কত বা জন্মর মোর আছে মহাভাগ।
তোমার চরণ সেবিবাক পাইলো লাগ॥
করা আশীর্ব্বাদ বাপ মোক শুদ্ধমতি।
জন্মে জন্মে তোমার চরণে হৌক মতি॥
এহি বুলি চরণত মাথা থাপিলন্ত।
মক মক করিয়া অশেষ কান্দিলন্ত॥ দ্বিজভূষণ।

তৎপরে নারায়ণদাস মাধবদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন। ইঁহারা উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক। ভক্তের সহিত ভক্তের সাক্ষাৎমাত্র পরস্পরের হৃদয় বিনিময় হইয়া গেল।

আগ বাঢ়ি গৈলা রঙ্গে আসনর উঠি।
দুইকো দুই আনন্দতে ধরিলা সাবটি॥
চকুর লোতক পরে দুইরো থরথরি।
কতোক্ষণ আছিলন্ত থাবতিয়া ধরি॥
নারায়ণে সাবটিয়া ধরিবে খোজন্ত।
হাতত ধরিয়া হাতে মাধবে নেদন্ত॥
মাধবে বোলন্ত বড় করাহা অন্যাই।
আমি যেন তুমি তেন আক নুযুয়াই॥
নারায়ণে হাত জোড়ে হরিষে নমিলা।
কমল আসনে গৈয়া দুই হস্তে বসিলা॥
দুই হস্তকো দুই হস্তে চাহন্তে ঘন ঘন।
দুইকো দুই দেখিয়া উৎসাহ করে মন॥ দ্বিজভূষণ।

ইহার পর শঙ্করদেবের আদেশে ইঁহারা পরস্পরকে 'সখি'-রূপে গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব চিনিবার উপায় কি? জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥" চৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্ত নারায়ণদাসের চরিত্রপ্রভাবে যে কতলোক শুদ্ধমতি হইয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। জয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, শিমলীয়াবাসী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল, মাধব, এই তিন ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেই নারায়ণদাস কর্ত্তৃক শঙ্করদেবের নিকট আনীত হইয়াছিলেন। পরমানন্দ এক বৃদ্ধার পুত্র। কীর্ত্তনে ইঁহার অনুরাগ উপস্থিত হইলে পর, ভক্ত নারায়ণদাস ইঁহাকে তিন কাহন কড়ির ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া সত্রে আনয়ন করেন। শিমলীয়ার শ্রীরামের সংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে ঘরে স্বেচ্ছায় কাজ কর্ম্ম করিয়া এই ব্যক্তি দিন কাটাইত। ইঁহার দিন বৃথা যাইতেছে দেখিয়া নারায়ণদাস ইঁহাকে বড়পেটায় আসিতে কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, "এক গৃহস্থের ধান কাটিয়া দিতে প্রতিশ্রুত আছি, উহা না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।" ইঁহার সাধুতা দেখিয়া নারায়ণদাস ইঁহাকে সত্রে আনিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহার চরিত্রের প্রভাব ইঁহার পুরোহিত চক্রপাণির সশিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্ত নারায়ণদাস এই ব্রাহ্মণের একজন সঙ্গতিপন্ন শিষ্য। একটি পীড়িত পুত্রের চিকিৎসার ভার ইঁহার উপরে দিয়া চক্রপাণি পত্নী সহকারে শিশুকে ইঁহার গৃহে রাখিয়া যান। ভক্ত নারায়ণদাস আপন মনে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও অর্চ্চনাদি করিতেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার গৃহে থাকিয়া এই সকল দেখিতে দেখিতে নারায়ণদাসের ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন তাহার নিজ জীবন বৃথাবোধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আসিলে তিনি স্পষ্টতঃ বলিলেন—

"শূদ্রর মুখক আমি কথাক শুনিলো।
আমার ব্রাহ্মণজন্ম কিসক সাধিলো॥" দ্বিজভূষণ।

ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবের চরিত্র প্রভাব এবং এই চরিত্রপ্রভাবেই ইহাদের ধর্ম্ম ইতর সাধারণের দ্বারা অনুকৃত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রপাণি প্রথমে পত্নীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন "দেখ বৈষ্ণব হইলে ৬০।৭০ ঘর যজমান ছাড়িতে হইবে, তখন খাইবে কি?" ভগবান্ যাহার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন, সে কি 'কি খাইব?" এই ভাবনায় ভীত হয়? যিনি জন্মের পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাঁহার সৃষ্ট জীব কি না খাইয়া মরিবে? পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্রপাণি শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। গোটা পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া লইয়া "আমি ইহাদিগকে দমন করিতেছি" এই বলিয়া চক্রপাণি শঙ্করদেবের সভা জয় করিতে চলিলেন। পথে ভক্ত নারায়ণদাস ও মাধবদেবকে ডাকিয়া লইতে আসিলেন। মাধবদেব ঐ শ্লোকগুলি দেখিয়া উহার নিম্নে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। উহা পাঠ করিয়া চক্রপাণি "বুঝিলাম" এই বলিয়া সশিষ্যে শঙ্করদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

এইরূপে ভক্তদিগের দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং ভক্তদিগের কীর্ত্তনানন্দে বড়পেটা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল—

কৃষ্ণগুণ গান　　করন্ত কীর্ত্তন
আনন্দর নাহি পার।
গাবয় বাবয়　　নটুয়া নাচয়
সঘনে হরি জোকার॥
ভকতি মিলান্ত　　ভাবনা করন্ত
কৃষ্ণর গুণ চরিত্র।
তার মহাধ্বনি　　শুনি যিবা মানে
সবেয়ো হোবৈয় পবিত্র॥
প্রেমর ভরত　　কতোহো ভকত
ভূমিত পড়ি বাগড়ে।
কতো হাত তুলি　　হরি হরি বুলি
আনন্দ করয় বড়ে॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

লোকে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম ছাড়িয়া হরিনাম কীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণদিগের পৌরহিত্য-ব্যবসায় মাটী হইল। তাহারা রাজা নরনারায়ণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের অভিযোগ এইরূপ—

"সমস্তে রাজ্যক নষ্ট করিল শঙ্কর।
শূদ্র হুয়া নমস্কার লয়ে ব্রাহ্মণর॥
ব্রাহ্মণর স্ত্রীয়ো সেবা করে শঙ্করক।
ঘরে ঘরে দিয়া ফুরায়ক পাদোদক॥
পিতৃর গৃহত পুত্রে নকরে ভোজন।
বলে নতুলস তই হরিত শরণ॥
কৈবর্ত্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
এক লগে খাই দুধ চিড়া কল যত॥
অন্ন রান্ধি জগন্নাথ প্রসাদ করয়।
ই গাঞে সি গাঞে তাক দিয়া ফুরায়য়।" দৈত্যারি ঠাকুর।

শঙ্করদেব সমস্ত দেবদেবীর পূজা বারণ করিয়াছেন শুনিয়া, রাজা নরনারায়ণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার রাজ্য নিঃশঙ্কর করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আর বলিলেন—

"চারি গরমলি যাই আন শঙ্করক।
অনাচার করি নষ্ট করিল রাজ্যক॥
করিব বিচার এহু নিষ্ঠ হুই যেবে।
ছাইবো দামা সত্যে শঙ্করেব ছালে তেবে।" দৈত্যারি ঠাকুর।

গয়মলিয়া শঙ্করদেবকে গৃহে না পাইয়া ভক্ত নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদকে ধরিয়া আনিল। শঙ্করদেবকে পাওয়া গেল না শুনিয়া রাজা অতিশয় রুষ্ট হইলেন ও ভক্তদ্বয়কে শঙ্করদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্করদেব কোথায় গিয়াছেন, উঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রাজা ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শঙ্করদেব কি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণে এক শরণের কথা উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে শঙ্করের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা ইঁহাদিগকে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আদেশ করিলেন—

"বোলন্ত নৃপতি দুর্গাক নমিয়ো
তারা বোলে ন পারিবোঁ।
কৃষ্ণন্ত শরণ পশি আবে কেনে
আনক মাথা দণ্ডাইবোঁ॥" দৈত্যারি ঠাকুর।

শিখগুরু গোবিন্দসিংহ সম্রাট্ আরংজীবের সম্মুখে আনীত হইবার কালে একখানি কাগজে কিছু লিখিয়া কবচে পুরিয়া গলায় ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কি?—বলিতে আদিষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন "অত কথায় কাজ কি, প্রাণ লইতে হয় লও, বিধর্ম্মীকে ধর্ম্মের কথা বলিতে পারি না। আমার যাহা বলিবার তাহা এই কবচে লিখা রহিল।" "সম্রাটের আদেশে গুরুর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইলে ঐ কবচে কি লেখা আছে তাহা দেখিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিল। কবচ খুলিলে দেখা গেল, তাহাতে লেখা আছে, "শির দিয়া তব্‌ভি সার নাহি দিয়া!" এই যে ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা অম্লানবদনে শির দিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের হৃদয়ের বল কোথা হইতে আসে? মূঢ় মানব হইয়া ভগবানের লীলা কি বুঝিব। ভক্তেরা যে ভগবানকে কি আনন্দের জন্য—কি সুখের জন্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে?

কি সাহসে ভক্ত নারায়ণদাস ক্রোধান্ধ রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, রাজপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম করিব না, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সমর্থ হইলেন? তাঁহার কি মৃত্যুভয় ছিল না? যে সকল অবিশ্বাসী আত্মসুখ লইয়াই ব্যস্ত, শুধু দেহের সুখই খুঁজিয়া বেড়ায় তাহাদেরই জীবনের মায়া অধিক।

ভক্তেরা সেই দিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভক্তের নিকট কারাগার ও সুসজ্জিত অট্টালিকায় প্রভেদ কি? শঙ্করদেবকে বোধ হয় আর চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইব না, এই ভাবিয়া ইঁহারা কিঞ্চিৎ খেদযুক্ত হইলেন, আর মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রহার আরম্ভ হইল। সে কিরূপ?

মারে দুই মাস কাঠা চেঙ্গি বাস
গড়কা আদি অধিক॥
বাঁশ গড়কাতে ভাঙ্গিলেক হাত
নারায়ণ ঠাকুররে।

গোকুল চান্দক পুরায়ে সতত
কাঠায়ে আঠার জোড়ে ॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

আর প্রস্তুত হইয়া ভক্তদ্বয় কি করিতে লাগিলেন ?

রামনাম গান্ত কৌতুক করন্ত
কতোহেঁ। গীত গাবন্ত।
প্রেম উপজয় গাব শিহরয়
কান্দন্ত কতো হাসন্ত ॥
কতো বাগরন্ত উঠিয়া নাচন্ত
ফুরন্ত কতো লগড়ে।
অষ্টাদশ জোড় কঠা কাত করি
শোলকি আপুনি পড়ে ॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

এই ব্যাপার দেখিয়া লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হরিদাসের প্রহারের পরও প্রহারকদের ঠিক এইরূপ বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল—

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে ॥
মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবাই ভাবে মনে ॥" চৈতন্য ভাগবত।

ভক্ত নারায়ণ দাস ও গোকুলচাঁদের এত প্রহারেও কিছুই হইল না দেখিয়া, রাজা ও রাজ-পরিচারকদের ভয় জন্মিল। রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, ইহাদিগকে ভুটিয়াদের নিকট দিয়া আইস, যেন আর ইহারা এরাজ্যে আসিতে না পারে। ভুটিয়ারা ইহাদিগকে অতি সুন্দর দেহ দেখিয়া লইয়া চলিল।

ভক্তদ্বয় ভুটিয়াদের সহিত চলিয়াছেন, আর 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেছেন। কথিত আছে, পথে নানা অমঙ্গল ঘটিতে দেখিয়া ভুটিয়ারা ভয় পাইল এবং ভক্তদ্বয়কে 'দেব মানুষ' মনে করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। ইহারা নীচে নামিয়া আসিয়া রাজার লোকের নিকট ভক্তদ্বয়কে ফিরাইয়া দিয়া গেল।

রাজার অন্য আদেশের প্রতীক্ষায় দুইজন প্রহরী ইহাদিগকে এক বাজারে লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তদ্বয় অবিশ্রাম হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন—

দুইর দুইতো অতি প্রীতি নামত একান্ত মতি
থাকে দুইয়ো হরিগুণ গাই।

অনেক দোকানিগণে বেরি আসি সেহি থানে
থাকে রঙ্গে দুই হস্তকো চাই ॥
কতোক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়া পাছি
যাত যিবা বস্তু আছে জানি।
চাউল ডালি বাঙ্গন মৎস্য খরি তৈল লোণ
আগত পেহলাই দেই আনি ॥ দ্বিজভূষণ।

ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রভাব এইরূপই। হরিদাস যখন বেনাপোলের জঙ্গলে থাকিতেন, তখন দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহার কুটিরের সম্মুখে প্রত্যহ স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যাইত। রাখালবালকেরা হরিনাম করিত, আর হরিদাস ঐ দ্রব্যসম্ভার বিতরণ করিতেন। ইহা হইতেই বঙ্গীয় সমাজে 'হরির লুট' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদ রাত্রিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতেন। প্রভাতে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বসিতেন, আর চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে নানা খাদ্যদ্রব্য উপহার দিত।

এক দিবস রাত্রিতে নারায়ণ দাসের পদশৃঙ্খল মুক্ত হইয়া পড়িল। তিনি ইচ্ছা করিলেই পলাইতে পারিতেন, কারণ প্রহরীরা তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু তিনি কি করিলেন ?

চেতনক পাই রাতি ডাকন্ত হরিক মাতি
উঠ উঠ হরি শীঘ্র করি।
আছিলোহো নিদ্রা যাই দেখিলো চেতন পাই
নিহল খসিল এক ভরি। দ্বিজভূষণ।

এই প্রহরীর নাম হরি। সে জাগিয়া উঠিয়া নারায়ণদাসের পায় আবার শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। সাধুতার একটা মাহাত্ম্য আছে, যাহাতে অসাধুরও অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। ভক্ত নারায়ণদাসের সাধুতা দেখিয়া হরি প্রহরীর নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে ভাবিল, আমি এ কি করিতেছি ? এইরূপ সাধু মহাপুরুষকে কষ্ট দিয়া অপরাধী হইতেছি মাত্র। কথিত আছে ঐ রাত্রিতেই হরি প্রহরী স্বপ্নে দেখিল, ভগবান্ চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত নারায়ণদাসকে অভয় দিতেছেন। পরদিবস সে ভক্তের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল এবং তাহার কি গতি হইবে এই বলিয়া পুনঃপুন রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে অন্য প্রহরীও তাহারই অনুসরণ করিল। তখন—

পূর্ব্ব স্বভাব সমস্তে এড়িয়া নিশ্চয় করিয়া মন।
শুন চিন্তামণি পুথি আগে হৈয়া কৃষ্ণ লৈলা শরণ ॥ দ্বিজভূষণ।

এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা আর ইঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। মৃতবোধে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হরিদাস সংজ্ঞালাভের পর তীরে উঠিয়া আসিলে কাজি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে দেশমধ্যে যথেচ্ছভ্রমণ ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতে অনুমতি দিয়া আসেন। ভক্ত নারায়ণদাস রাজরোষ হইতে মুক্ত হইয়া আবার শঙ্করদেবের সহিত মিলিত হইলেন।

ইহার পর আর একটি কার্য্যে ভক্ত নারায়ণদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হেড়ম্ব-দেশের রাজা শঙ্করদেবের নিকট শরণ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইতে চারিজন দূত প্রেরণ করেন। শঙ্করদেব নিজে না গিয়া মাধবদেব ও ভক্তপ্রবর নারায়ণদাসকে প্রেরণ করেন। তিনি কেন ইহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই মুখে প্রকাশিত হইয়াছে—

শঙ্করে বুলিলা পাছে চাহি মাধবক।
শাস্ত্র চাহি বুঝাইবাহা পণ্ডিত সবাক॥
মূর্খক বুঝাইবা কথা কহি নারায়ণে।
বিলম্ব ন করি লড়ি যায়ো এতিক্ষণে॥ দ্বিজভূষণ।

ইঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পর, রাজা শরণ লইবার উদ্যোগ করিলেন। রাজগৃহে নরবলির জন্য নয়টি মানুষ বন্দী ছিল। ইঁহাদিগকে দেখিয়া ভক্ত নারায়ণদাস রাজাকে কহিলেন—

বোলন্ত পোছোহো কৈয়ো ইহার কারণ।
কি কার্য্যে করিছা বন্দী মনুষ্য নয় জন॥
রাজা বোলে বৈষ্ণব শুনিয়ো মোর বাক্।
আর সবে চাহিলেক আমাক মারিবাক্॥
এতেকে করিলো বন্দী কহিলো সম্প্রতি।
বধিবো পরাণে ন করিবো আন শাস্তি॥
হেন শুনি নারায়ণে বুলিলা বচন।
কৃষ্ণত শরণ লৈবে করিয়া যতন॥
শম দম দায়া ক্ষেমা আদি গুণ যত।
সমস্তে থাকিবে লাগে হরিভকতত॥
প্রাণিহিংসা করিবাক উচিত নোহয়।
ভূতদায়া করিবাক অবশ্যে লাগয়॥
মুখত কাপর দিয়া মাধবে হাসন্ত।
বিস্তর যুগতি নারায়ণে কহিলন্ত॥
শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ মিলিল।
বন্দী চোরাই তেতিক্ষণে সবাকো মেলি দিল॥ দ্বিজভূষণ।

এইরূপে হেরম্বরাজ্যে বৈষ্ণবপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইল।

'অমূল্যরত্ন' নামক পুথিতে আছে—

প্রহ্লাদে আসিয়া নারায়ণদাস ভৈলা।

অর্থাৎ শঙ্কর-অবতারে প্রহ্লাদ ভক্ত নারায়ণদাসরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। গৌরাঙ্গ-অবতারে হরিদাসও প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যথা :—

মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস পরশনে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥" চৈতন্যভাগবত।

বস্তুতঃ হরিনামে ইঁহাদের নিষ্ঠার গভীরতা বুঝিতে হইলে, একমাত্র প্রহ্লাদ ব্যতীত ইঁহাদের আর উপমার স্থল কোথায়? ভক্ত হরিদাস ও ভক্ত নারায়ণদাস পৌরাণিক প্রহ্লাদের আদর্শ স্ব স্ব জীবনে অনুকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আবির্ভাবে ইঁহাদের জন্মভূমি পবিত্র হইয়াছে।

মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের যে বিশাল সাহিত্য আছে, তাহাতে ভক্ত নারায়ণদাসের ন্যায় অনেক আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা, শঙ্করমাধবই এদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যাহা কিছু প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে যেরূপ অনেক মহা মহা-বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শঙ্কর-অবতারেও অল্পবিস্তর তেমনই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজভূষণের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপন করিতেছি—

ধর্ম্মর তনয় ভবানন্দ অনুপাম।
মহাপুরুষে দিলা নারায়ণ নাম॥
জগত প্রসিদ্ধ মহামহন্ত ভৈলন্ত।
নারায়ণে সমস্ত কুলক তারিলন্ত॥

শ্রীউমেশচন্দ্র দে

কাশীরামের জন্মস্থান *

কএক বৎসর হইল, কাঁটোয়ার কএকজন সাহিত্যানুরাগী মহাত্মার চেষ্টায় বাঙ্গালার স্বনামধন্য কবি কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ও তাঁহাদের সহিত একযোগে কবিবরের স্মৃতিরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাতা মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি স্থির করিয়াছেন, স্বর্গীয় কবিবর কাশীরাম দাসের জন্মস্থানেই তাঁহার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অল্পদিন হইল, কবিবরের জন্মস্থান লইয়া অধিবাসিবৃন্দের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন, কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিদ্ধান্তবাটী বা "সিদ্ধি" নামক গ্রামে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। অপরপক্ষ নির্দ্দেশ করিতেছেন, উক্ত গ্রামের কিছুদূরে "সিঙ্গি" নামক যে গ্রাম আছে, তথায় কবির জন্মস্থান এবং তথায় কবির স্মৃতি-নিদর্শন "কেশো পুকুর" ও 'কাশীর ভিটা'। বর্ত্তমান উভয়পক্ষই স্ব স্ব মত সমর্থন জন্য সাহিত্যপরিষদের সমক্ষে কতকগুলি কাগজ দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষই যে সকল যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সহজেই উপেক্ষার বিষয় নহে।

এরূপ মতভেদ যে অল্পদিন হইল হইয়াছে, তাহা নহে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রে যে মহাভারত মুদ্রিত হয়, তাহাতেও আদিপর্ব্বের উপসংহারে কবির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

> "কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে। প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নামে॥

এখানেও আমরা সিদ্ধিগ্রামের নাম পাইতেছি। আবার উক্ত সংস্করণের স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষে মুদ্রিত হইয়াছে—

> "শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥
>
> ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিন্ধুগ্রাম। প্রিয়াকর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥'

এখানে আবার "সিদ্ধি' স্থানে "সিন্ধু" নাম দেখিতেছি।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে ১০৮০ সন হইতে ১২৬৪ সনের মধ্যে লিখিত কাশীরাম দাসের পাঁচ প্রস্থ মহাভারত আছে। ঐ সকল প্রাচীন পুঁথির পাঠ আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনতম পুথিগুলির মধ্যে "সিঙ্গি" এবং অপ্রাচীন পুথিগুলির কোন কোন খানির মধ্যে "সিদ্ধি" পাঠ রহিয়াছে।

সুতরাং কাশীরামের জন্মস্থানের নাম লইয়া কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গোলযোগ চলিতেছে।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে (৩০।৫।১৯) পঠিত হয়।

এই সকল গোলযোগ ও মতভেদের সামঞ্জস্য করিয়া কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্য স্মৃতিসমিতির সভাপতি মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তদন্ত করিয়া আমার মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য গত পৌষ মাসে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নানা অসুবিধা ও শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন যথাসময়ে ইন্দ্রাণী পরগণায় উপস্থিত হইয়া তদন্ত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত না হইয়াও এমন একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যে জন্য আমি আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছি।

আমাদের জাতীয় কবি কাশীরামের বিরাটপর্ব্বের একখানি সুপ্রাচীন পুথির শেষে পাইয়াছি—

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

১৫২৬ শকে তাঁহার বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন ১৮৩৪ শক চলিতেছে। এরূপ স্থলে এখন হইতে ৩০৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিরাটপর্ব্বের রচনাকাল পাইতেছি।

কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর দাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "জগৎমঙ্গল"-কাব্যে পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় ও নিজগ্রন্থরচনার যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা কাশীরাম দাসকে ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

"জগৎমঙ্গল" হইতে আমরা সেই প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি—

"ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রায়নী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদ তলে। নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥
ভুবরাজ সুবরাজ তাহার নন্দন। ভুবরাজ পুত্র হইল মিলএ যতন॥
তাহার তনয় হয় নাম ধনঞ্জয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥
সুধাকর-নন্দন এ তিন প্রকার। ভূমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর। রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণে॥
জগত-মঙ্গল-কথা করিলা প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥
নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥
স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুর চরিত্র॥
না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তেকারণে রচিলাম পাঁচালির মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চ (?) জন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক)। সহস্র পঞ্চাশ সন (১০৫০) দেখ লেখা মতে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাশীরাম ১৫২৬ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর ১৫৬৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। নিতান্ত বিস্ময়ের কথা এই, তিনশত বর্ষ যাইতে না যাইতে কবি কাশীরামের বাসস্থান লইয়া লোকের সন্দেহ উপস্থিত! একদিন হেলেনার অন্ধকবি হোমরের জন্মস্থান লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ কবি বলিয়াছিলেন—

"Seven wealthy cities claim for Homar dead,
Through which the living Homar begged his bread."

তবে হোমর সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ তিনি খৃষ্ট জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কাশীরামের জন্মস্থান সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে কাশীরামী মহাভারতের যে সকল সুপ্রাচীন হস্তলিপি আছে, তন্মধ্যে "সিঙ্গি" পাঠ পাইয়াছি। গদাধর দাসের 'জগৎমঙ্গল' হইতে যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলাম, তাহাতেও 'সিঙ্গি' গাম পাইতেছি, এ ছাড়া উক্ত জগৎমঙ্গল গ্রন্থের ৪১৫ খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি দেখিয়াছি, তাহাতেও 'সিঙ্গি' পাঠ আছে। বিশেষতঃ অল্পদিন হইল, বিষ্ণুপুর হইতে আমরা একখানি কাশীরামী আদিপর্ব্ব সংগ্রহ করিয়াছি। সাহিত্যপরিষৎ এই পুথি খানি খরিদ করিয়াছেন, এই প্রাচীন পুথিখানির সর্ব্বশেষে কবির আত্মপরিচয় ও পুথি নকলের সন তারিখ ঠিক এইরূপ লিখিত আছে—

'ইন্দ্রাণি নামেতে দেশ পুর্ব্বাপর স্থিতি। দাদস তির্থেতে জথা দেবি ভাগিরথি॥
কায়েস্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে। প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
এই নিবেদন সাধু জনের চরণে। হইব নির্ম্মল জ্ঞান এক মনে সুনে॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধু ব্রত। এত দুরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥
সকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে। রুক্কিনি নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥

নিজ সক ১৬৮৬।১১।৭ মল্লমহিমহেন্দ্র মল্লাবনিনাথ শ্রীশ্রীরাধা দামোদর সিংহদেব অনুগ্রহ-প্রতাপালয়॥ সন ১০৭০ সাল * তাং ৭ ফাল্গুন রোজ শুক্রবার॥ লিখিতং শ্রীরামজয় মিত্র মজুমদার॥ সাং চক্রদহ মোঃ নিজগ্রাম॥ জথা দৃষ্টং ইত্যাদি॥

পুথিখানির লেখক বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী চক্রদহগ্রামনিবাসী রামজয় মিত্র মজুমদার। পুথিখানি মল্লভূমিপতি রাধা দামোদর সিংহের সময়ে ১১৭০ সনে বা ১৬৮৬ শকাব্দে লিখিত হয়। সাধারণতঃ বিষ্ণুপুর হইতে যে সকল প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, অপর স্থানের প্রাচীন

* সনের আদ্য দুই অক্ষর কিছু অস্পষ্ট, এই পুথির অপর স্থানে যেরূপ "১" ও "০" আছে, এখানে ঠিক সেরূপ অক্ষর নাই। ইহাতে মনে হয় পূর্ব্বে "১১" ছিল। ১১৭০ সন ধরিলে শকাব্দার অঙ্কের সহিত ঠিক মিল হয়।

পুথি অপেক্ষা তাহাদের প্রামাণিকতা বেশী, এরূপ সাধারণের বিশ্বাস। যাহা হউক, এই প্রাচীন পুথিখানিতে আমরা কাশীরামের জন্মস্থানের নাম অতি সুস্পষ্টভাবে "সিংহগ্রাম" পাইতেছি। "সিংহ" শব্দ চলিত বাঙ্গালায় 'সিঙ্গি" উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা উপস্থিত সকলেই জানেন। এখনও সাধারণে স্বর্গীয় কালীসিংহের স্থানে "কালীসিঙ্গি" বলিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের এই আলোচ্য পুথির প্রকৃত পাঠ হইতে আমাদের মতভেদ ও সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। কাশীরামের জন্মস্থান সাধুভাষায় সিংহ এবং চলিত কথায় 'সিঙ্গি" নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপি যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কিছুকাল পূর্ব্বে 'ঙ্গ' 'ন্ধ' এক প্রকারেই লিখিত হইত, এক প্রকার লেখনরূপ বলিয়াই পরবর্ত্তী নকলকারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্তে "সিঙ্গি" "সিন্ধি"-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরে তাহাই আবার মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে মুদ্রিত কাশীরাম হইতে যে 'সিন্ধুগ্রাম' পাঠ শুনাইলাম, তাহাও 'সিংহগ্রাম' শব্দের বিকৃতরূপ। সুতরাং 'সিঙ্গি' নামক গ্রামই যে কবিবর কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

রামজয় মিত্রের লিখিত এই পুথিখানি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছে বলিয়াই অদ্যকার সভায় এই পুথিখানি দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সত্যপীরের পাঁচালী

হিন্দুসমাজ চিরকাল মিলনের পক্ষপাতী। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে কোন সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে, জানিতে পারা যায় যে, আর্য্য হিন্দুগণ ভারতবর্ষে আগমনের সময় হইতে সকলকেই আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যখন মুসলমানগণ আসিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন যদিও হিন্দুগণ অন্তর্বিপ্লবে হীনবল ও নীতিভ্রষ্ট, তথাপি তাঁহাদের স্বাভাবিক ব্যবস্থা-স্থাপনের প্রতিভা হইতে একবারে বঞ্চিত হন নাই। সেই অধঃপতনের সময়েও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, গুরু নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্থাপক বা ধর্ম্মসংস্কারকগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ে সাদরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণকে গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মহামিলনের সূত্রপাত করিলেন। সমাজ-হিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের এইরূপ এক চেষ্টায় স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত সত্যনারায়ণের পূজা ক্রমশঃ সত্যপীরের পূজার আকারে হিন্দুসমাজে নবভাবে স্থান প্রাপ্ত হইল; যথা,—

"ফকির বলেন দ্বিজ যাহ নিজপুর।
আমারে পূজিলে তব দুঃখ যাবে দূর॥
দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ।
তাহা ভিন্ন না করিব যবন আচরণ॥
ফকির কহেন হাসি শুন দ্বিজবর।
পুরাণে কোরানে কিছু নহে মতান্তর॥
যেই রাম সেই সে রহিম এক হয়।
ত্রিভুবনে নাহি দুই জানিবা নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে কথা অখিলের নাথ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হইলা চারি হাথ॥"

(শঙ্করাচার্য্যকৃত সত্যপীরের পাঁচালী)

এই সত্যপীরের সির্ণির ব্যবস্থা আর কিছুই নহে, একটী প্রকৃত সান্ধ্য-সম্মিলন মাত্র। পূর্ব্বকালে এই পূজা-পদ্ধতি-অবলম্বিত সান্ধ্য-সম্মিলনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইত। এখনও অনেক পল্লীগ্রামেই এইরূপ হইয়া থাকে। সেনুড়-দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ের জন্য প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া, এক বর্দ্ধমান জেলাতেই প্রায় বিংশতিজন অপরিচিতনামা কবি-রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল সত্যপীরের পাঁচালী-রচয়িতা কবিগণ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার অযোগ্য নহেন। নিম্নে বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে কএক খানি অপ্রকাশিত পাঁচালীর সামান্য পরিচয় অগ্রে প্রদান করিলাম।

১। গুণনিধি চক্রবর্ত্তী শ্রীকবি পণ্ডিত

গুণনিধি চক্রবর্ত্তী কোন্ সময়ে, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। অনেকে বলেন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্দ্ধমান জেলার পাটুলী-নারায়ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি যে, বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ (১) তাঁহার রচিত "সত্যপীরের পাঁচালী"তে বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। যথা :—

(ক) "কাশীপুর নগরে নিবাস বাড়ী ঘর।
একজন ব্রাহ্মণ দরিদ্র দামোদর॥
ব্রাহ্মণীর হাতে নাই পিতলের খারু *।
জল-পাত্র কেবলমাত্র পুরাণ গোছের* গারু॥
বেড়ার কুঁড়িয়া ঘর খড় নাই চালে।
পর ঘর নিবাস বরিষা বৃষ্টি কালে॥
হাঁড়ি নড়ে বাতাসে দুয়ারে নাই টাটী।*
ওরণ পারণ * মাত্র খেজুরের চাটী *॥

(খ) "আস্ত ব্যস্ত * ভূমে থুয়ে * কনক পাচনী।
বাহু ধরি কোলে করি তুলিলা আপনি॥"*

(২) তাঁহার রচিত পাঁচালীতে যে সকল স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় পাটুলীর নিকটস্থিত দুই একটী স্থানের নাম আছে। যথা :—

"উত্তরিল সদাগর কাশীপুর ঘাটে।
বাদ্য ভাণ্ড জয়ধ্বনি নগর গোলাহাটে॥"+

গুণনিধি চক্রবর্ত্তী তাঁহার কবিত্বের জন্য "শ্রীকবি পণ্ডিত" উপাধি পাইয়াছিলেন; যথা,—

"বিরচিল শ্রীকবি পণ্ডিত গুণনিধি।"

কবির রচনা বেশ প্রাঞ্জল। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর প্রায় হইতে কএকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

* খারু—কঙ্কণের ন্যায় স্ত্রীলোকের একপ্রকার হস্তাভরণ। গোছের—ধরণের।
টাটী—তালপত্রদ্বারা নির্ম্মিত ঝাঁপ বা পর্দ্দা। চাটী - মাদুর।
ওরণ-পারণ—নাড়া চাড়া অথবা গায়ে দেওয়া ও বিছান।
আস্তব্যস্ত—অতি ব্যগ্রভাবে। থুয়ে—রাখিয়া।

\+ কাশীপুর ও গোলাঘাট নামক স্থানদ্বয় এখন পর্য্যন্ত পাটুলী-নারায়ণপুরের নিকট গঙ্গাতটে বিদ্যমান রহিয়াছে।

"অসত্য গো-ধরা শুনি বন্দ দেব-শিরোমণি,
সত্যপীর পতিতপাবন।
সুরাসুর তপোধন, শঙ্কর চতুরানন
সেব্যবান শার্দ্দূল-বাহন॥
বিরাজিত মনোহর, জিনিয়া কুসুম শর,
তনুবর সুন্দর নবীন।
সোনার খরম পায়, বাঘের চামড়া গায়
পরিধান কেবল কৌপীন॥
সত্যবান সত্যপীর, দয়াময় ধর্ম্মধীর,
অবধূত-বেশে অবতীর্ণ।
চরণে যে করে নতি, সুখে সেই মহামতি,
কলি-কালকূট করে জীর্ণ॥"

২। রামভদ্র

রামভদ্রের রচনা দেখিয়া তাঁহাকে গুণনিধি চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। অনুসন্ধানে কবির কোন বিবরণ পাই নাই। নিম্নে তাঁহার রচনার নমুনা একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

(ক) ভূমিকে করিয়া নতি, বন্দ দেব-গণপতি,
বিঘ্ন-নাশ শিবের নন্দন।
দ্বিতীয়ে বন্দিব রবি, জবাপুষ্পজিনি ছবি,
একচক্র রথে আরোহণ।
বন্দ দেব নারায়ণ, খগপতি আরোহণ,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
চতুর্থে বন্দিব হর, ভস্ম-ভূষা দিগম্বর,
ভালে ইন্দু শীরে সুরেশ্বরী॥"

(খ) বাজে কত শঙ্খ জোড়া, মৃদঙ্গ মাদল কাড়া,
শিঙ্গা ভেরী ডম্পক ঝাঁঝরী।
টমক থমক বীণা, সুস্বর সানাই সানা,
গান করে মঙ্গল গুঞ্জরী॥
ভাঙ্গিয়া সহস্র বর্ণ মিষ্টান্ন করিয়া পূর্ণ,
সত্যপীর পূজে সন্ধ্যাকালে।

জিলাপী মিঠাই ফেণী, মিছরী নবাত চিনি,
কন্দু মোণ্ডা নাড়ু গঙ্গা জলে ॥
কদমা বঁদিয়া পেরা, নারিকেল জোড়া জোড়া,
আম্র রম্ভা সুস্বাদু পনসে।
সর্ব্ব দ্রব্য সওয়া ভাগে, আটা দুগ্ধ চিনি আগে,
তাম্বুল প্রদান অবশেষে ॥”

৩। দ্বিজ গিরিধর

জেলা বর্দ্ধমান, মন্তেশ্বর থানার অধীন ভারুহা গ্রামে আনুমানিক ১০৩০ সালে গিরিধর জন্মগ্রহণ করেন। এই কবির রচিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'র রচনার সন একখানি (১১৯০ সালের নকল) পুথিতে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ ১০৭০ সালে বিরচিত। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে কবি স্বয়ং নিম্নলিখিত প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

“পিতা মাতা বন্দ শিক্ষাগুরুর চরণে।
বাস করি ভারুহা সাহাবাদ পরগণে ॥
পীরের পীরিতে হরি বল সর্ব্বজনে।
পূর্ব্ব-কথা অনুক্রমে দ্বিজ গিরি ভণে ॥”

রচনার নমুনা ; যথা,—

“প্রবন্ধ করিয়া পীর দ্বিজে কয় বাৎ।
তেঁই বড়া দাতা কুছ্ করত খয়রাৎ ॥
তিন রোজ্কা ভুখা মেই খেলাও কুস্ মুঝে।
হাম বহুৎ দোয়া করেঙ্গে শুন দাতা তুঝে ॥
দুনিয়াকা বিচ্মে কৈ দাতা হ্যায় নাই ॥
ইহা খাতির হোগা তেরা শুনহ গোসাঁই ॥
বিপ্র বলে বিধি বুঝি মোরে বিড়ম্বিল।
শেষকালে মোর ধর্ম্ম সব মজাইল ॥
মাগিলে না মেলে মুষ্টি মনস্তাপে মরি।
কি খেলা কৃষ্ণের ইহা বুঝিতে না পারি ॥

৪। দ্বিজ শিবচরণ

দ্বিজ শিবচরণ বর্দ্ধমানজেলা-নিবাসী একজন “সত্যপীরের পাঁচালী”-রচয়িতা প্রাচীন কবি। নিম্নে তাঁহার রচনার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ; যথা,—

(ক) “গৌর নগর, অতি মনোহর,
কি কহিব তার শোভা।

স্ফটিকের ঘর, অতি চমৎকার
রবিশশী জিনি আভা ॥
বিপ্র একজন, ধর্ম্মপরায়ণ
ভিক্ষা বিনা নাহি গতি।
তাঁহার ব্রাহ্মণী পরমা কামিনী
অতি পতিব্রতা সতী ॥
ভিক্ষা অনুসারে ভ্রমেন নগরে
করি হরি গুণ গান।
নাহিক পুণ্যের লেখা, পথে আসি দিলা দেখা,
সত্যপীর ভগবান ॥"

(খ) "সওয়াসের দুগ্ধ আর সওয়াসের আটা।
সওয়াসের গুড় সহ কর গিয়ে ঘাঁটা ॥
সওয়া গণ্ডা গুবাক আর সওয়া বিড়া পান।
সংক্ষেপে কহিনু এই সির্নির বিধান ॥
সত্যপীর শ্রীচরণে করিয়া অঞ্জলি।
শিবচরণ দ্বিজ ভণে পীরের পাঁচালী ॥"

৫। কবি কৃষ্ণকান্ত

কৃষ্ণকান্ত-রচিত "সত্যপীরের পাঁচালী" বর্দ্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্ত্তী ধাত্রী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট পাইয়াছি। কবির কোন বিবরণ পাই নাই।

রচনার নমুনা,—

(ক) "নন্দন নগরে নন্দদুলাল ঠাকুর।
অন্ন অন্বেষণে তার অটল প্রচুর ॥
কেহ দেয় না দেয় কেহ বা কটু কয়।
কেহ বলে নিত্য আইস লজ্জা নাহি হয় ॥
কেহ বলে তোমারতো নাহি ধারি ধার।
কেন নিত্য আসি কর ধারের উদ্ধার ॥
কেহ বলে ফিরে যাও অবসর নাই।
কেহ বলে আজি মোর ভিক্ষা দিতে নাই ॥
এইরূপে কোন স্থানে ভিক্ষা না পাইয়া।
বসিলেন বৃক্ষমূলে বিষণ্ণ হইয়া ॥

কোথা কৃষ্ণ বলি বিপ্র করয় রোদন।
ফকিরের বেশে কৃষ্ণ দেন দরশন॥"

(খ) "বহু ধন পাই বিপ্র পীরেরে পূজিল।
সকল সম্পদ হৈলা দুঃখ দূরে গেল॥
সৌধময় পুরী হৈল দাসদাসীগণ।
নিত্য নিত্য দ্বিজ করে দান বিতরণ॥
কৃষ্ণকান্ত কহে কৃপা ব্রাহ্মণে যেমন।
কর না করুণা কেন আমারে তেমন॥"

৬। দ্বিজ মৌজিরাম ঘোষাল

জেলাবর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন পাটুলীর নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুরনামক পল্লীতে মৌজিরাম ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন; যথা,—

"নারায়ণপুরে ধাম কবিরাম মৌজিরাম,
জাতিতে ঘোষাল ব্রাহ্মণ।

কবি কোন্ সময়ের লোক স্থির করিতে পারা যায় না। বর্দ্ধমান জেলায় অনেক স্থানে মৌজিরাম রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রচলিত আছে।

রচনার নমুনা,—

প্রণমহ গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন।
গরুড়ে গোবিন্দ বন্দ বৃষে পঞ্চানন॥
বিমানেতে বন্দিলাম দেব দিবাকর।
হংসে চতুর্ম্মুখ বন্দ গজে পুরন্দর॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী বন্দ সাবধানে।
একত্রে বন্দনা করি সর্ব্বমুনির চরণে॥
অতঃপর শুন সভে করি নিবেদন।
কলিযুগে অবতীর্ণ সত্য নারায়ণ॥

* * * *

গদাপদ্ম বনমালা অতি মনোহারী।
শিখিপুচ্ছশোভে শিরে মোহন মাধুরী॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে নব ঘনঘটা।
চমকে চপলা যেন শ্রীঅঙ্গের ছটা॥
দেখি দ্বিজবর পরে মূর্চ্ছিত হইয়া।
দয়াল গোবিন্দ তুলে করেতে ধরিয়া॥

*   *   *   *

দ্বিজ মৌজিরাম কয় এবড় অজ্ঞান।
সত্যপীর না পূজিয়া বাণিজ্যে পয়ান॥

৭। কবি কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম

জেলা বর্দ্ধমান, থানা মন্তেশ্বরের অন্তর্গত নাশী গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে কাশীনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বৈদ্যনাথ বিদ্যালঙ্কার। কাশীনাথ বাল্যকালে পিতার নিকট সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তৎপরে নবদ্বীপে পাঠ সমাধা করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী ছাড়া তিনি বাঙ্গলা ভাষায় অনেক গীত ও দেব-দেবীর স্তোত্র রচনা করিয়া ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত নাশী গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

কবি ১৭৪০ শকে এই "সত্যপীরের পাঁচালী" রচনা করিয়াছিলেন।

"অন্তরীক্ষ বেদ, অব্ধি নিশাকর, শকের গণনা করি।
পাঁচালি বিধান, হৈল সমাধান, সবে বল হরি হরি॥"

কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার রচনায় অনেক সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচনায় অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। নিম্নে দুই এক স্থলের রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

(ক) "বিবিধ বিধানে বিষ্ণু বানাইল বেশ।
বিবরণ বিধানেতে বলিব বিশেষ॥
বারিবপুসম্ভবা বসিল বাম পাশে।
বিরাজে দক্ষিণে বাণী বীণা বাহুদেশে॥
চতুর্ভুজ চক্রপাণি চঞ্চল লোচন।
চরণ-নখর-চন্দ্র চকোরের ধন॥
চরাচরপতি চারু চরণ-কমলে।
চতুর্ব্বেদ চমকিত চতুর্ব্বর্গ-ফলে॥
চকিতে চতুরানন চামর ঢুলায়।
চন্দ্রচূড় চপল চরণ পানে চায়॥
চন্দনে চর্চ্চিত করি চাঁমেলি ও চাঁপা।
চারু চিত্তে চরণে চড়ায় * মহাতপা॥
চাঁচর চিকুর লোটে চরণ-সরোজে।
মধু-লোভে মত্ত মধুকর মন মজে॥

* চড়ায়=প্রদান করে।

মনোরমা মল্লিকা-মালতী-মালা গলে।
মিলিল মাণিক্য মণি মস্তক-মণ্ডলে॥
মরকত মণিময় মুকুটের আভা।
মন্দ মন্দ মাণিক্য মিশ্রিত মনোলোভা॥
মনোহর মোহন মধুর কলেবর।
দেখি মহীমণ্ডলে মূর্চ্ছিত দ্বিজবর॥
সদয়ে সত্বর প্রভু সে সমরে।
ধরিল ধরণীধর ধরা থেকে তারে॥
শঙ্কাপেয়ে সদানন্দ সম্ভ্রমে উঠিল।
সন্ন্যাসী সমান শৌরী সেস্থানে দেখিল॥
সিন্ধু-সুতা সারদা শঙ্কর সেথা নাই।
সম্মুখে সুস্থির সেই সন্ন্যাসী গোসাঁই॥
পুলকে পূরিত বপু পরিচয় পেয়ে।
নিরন্তর পরে নীর নয়ন বহিয়ে॥
পতিতপাবন প্রভু দেব চক্রপাণি।
প্রাকৃত পুরুষে পার করহ আপনি॥”

(খ) “রত্নপুর হইতে শঙ্খপতিরে আনিল।
শুভদিন দেখি সাধু কন্যা সমর্পিল॥
আত্মজাকে অনেক অর্পিল অলঙ্কার।
শিরে শোভে স্বর্ণ সিঁথি সকলের সার॥
শ্রুতিযুগে সুন্দরীর শোভে স্বর্ণ-চাঁপা।
শিরোরুহে শোভা করে সুবর্ণের ঝাঁপা॥
গৌর গলে গাঁথি দিল গজমতি হার।
কোমলাঙ্গে কঠিন আপনি কুচ ভার॥
মেলে তথা মণি-মুক্তা-মাণিক্যের মালা।
প্রকাশে তাহার কোলে পেঁপুলিয়া পলা॥
নাসিকাতে শোভে নথ, নিকটে বেসর।
আভাতে উজ্জ্বল করে অপূর্ব্ব অধর॥
করে শোভে কাঞ্চনের কেয়ূর কঙ্কন।
পবিত্র পুঁইছা তথা শোভিছে কেমন॥
গালের গঠনা চুড়ি, গজা সাজে পাশে।
বহু মূল্য বাজুবন্দ বাঁধে বাহুদেশে॥

কটিতে কাঞ্চন কাঞ্চি কণক-কিঙ্কিণী।
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু সদা করে ধ্বনি॥
অঙ্ঘ্রি যুগে আট-বাঁকি অপূর্ব্ব অর্পিল।
খেঁড়ো-পাতা নূপুর ঘুঁঘুর তথা দিল॥*
চারু-চক্ষে চন্দ্রমুখী চাঁহে যার পানে।
মূর্চ্ছাগত হয় সেই মদন মার্গনে॥
মনোরমা মূর্ত্তি দেখি মজে মুনি-মন।
কলাবতী কটাক্ষে না কাঁপে কোন্ জন॥
যদি যোগি জন তারে দেখিবারে পায়।
যোগ যাগ যজ্ঞ ছাড়ি পদেতে লুটায়॥
স্বামী-সন্নিধানে শোভে শচীর সমান।
ভাল পুষ্পে ভ্রমর মিলায় ভগবান॥

* * * * *

পরম পীরিতি পাইল পুরবাসিগণ।
কিন্তু সাধু না স্মরিল সত্যনারায়ণ॥
কহে দ্বিজ কাশীনাথ করপুট করি।
পার কর প্রভু মোরে ভব পারাবারি॥

* * * * *

বিবিধ বিধানে বেণে বাণিজ্যে চলিল।
ত্বরা করি তের তরী তখন খুলিল॥
তারা সম তরণী তত্তর ঝরে যায়।
পুলোমজাপতি ভয়ে পর্ব্বত লুকায়॥
কতদিনে কেদার মাণিক্যপুর পাইল।
দেখিয়া উত্তম স্থান তরণী বাঁধিল॥

বাঙ্‌লা দেশের বিভিন্ন জেলা-নিবাসী সাহিত্য-সেবকগণের নিকট উপসংহারে এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন একটু চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব জেলায় প্রচলিত "সত্যপীরের পাঁচালী" সংগ্রহ পূর্ব্বক "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এইরূপ সমবেত চেষ্টার ফলে, কালে বঙ্গসাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সঙ্কলনের সাহায্য

* এই বর্ণনা হইতে আমরা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গদেশের ধনশালী গৃহস্থ-রমণীগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের একটী তালিকা প্রাপ্ত হইলাম।

হইবে, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আরও ভবিষ্যতে, বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত অন্যান্য কবি বিরচিত অপ্রকাশিত "সত্যপীরের-পাঁচালী"র আলোচনা করিতে ইচ্ছুক রহিলাম।*

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন।

* দ্রষ্টব্য—এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলিতে অধিকাংশ শব্দে "ড়"-কার স্থানে "র"-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের কবির লিখিত গ্রন্থে বর্দ্ধমানের উচ্চারণ-সুলভ শব্দসাদৃশ্য রক্ষার্থ তাহার পরিবর্ত্তন করা হইল না; যেমন—খারু (খাড়ু), গারু (গাড়ু), গৌর (গৌড়), ইত্যাদি।—সা° প° পং সং।

কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল

আনুমানিক ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাণা হরি দত্ত নামক জনৈক কবি "মনসা-মঙ্গল" নামে এক খানি কাব্য রচনা করেন। ইঁহার পর প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কবি বিজয় গুপ্ত মনসার ভাসান গান রচনা করেন। তৎপরে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস, দ্বিজ বংশী দাস, গোলকনাথ, কালিদাস, প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিই মনসার ভাসান গান রচনা করিয়া এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণকে এরূপ মোহিত করিয়াছিলেন যে, এ দেশের প্রত্যেক জেলার লোকই মনসার ভাসান গানের নায়ক চাঁদসদাগরের বাসভূমি নিজ নিজ জেলার মধ্যবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র কবি কালিদাস এবং তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত "মনসা-মঙ্গল" সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

কবি কালিদাস আনুমানিক ১৫৯০ শক বা ১০৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে এই "মনসামঙ্গল" কাব্যে যে সকল গ্রাম্য কথা দেখা যায়, সে গুলি বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতেই বিশেষরূপে প্রচলিত। কাব্যে যে সকল স্থানের নাম আছে, সেগুলি অধিকাংশই বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতেই অবস্থিত, সুতরাং অনুমান হয় যে, কবির জন্মস্থান বর্দ্ধমান ও বীরভূমজেলার সন্ধিস্থলেই কোন গ্রামে ছিল। কবি তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

"পড়িয়া পতির পদে, কান্দে রাণী উচ্চনাদে,
সঘনে লোচনে বহে জল।
কহে কবি কালিদাস, গৌড়দেশে যার বাস,
বিরচিল মনসামঙ্গল॥'

কবি ১৬১৯ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। "মনসামঙ্গল" গ্রন্থের অনেক স্থলেই কবি গ্রন্থ রচনার সময় সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার মধ্যে দুইচারিটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা;—

১। অঙ্ক মৃগাঙ্করস মৃগাঙ্কগণনা।
এইশকে এই কাব্য করিল রচনা॥
২। গ্রহবিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥"

৩। গ্রহ বিধুরস ক্ষোণি সকল নরপতে গণি,
এই শকে হৈল কাব্যমণি ॥
৪। গ্রহ বিধুরস শশী, সকল নরপতে ঘুসি,
এই অব্দে এ কাব্য প্রকাশি ॥

সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের রচনার কাল নির্ণয়-সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ নাই। কবি কার্ত্তিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

"কার্ত্তিক ব্রাহ্মণ নাম, অজন্যাজন্তকা কাম,
কাব্যরস করিল যতনে।
দ্বিজসুত উপরোধে, চিন্তিয়া মনসা পদে,
কবি কালিদাসে ভণে ॥"

কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "মনসা-মঙ্গল" রচয়িতা গোলকনাথের গ্রন্থকে আদর্শ করিয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ "মনসা-মঙ্গলের" প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবি যে ভণিতা দিয়াছেন, তাহাতে গোলকনাথের নাম পাওয়া যায়। যথা :—

"গোলকনাথের পদ-পঙ্কজ-স্মরণে,
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভনে ॥

কবি বোধ হয় জাতিতে ব্রাহ্মণ কিংবা বৈদ্য ছিলেন, কারণ কোন কোন স্থলে ভণিতায় কবি কালিদাসের স্থানে "দ্বিজ কালিদাস" লিখিত আছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। অষ্টাদশঅঙ্গুলি দীর্ঘ এবং অষ্টাঙ্গুলি পরিসর ১০৮ পৃষ্ঠা কাগজে গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে ১৩৩টি অধ্যায় আছে।

কল্পনা ও কবিত্বে আলোচ্য গ্রন্থখানি নিতান্ত মন্দ নহে। নিম্নে দুই একস্থলের রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কবি নিম্নলিখিতভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, যথা ;—

নমো গণেশায়। *

কৃষ্ণের আদেশ পেএ, দেবগণ গেলা ধেএ,
উপনীত কৈলাস শিখর।
সেই সে শিখর খান, ভুবন দুর্ল্লভ স্থান,
স্বর্গে গঙ্গা বহিছে নির্ম্মল ॥
পারিজাত তরুবর, নানা পুষ্প বহুতর,
সৌরভে আমোদ কইল তথি।
প্রমথ কিন্নরগণে, গাহিছে পঞ্চম তানে,
আনন্দে বিহরে পশুপতি ॥

* কবির ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ ভালরূপ বুঝা যায় না।

করোপুট করি দেবে, পশুপতি পদ সেবে,
প্রসন্ন হইলা শূলপাণি।
সঙ্গে করি দেবগণ সিন্ধুতটে ত্রিলোচন,
কালকট দেখি অনুমানি॥
করেতে করিয়া কুর, * তুলি নিল হল হলাহল,
*খেভিষ্ঠুত দিলো নাগগণে।
অঞ্জলি করিয়া নিলো, বদনে ফেলিয়া দিলো,
পান করি বসিল ধেয়ানে॥
গোলকনাথের পদ ধ্যান করি অবিরত,
হৃদিগত তমো করি নাশ।
মনসামঙ্গল নাম, কাব্যরসে অনুপম,
বিরচিলো কবি কালিদাসে॥

নববধূবেশে শ্বশুরালয় যাত্রার সময় বেহুলার রূপ ও বেশ বর্ণনা,—

"গমনে হইল ত্বরা, কাহারে৴ জোগায় দোলা,
যাত্রা করে বালা-নখিন্দর।
বেহুলার করে ধরি, যতেক বণিক নারী,
বসাইল বালার গোচর।
বালির অঙ্গের আভা, কনক চম্পক কিবা,
মদনমোহন কিবা জিনি।
ধূমযোজন* মাঝে, যেন মেঘ ছাতি সাজে,
চিকুরে সিন্দুর সীমন্তিনী॥
বদন নবীন ইন্দু, আঁখিযুগ মকরন্দ,
কাজলে উজ্জ্বল অতিশয়।
নাসাএ বারণ মতি, হীরায় জড়িত তথি,
শ্রবণে কুণ্ডল মণিময়॥
কপালে সিন্দুর মাঝে, মলয়জ রেখা সাজে,
জেন হৈম সূর্য্যের সঙ্গম।
সভে হেরি তেজি লাজ, অন্ত জলে কিবা কাজ,
শঙ্করের হয় মতি ভ্রম।।"

* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলির অর্থবোধ হইল না।

† কাহার—যানবাহক বা বেহারা, বর্দ্ধমান ও বীরভুম জেলার বিশেষ প্রচলিত।

বাসরঘরে সর্পদংশনে নখিন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলার শোক,—

"কান্দে বালি করিয়া বিলাপ।
ললাটে হানিয়া কর, অঙ্গ এড়ি অনাদর,
উপজিল বিষম সন্তাপ ॥
পড়িয়া কাম্বপি* তলে, ভাসিল নয়ান জলে,
ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল।
পড়িছে আনন মাঝে, জেন দেখি দ্বিজ-রাজে,
শোভিত করএ কলেবর ॥
শোকে বালি নহে স্থির, মঙ্গল কুণ্ডল চির,*
পড়িছে বদন ইন্দু ঢাকি।
সেই অতি অদ্ভুতে, জেন বিধু ব্যোমপথে,
কাদম্বিনী মাঝে হৈল ঢুকি ॥

দেবসভায় নৃত্য-নিপুণা বেহুলা;—

"মহেশ আদেশ পেএ, ধুবিনী চলিল ধেএ,
উপনীত বালির গোচরে।
ধুবিনী বলিল বাণী, আদেশিল শূলপাণি,
চল ঝাট নৃত্য করিবারে ॥
শুনিয়া ধুবিনী কথা, বলিছে বণিক-সুতা,
তব সঙ্গে যাব বহু দুর।
করিতে তাণ্ডব খেলা, হইবে অনেক বেলা,
কে মোর রাখিবে হেথা ভুর ॥
ধুবিনী বলিল বালি, চিন্তা না করিহ তুমি,
আমি ভেলা রাখিব নিশ্চয়।
আইস আমার সনে, চল শিব-সম্ভাষণে,
ভেলা বলি না করিহ ভয় ॥
এতেক শুনিয়া বাণী, হরষিত বিনোদিনী,
চলিল ধুবিনী সঙ্গ করি।
অতি হরষিত মতি, যায় রামা শীঘ্রগতি,
উপনীত শঙ্করের পুরী ॥

ভক্তি করি রূপবতী, প্রণমিল পশুপতি,
পশ্চাৎ বন্দিল দেবগণে।
ইন্দ্র ইন্দু প্রেতপতি, বায়ু-সখা সদা-গতি,
একে একে বন্দিল চরণে ॥
শিব বলে রূপবতি, কেবা তোর প্রাণপতি,
বসতি তোমার কোন দেশে।
কেবা তোর জন্মদাতা, কি কাজে আইলি হেথা,
কহ সত্য আমার সম্পাশে ॥
অগম্য দেবতা-পুরী, তুমি সে অবলা নারী,
কেমতে আইলি বিনোদিনি।
হৈয়া দণ্ড-প্রণিপাত, বলি কৈল যোড় হাথ,
নিবেদন শুন শূলপাণি ॥
অবনীতে চম্পাবতী, তথি বৈসে চন্দ্রপতি
কুলে শীলে ধনের ঈশ্বর।
হৈল তাহার সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
সেই হয় মম প্রাণেশ্বর ॥
প্রথম বাসরে পতি, পদ্মার পন্নগে ঘাতি,
শোক-লাজে মনে অভিমানী।
পতি প্রাণ দান আশে, জলে ভাসি ছয় মাসে,
পদ্মার উদ্দেশে আসি আমি ॥
সদয় হইএ মোরে, দান দেহ প্রাণেশ্বরে,
তুমি প্রভু জগত ঈশ্বর।
ভণে কবি কালিদাস, গৌড় দেশে যার বাস,
বিরচিল মনসা-মঙ্গল ॥"

"নমো নমো নারায়ণ দেব বিশ্বনাথ।
পরম পুরুষ তুমি জগতের তাত ॥
নমো নমো মহাদেব দেব পঞ্চানন।
সৃষ্টি স্থিতি আদি তুমি প্রলয় কারণ ॥

কি বলিতে পারি আমি মনিষ্য যুবতী।
সদয় হইএ মোর দান দেহ পতি॥
এতেক বলিয়া রামা পড়িল চরণে।
উঠ উঠ করিয়া রহিল ততক্ষণে॥
সন্তুষ্ট হইয়া বলিলা বিশ্বনাথ।
পদ্মাবতী সংহারিল তোর প্রাণনাথ॥
আমার তনয়া হয় সেই বিষহরি।
জিয়াব তাহার হাথে বলি সত্য করি॥
কোন্ দোষে সংহারিল তোর প্রাণনাথ।
তব পতি জিয়াইয়া দিব তোর সাথ॥
কিন্তু নাট্য কলাবান শুনহে সুন্দরি।
নৃত্য কর সভা মাঝে বণিক কুমারী॥
বালি বলে নৃত্য হেতু করো না আদেশ।
কেমনে করিব নৃত্য নাহি নাট্য-বেশ॥
এতেক শুনিয়া হর চান ইন্দ্র পানে।
স্মরণ করিল ইন্দ্র বিদ্যাধরীগণে।
বাসব স্মরণ করে জানে বিদ্যাধরী।
নিজ যন্ত্র সঙ্গে করি আইলা শিবপুরী॥
বিদ্যাধরী দেখিয়া বলিল পুরন্দর।
বালি নৃত্য করিবেক শিবের গোচর॥
কিন্তু তার সঙ্গে কিছু নাহি অলঙ্কার।
নিজ আভরণ দিয়া বেশ কর তার॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বিদ্যাধরীগণে।
আভরণ দিতে গেল বালির সদনে॥
ইষ্ট-কথা আলোচনে পরিচয় হৈল।
গলাগলি করি সবে কান্দিতে লাগিল॥
ইন্দ্র বলে ক্রন্দনে মজিল সর্ব্বজন।
ঝাট বেশকর পাছে কোপে ত্রিলোচন॥
ইন্দ্রের বচনে তারা শোক তেজি দূরে।
চিরুণী ধরিয়া বেণীর চিকুর বিচরে॥
গোলকনাথের পদপঙ্কজ-স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভণে॥

বিম্বাধর ধনী, ধরিয়া চিরুণী,
চিকুর বিচর করি।
চাঁচর চিকুর জিনিয়া চামর
যেমত জীমত :সারি॥
বান্ধিল লোটন * * * *
লোটনে পাটের থোঁপা।
কনকের সূতে বিনির্ম্মিত তাতে
তথি শোভে হেম ঝাঁপা॥
সিন্দুর কপালে ঝল্ ঝল্ করে,
যেমত কিরণপতি।
দিল শ্বেত বিন্দু যেন দেখি ইন্দু
উদিত হইল তথি॥
নয়ানে কাজল নাশাএ বেসর,
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে।
মণি রত্নহারে তুলি গলে পরে
গিয়াএ কাঁচলি ভালে॥
ভুজে টাড় * পড়ি, অঙ্গুলে অঙ্গুরী,
পড়িল* যাহা যেখানে।
সাজিল সুন্দরী . মুনি-মনোহারী,
আর যত দেবগণে॥
ঈষদ্ নয়ানে চাহে যায় পানে;
সেই হত কাম-বাণে।
আসিয়া সভাতে, বন্দে ভূতনাথে,
আর যত দেবগণে॥
সঙ্গে বিদ্যাধরী নানা বাদ্য করি,
নৃত্য করে রূপবতী।
আচ্ছাদিয়া অঙ্গে কত করে রঙ্গে
থমকে থমকে গতি॥

* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি বর্দ্ধমানের উচ্চারণসুলভ বানানে লিখিত, সুতরাং টাড় (তাড়), পড়ি (পরি), পড়িল (পরিল) রূপে শুদ্ধ করা হইল না।—সা॰ প॰ প॰ সং।

বঙ্কিম নয়ানে চাহে যার পানে,
তার মন করে চুরি।
মোহন মূরতি ছলে কত ভাতি,
নৃত্য করে বিস্তাধরী॥
বসনে বদন চাপি ঘনে ঘন
চঞ্চল নয়ানী ধণী।
দেখি দেবগণ কামে অচেতন,
বিশেষতো শূলপাণি॥"

আমি কবি কালিদাসের রচিত মনসা মঙ্গলের যে হস্ত লিখিত পুঁথি খানি পাইয়াছি, তাহা সন ১২২০ সাল, শকাব্দ ১৭৩৫, তারিখ ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ছয় ঘড়ির আমলে বর্দ্ধমান জেলা, কাণাডাঙ্গা-নিবাসী মনোমোহন গোস্বামীদ্বারা নকল করা শেষ হইয়াছে।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, সাহিত্য-পরিষৎ দুই শত বৎসরের প্রাচীন এই অপ্রকাশিত গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করিতে যত্ন করিবেন। মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিলে, দেহুড়-দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে আমরা এই গ্রন্থের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত রহিলাম।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি

আমরা বাল্যকালে যখন দুই চারিজন সমবয়স্ক একত্র বসিয়া অবসর-কাল যাপন করিতাম, তখন পরস্পর পরস্পরকে হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করিয়া, ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া, বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতাম। কেবল যে কতিপয় শিশুর মধ্যেই এই ব্যাপার আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, বর্ষীয়সী রমণীগণও প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আহূত হইতেন এবং বালকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় কখনও জয়ী হইয়া বা পরাজিত হইয়া, তাঁহারাও এক অনাবিল আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

অধুনা যেন দেশ হইতে হেঁয়ালীর আলোচনা হ্রাস পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখনকার দিনে শিশুগণের নিকট হেঁয়ালির চর্চ্চা বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় না। আজ কালকার গৃহিণীগণও হেঁয়ালিতে এক অশ্লীলতার অথবা বর্ব্বরতার পূতিগন্ধ অনুভব করিতেছেন। আমাদের জাতীয় ক্রীড়াগুলি ক্রমেই অনাদৃত হইয়া তাহার স্থানে বহুব্যয়-সাপেক্ষ পাশ্চাত্য-ক্রীড়া প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। যে স্থান যত অধিক পরিমাণে সভ্যতা-দৃপ্ত, সেই স্থানেই ব্যয়ভারমুক্ত দেশীয় ক্রীড়ার তত অধিক অনাদর এবং ব্যয়বহুল ক্রিকেট্, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি পাশ্চাত্য ক্রীড়ার সমধিক আদর পরিলক্ষিত হয়। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিতে পারি না; তবে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকগণ ঐ সকল ক্রীড়ার উপাদান-সংগ্রহের জন্য যখন সাধারণ ভদ্রলোকগণের দ্বারস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে অর্থ-সাহায্য-প্রদান করিতে অনেকেই বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

উপস্থিত ঐ সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত উহার সামান্য সংস্রবও আছে মনে, করিয়া সামান্যমাত্র আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক যে ভাবে নির্ব্বাসিত হইতে চলিয়াছে, এ দেশের খাঁটি মৌলিক হেঁয়ালিগুলিও সেই ভাবে বিস্মৃতির গর্ভে নিহিত হইতে যাইতেছে। এ সময় উহার উদ্ধার-সাধনে অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে চাহিলে, হয়ত এই হেঁয়ালিগুলি অনেক সাহায্য করিলেও করিতে পারে। সাহিত্য-পরিষৎ অনেক স্থানের হেঁয়ালি প্রকাশ করিয়াছেন। আজ আমি মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম।

আমার মনে হয়, এই সকল হেঁয়ালি-চর্চ্চা শিশুদিগের পক্ষে একবারেই নিরর্থক নহে। ইহাতে তাহাদিগের অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধিত হয়। আজ-কাল অনেক শিশুপাঠ্য কাগজেই ধাঁধা প্রকাশিত হয়। বিলাতী বড় বড় মাসিকেও ধাঁধা প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইহাতে শিক্ষালাভের সহায়তাই হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি আমাদের দেশের অশিক্ষিত

বা অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মস্তিষ্ক-প্রসূত হেঁয়ালিগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত যতগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পরিষদে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলাম। এই সকল হেঁয়ালি জাতীয় সাহিত্যে সযত্নে রক্ষিত হইবার সামগ্রী। এক একটী হেঁয়ালিতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল স্থানের হেঁয়ালি সংগৃহীত হইলে, ভবিষ্যতে সাহিত্য-পরিষদের যত্নে সেগুলি সুবিন্যস্ত ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারে। ভরসা করি, পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী বহু সদস্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, নষ্টপ্রায় হেঁয়ালিগুলির উদ্ধার সাধন করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতে পারেন।

১

সাজালে সাজে, বাজালে বাজে,
কি ফুল ফুটেছে বাজারের মাঝে। (হাঁড়ী)

২

পা করে তার খসর মসর
পাত করে তার কেণী,
ফুল করে তার লাল তামাসা
ফল করে কুস্তনি। (শিমুল)

৩

রিঙ্ রিঙ্ এ তিন শিঙ এ
পাত রাঙ্গা ফল খাঙ্গা। (পানিফল)

৪

এক পেছে তার হাড়ে গোড়ে,
এক পেছে তার বাঁতি,
আমার শ্লোক যে বল্‌তে পারে,
সে মজুমদারের নাতি। (ডুলি)

৫

বনে থেকে বেরুল টিয়ে,
লাল গামছা গায়ে দিয়ে। (পলাণ্ডু)

৬

ইনে ইনে ইনে,
তার কাঁকাল ক্ষিন্ ক্ষিনে,
ইনে যখন মনে করে,
গোটা মানুষ খাড়ে করে। (খড়ম)

৭

কাল কাল ভোমরা কাল ঘাস খায়,
রাত হ'লে ভোমরা খোয়াড়ে লুকায়। (কাঁচি)

৮

কাল কাসিন্দের মাঠে রে ভাই কাল হরিণ চড়ে,*
রাজার বেটার সাধ্য নাই যে ধরে খেতে পারে।
(উকুন)

৯

হাঁড়ার উপর হাঁড়া, তাতে নীলকমলের দাঁড়া,
তাতে কালমেঘের জল, তাতে বিনাদুধের দই,
এমন দোয়াল কই? (নারিকেল)

১০

মামাদের বাছুরটি, খড় খাবার অসুরটি।
(উনান)

১১

হোক্কা ফেচাঙ্ ফুল ঝিঞ্জে,
আছে বাগীচা নাই ছিঞ্জে। (ছায়া, আলিপনা)

১২

মামারা পালিয়ে গেল,
পাঁচটা আঙুল ফেলে গেল। (খসি)

১৩

মামাদের গড়ানে খাট, বত্রিশটা কলাগাছ,
একখানি পাত। (মুখ, দাঁত, জিহ্বা)

১৪

পাতাটি ঢোলা, ফলটী কুঁজো,
তাতে হয় দেবতা পূজো। (কলা)

১৫

বনে থেকে বেরুল দূতী,
দূতী বলে আমি ভাতে মুতি। (লেবু)

১৬

কহ কহ মাধবী হেঁয়ালীর ছন্দ,
গোঁজলা দিয়ে ঘর পালাল,
গেরস্ত থাকল বন্ধ।
[গোঁজলা—জাল, ঘর—জল, গেরস্ত
(গৃহস্থ)—মৎস্য]

১৭

তুমি থাক ডালে, আমি থাকি জলে,
দুজনে দেখা হবে মরণের কালে।
(তেতুল ও মৎস্য)

১৮

ছেলের পেট গুড় গুড় করে,
ছেলের মাথায় আগুন জ্বলে। (হুকা)

১৯

চারটি খড়া উপুর* করা,
তার ভিতরে মধু ভরা। গরুর বাঁট)

২০

একর পুরের পাখটি, টেকর পুরে চড়ে*
হরিশ্চন্দ্রপুরে ধন্না দেয়, লক্ষ্মীকান্তপুরে মরে।
(উকুন)

২১

সথ সথ দুটো দাঁড়া, (পদদ্বয়)
তার উপরে ভাতের হাড়া, (উদর)
তার উপরে খুক্-খুকুনি, (বক্ষঃ)
তার উপরে ফুস্-ফুস্‌নি, (ফুসফুস্)
তার উপরে শোঁ-শোঁয়ানি, (নাসিকা)
তার উপরে ঢুলঢুলুনি, (চক্ষু)
তার উপরে থাও কিসে, (কপাল, অদৃষ্ট)

* * *

তার উপরে বেউল বাঁশ—(কেশ)
তার উপরে চড়ে, হাস · (উকুন)
(এইগুলির সমবায়ে গঠিত মনুষ্য)

২২

পেট কাটা পিঠে কুঁজ, দাড়ীবেয়ে পড়ে পুঁজ।
(ঘরের চাল)

২৩

রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা
এক কথায় যে বল্‌তে পারে,
সে ম মদারের বেটা। (কুঁচ)

২৪

বুন্‌তে গোল মরিচ, তুল্‌তে দড়া। (পুঁইডাটি)

২৫

এক পেখের (পাখীর) বারটি ডিম,
চারটী নরম চারটী গরম, চারটী কালা হিম।
(বৎসর,—বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর
প্রত্যেকটীর চারিটি মাস)

২৬

একশ আটটী কন্যা, একটী তার বর,
কন্যার নাম হরিপ্রিয়া স্থত নগরে ঘর।
(হরিনামের মালা)

২৭

আতা আতা আতা,
পৃথিবীর মধ্যে দুইটী আছে পাতা।
(চন্দ্র ও সূর্য্য।)

২৮

আইবড় থাক্‌ল মা,
বিটি গেল শ্বশুর গাঁ। (খেলার পুতুল)

২৯

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
গলায় পৈতে বামুন নয়। (চড়কা*)

৩০

এক জীব তার আশী মাথা,
শুনে যা মজার কথা। (নৃমুণ্ডমালিনী কালী)

৩১

কাঁচাতে মাণিকের ফল, সর্ব্বলোকে খায়,
পাক্‌লে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়। (ডুমুর)

৩২

ফেল্‌তে মসুরী, তুল্‌তে ঢেলা। (বেগুন)

৩৩

মামাদের পুকুর টলমল করে,
একটি কুটা পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ করে। (চক্ষু)

৩৪

হাত নাই তার, পা নাই তার,
নাইকো দুটো কাণ,
চলে যায় নাড়ুয়া সন্তান। (কেঁচো)

৩৫

হেঁচক কোঁচক তুলছে মাটি,
ছয় চোখ তার তিন পুঁকৃটি।
(লাঙ্গল ২টী বলদ ও কৃষাণ)

৩৬

এক বুড়ী ডুবে মরে, দুজনেতে তুলায় তারে।
(মিনি)

৩৭

বনে থেকে বেরুল বুড়ী, বুড়ীর পা আঠারকুড়ি।
(কানকুটারী)

৩৮

কি আশ্চর্য্য দেখে এলাম দামোদরের ঘাটে,
মড়াতে আহার করে, জেয়ন্ত তার পেটে।
(মৎস্য ধরা ফাঁদ বিশেষ। এখানে "বিত্তি"
নামে অভিহিত)

৩৯

এক শোন বাঙালের কথা,
ডুব দিতে নেমেছে বাঙাল
ডাঙায় থুয়ে মাথা। (হুকা ও কল্‌কে)

৪০

আকাশের সমান দড়া, বিনি কুমারের হাঁড়া,
বিনি দুধের দই, এমন গোয়াল কই।
(নারিকেল)

৪১

তেল চুক্‌ চুক্‌ পাতা, তার ফলে ধরে কাঁটা.
তার বীজ গোটা গোটা, তায় হাতে লাগে আঠা,
তা খেতে বড় মজা। (কাঁটাল)

৪২

এখান থেকে ফেল্‌লাম দড়া,
দড়া গেল সেই বামুন পাড়া। (শঙ্খ)

৪৩

এক লাথে পেট ভরে। (দোণ)

৪৪

দেয়ত আনিস্‌নে, না দেয়ত আনিস্‌।
(লাঙ্গল ও মই)

৪৫

পেটে খায় পিঠে হাঁটে। (নৌকা)

৪৬

বড় হয়ে ছোটকে দণ্ডবৎ করে।(ঘড়া ও ঘটী)

৪৭

লোটুম লুটুম চড়োটি, কোন্ কুমারে গড়েছে,
তাতে মাণিক মুক্তো ভরেছে। (ডালিম)

৪৮

হলুদে ডুবু ডুবু বিনোদিনী রাই
ধরিয়ে চুমোখেয়ে কাঁদায়ে পলায়। (বোল্‌তা)

৪৯

আখের ভুয়ে পেখের বাসা,
ডিম পেড়েছে থাসা থাসা,
ডিমেতে তা দেয় না,
আর মত ছা হয় না।

৫০

আংটা আংটা আংটা,
ছোটতে কাপড় পরে,
বড়তে নেংটা। (বাঁশ)

৫১

রাজার বেটা মদন হাঁস,
খায় খোলা ফেলায় শাঁস। (চাল্‌তে)

৫২

এমন বেটা জে'ঠ
যে কপাট মারে এটে। (শামুক)

৫৩

চারি চাল তার,
একটী খুঁটি। (শুশুনি শাক)

৫৪

গায়ে রোম নাই চারটে পা,
কথায় ফেরায় বাদ্‌শা। (টিক্‌টিকি)

৫৫

এমন বেটা বীর, রাজার পাতে—
বসে মারে ক্ষীর। (মাছি)

৫৬

লতা লতা লতা,
সব থাক্‌তে খান চখের মাথা। (ঘুম)

৫৭

সুন্দর বরণ তার কুণ্ডল চরণ,
যশোদা দৈবকী নয় গর্ভে নারায়ণ। (রথ)

৫৮

হাটের আগে বিকুই কি? (কথা)
সকলের আগে খায় কি? (মাতৃদুগ্ধ)

৫৯

আয় ঘুঘু, যায় ঘুঘু,
জল বেখে দাঁড়ায় ঘুঘু। (ঝুতা)

৬০

কাল আমাকে মেরেছিলে,
সয়ে ছিলাম আমি,
আজ আমাকে মার দেখি
কেমন বট তুমি। :(হাঁড়ী)

৬১

জলের তার জন্ম, ডেঙায় তার কর্ম্ম,
সুডাক ডাকে, গায়ে তার মাস নাই
বিধাতার পাকে। (শঙ্খ)

৬২

পেট কাটা, পিঠে কুঁজ,
এমন জিনিস কিবা বুঝ। (কড়ি)

৬৩

মা বেঁড়ে, বাপ বেঁড়ে,
ছেলে বেড়ায় লেজ নেড়ে।
(ভেক ও ভেকশিশু)

৬৪

ছয় পা ভরে চেয়ে চলে,
দুই মুখ তার একে বলে,
শুন রাজা ভূঙ্গ, দুই পুক্‌টি এক নেজ। (লেজ)
(অশ্ব ও আরোহী)

৬৫

ফল পড়ছে গণ্ডা গণ্ডা,
ফলটি খেতে ভারী ঠাণ্ডা,
আটি নাই তার নাইক খোসা,
ঐ ফলটী ভারী খাসা। (শিলা)

৬৬

এক বেটা পেয়াদা,
ভাত খায় জেয়াদা,
তরকারী খায় কম,
মুতবার এক জন। (ঘানি)

৬৭

আগে যায় ফিরে চায়
ওটি তোমার কে ?
ওর বাপে আমার বাপে
শ্বশুর জামাই যে,
তোরা বুঝে দেখে নে।   (মা ও ছেলে)

৬৮

কাল বউএর কপালে চিক্
জামাই এলে করে হিত।   (মাষকালাই)

৬৯

ভাঙাঘরে ফকির নাচে।   (খই)

৭০

হলদে রাঙা পাখিটী
কঞ্চি কঞ্চি পা,
দূরে থেকে ভাব্‌কি দেখায়
চম্‌কে উঠে গা।   (বোলতা)

৭১

অর্জ্জুন গাছে বস্‌ল পেঁচা,
হাড় নাইক মাসের লেচা।   (জোঁক)

৭২

কুল কুল কুলেরি,
ভাদর মাসের ধুলোরি,
নেংটা হয়ে হাট যায়
পাক্‌লে সুন্দরী হয়।   (তেঁতুল)

৭৩

খড়িতে জড়াবড়ি, ফলে অধিবাস
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারমাস।   (পান)

৭৪

লাল ভুঁয়ে হয়না রে ভাই,
খিল ভুয়ে হয়,
খেলেও পেট ভরে না,
না খেলেও নয়।   (খড়কে)

৭৫

কলিকাতায় লাগ্‌ল আগুন,
নারিকেলবাড়ীতে উঠ্‌ল ধুম।   (হুকা)

৭৬

আগে হ'ল মুড়ি, তার পরে খই,
দেখ্‌তে শুন্‌তে হল সাপ,
বাপরে বাপ একি কাজ। (সাজনের* কোরক, ফুল, ডাঁটা)

৭৭

হাঁড়ীর ধলা, পাষাণের কালা,
লতা গাছের পাতা, দেঘ্‌লো (দীর্ঘ) গাছের কলা,
চার দ্রব্যে খেতে কেমন বল।
(চুন, খদির, পান, সুপারি)

৭৮

এক থাল সুপারি, গুণ্‌তে নারে ব্যাপারি।
(নক্ষত্র)

৭৯

আকাশের তারা, মধ্যে চেরা,
ভাঙ্‌লো জেলাপি, লাগ্‌লো জোড়া।   (কৌটা)

৮০

অলিঙ্গ বনে জন্ম তার, কলিঙ্গ বনে বাসা,
জিব কাটিয়ে তার কর্‌লে দুখান,
তবে তার মুখে বেরয় রাধাকৃষ্ণ নাম।
(কলম)

৮১

হাত নাই তার, পা নাহি তার,
নাহিক দুটো কান, নালায় নালায় বেড়ায়
আমার নাড়ুয়া সন্তান।   (কেঁচো)

৮২

এখান থেকে মারলাম ছুরি,
বাঁশ কাটলাম আঠার বুড়ি।   (ক্ষুর)

৮৩

থপ থপ থপিয়ে যায়,
লক্ষ্মী-প্রদীপ জ্বেলে যায়।
জোড় কুলো পাছুরে* যায়,
জোড় শঙ্খ বাজিয়ে যায়,
ঢোঁড় সাপ খেলিয়ে যায়। (হাতী)

৮৪

হেথা দিলাম থানা,
হয়ে গেল লতা,
ফুল নাই ফল নাই,
শুধু তার পাতা। (পান)

৮৫

এক বুড়ি তার দুই খুয়ারি,
টেনে এনে আছড়ে মারি। (পোঁটা)

৮৬

মাথায় বোঝা পোঙায় কাদা,
দাঁড়িয়ে আছেন রামহরি দাদা। (খুঁটি)

৮৭

বার হাত বল্‌দা তের হাত শিঙ্,
নাচে বল্‌দা ধাতিঙ্ তিঙ্। (দোণ)

৮৮

একটুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে,
পুঁটকিতে* হাত দিতে ফিক্ করে হাসে।
(সর্ষপ তৈলের প্রদীপের পলিতা)

৮৯

কোন্ কোন্ গাছে সাজন সাজে? শিমুল।
" " গাছে বাজন বাজে? শিরীষ।
" " গাছের শিরে কাঁটা? সিজু।
" " গাছের মাথায় জটা? তালগাছ।
" " গাছের মাথায় ঘা? সাজনে।
" " গাছে কুরে খা? খানিগাছ।
" " গাছে জোড়া ডাঁটা? বেলগাছ।
" " গাছের উল্টো কাটা? অল্লাগাছ।

৯০

যে মুখে খায় সেই মুখে হাগে,
কোন্ প্রাণী রেতে জাগে? (বাদুড়)

৯১

এখান থেকে কর্‌লাম দৃষ্টি,
ওই গাছটি বড় মিষ্টি। (ইক্ষু)

৯২

হাতীর মত শুঁড় তার হাতীত সে নয়,
বাঘ নয় ভালুক নয়,
মানুষের রক্ত খায়;
কোটাল নয় চৌকীদার নয়,
রেতে হাঁক দেয়। (মশক)

৯৩

ইরিং বিরিং চিড়িং চাঁই,
চোখ ডুব ডুব মাথা নাই। (উনান)

৯৪

একগাছে তিন তরকারী,
দাঁড়িয়ে আছে লালবিহারী। (সাজনে)

৯৫

বনে হতে বেরুল সাপ,
ধর্‌তে নারে বেদের বাপ। (বাঃকর্ম্ম)

৯৬

জলে তার জন্ম, কারিকরে গড়ে,
দেব নয় দেবাংশি নয় মাথার উপর চড়ে।
(সোনার মউর, মুকুট)

৯৭

একবুড়ি হাসে, একবুড়ি ভাসে,
একবুড়ি কাদায় পুঁকুটি* বসে। (হেলা)

৯৮

ও ছাওয়ালের মা,
তুমি কার ধোয়াছ গা?
ওর বাপ যার শ্বশুর,
সে হয় আমার সাক্ষাৎ ভাসুর। (ঘা)

৯৯

হোঁক বাবু কোঁক করে,
দাড়ী বেয়ে পুঁজ পড়ে। (ঘানি)

১০০

চুটুম্ পেট পাথরা। (খই)

১০১

হিং হিং হিং
আছ্ড়ালে ভাঙ্গেনাক
মরালের ডিম।*

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়

* মুরশিদাবাদের উচ্চারণ-সাদৃশ্য বজায় রাখিবার জন্য এই কবিতাগুলিতে চড়্যে (চরে), উপুর (উবুড়), সাজ্যে (সজ্যে), বিটি (বেটী), পাছুরে (পাছুড়ে), পুঁকুটি (পুঁটকি), ধোয়াছ (ধোয়াচ্ছ) প্রভৃতি শব্দগুলির বানান বদ্লান হইল না।—সা°প°প:স°।

তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি

বঙ্গের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই শিলালিপিখানি ইংরাজী ১৯১১ সালে কলিকাতা যাদুঘরে প্রদান করেন। তথায় ইহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও অদ্যাপি কোন শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয় নাই; কারণ, ইহা অত্যন্ত ভ্রম-প্রমাদসহ উৎকীর্ণ হওয়ায়, ইহার প্রচার করিতে কাহারও বিশেষ যত্ন আকৃষ্ট হয় নাই।

এমন হইলেও, ইহা যখন তৃতীয় গোপালদেবের প্রশস্তি-ফলক বলিয়া কথিত, তখন ইহার যথাসম্ভব প্রচার আবশ্যক বোধে, আমি ইহাতে আমার অযোগ্য হস্ত ক্ষেপণ করিলাম। ইহা তৃতীয় গোপালের স্বামিত্বসূচক একমাত্র নিদর্শন ও তৎসংক্রান্ত কাহিনী ইহাতে যাহা আছে, রামচরিত-প্রসিদ্ধ-কাহিনী হইতে তাহা নূতনত্ব-যুক্ত। ইহার যথা-সম্ভব বর্ণনা, পাঠোদ্ধার ও অর্থ ইত্যাদি পাঠকগণের নিকট উপস্থাপন করিতেছি।

শিলাখানি ১০$\frac{1}{8}$″×৭″ ইঞ্চি পরিমিত। ইহা একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর। ইহাতে ১১টি পংক্তি আছে। যে অক্ষরে ইহা উৎকীর্ণ, তাহাকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর বলে; সুতরাং ইহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপি। মৈত্রেয় মহাশয় ইহা রাজশাহী জেলায় মান্দা নামক স্থানে পাইয়াছেন। কথিত আছে, উত্তর বঙ্গই পালদিগের রাজস্থান, সুতরাং বলিতে পারা যায় যে ইহা যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহার অক্ষরাকৃতিই লিপিস্থ গোপালকে তৃতীয় গোপাল বলিয়া বিবেচিত করিতেছে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুত অক্ষয় বাবু ও কলিকাতা-যাদুঘরের শ্রীযুত রাখাল বাবুও তদ্রূপ বিবেচনা করেন বলিয়া আমি অবগত আছি। ইহাতে পাঁচটি পদ্য ও সর্ব্বশেষে সামান্য একটুকু গদ্য আছে। পদ্যগুলির মধ্যে প্রথমটি নান্দী। অপর চারিটিতে ইহার বিষয়টি সন্নিবেশিত। বলিয়াছি ইহা অত্যন্ত প্রমাদ সহকারে উৎকীর্ণ; সুতরাং ইহার কি নান্দী, কি বিষয়,—কিছুরই বিশদ রূপে অর্থগ্রহ করিবার জো নাই, তবে উপস্থিত-ক্ষেত্রে আমি ইহার যেটুকু বুঝিয়াছি, (নান্দী বাদে) তাহার মর্ম্মার্থ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। পাঠকগণ ইহার পাঠ, পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন।

মর্ম্মার্থ,—শ্রীমান্ গোপালদেব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গমন করিলে পর, তাঁহারই ভৃত্যায়মান (পাদধূলিঃ) মিজুং(?) নামক কোন এক জন যোদ্ধা নিজেই যেন বলিতেছেন যে, তিনি শুভদেবের পুত্র ঐড়দেব নামক কোন এক রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। এই পরাজিত ও নিহত ঐড়দেবও বিশেষ সুখ্যাতির সহিত (প্রাপ্য চন্দ্রকিরণামলং যশঃ) সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ঐড়দেবের অনুগতগণকর্তৃক প্রশংসিত-ব্যবহার ভাবক দাস নামক এক জন দানশূর সেই রণক্ষেত্রেই (দগ্ধা যত্র মদোদ্ধতাঃ) এই শিলালিপিখানি উৎকীর্ণ করাইয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। রাত্তোক নামক এক ব্যক্তি ইহার লেখক।

বোধ হয়, ইহাদ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা একটি যুদ্ধ-জ্ঞাপিকা প্রশস্তি-লিপি। ঐড়দেবের সহিত মিজুং(?)-এর যুদ্ধ-সংঘটন-কাহিনীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার

অনুবাদ ॥

(১ম শ্লোক) শম্ভুর জটাভার যাহা শালিধান্যের শীর্ষসমূহের বর্ণসমবায়ের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ সুতরাং দেখিতে অতি লোচন-লোভনীয় এবং যাহার অনেক অংশ কুন্দ ধবল (জটাস্থ) গঙ্গাতরঙ্গসমুত্থিত শীকররাশিতে সুশোভিত ও বালচন্দ্রে বিভূষিত, তাহা (তোমাদের) অনন্ত মঙ্গল করুন।

(২য় শ্লোক) শ্রীমান্ গোপাল দেব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া যখন স্বর্গ গমন করেন, (তখন) তাঁহারই পাদধূলির তুল্য মিজ্জুং(?) [নামে] প্রসিদ্ধ আমি ... তীক্ষ্ণ শর শত দ্বারা ... কৃতজ্ঞ রাজা ঐড়দেব স্বর্গগমন করেন।

(৩য় শ্লোক) শুভদেবের পুত্র (ঐড়দেব, যুদ্ধ হইতে চন্দ্রকিরণধবল যশঃ উপার্জ্জন করতঃ দেবতা হইয়া গিয়া স্বর্গসুন্দরীদিগের কটাক্ষের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।

(৪র্থ শ্লোক) তাহার পর সেই শ্রীমান্ ভাবক দাস জয়যুক্ত হউন। যাঁহার ব্যবহার ঐড়দেবের অনুগতজনেরা প্রশংসা করিয়া থাকেন ও ধার্ম্মিকদ্বেষিগণের প্রতি (তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে) গলবস্ত্র হইয়া থাকেন এবং যিনি একজন বড় দাতা।

(৫ম শ্লোক) যেখানে মদোন্মত্ত (যোদ্ধৃবর্গ) শর-সন্ধানে দগ্ধ হইয়া ছিল ... ভাবক দাস কর্ত্তৃক সেইখানেই উৎকীর্ণ (এই শিলালিপি) শোভা পাইতেছে।

(গদ্যাংশ) রাহোক ইহা লিখিয়াছিল।

এখন এই লিপিখানি হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, মিজ্জুং(?) গোপালদেবকে প্রভু ভাবে মান্য করিয়াছে। গোপালদেব জীবিত না থাকিলেও মিজ্জুং(?) আপনাকে তাঁহার পাদধূলি বলিয়া গোপালদেবের প্রতি একটা অত্যুচ্চ সম্মান দেখাইয়াছে। এ সম্মানের অর্থ গোপালদেবকে স্বামী বলিয়া মানা। রামচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামপালপুত্র কুমার পালের দেহত্যাগের পর তদীয় পুত্র [তৃতীয়] গোপাল কোন দল-বিশেষের শত্রু বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাহারা কৌশল বিস্তার করিয়া গোপালকে মারিয়া ফেলে।(১) এই ঘটনার পর রামচরিত বলিতেছে

অথ তস্য রামনৃপতের্দনুসূদনাবতারস্য।
অপরঃ প্রজাপ্রমোদাঙ্কুরকন্দোনন্দনোঽয়মনুরূপঃ ॥

* * * *

অংভোধিমেখলায়া ভুবঃ প্রভুরভূদভিখ্যা মদনঃ ॥

অর্থাৎ "তাহার পর দানবমর্দ্দনের (নারায়ণের) অবতারস্বরূপ সেই রাম নৃপতির (রামপালের) অন্য মদন নামক ঠিক্ তাঁহারই অনুরূপ এক পুত্র বড়ই প্রজারঞ্জক বলিয়া আসমুদ্রক্ষিতির প্রভু হইয়া ছিলেন।

(১) অপি শত্রুয়োপায়াদ্ গোপালঃ স্বর্জগাম তৎসূনুঃ। রামচরিত—৪র্থ পরিচ্ছেদ - ১২ শ্লোক।

রাম চরিতের এই কথায় ইহাই নিরূপিত হয় যে, রামের পুত্র কুমারপালের ধারা কৌশলে বিনষ্ট হইলে, রামপালের অপর পুত্র মদন রাজা হয়েন। এখন এ কৌশল করিল কাহারা? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বতঃই যেন মনে হয়, ইহারা মদনপালের দলের লোক। বৈমাত্র কুমারপাল জ্যেষ্ঠ বলিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করার পর হইতেই মদনপালের মনে যেন একটা ঈর্ষা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে দলও জুটিয়া যায়। তাহার পর কুমারপালের মৃত্যুতে সে দলের বেশ সুবিধা হয় ও তাহারা কুমারপালের পুত্র গোপালকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মদনপালকে রাজা করে। এখন দেখা যাইতেছে, গোপাল-সম্বন্ধে রামচরিতের কাহিনী হইতেছে, তাহাকে কৌশলে হত্যা করা। আজকাল [তৃতীয়] গোপাল সম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধ কাহিনীও বটে। এই শিলালিপিখানি কিন্তু এই প্রসিদ্ধ কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র কথা বলিতেছে। ইহা বলিতেছে,—তিনি ("স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ") ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন; অতএব যেন মনে হয়, এই শিলালিপি যাহাদের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা মদনপালের দল হইতে স্বতন্ত্র দলের লোক। ইহারা গোপালকেই রাজা বলিয়া মানিত মদনকে নহে; সুতরাং পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, ইহা (তৃতীয়) গোপালের স্বামিত্বসূচক একমাত্র নিদর্শন, তাহা কতকটা বলা যাইতে পারে; কেন না, কুমারপালের মৃত্যুর পর মদনপালই যে বাঙ্গালার রাজা ইহারই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।(২)

এই লিপিখানি সম্বন্ধে একটি কথার কিন্তু বিশেষ মীমাংসা যেন হয় না। গোপালের শত্রু ঐড়দেবকে মারিয়া মিজুং(?) যে স্বর্গগত প্রভুর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিল ও তাহা আবার ভাবক দাসদ্বারা শিলোৎকীর্ণ করাইয়া জন সমাজে যে প্রভু-ভক্তিটা দেখাইল, ইহার সহিত কি গোপালের রামচরিত প্রসিদ্ধ গুপ্ত-হত্যার কোন সম্বন্ধ আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু প্রধান অন্তরায় ঐ সেই নূতন কাহিনী "স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ"। মিজুং(?) ত' দেখা যাইতেছে, গুপ্তহত্যারূপ গোপালের দুরদৃষ্টের কথা স্বীকারই করিতে চাহে না, অথচ তাহার এই ঐড়দেববধ করণ ব্যাপারে আপনাকে গোপালের পাদধূলিরূপে বর্ণনা করিয়া গোপালের স্বর্গগমনের কথার অবতারণা করিয়াছে। ইহার মীমাংসাই বুঝিতে পারিতেছি না।

আর একটি কথা বড়ই অমীমাংস্য। ত্রিদশপুরমগাদৈড়দেবঃ···কৃতজ্ঞঃ" ঐড়দেবের এ কৃতজ্ঞ বিশেষণ কেন? বধ যোগ্য ব্যক্তিতে ত এ বিশেষণ খাপ খায় না! তবে কি ইহা "কৃতঘ্ন" হইবে? কৃতঘ্ন হইলেও ত' গোল। যে কৃতঘ্ন সে ত' ঘৃণার পাত্র, তাহাকে আবার "প্রাপ্য চন্দ্রকিরণামলং যশঃ" বলিয়া প্রশংসা করা যায় কেমন করিয়া?

ভরসা করি, অপর কেহ এ শিলালিপিখানির উপর দৃষ্টিপাত করিবেন এবং এ সকলের মীমাংসা করিবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

(২) রামচরিত, জয়নগর-মূর্ত্তি-লিপি ইত্যাদি।

অ

বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে আপাততঃ সংস্কৃত হ্রস্ব অ-বর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত অ-বর্ণের লক্ষণ ও উহার পাশ্চাত্য-উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সংস্কৃত অ-কার ও বাঙ্গালা অ-কারের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই পার্থক্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, বর্ণমালার সংস্কার অথবা প্রচলিত বর্ণমালায় উচ্চারণ-সংস্কার হইতে পারিবে না। অন্ত বিশেষভাবে প্রমাণ করিব যে, বিভিন্ন প্রান্তে বাঙ্গালার অ-বর্ণের উচ্চারণে যে সমুদায় বিকৃতি ঘটিয়া, এখন এক প্রকার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, যদি তাহার পার্থক্য-সূচক এক একটী অক্ষর রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে, এক অ-কারই চারি পাঁচ প্রকার করিতে হইবে ; সুতরাং যাঁহারা বর্ণমালা-সংস্কারের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি এ বিষয়টী আরও ভালরূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

একজন গায়ককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়, বাঙ্গালায় "কালোয়াতী গান" নাই কেন ? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, বাঙ্গালার বর্ণমালার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে গান করিতে গেলে, গলা ভাল খেলে না বলিয়া হিন্দীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়া থাকে। আমি এই প্রবন্ধদ্বারা দেখাইব যে গায়কের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রধানতঃ অ-কারের উচ্চারণ-বৈষম্য বশতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে।

আমি বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রান্তের অ-কার-উচ্চারণে যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা ক্রমে বলিতেছি—

১। সন্নিহিত সবর্ণযোগে যে সন্ধির নিয়ম আছে, বাঙ্গালায় অ ও আ যোগে তাহা সর্ব্বত্র হয় না।

২। বাঙ্গালায় অ-কারের দীর্ঘ বা প্লুত উচ্চারণ আ হয় না। অন্যরূপ হয়।

৩। বাঙ্গালার অ-কারের প্লুত উচ্চারণ স্বতন্ত্র। কখন আ হয়, কখন অন্যরূপ হয়।

৪। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বশতঃ গায়কেরা স্বরালাপে বাঙ্‌লা গান করেন না।

৫। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-বশতঃ কোন প্রান্তে অ-কার ও-কারবৎ এবং ও-কার অ-কারবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

৬। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বশতঃ কয়েকটী স্বর-সান্নিধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

৭। বাঙ্‌লার কোনও প্রান্তে অ স্থানে হ এবং কোনও প্রান্তে হ স্থানে অ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

৮। বাঙ্গালার অন্ত্য অ-কার প্রায়শঃ উচ্চারিত হয় না।

যদি এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে, আমাদের বর্ণ-মালা-সংস্কার অথবা উচ্চারণ-সংস্কারের কোনটী আবশ্যক, তাহা স্থির করা যাইবে।

বাঙ্গালার এই বিকৃতির মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে প্রাচীন মতের আলোচনা করা উচিত মনে করি, অন্যথা রোগ আবিষ্কৃত হইলেও তৎ-প্রতিকার অসম্ভব হইবে।

প্রাচীন মতে অ-বর্ণ ১৮ প্রকার ; যথা,—

প্রথমতঃ তিনভেদ,—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ; ইহাদের প্রত্যেকটি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে তিন প্রকার। একুনে নয় প্রকার স্বর, অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে দুই প্রকার ; সুতরাং মোট অষ্টাদশ প্রকার হয়।

তন্মধ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ও এই তিন প্রকার অ-বর্ণ আজ আমাদের আলোচ্য। অ-বর্ণের এই তিন প্রকার-ভেদ উচ্চারণকালের স্থায়িত্ব অনুসারে হইয়া থাকে। এই কালের পারিভাষিক নাম 'মাত্রা'। হ্রস্বের মাত্রা ১, দীর্ঘের মাত্রা ২ এবং প্লুতের মাত্রা ৩। এই মাত্রা-কালের পার্থক্য থাকিলেও, তিন প্রকার অ-বর্ণই সবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আচার্য্য এই সবর্ণের লক্ষণ করিতেছেন,—"তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণং" (পা ১।১।৯ সিদ্ধান্ত সংজ্ঞা ১০) এতদর্থে টীকাকারগণের অভিমত,—

১। ভট্টোজি দীক্ষিত—"তাল্বাদিস্থানমাভ্যন্তরপ্রযত্নশ্চেত্যেতদ্দ্বয়ং যস্য যেন তুল্যং তন্মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাৎ।"

২। বাসুদেব দীক্ষিত—"আস্যং তাল্বাদি স্থানং, প্রকৃষ্টোযত্নঃ প্রযত্নঃ। আস্যঞ্চ প্রযত্নশ্চ আস্যপ্রযত্নৌ, তুল্যৌ আস্যপ্রযত্নৌ যস্য বর্ণজাতস্য তত্তুল্যাস্যপ্রযত্নং পরস্পরং সবর্ণসংজ্ঞকং স্যাৎ।"

৩। তত্ত্ববোধিনী—"ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি, প্রাক্ কাকলকাদাস্যং।"

অর্থাৎ বর্ণমালার মধ্যে যাহাদের উচ্চারণ-স্থান ও প্রযত্ন তুল্য, তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইয়া থাকে। এই মতানুসারে স্বরের অষ্টাদশ প্রকার-ভেদে সাবর্ণ্যের ব্যাঘাত হয় না ; কিন্তু পাণিনীয় শিক্ষা আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে, প্রযত্নের ভেদেও হ্রস্ব অ-কার ও দীর্ঘ অ-কারে সাবর্ণ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তন্মতে প্রযত্ন দুই প্রকার, যথা,—আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর-প্রযত্ন চারি প্রকার যথা, স্পৃষ্ট, ঈষৎ-স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত ; এতন্মধ্যে স্বরবর্ণের উচ্চারণে বিবৃত প্রযত্নের আবশ্যক হইয়া থাকে এবং কেবল হ্রস্ব অকারের প্রয়োগাবস্থায় সংবৃত ও প্রক্রিয়াবস্থায় বিবৃত উচ্চারণ দেখা যায়।

বাঙ্গালা অ-কারের মূল এই সংবৃতোচ্চারণ। এইজন্য এই বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে। অ-কারের বিবৃতোচ্চারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায়। বঙ্গদেশেও দীর্ঘ অ-বর্ণে বিবৃতোচ্চারণই হইয়া থাকে। হ্রস্ব অ-বর্ণের সংবৃতাস্য উচ্চারণে ওষ্ঠ সংবৃত করিতে হইয়া থাকে। এইজন্য কণ্ঠ্য অ-বর্ণ কণ্ঠৌষ্ঠে পরিণত হয়। দীর্ঘ অ-বর্ণে এই বিবৃতি ঘটে না, এইজন্য উহা বিশুদ্ধ কণ্ঠ্যই থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পাণিনির মতে অ-বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। আমরা এই আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

১। কণ্ঠ্য ও কণ্ঠ্যোষ্ঠ সবর্ণ হইতে পারে না। এইজন্ত "সবর্ণে দীর্ঘঃ" "সমান সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপং" এবং "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সকল সূত্রানুসারে দুইটী সংবৃতাস্তোচ্চারিত অ অথবা অ-কার ও আকার মিলিয়া সন্ধি হইতে পারে কি না, এই আপত্তির মীমাংসায় ভাষ্যকার অন্তপথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শব্দের দুইটী অবস্থা, একটী প্রক্রিয়া অবস্থা অন্তটী সিদ্ধাবস্থা বা প্রয়োগ। প্রক্রিয়া-দশায় হ্রস্ব অ-বর্ণের বিবৃতাস্তোচ্চারণ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতিমাত্র শব্দ প্রক্রিয়া-দশায় চিত্তে অবভাষিত হয়; সুতরাং এই অবস্থায় সবর্ণত্ব স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ করিয়া দণ্ড+আঢ়কম্ ইত্যাদি স্থলে সন্ধি করিয়া সিদ্ধ-পদটীকে প্রয়োগাবস্থায় আনিতে হয়। বাঙ্‌লার হ্রস্ব অ-বর্ণের প্রয়োগে এই প্রক্রিয়া-দশায় অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। এইজন্ত আমাদিগকে পূর্ব্বে বলিতে হইয়াছে যে, বাঙ্‌লায় অনেক স্থলে অ-কার ও আ-কারে মিলিয়া সন্ধি হয় না এবং ইহার উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, এই নিয়মেই বাঙ্‌লার কোন কোন প্রান্তে "কুশ আসনখানা নিয়ে আয়" এইরূপ বলিতে শুনা যায়। "তোমাগ আমাগ মধ্যে ও কথা খাটে না"। দ্বিতীয় উদাহরণটী যদিও অন্ত প্রান্তে "তোমাদের্ আমাদের্ মধ্যে" এই উচ্চারণবশতঃ সন্ধির আভাস পাওয়া যায়; তাহা কিন্তু অবর্ণের লোপবশতঃ। ইহার বিবরণ অগ্রে বলিব।

২। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্‌লায় হ্রস্ব অ-বর্ণ কণ্ঠ্যোষ্ঠ। এইজন্তই ইহা দীর্ঘাবস্থায় বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য আ-বর্ণে পরিণত হইতে পারে না। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর সংস্কৃতোচ্চারণ হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

যা তত্র স্যাদ্‌ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

এস্থলে যা-এর-আ-কার এবং সংযোগ-পূর্ব্ব ত ও ত্র র গুরু অ-কারের উচ্চারণ বঙ্গদেশে তুল্য হয় না। এস্থলে বাঙ্গালী "যা" বিশুদ্ধ কণ্ঠ্যোচ্চারণ করিয়া ত ও ত্র-র কণ্ঠ্যোষ্ঠ অ-কারটীকে টানিয়া বলিবে মাত্র; কিন্তু একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যা, ত, ত্র এবং স্যা স্থিত চারিটী অবর্ণের উচ্চারণ এক প্রকার করিবে। বাঙ্গালায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না; কিন্তু স্বভাবাগত প্লুত উচ্চারণে কণ্ঠ্যোষ্ঠ অ-বর্ণের গুরুত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। শিব বা হর নামক ব্যক্তিকে আহ্বান কালে ব ও র-এর অ-কারটাকে টানিয়া বলা হয়, কিন্তু আকারের ন্যায় উচ্চারণ হয় না। যেখানে শিবা, শিবে অথবা হরা ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হরির অপভ্রংশ 'হরিয়া' ও গুরুর অপভ্রংশ 'গুরা'র মত। তাচ্ছিল্য নিরঙ্কুশ।

৩। ও-কার কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্ণ। সংবৃতাস্ত অ-কার কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্ণ। দুইটির পার্থক্য এই যে, ও-কার-উচ্চারণে ঝাঁক ওষ্ঠে এবং অ-কার-উচ্চারণে ঝাঁক কণ্ঠে অধিক হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয়, এই কারণে বাঙ্‌লার কোন প্রান্তে অ-কারের অপভ্রংশ ও-কার এবং ও-কারের অপভ্রংশ অ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উদাহরণস্বরূপ রাঢ়ের মন স্থানে মোন, গণিয়া স্থানে গুণিয়া বা গুণে, পূর্ব্ববঙ্গের তোর স্থানে তর, মেদিনীপুরের দোকান স্থানে দকান, যোমাদের স্থলে তমাদের ইত্যাদি বলা যাইতে পারে।

৪। ওষ্ঠ-সাহচর্য্য-বশাৎ বাঙ্গালায় অ-কারোচ্চারণে আর এক প্রকার বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অ-কারের পর, ই-কার ও উ-কার উচ্চারিত হইলে, ওষ্ঠে আঘাত অধিক হয়। এইজন্য জলদ, সরল, কটক ইত্যাদির অ-কার ও নবীন, বধূ, অনুপমা, সুন্দরী ইত্যাদির ন, ব, অ এবং স-এর অকার তুল্য নহে। এমন কি নবীন-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অ-কারে উচ্চারণ-বৈষম্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। গণিয়ার গ-এর অকার গুণিয়াতে বিশুদ্ধ ওষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। এস্থলে অ-স্থানে উ হইয়াছে।

৫। বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ করিতে আস্য-সংকোচের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই জন্য বাঙ্গালা-গানে বিশুদ্ধ স্বরালাপ চলে না। বিশুদ্ধ স্বরালাপে মুখ খুলিয়া স্বর খেলাইতে হয়। ধ্রুপদ সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, সুতরাং এ বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

৬। অ-বর্ণ, কবর্গ ও হকার কণ্ঠ্যবর্ণ। কণ্ঠ্যত্ব-পুরস্কারে ইহারা পরস্পর সবর্ণ। এই সবর্ণত্ববশতঃ বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও অ স্থানে হ এবং কোথাও হ স্থানে অ উচ্চারিত হয়। এমনও দেখিয়াছি যে, কোন প্রান্তে খ স্থানে হ ও সেই হ স্থানে অ উচ্চারণ করে। উদাহরণদ্বারা বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে।

হা, হাঁ, হ, অঃ, অ এবং অয়্‌ এই কয়টী একই অর্থবোধক এবং একই শক্তিবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চারিত শব্দ। এতন্মধ্যে হা শব্দটীকে মৌলিক ধরিয়া আলোচনা করিব। পাণিনীয়া শিক্ষায় একটি কথা আছে,—

"যথাসৌরাষ্ট্রীকা নারী তক্রঁ ইত্যভিভাষতে।" মোলায়েম প্রকৃতিস্থ লোক শব্দোচ্চারণেও মোলায়েমত্ব প্রকাশ করে। ইহারই ফলে তক্রং তক্রঁ হইয়াছে। এই নিয়মে শান্তিপুরের আশপাশে হা হাঁ হইয়াছে। হা পূর্ব্ববঙ্গে হ হইয়া এবং (হ্‌+অ=হ, অ+হ=অঃ) হ স্থলে অঃ হইয়াছে। এই অঃ ক্রমে অ ও অয়-এ পরিণত হইয়াছে।

'দহ'—গর্ত্ত হইয়া যাওয়া। ইহার হসন্তাবস্থা দহ্‌ এই জন্য ইহার দঃ ও দ অপভ্রংশ দেখা যায়। 'এখন' শব্দের একন=এহন=এনে=অনে এইরূপ অপভ্রংশও আছে।

ভারতের সকল প্রান্তেই উচ্চারণকালে পদস্থিত শেষ অকার লুপ্ত থাকে। যথা—ভস্ম=ভসম্‌, কৃষ্ণ=কিষণ, জয়্‌, করণ্‌, কারণ। ইত্যাদি ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে উচ্চারিত হয়। এই অ লোপের হেতু আপাততঃ উচ্চারণ-সৌকর্য্য ব্যতীত অন্য কিছু অনুমিত হয় না।

আমরা এই সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত কয়টী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

১। ব্যাকরণের এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের অ-কারের উচ্চারণ ভ্রষ্ট নহে।

২। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

৩। বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবশ্যক বোধ হইলে, অ-কারের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইবে না। কয়েকটী শিক্ষাসূত্র এবং দুই একটী চিহ্ন সৃষ্টি করিলে অক্ষর ও উচ্চারণে পার্থক্য থাকিবে না।

(ক) প্রথম সূত্র—"অ" কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ।

বৃত্তি,—সংস্কৃত অ-কার প্রক্রিয়া দশায় কণ্ঠ্যবর্ণ। বঙ্গীয় অ-কারের প্রক্রিয়া দশায় তাহা হয় না, সুতরাং ইহা স্বতন্ত্রবর্ণ। আ কণ্ঠ্যবর্ণ। বাঙ্গালায় কথোপকথনে হ্রস্ব আ উচ্চারিত হয়। তাহা এই অ নহে।

(খ) অ বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে তিন প্রকার।

দীর্ঘ ও প্লুত অ-বর্ণের মাত্রা চিহ্ন থাকিবে। যথা—

।। ॥ ॥
যা তত্র স্যাৎ, ওহে হর, শিব

(গ) হ্রস্ব অ-বর্ণ একমাত্র। ইহার প্রথম অর্দ্ধমাত্রা কণ্ঠ হইতে ও দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা ওষ্ঠ-সংবৃতিবশতঃ উচ্চারিত হয়।

(ঘ) ই-বর্ণ ও উ-বর্ণ ব্যঞ্জন-ব্যবধানদ্বারা পরে থাকিলে; পূর্ব্বস্থিত অ-কারে ওষ্ঠত্বের প্রাধান্য হয়। যথা—যদু, নবীন, মধু ইত্যাদি।

(ঙ) রফলাযুক্ত শব্দের পরস্থিত অ-কারে ঘ সূত্রানুসারে কার্য্য হয় না। যথা—প্রতি, ক্রতু, আশ্রয়ী প্রভৃতি।

(চ) ওষ্ঠত্ব বিভাষা প্রাদেশিকে।

বৃত্তি—মন ও মোন, ভোর ও তর, দোকান ও দকান, উঠ্, ওঠ, অট্ ইত্যাদি।

(ছ) অন্তস্থিত অ-কার প্রয়োগে লুপ্ত হয়।

বৃত্তি—যেখানে হইবে না, সেখানে বিশেষ চিহ্ন থাকিবে। জল্ জলদ্, বিশেষ স্থলে যথা,—

(১) ঠিক তারই মত্ দেখিতে। (২) ওকাজে আমার মত্ নাই। এস্থলে 'মত' শব্দ দুইটী বিভিন্নার্থসূচক।

(জ) অন্ত্যসংযোগান্তে হয় না।

বৃত্তি—যথা শান্ত, ক্ষান্ত, কর্ণ, সুবর্ণ ইত্যাদি।

(ঝ) দীর্ঘত্ব সন্ধিতে বিভাষা। সংস্কৃত নিয়মে দণ্ড+অগ্র=দণ্ডাগ্র অথবা দণ্ড অগ্র। এরূপস্থলের দীর্ঘত্বের চিহ্ন "া"।

৪। হ স্থানে অ, অ স্থানে হ এবং ও স্থানে অ, অ স্থানে ও, যে সকল প্রান্তে প্রচলিত আছে, সে সকল স্থানে শিক্ষাদ্বারা উচ্চারণ সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই। শিক্ষা-দ্বারা সংস্কারের উদাহরণ সমাজে প্রচলিত আছে।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন

উৎকলদেশীয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের বর্ণনা এবং দুইটী শক্তিমূর্ত্তির আবিষ্কার

১। ৺পুরীধামে পুরুষোত্তম মন্দিরের অনুমানিক ৪ মাইল পশ্চিমে ৺লোকনাথ শিব। এই লিঙ্গ বারমাস জলমগ্ন থাকেন, কেবল শিবরাত্রির দিন সমুদয় জল তোলা হয় এবং ঐ দিবস প্রকাশমান হন। প্রবাদ এই যে, এখানে বারমাস যাত্রী ও লোকে বেলপত্রপুষ্পাদি যাহা দিয়া পূজা করে, তাহা পচিয়া নষ্ট কি দুর্গন্ধ হয় না। জলের উপরে একটি শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাহা প্রস্তরের মূর্ত্তি বটে।

২। কটক সহর হইতে ৫।৬ মাইল পশ্চিমে মহানদী ও তৎশাখায় পরিবেষ্টিত একটী প্রস্তরময় দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভু "ধবলেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান।

কিংবদন্তি আছে যে, কোন তস্কর এক কালগাভী অপহরণ করিয়া ধৃত হইবার আশঙ্কায় সমস্ত রাত্রি এই মহাদেবের আরাধনা করে, তাহাতেই কালদেব তুষ্ট হইয়া ঐ কৃষ্ণবর্ণা গাভীটিকে ধবলাকৃতি করিয়া দেন। এই কারণে মহাদেবের নাম "ধবলেশ্বর" বলিয়া খ্যাত হয়। আমাদের বঙ্গদেশীয় ৺তারকেশ্বর শিবের মাহাত্ম্যের ন্যায় এই শিবলিঙ্গের অতিশয় মাহাত্ম্য; এমন কি, লোকে কোন মানসিক করিয়া হত্যা দিলে "ধবলেশ্বর" মহাদেব তাহার মানস পূরণ করেন। তৎপরে সেই ব্যক্তি তাঁহাকে মানসিক বলদ-গাভী কিম্বা গাভী-বৎস ও অলঙ্কারাদি উপহার দেয়। এই শিবমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার দক্ষিণ দুই হস্তের এক হস্তে শূল ও অপর হস্তে ডম্বুর আর নিম্নে বাহন বৃষ এবং বামহস্তের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে চক্র ও নিম্নভাগে বাহন গরুড় দৃশ্যমান হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি "হরিহর" মূর্ত্তির সংযোগ বলিয়া আমার উপলব্ধি হইয়াছে। আরও অনেক প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে, তাহার কতক বুঝা যায় ও কতক কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

৩। ৺ভুবনেশ্বর মহাদেব,—ইঁহার মাহাত্ম্য স্বতন্ত্র বিবৃত করিলাম।

৪। "৺কপিলেশ্বর" মহাদেব,—জনশ্রুতি আছে যে, এই শিবলিঙ্গ কপিলমুনিকর্ত্তৃক স্থাপিত। অন্য অন্য শিবলিঙ্গ হইতে এই লিঙ্গের বিভিন্নতা এই যে, ইঁহার মধ্যে একটি ছিদ্র আছে। প্রবাদ এই যে, মহাদেব রাত্রিতে ঐ ছিদ্রদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেন। তাহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই শৈলদেবের নিকট অনেকে মানসিক করিলে সফল হয়, এ কথা সত্য, কাল্পনিক নহে।

৫। "৺পরশুরামেশ্বর",—এই শিবের মস্তকে দুই ভাগ স্পষ্ট দেদীপ্যমান। প্রবাদ এই যে, হরিহর একযোগে শিবরূপে এই লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। এ লিঙ্গ স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রত্যয় হইলেও হইতে পারে।

৬। "৺ভাস্করেশ্বর",—এই শিবলিঙ্গ বড়ই লম্বাকৃতি এবং মস্তকে পঞ্চ অঙ্গুলির দাগের ন্যায় দাগ আছে। কিংবদন্তি এই যে, এই শৈলদেব সূর্য্যদেবসহ মিলিবার বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। তখন ভুবনেশ্বর ইহার মস্তকে হাত দিয়া নিবারণ করিয়াছিলেন,সেইজন্য সেইরূপ দাগ হইয়াছে।

৭। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধানমণ্ডল ষ্টেসন হইতে ২॥০ কি ৩ ক্রোশ পশ্চিমে "মহা-বিনায়ক" নামে প্রসিদ্ধ এক শিবলিঙ্গ আছেন। ইঁহারও মাহাত্ম্য অতিশয় বিখ্যাত এবং লোকে এ স্থলেও মানসিক করিয়া থাকেন।

৮। "৺ভুবনেশ্বর",—স্থল গুপ্ত-কাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ কারণ এখানে কেশরীবংশীয় রাজাদের স্থাপিত বহু শিবমূর্ত্তি আছে; কিন্তু ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরমধ্যে আর একটী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন। জনশ্রুতি এই যে, ঐ ভুবনেশ্বর স্থল প্রাচীনকালে "একাম্রকানন" নামে খ্যাত ছিল এবং ঐ কাননে এই লিঙ্গই আদি লিঙ্গ ছিল। তৎপরে ভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রাদুর্ভাব হয় ও কেশরীবংশীয় জনৈক প্রতাপান্বিত রাজাকর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৯। এই ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রে "কেদারগৌরী" নামে যে অংশ আছে, তথায় "৺কেদার-নাথের" মূর্ত্তি কাশীধামের ৺কেদারনাথের মূর্ত্তির ন্যায়। আয়তনে কিছু কম হইবে। এই শিবলিঙ্গও স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১০। এই ভুবনেশ্বর মন্দিরের এক স্থলে অনেক শক্তিমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। তন্মধ্যে দুইটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অবশ্য স্থানীয় লোকে এবং পাণ্ডারা ঐ দুই মূর্ত্তির দুইটি পৃথক্ নামে অর্থাৎ "কাপালিনী" এবং "কৃশোদরী" এই দুই নামে পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ঐ দুই শক্তিমূর্ত্তিকে "তারা' মূর্ত্তি বলিয়া জানিয়াছি। আমাদের এদেশে তারামূর্ত্তির দক্ষিণে দুই হস্ত ও বামে দুই হস্ত এবং উদর বড় হইয়া থাকে; কিন্তু এই মূর্ত্তির দক্ষিণে তিন হস্ত, তাহার একটিতে খড়্গ, একটিতে চক্র ও আর একটিতে আশীর্ব্বাদ; আর বামে একটিমাত্র হস্তে কাটামুণ্ড, গলে মুণ্ডমালা আছে এবং শয়িত শিবোপরি দণ্ডায়মানা আছেন। প্রভেদমাত্র এই যে, উদর একেবারে পাতখোলার ন্যায় পাতলা।

এই ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রে যেমন বহু শিবমূর্ত্তি (কতক স্বয়ম্ভু ও কতক স্থাপিত) দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ আরও অনেক দেবীমূর্ত্তি আছে। তাহা আমাদের দশভুজামূর্ত্তির ন্যায় সুতরাং সে সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; তবে আমার এই বক্তব্য যে ৺কাশীধামে ও পুরীধামে আমি যে নৃসিংহমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়াছি, সে সমস্ত মূর্ত্তিতেই নৃসিংহের এক হস্ত প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপিত এবং অপর হস্ত হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিতেছে এইরূপ আছে। ৺ভুবনেশ্বরের রন্ধনশালায় নৃসিংহ অবতারের কোলে লক্ষ্মী বসিয়া আছেন, এইরূপ প্রস্তরের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এরূপ মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দেখি নাই।

৺বরদাপ্রসন্ন সোম রায় বাহাদুর।*

---

* এই ভক্তিমান প্রাচীন লেখকের কিছুদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে।

বাঘাইর বয়াত

ময়মনসিংহের নানা স্থানে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকগণের মধ্যে একটী উৎসব প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বে দল বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 'বাঘাইর বয়াত' নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। একজন প্রথমে কবিতা বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে একস্বরে তাহা আবৃত্তি করে। কয়েক দিন এইরূপ ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা পিষ্টক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ ক্রয় করা হয়। পৌষ-সংক্রান্তি দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং সেখানে পিষ্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড় দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া এক খানা কুলা তৈয়ার করা হয়। তাহাতে পিঠা ও মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসা হয়। তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টান্ন সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করে।

"বাঘাইর" অর্থ সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রের দেবতা। পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় ব্যাঘ্র বাস করিত। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্র-ভীতি হইতেই এই উৎসবের এইরূপ নাম করা হইয়াছে। গো-মেষাদির রক্ষার্থ ব্যাঘ্রের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে বনের ধারে এইরূপে শিন্নি বা বলি দেওয়া হয়।

নিম্নে উক্ত উৎসবের সময় যে ছড়া আবৃত্তি করিয়া বালকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

(১)

আইলামার, আইলামার,
আইলামার ভাই অরণে, লক্ষ্মীদেবীর চরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলাইন বর, চাইল কড়াই বাইর কর।
চাইল আনিয়া দিল কড়ি, তারে করব লড়ি দড়ি,
লড়ি দড়ি শ্যামার, সোণার মুটুক রাণীর,
সোণার মুটুক রূপার খিলা,
ঐ ঘরখান দেখ্‌তে ভালা।
গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড় কাটুনী,
মাইয়া বড় টিটুনী।
কেনগো মা বিরস বদন, আমায় দিবি কত ধন ?
আমিত মাগিয়া খাই, "বাঘাইর বয়াত" গাই।
বাঘাই গেছে নাগাইপুর, আমার বাড়ী মথুরাপুর,
আইতে যাইতে অনেক দূর মধ্যে একটা সমুদ্দুর।

(২)

চতর, চতর ভগ্নী বিলে, ছাল্যা আইল বাড়ীর ভিতর,
ভগ্নী বিলের ছাল্যা দেখিয়া যেবা করে হেলা,
হেলা নারে ডেলা নারে গায়ে আস্‌ছে জর,
এই খান আসিয়া দেখা যায় সোনারামের ঘর।
সোনারাম, সোনারাম দদি আছে তর,
গোয়ালিয়া বলে আছে দদি, গোয়ালনী বলে নাই,
বাথানে পড়িয়া মর্‌ল নবলক্ষ গাই।
নব লক্ষ গাই মরে নব লক্ষ বাছুর।
গোয়াল-গরের একটী কন্তা সূর্য্যের কামিনী,
হাতে লইল লোয়ার ডাঙ্গ মাইল ছুটার বাড়ী
সাত দিনের মরা ধেনু করে লড়ালড়ি।

(৩)

কুঁড়া বলে কুঁড়ুণী এই বার বড় বান,
উচা করিয়া বান্দিও ভিটি কুটিয়া খাইব ধান।
কুঁড়া গেছে ধান কুটিতে, কুঁড়িরে খাইল বাঘে,
সকল কুড়া সাজিয়া আইলো কুল মানিকের আগে
এক বাগ মারিয়া আইলাম চিতলিয়ার পার,
আর এক বাঘ দৌড়াইয়া নিলাম বাঘ করালা খোড়ী.
পাছাইতে পাছাইতে গেলাম মামাগর বাড়ী।
মামাগর ঘোড়াটা চোক নেকে করে,
আমার ভাই জগৎ আলী ঘোড়া দৌড়াইতে পারে।
ঘোড়া দৌড়াইতে ঘোড়া দৌড়াইতে পথে পাইল সারি,
সেও সারি পিন্দিয়া বেড়ায় চানখাঁর বাড়ী।
চান খাঁ চান খাঁ কি কর বসিয়া ?
তোমার পুতে কলী যায় দরবার বসিয়া।

(৪)

আইলামরে ভাই উড়িয়া, আত্তির কান্দ চড়িয়া
আত্তির মুর লড় বড় করে, গাছ থাকিয়া বড়ই পরে।
ছিক্যালড়ে ছিক্যালড়ে ঝড় ঝড়িবার টেকা পরে।
একটা টেকা পাইলামরে, বানিয়াবাড়ী গেলামরে।

বানিয়া-গয়ে উচা টুই, ধান বাইর কর কুলা ছুই,
কুলাতত্ ধান ক ঠাত্ গেল, ফাল দিয়া বুড়ী ঘর গেল।
আলা বুড়ী শিতলি! কুলার পিড়া কি করিলি,
কুলার পিড়া পুলায় খাইছে, শিতলীরে বাঘে খাইছে।

(৫)

এক বাঘের নাম এঁতা, বুড়ীর নিল খেতা।
'এক বাঘ এক বাঘ' *
এক বাঘের নাম উঘারের খুটি, চাউল চাবায় মুটি মুটি।
* * * *
এক বাঘের নাম অই দই, গোয়াল মারিয়া খাইল দই।
* * * *
এক বাঘের নাম আমলা, বন্দ মারে কামলা।
এক বাঘের নাম লাতুর লুতুর, ছুতার মারিয়া আন্‌লো আঁহর।
* * * *
এক বাঘের কপালে ফোটা, বৈরাগী মারিয়া আন্‌লো লোটা।
* * * *
এক বাঘের নাম এঁকী, ঘরত্ আনল ঢেঁকী।
* * * *
* * * * ইত্যাদী।

(* এইরূপ ভণিতা ও মন্তব্য :—এই প্রকারের মিল দিয়া অনেক বাঘের নাম বলে)

(৬)

আলুর পাতা ঠালুর ঠুলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই,
আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুলমানিকের ভাই।
কুলমানিকের ভাই নারে উড়িল কইতর,
উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর।
সোনা আর পিত্তল দিয়া বান্দাইলাম নাও,
সেই নাও চড়িয়া আইরে দুর্গার মাও।
দুর্গার মাও নারে হাঁসিতে হাঁসিতে,
কালা কালী দুইডা ছেঁড়ী নাচিতে নাচিতে।

আয়রে বইন সকল জলেরে যাই,
জলেরে গি—ই—য়া ছিরফল খাই।
ছিরফল খাইতে খাইতে হাত ফুট্‌লাম কাঁটা,
কাঁটা না কাঁটা না আইজ হইতে রইলাম আমি সতিনের খোঁটা।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ

শ্রীহট্ট-অঞ্চলে এখনও অনেক প্রাচীন কলমি পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত চেষ্টা ও কিছু অর্থব্যয় করিলে, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের নানাস্থান হইতে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত হইতে পারে। সুরমা-উপত্যকার ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইন্স্পেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমদাকুমার বসু ও শিলচর-নর্ম্মালস্কুলের সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয়ের যত্ন ও চেষ্টায় সংগৃহীত প্রায় একশতখানা পুরাতন গ্রন্থ অত্রত্য নর্ম্মাল স্কুল লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের বিবরণ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" প্রকাশ করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহুদিন-যাবৎ আমাকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই কথায়, আমি ঐ সকল পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করি এবং নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রগণের সাহায্যে রচনার নমুনাসহ পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করি; কিন্তু এই কার্য্যে যেরূপ ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন তাহার কিছুই আমাতে বিদ্যমান না থাকায়, কার্য্যটি উপযুক্তরূপে করিয়া উঠিতে পারি নাই। এইরূপ অবস্থায়ই উক্ত বিবরণী উত্তর-বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর বিগত অধিবেশনে ৺কামাখ্যাধামে প্রেরিত হয় এবং তথায় ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ সকল পুথির আর একখানি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমি সুরমা-উপত্যকার সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে করিমগঞ্জ মহকুমায় উপস্থিত করিয়াছিলাম। সেই তালিকা সম্ভবতঃ কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রচনার নমুনাসহ পুস্তকগুলির বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প এযাবৎ পূর্ণ হয় নাই। অদ্য খানকয়েক পুস্তকের কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি; আশা করি, মাসদুই সময়ের মধ্যে বিবরণীতে লিখিত অবশিষ্ট সমুদায় বাঙ্গালা পুস্তকের অনুলিপি ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে সমর্থ হইব। সংস্কৃত পুথিগুলির কোন বিবরণ এ যাবৎ লিখিত হয় নাই; কখনও হইবে বলিয়াও বড় সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, নিম্নে শিলচর নর্ম্মালস্কুল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত (সংস্কৃত ও বাঙ্গালা)) কতকগুলি প্রাচীন পুথির নাম উল্লেখ করা হইল।

বাঙ্গালা পুথি

(১) সঞ্জয়ী মহাভারত (সম্পূর্ণ), (২) কাশীদাসী মহাভারত (১১৪২ সনের হস্তলিপি), (৩) অযোধ্যাকাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড, (৫) লঙ্কাকাণ্ড, (৬) বীরবাহুযুদ্ধ,

(৮ ক) লক্ষ্মণের শক্তিশেল, (৮ খ) লক্ষ্মণের শক্তিশেল, (৯) উত্তরাকাণ্ড, (১০) রঘুনাথের অশ্বমেধ, (১১) রামের স্বর্গারোহণ (ভবানীদাস বিরচিত), (১২) বিরাটপর্ব্ব, (১৩) দ্রোণপর্ব্ব (সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত), (১৪) ধর্ম্মইতিহাস, (১৫) অনন্তরামের ক্রিয়াযোগসার, (১৬) শ্রীকৃষ্ণবিজয়, (১৭) শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী, (১৮) মণিহরণ, (১৯) মানভঞ্জন, (২০ ক) কলঙ্ক উদ্ধার, (২০ খ) ঐ (২১) মৃগলব্ধ, (২২) বিষ্ণুপুরাণ, (অংশমাত্র) (২৩) গয়াপুরাণ, (২৪) প্রহ্লাদচরিত্র, (২৫ক) নারদীয়রসামৃত, (২৫খ) নারদীয় রসামৃত, (২৬ক) জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ, (২৬ খ) ঐ (২৬ গ) রায় বিনোদকৃত পদ্মাপুরাণ, (২৬ ঘ) বর্দ্ধমান [illegible] (২৬ ঙ) নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, (২৬ চ ও ছ) পদ্মাপুরাণ (অংশ মাত্র), (২৭) শ্রীকৃষ্ণের স্তব, (২৮) বিষ্ণু ও দুর্গার সহিত লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব, (২৯) ব্রহ্মজ্ঞান হাড়মালা, (৩০) গৌরসন্ন্যাস, (৩১) হরিনাম কবচ, (৩২) নরোত্তমদাসের পাঁচালী (৩৩) কৌতুকবিলাস, (৩৪) অন্নদামঙ্গল, (৩৫) বেতালপঞ্চবিংশতি, (৩৬) মালিকজাদার বৃত্তান্ত, (৩৭) বাবাহয়ের পাঁচালী, (৩৮ ক, খ, গ, ও ঘ) হাস্তনাথের পাঁচালী (৩৯ ক ও খ) নিয়ত চণ্ডিকা, (৪০ ক, খ ও গ) ঘোরচণ্ডীর পুস্তক, (৪১ ক খ গ ও ঘ) সত্যনারায়ণের পাঁচালী, (৪২ ক খ গ ঘ ঙ চ) শনির পাঁচালী, (৪৩) গুরুতত্ত্ব, (৪৪) যমগীতা, (৪৫) অর্জ্জুনগীতা. (৪৬) কালীয়দমন, (৪৭ ক ও খ) সঞ্জয়ী সভাপর্ব্ব, (৪৮) সঞ্জয়ী ভীষ্মপর্ব্ব, (৪৯) গোপীনাথের স্ত্রীপর্ব্ব, (৫০) ভবানীদাস বিরচিত লক্ষ্মণদিগ্বিজয়। ইত্যাদি।

সংস্কৃত পুথি

(১) রুচিস্তব, (২) (ক) দুর্গাপূজাবিধি, (খ) দুর্গাপূজাবিধি, (৩) চূড়া ও উপনয়ন বিধি (৪) বিবাহবিধি (যজুর্ব্বেদীয়) (৫) চতুষ্টয়বৃত্তি, (৬ ক) সন্ধিবৃত্তি, (খ) সন্ধিবৃত্তি, (৭), কারক রহস্য, (৮) গণপ্রদীপ, (৯) নামলিঙ্গানুশাসন (অমরকোষের অনুকরণের সংস্কৃত অভিধান) (১০) বিবিধ স্তোত্র, (১১) দক্ষিণাকালীপূজা বিধি, (১২) শ্যামাপূজাবিধি, (১৩) হরিহর আচার্য্য বিরচিত সময়প্রদীপ, (১৪) রুচিকবচ, (১৫) কার্ত্তিকেয়ব্রত বিধি, (১৬) বিষহরিপূজা বিধি, (১৭ ক) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (দেবনাগর অক্ষরে লিখিত), (১৭ খ) ঐ (১৮) ধাত্বর্থ, (১৯) শ্রীমদ্ভগবদগীতার কিয়দংশ, (২০) শিবপূজা ও শিবচতুর্দ্দশী ব্রতকথা, (২১) বৃষোৎসর্গ বিধি (২২) শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ, (২৩) মঙ্গলাচরণ, (২৪) স্মরণমঙ্গলগ্রন্থ, (২৫) নির্ব্বাণ-তন্ত্র, (২৬) পাদুকাপঞ্চকতন্ত্রের টীকা, (২৭) অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি, (২৮) ভগবতী গীতা, (২৯) সারদাতিলক, (৩০) শুকগীতা, (৩১) আচারনির্ণয়, (৩২) কালচিন্তামণি, (৩৩) কঙ্কালতন্ত্রে মহাকালী পূজা, (৩৪) মহালক্ষ্মীর সহস্রনাম স্তোত্র, (৩৫) খিলহরিবংশ।

১নং পুথি "সঞ্জয়ী মহাভারত" ও ২নং পুথি "কাশীদাসী মহাভারত",—

এই দুইখানা গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান্। প্রকৃত সঞ্জয় মহাভারত আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বেঙ্গলগভর্মেণ্ট লাইব্রেরীর একখানা পুস্তক ব্যতীত আর কোথাও সম্পূর্ণ

সঞ্জয়ের মহাভারত সুরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায় না। এমন কি, বেঙ্গলগভর্মেণ্ট লাইব্রেরীস্থিত পুথিখানিও সম্পূর্ণ আছে কি না, সঠিক জানিতে পারি নাই; সুতরাং বক্ষ্যমান সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথিখানি বাস্তবিকই অমূল্য জিনিস। সম্প্রতি শিলচর-সাহিত্যসভা ইহার একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আশা আছে, উক্ত সভার যত্নে কোনদিন সঞ্জয়ী মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে পারে। কাশীদাসী মহাভারতের পুথিখানিও অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহার হস্তলিপি পৌনেদুইশত বৎসরের প্রাচীন অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, ইহা লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতগুলির ন্যায় এই পুথির পাঠ আধুনিক পণ্ডিতগণকর্তৃক সংশোধিত হয় নাই। ইহাতে কাশীদাসের মূলপাঠ অনেকস্থলেই অবিকৃত রহিয়াছে। মূলের সহিত মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের প্রভেদ নিরূপণার্থ বক্ষ্যমান গ্রন্থখানি বিশেষ সহায় হইতে পারে।

"সঞ্জয়ী" ও কাশীদাসী" উভয় মহাভারতেরই শেষ পৃষ্ঠার এক একখানি আলোক চিত্র এতৎসহ প্রকাশার্থ প্রেরিত হইল। শিলচর-নর্ম্মালস্কুলের সুযোগ্য ড্রইংমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাইচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে চিত্রগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সুবিধার নিমিত্ত বর্ণবিন্যাস প্রণালী পুথিতে যেরূপ আছে, ঠিক সেইরূপই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে অনেকস্থলেই হাস্যোদ্দীপক বর্ণাশুদ্ধি এবং কৌতূহলকর প্রাদেশিকতা পরিলক্ষিত হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।*

শ্রীজগন্নাথ দেব

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকভাণ্ডারে সঞ্জয়ী মহাভারত একখানি সম্পূর্ণ আছে এবং কাশীদাসী মহাভারতের আরও বহু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের একখানি পুথি ৯৮৫ সনে লিখিত বলিয়া জানা গিয়াছে।—ব-সা-প-গ্রন্থাধ্যক্ষ।

১নং পুথি—সঞ্জয়ী মহাভারত।

মালিক—বৈদ্যনাথ পাল 'ওলদে' নয়ান বল্লভ পাল। লিপিকর—চন্দ্রনাথ। সাং এক-ডুম্রা-রিয়া। ভণিতায় নাম—সঞ্জয়। হস্তলিপির তারিখ—সন ১২৩৯ বাঙ্গালা। পত্র সংখ্যা—৬৭২ সম্পূর্ণ আছে। (উভয় পৃষ্ঠায়ই লেখা)

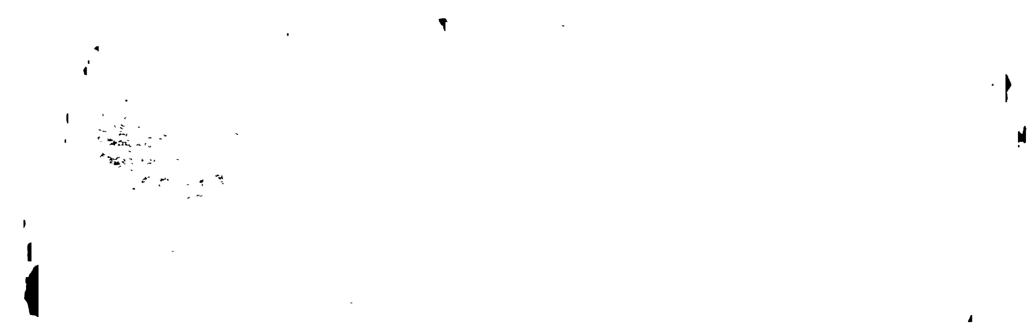
প্রারম্ভ,— ওঁ নমো গণেসায় নমঃ।

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোধর গজানন।
ভিগ্ননাসং করং দেবং হেরম্ভ প্রণমাম্যহং॥
নাহং তিষ্টামী বৈকণ্টে যুগিনাং হৃদএ নচ।
মৎ ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তিঃ তত্র তিষ্টামি হে নারদঃ॥

সিসু খেলা প্রায় শিলা সকলি বেহার। চারি বেদে ব্রাহ্মান্ত না পাএ জাহার॥
হেন প্রভু নারায়ণ দেব নিরঞ্জন। তাহান পদ পড়ি কত (? সদায় ম্নোক মন॥
প্রণমোহ বিসেস্বর দেব পঞ্চানন। কণ্টেত বাসুকি জার করএ দোলন॥
ত্রিপুরারি ভয়ং করি নমো সসিধর। সোম সূর্য্য ত্রিলোচন গৌরিপতি হর॥
নম সুল শক্তি ধর নমো হরি বিমুখ। বিস ভক্ষ্য বিরোপাক্ষঃ সিব পঞ্চমুখ॥
প্রণমোহ মহামায়া দেবি ভগবতি। বিসর্জন শ্রীজন জাহাতে উৎপত্তি॥
হরি হর বুঝি জাহাতে ভক্তি ভাএ। সহস্র প্রণমো মোর সে দেবির পাএ॥
মুই মুড় জ্ঞান হিন নাহি বুদ্ধিলেস। কুটি কুটি ব্রহ্মা ধ্যানে না পাএ উদ্দেষ॥
হেন দেবি প্রণমোহো সক্তি সোনাতনি। দেবগুরু দ্বিজ পদে বন্দম পুনি পুনি॥
ভারতি পদারবিন্দে করি নমস্কার। করিবার চাহি কিছু ভারত প্রচার॥
পরিক্ষিত নামে ছিল সত্যবাদি রাজা। তারপুত্র জন্মজয় বলে মহাতেজা॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদী প্রাপ্তি।

লোমে লোমে ঘর্ম্ম হয়ে খসে অলঙ্কার। লজ্জায় বিকল সব নৃপতী কোমার॥
য়েহি মতে খেত্রি সব জদি দেখিল গুন। ব্রাহ্মনে সমাজ হতে উঠিল য়র্জ্জোন॥
হরিসে ব্রাহ্মণ সব করে বিমরিস। জদি গুণ দিতে পারি তবে বিসদৃস॥
বড় বড় নৃপ সবে কৈল পরাক্রম। কেহ না জানিল সেই ধনুর নির্গ্যম।
তাহাকে বলিআ জাএ ব্রাহ্মণ কুমার। এই বলি হাসন্ত ব্রাহ্মণ পরিবার॥
~~কেহ কেহ কহে সেই জাএ~~ মহৎসবে। গুণ দিতে পারিলে ব্রাহ্মণ নহে তবে॥
রাজা সবে দেখিয়া করহে উপহাস। য়সম্ভব কর্ম্মেতে বিপ্রের য়বিলাষ॥
ভ্রাতিগণ সম্ভদিয়া বলরামে কহে। য়সম্ভব সাহসে প্রবেসে ধনঞ্জয়॥
য়াপনে গোবিন্দে পুনি নাহি দিল হাত। য়সমুখে (?) ষর্গীনে প্রবেসে গীয়া তাথ॥



১। কাশীদাসী মহাভারত।



২। সঞ্জয়ী মহাভারতের শেষ পৃষ্ঠা।

বলভদ্র সম্ভোদিয়া কহে জনার্দ্দন। দেখিবা য়র্জ্জোনে চক্র বিদিব্ যখন ॥
য়ামি তুমি দিতে পারি আর ধনঞ্জএ। য়ার কেহে দিতে নারি এ তিন লোকএ ॥
পাণ্ডবের পত্নি হইব পাঞ্চাল কুমারী। হেন হেতু বিক্রম না কৈল য়াগুসারি ॥
য়বস্য অর্জ্জুনে দেখ বিরদর্প করি। ধনুতোলি এই ক্ষণে কন্যা নিব হরি ॥
হেন কথা কহিতে ব্রাহ্মণ গেল ধাইয়া। য়াসএ সকল খেত্রি ব্রাহ্মণে দেখিয়া ॥
সেই ক্ষণে য়র্জ্জোণে ধনুতে দিল গুণ। য়লক্ষিতে পঞ্চবাণ সান্দিল অর্জ্জোন ॥
জলধর পথ দিয়া কাটি পাড়ি লৈক্ষ। দ্রোপদ্ নৃপতি হইল ব্রাহ্মণের পক্ষ ॥
হাত্তে পুষ্প মালা করি পাঞ্চাল কুমারি। য়ার্জ্জোনের গলে দিল নমস্কার করি ॥
দুই সখি সহিতে রহিল এক ভিত। লজ্জ্যায় বিকল কিছো হইল কিঞ্চিৎ ॥
দ্রৌপদির দেখি রূপ নিরূপম ঠান। নৃপতি সকল হৈল কামে হতজ্ঞান ॥
মৃঘচর্ম্ম ঝাড়িয়া হাসন্ত বিপ্রগণ। জএ রোলে ইন্দ্র কৈল পুষ্প বরিসন ॥
রাজা সবে সহিতে নারে বলমান। এক চিত্য হইয়া সবে করএ সন্ধান।
খেত্রি কুলের কুর্চ্চা হইল ব্রাহ্মনের জয়। য়হঙ্কারে দ্রোপদেকে নাচিন্তে এভএ ॥

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

এহি বলি বিরস বদনে ধনঞ্জএ। ধনু এড়ি রথেতে বসিল মহাসএ ॥
রিদএ য়াকুল প্রভু পুরে মর হিয়া। সর্ব্ব ধর্ম্ম নারায়ণে কহে বুজাইয়া ॥
য়র্জ্জুণে কহেন প্রভু সুন তর্ত্ত সার। য়কারণে করিবাম্ জ্ঞাতির সংহার ॥
ভোগে মর কার্য্য নাহি পুণি বনে জাইব। না করিব যুদ্ধ আমি জ্ঞাতি না বদিব ॥
য়র্জ্জুনের রিদয় জানিয়া জনার্দ্দন। য়র্জ্জুনেরে প্রবোধেন্ত ব্রহ্ম সুনাতন ॥
কিবা চিন্ত জ্ঞাতিবধ বির ধনঞ্জএ। কে কারে মারিতে পার জানই নিশ্চএ ॥
কাহাকে মারিতে পারে কাহার সকতি। কার্য্য য়বসানে যান সংসারের নিতি ॥
এমত বিচিত্র জান য়খিল সকল। কেবা কার জ্ঞাতি হএ কেবা আপ্তপর ॥
সকল আমার কির্ত্তি আমি সংসারক। য়াপি সে য়াপনা মারি য়াম্িসে রক্ষক ॥
জির্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নুতুন বস্ত্র ধরে। তেন নতুন পরিগ্রহ সরিরে সঞ্চরে ॥
য়াপ্ত পরিচএ জেই জানে ধনঞ্জএ। তাহার বিনাস নাহি সুন মহাসএ ॥
সরির এড়িলে জান নাহিক বিনাস। তাকে বলি ধনঞ্জয় পুরুস প্রধান ॥
ই সকল বিনাস করি য়ামি। ভাবি দেখ ধনঞ্জয় য়হে জেমাএ তোমি ॥
দুই দলে ক্ষেত্রি সবে চাহে ভালমতে। ভ্রম এড়ি ই সকল দেখিবা কেমতে ॥
তাহা সুনি চাহে বির হইয়া সচকিত। দেখিলেক দুই দলে মস্তক বর্জ্জিত ॥
মরা হেন দেখিলেক দুই দলের সেনা। তাহা দেখি ধনঞ্জএ পাসরে য়াপনা ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সম্ভাদ য়াছিল বহুমান। সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পরাণ ॥
পাচালি জোগবেদ বিবেচিয়া কৈল। পুস্তক বিসাল হেতু তাহা উপক্ষিল ॥

স্থান পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির নগর প্রবেশ বর্ণন।

হোলাস্থলি করে সবে নগরে নগরে। যুধিষ্ঠির রাজা রাইল পুরির ভিতরে ॥
বিচিত্র পতাকা উরে ঘরের উপরে। ধ্বজ সব সারি সারি রতি সোভা করে ॥
রাজপথ রচিল সুগন্ধি ধুপ দিয়া। নানা গন্ধে সুগন্ধিএ সুবেস রচিয়া ॥
ঘরে ঘরে পুস্প মালা দেখি মনুহর। সারি সারি বিচিত্র দেখিএ নিরান্তর ॥
সারি সারি পুর্ণকুম্ভ নগর। প্রতি গৃহে গৃহে সব দেখি নিরন্তর ॥
পৌরজন সকলে করেন্ত পুস্পবৃষ্টী। জেহেন মঙ্গল আছে বিধাতার শ্রিষ্টী ॥
হাতা হাতি করিয়া সকল নারি ধাএ। চন্দ্রের উদএ জেন নক্ষত্রের প্রাএ ॥
নগরে নারি সব চাহন্ত নেহারি। গবাক্ষে গবাক্ষে চাহে জত পৌর নারি ॥
রত্নমএ গ্রিহ সব গবাক্ষ্য সুন্দর। কমলে ভরিল যেন রম্য সরোবর ॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি প্রসংসন্ত নারি। সাফল্য তপস্যা কৈল দ্রৌপদি সুন্দরী ॥
সাফল্য জিবন দেবি কুন্তি মহাসতি। জাহার উদরে হইল এ পঞ্চ বেকতি ॥
প্রসংএ পৌরজনে ব্রাহ্মন সর্জ্জনে। প্রসংসএ নারিগণে বালক বৃদ্ধ জানে ॥
চন্দ্রের উদএ যেন উথলে সাগর। লোক সব নাহি আটে পুরির ভিতর ॥
স্তুতি করে পৌরজনে রাজার গোচরে। আমি সব ভাগ্যে রাজা ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
ভাগ্যে জএ পাইলা তোমি সর্ব্ব হইল ক্ষএ। ছিরকাল রার্য্য কর ধর্ম্ম মহাসএ ॥
রক্তে পুস্পে গন্ধে মাল্যে দেবতা রর্চ্চিল। সুবর্ণ্য রজত মাল্য ব্রাহ্মনকে দিল ॥

মহাভারতের সর্ব্বশেষ পত্রাংশ।

এই মতে যুধিষ্টীরে বহো দান কৈল। মুনিগণ আদি তাহা দেবে প্রশংসিল ॥
আপনে ভুবনে গেল ব্যাস তপুধন। রাজা জে আশ্রমে গেল তপুবন ॥
সেই মতে সুখে রার্য্য করে নৃপবরে। চারি ভাই মনে রাজা আনন্দে নির্ব্ভর ॥
তার পরে শত বর্ষ ছিল ধর্ম্মরাজ। বহুল স্ফূর্ত্তি হইল দেবের সমাজ ॥
রনুক্রমে রার্য্য করে সঙ্গে সহদর। সর্ব্বদাএ সম্ভাসন্ত দেব গদাধর ॥
সেই সব কাল অন্তে হৈল বিপরিত। বিসেসে জানিল আসি কলির চরিত ॥
স্বর্গেতে যাইতে রাজা হৈল রবগতি। বিসেসে লইল গিয়া কৃষ্ণের অনুমতি ॥
রাজ্জা দিল জদু রাজা স্বর্গেতে জাইতে। তথা হনে আইল রাজা আপনা পুরিতে ॥
পরিক্ষিতেরাজা হইতে হইল বিলম্ভ। এথা কৃষ্ণে করিলেক স্বর্গেতে রারিম্ভ ॥
জদুবংস বিনাস করিল জনার্দ্দিন। এককাএ হইয়া গেল বৈকুন্ত ভুবন ॥
হস্তিনাতে যুধিষ্টীর দেখে বিপরিত। পবনে পাষণ বৃষ্টি করে রতুলিত ॥
প্রলএর মেঘে যেন বরিশে শোণিত। আকস্মাৎ অঙ্গার পরএ পৃথিবিত ॥
চন্দ্র সূর্য্যগুন্য পরে দেখএ ভয়ঙ্কর। বজ্র (?) পাত হইল প্রিথীবি ভিতর ॥

হেন কালে দূতে আসি কহিল বিস্তার। অকস্মাৎ জহর বিষ্টি দ্বসে হইল মস্ত॥
মিত্যু কম্প যুদিষ্টীর সুনিয়া বচন। বিষ্ণুবংস নাব বাসুদেবের নিদন॥
মহাশোক পাইল পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। বুদ্ধীহত হইলেক কৃষ্ণেক হাড়াই॥
তাহার পরে পঞ্চ ভাই সর্গেতে গমন। পাইল পরম পদ বৈকুণ্ঠ ভোবন॥
বিজই পাণ্ডব কথা ময়ৃতলহরি। সুনিলে স্বধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥
পুণ্যের সাগর কথা কহিল সঞ্জয়। স্রিয়ানিতি মাএ (?) বার সুনিলে পাপ খএ॥
ব্যাস স্রাশ্রম পর্ব্ব সাঙ্গ হইলা য়েতদুরে। সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবারে॥

ইতি শ্রীশ্রী মহাভারতের ব্যাসআশ্রম প্রর্ব্ব সমাপ্ত।

গ্রন্থশেষে উল্লিখিত ১৮ পর্ব্বের নাম ও প্রত্যেক পর্ব্বের পত্রসংখ্যা :—

(১)	আদিপর্ব্ব	...	...	...	১০৩ পাতা
(২)	সভাপর্ব্ব	...	...	...	২৮ পাতা
(৩)	বনপর্ব্ব	...	...	...	৩৪ "
(৪)	বিরাটপর্ব্ব	...	...	...	৫৮ "
(৫)	উদ্যোগপর্ব্ব	...	...	...	৩০ "
(৬)	ভীষ্মপর্ব্ব	...	...	..	৫৩ "
(৭)	দ্রোণপর্ব্ব	...	...	...	১২৪ "
(৮)	কর্ণপর্ব্ব	...	...	...	৫৫ "
(৯)	শল্যপর্ব্ব	...	...	...	১৭ "
(১০)	গদাপর্ব্ব	...	...	...	২০ "
(১১)	সৌপ্তিকপর্ব্ব	...	...	...	৮ "
(১২)	ঐষীকপর্ব্ব	...	...		৫ "
(১৩)	স্ত্রীপর্ব্ব	...		...	৭ "
(১৪)	দাহপর্ব্ব	...	...	...	৩ "
(১৫)	শান্তিপর্ব্ব	...	...	...	৩ "
(১৬)	স্নানপর্ব্ব	...	...	...	৩ "
(১৭)	অনুশাসনপর্ব্ব	...	...	...	১০ "
(১৮)	ব্যাসাশ্রমপর্ব্ব	...	...	...	১১ "

মোট......৫৭২ পাতা

২নং পুথি—কাশীদাসী মহাভারত

লিপিকর ও মালীক শ্রীনয়ানদাস সৌ, পিতা ভিখারীদাস সৌ, "ইবিনে" তিলকরাম সৌ, সাং বাজডুগা, পং মুড়াকর, জিলা শ্রীহট্ট।

ভণিতায় নাম—কাশীদাস। পত্রসংখ্যা ৬৩৭ পাতা (দুই পৃষ্ঠায় লেখা) সম্পূর্ণ আছে। সন তারিখ ১১৪২ বাং ১৬৫৫শকাব্দা।

বন্দনা,—শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়॥ নম গণেশায় নমোঃ। শ্রীগরুবে নমোঃ ইত্যাদি।

বিঘ্নী বিনাসোন কর্ম্মঁহ বন্দন
গোরিসুত গঞ্জার্ণন।
অর্গদান ব্রত হোমাদি যত
অগ্রধাতা জাহাকে পুজনে॥
থর্ব্ব স্থুল রজ মদন মাতঙ্গ
সুন্দর লম্বদর।
চন্দনে চর্চ্চিত সৌরবে মেআপিত
গণ্ডতে গোঞ্জরে ভ্রমর"। ইত্যাদি

কথারম্ভ,—

শষ্টি লক্ষ স্লোক ব্যাস ভারতে রচিল। ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলুকে ছিল॥
সুর লুকে পঠেন নারদ তপুধন। ইন্দ্র আদি দেবগণে করেন শ্রবন॥
পঞ্চদশ লক্ষ স্লোক পিতৃলোকে সুনে। দেবলে আসিআ তথা করএ পঠনে॥
সুরে পাঠ করে গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ। মহাভারতের কথা চতুদস লক্ষ॥
এক লক্ষ স্লোক প্রচারিল মত্তপুরে। সংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈসমপায়নে কহে জর্মেজয়ে সুনে। পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ সোত শাস্ত্র এক ভিতে কৈল। ভারত সহিত মুনি তুরিতে তুলিল॥
ভারত অধিনতে যত(?)হইল ভারত। বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সর্ম্মত॥
সুরাসুর নাগ নর এ তিন ভুবন। সংসারের মৈদ্ধে জত হৈছে শ্রীজন॥
সভার চরিত্র এই ভারত ভিতরে। জহারে শ্রবনে নিস্পাপি হএ নরে॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

জুধিষ্টির বাক্য সুনি ছাড়ি দিলা সভে। ধমুর নিকটে ধনঞ্জয় গেলা তবে॥
হাসয়ে ক্ষত্রিয়গণ করে উপহাস। য়দস্তব কার্য্য দেখ বিপ্রের হবিলাস॥
সভামৈধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ। জাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ॥
সুরাসুর জয় জেই বিপুল ধমুক। তাহে লক্ষ চাহে বিন্দ ছুরিদ্র ভিক্ষুক॥
কন্ত্যা দেখি দিজ কিবা হইল অজ্ঞান। বাতুল হইলা কিবা বোজি অনুমান॥

কিবা মনে করিআছে দেখ্ একবার। পারিলে পারিব নহে কি জাবে আমার॥
নিলজ্জ ব্রাহ্মণারে এখনে না ছাড়িব। সমুচিত জে হয়ে উচিত সাস্তি দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন। সামান্ন মানুষ বলি না জান এজন॥
দেখ দিজ মনেসিজ জিনিয়া মুরতি। পদ্মপত্র যুগনেত্র পরসয়ে স্রুতি॥
অনুপম তণু সাম নিল পিত আভা। মুখরুচি কত সসি করি আছে শোভা॥
সিংহ গৃব বন্ধু জিব অধর রাতুল। খগরাজ করে লাজ নাসিকা য়তোল॥
দেখি চারু জুগ্য ভুরু ললাট পরিসর। গজস্কন্দ মতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজজুগে সুভএ অজান লম্বিত। করি কর যুগ্যবর জানু সুললিত
বুক পাটা দন্ত ছটা জিনিয়া দামিনি। দেখ ইহা ধৈজ্য হইয়া লভিব কামিনি॥
মহারিপু জেন বপু ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি অংস জেন পাংস আচ্ছাদিল আগে॥
এইক্ষনে লয়ে মনে বিন্দিবেক লক্ষ। কাসি ভনে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অসর্ক্ষ॥
এই মত রাজাগণে করএ বিচার। ধনুর নিকটে গেলা কুন্তির কুমার॥
প্রদক্ষিন ধনুর করিল তিনবার। সিবদাতা সবেরে করিল নমস্কার॥
বাম করে ধনুধরি তুলিল অর্জ্জুন। নোআইআ যুচাইল কর্ণর দত্ত গুণ
পুন গুণ দিআ পার্থ দিলেন টঙ্কার। সবদে কর্ণেত তালি লাগিল সভার॥

রাজসূয় যজ্ঞান্তে নৃপতিগণের বিদায়

ভারথ মণ্ডলে বৈসে জত নরপতি। বহুদিন হৈল দ্বারে করিলেক স্থিতি॥
বিদায়ে হইআ গেলা জত দেবগণ। রাজাগণে আসি করিলা দরসন॥
ইথে মৈদ্ধে অবিলম্বে জাউক নিজোদেশ। বিদায়ে করহ সিগ্র নাগ রাজ সেষা॥
জর্জ্জস্থানে নাগরাজ স্থিতি সাতদিন। সপ্তদিন হৈল সখা অন্ন জল হিন॥
জানিআ বোজিয়া কৈলে অবিচার। সখার উপরে দিল ক্ষিতি মহাভারত॥
এতেক কহিল জদি দেব জগতপতি। লর্জ্জায়ে মলিন মুখ সেষ মহামতি।
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন। জার জেই ভাগ লৈয়া করিল গমন॥
পুণ্য কথা ভারথের সুনিল পবিত্র। রাজঋষী জর্জ্জ অদ্ভুত চরিত্র॥
ভুবনে বিক্ষাত দৈপায়ন মহামুনি। বিপ্র জাহরে (অপাঠ্য) জজ্ঞের কাহিনি॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষন। চারিদ্বারে আছয়ে জতেক রাজাগণ॥
সভামৈদ্ধে সভাকারে আহিসহ লইআ। জত কর রত্ন ভাণ্ডারে সমর্পীয়া॥
আজ্ঞা মতে আসিলা ভারথ রাজগণ। ধর্ম্মরাজে প্রণাম করিলা সর্ব্বজন॥
প্রিথিবীর রাজগণ বসিলা তখন। ইন্দ্র সভা হৈতে সোভা হৈল তখন॥
দেখিয়া নারদ রিসি হৃদয়ে ভাবিআ। কহিতে লাগিলা ব্যাস একান্ত মজিয়া॥
এতেক দেখিয়া বসিআছে ভ্রাতাগন। অন্য অন্যে জুদ্ধ করি হৈব নিধন॥

অল্পদিনে খণ্ডিবেক প্রিথিবীর ভার। পরস্পর যুঝি সবে হৈব সংহার ॥
নারদের মুখে এত শুনিআ বচন। বিস্ময় হৈয়া চিত্তে চিন্তে তপধন ॥
হৈব অদভুত হেন সারি চারিজনে। দুইজন বিনা না জানি অর্ঘ্য জনে
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

দ্রৌপদীর স্তব

অহে কৃষ্ণ-কৃপাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু
অখিলের (অপাঠ্য)
এসব সভার মাঝ, হৈতে নিবারহ লাজ
তোমা বিনে নাহি অন্য জন ॥
যে প্রভু পা-লেন, সৃষ্টি-সংহার কারণ
দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ হৈয়ে অবতার।
তাহার চরণে ছায়া স্মরণ মোহর বলয়া
অনাথির কর প্রতিকার।
বিস অগ্নিক্ষর দন্দে ভুজঙ্গ দন্তির দন্তে
তেই প্রভু রাখিলে প্রহ্লাদে।
জাহার উজ্জল চক্র, কাটিআ মস্তক বক্র
নিস্থার করিলা প্রলাদে ॥
বলকরে দুরাসরে স্মরন লইল ভয়ে
তুমার পঙ্কজ পদে।
তাহার চরণ যুগে দ্রোপদি স্মরণ মাগে
রক্ষাকর বিষম প্রমাদে।
জেই প্রভু ইসাত্যক্ষে সেই দণ্ডধর দণ্ডে
জাহার রক্ষণ কৃপায়ে।
তাহার কমজঙ্গ(?) স্মরণ মহর অঙ্গ
রাখ প্রভু বল কুরু দণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি রসাতলে নিল বলি
নির্ভয় করিলা সচিপতি ॥
তাহার ত্রিপাদপদ্ম ত্রিপদগামিনি সত্বু (?)
তাহা ভিন্ন নাই মোর গতি ॥
পরসে যে পদধুলা অনেক কালের শিলা
দির্ব্বরূপ অহল্যা পাইল।

জলদি করি বন্ধ বিনাসিলে দসস্কন্ধ
দ্রোপদি স্মরণ তার লইল ॥
জে প্রভু গপর্ব্বা ধরি, গকুলে গোপের নারি,
রক্ষা কইলা ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদ সাস্ত্র লোকখ্যাত পাণ্ডুপুত্রগন নাথ
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
জে প্রভু সংসার পালে কিঞ্চিৎ অবহেলে
মুর দুক্ষ কেনে নাই দেখে।
বলিষ্ট দুর্ব্বল জনে, স্মরণ করিলে সুনে
দুঃসহ সঙ্কটে সেই রাখে ॥
নি্রসিংহ বামন হরি, কৃষ্ণ সুদর্শন ধরি
মুকুন্দ মুরারি মধু হরি।
নারায়ন কৃষ্ণরাম এবিধি অনেক নাম
ঘন ডাকে দ্রোপদ কুমারী ॥
হেনকালে জগন্নাথ ইত্যাদি।

কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ

দুই সেনা মৈদ্ধে রথ গোবিন্দে রাখিল। একে একে ধনঞ্জয়ে সমাকে দেখিল ॥
পিত্রতোল্য পিতামহ আচার্জ্জ ঠাকুর। তান আগে কেমনে ধরিমু ধনুসর ॥
বন্ধুসব দেখিআ করুণ হৈল মন। কৃষ্ণেরে প্রণাম করিলেন অর্জ্জুণ ॥
অর্জ্জুন জুঝিবারে আসিলেক মর বন্ধুগণ। বিপরিত দেখি বড় হৈল ঘোর রণ ॥
গর্ব্বে মর ধেত হৈল সুকায়ে বদন। সরির কুমাঞ্চ হৈল কম্পয়ে সঘন ॥
হাত হৈতে পড়িল গাণ্ডিব সরাসন। সহিতে না পারি গো মাঞ প্রবেসিমু বন ॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবান্ধব সকল রাজন। রাজ্য হেতো বধিয়া সাধিমু কোন গুন ॥
বিফলে বিজয়ে মুর মনে নাহি সুখ। জ্ঞাতি বধ করিয়া চাহিয়া কার মুখ ॥
ভুগে মর কার্জ্জ নাহি জিবন অসার। কাহার নিমিত্ত বন্ধু করিমু সংহার ॥
জ্ঞাতি বধ পাপ কৈলে সর্ব্বজন ক্ষয়ে। কুন ধর্ম্ম নাম হয়ে জীবন সংসয়ে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে এড়িলা ধনুশর। বসিলা বিমুক হৈয়া রথের উপর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাসিরাম দাস কহে সুনে পুর্ণবান ॥
কান্দিআ অর্জ্জুন জদি বসিলা রথএ। বলিতে লাগিল জে বামন মহাশয়(এ) ॥
কেনে মুহ পায় ভুগ ভুঞ্জাবার কালে। কাপুরুষ কর্ম্ম তুমি কর কোন ফলে ॥
অপজস কর্ম্ম জান নরকের পথ। তুমারই জোগ্য নহে করিতে এমত ॥
অতরদা না হইও হিন জনের মত। সাহস করিআ উট ধনু লৈআ হাত ॥

অর্জ্জুণ বোলয়ে ভিস্ব দ্রোণকাক মতে। বান প্রহারিমু জারে জুআয় পুজিতে ॥
তারাক না মারি ভিক্ষা করি সেই জনে। গুরু বধের ভুগ জান সুনিতে বিসনে ॥
জয় ভঙ্গ কেনে নাস একত্ত না বোঝি। জে সকল গুরুসব তার সনে যুঝি ॥
ঘট হৈয়া পুছু কৃষ্ণ কহও উপায়ে। সুবচন বোলে কৃষ্ণ হিত জেন হয়ে ॥
হেন জন নাহি মুর খণ্ডাইতে সুক। ইন্দ্রপদ পাইলে না মারি হেন লুক ॥
না বোজিমু রিসিকেস বিফল প্রমাদে। এই বলি অর্জ্জুন রহিল নিসবদে ॥
হানিআ বোলেন কৃষ্ণ দেখিঅ ভরসা। অকারণে কান্দই পণ্ডিত জেন দিশা ॥
অনিত্ত সরির নিত্য সরির হেন জানি। জেতেই মড়াকে না কান্দয়ে তত্ত্বজ্ঞানি ॥

শেষ পৃষ্ঠা

সব জুদ্ধগণের হৈল ভাল গতি। কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত কেহ জুর্দ্ধাপতি ॥
কেহ গেল ইন্দ্র লোক কেহ ব্রহ্মলোক। কেহ গেল চন্দ্রলোকে কেহ সূর্জ্জলোক ॥
কেহ গেল সূর্জ্জলোকে * * পুর্ণ্যজন। সরির ছাড়িআ গেল জাহার জে স্থান ॥
জেই জেই য়ংশে জার জনম হইল। সেই সেই লোক তবে সেইস্থান পাইল ॥
আপ * * অবতার কহিব সক্ষেত। সর্গোহনে * * জন পড়এ জনেত ॥
জলে জল মিসে জেন পুনি আগমন। এমত জানিআ সব সুন মহাজন ॥
সর্বত্রে ব্যাপিত আছি মনেতে ভাবিয়া। কোন খানে আমি নহি হেন না জানিবা ॥
সংক্ষেপে কহিল এই সব পরিপাক। জদি হৈল কর্ম্ম যুগ প্রবেসিব তাক ॥
বন্ধুবর্গ সকল দেখিলা নরপতি। কৃষ্ণেকে স্তবন করে ভক্তি করি য়তি ॥
জকর্ম্মেএ (?) জুর্দ্ধে প্রভু যত লোক মইল। তোমার * * * আসি সকল দেখিল ॥
হাসিআ বলেন কৃষ্ণে সুনে জুধিষ্টির। তুমি আমি ভিন্ন নহে একই সরির ॥
জতকাল তুমার এমত দেহ হয়। সিরেতে বসিব তোমার এমত বিশয় ॥
তবেত থাকিবা এথা ধর্ম্ম মহাসএ। বৈকণ্টে করিবা বাস আনন্দ হৃদএ ॥
এ বলিআ নৃপতিকে য়নেক বুজাইল। সোদর সহিত রাজা বৈকণ্টে রহিল ॥
হেন মতে সর্গে গেল রাজা জুধিষ্টির। বৈকণ্টে কৃষ্ণের সেবা করে মহাবির ॥
এক লক্ষ স্লোক হৈল সংগিতা জে সার। কাসিদাস দেবে তাহা রচিল পয়ার ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা য়মৃত লহরি। সুনিলে য়ধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥
ভারতের এক স্লোক গৃহে থাকে জার। লক্ষিনারায়ণ সদা ঘরে বৈসে তার ॥
প্রথক্ষ ভারত কথা সুনে জেই জনে। নিত্য গঙ্গাস্নান তার কহিছে পুরাণে ॥
জে জনে সভ্রম বুদ্ধি না করে পুরানে। সবার্দ্ধবে জায়ে সেই নরক ভুবনে ॥
পরকিত্তি পরধন পরের স্থাপিত। তাকে না লঙ্গিব হেন কহিছে পণ্ডিত ॥

ইতি শ্রীমহাভারথে যুধিষ্টির সর্গ আরুহন সমাপ্ত। ভিমস্যাপি ইত্যাদি।

শ্রীরাম লছমন। শ্রীভরত শত্রুগণ।

পাণ্ডব-বিজয়

১। জাএ—পুথি

			পাতা
আদিপর্ব্ব	...	...	১৫৯
সভাপর্ব্ব	...	...	৫৫
বনপর্ব্ব	...	...	২৪
বিরাটপর্ব্ব	...	...	৩৭
উদ্যোগপর্ব্ব	...	...	১৬
ভিস্মপর্ব্ব	...	...	৩৭
দ্রোনপর্ব্ব	...	...	৬৩
কন্নপর্ব্ব	...	...	৩০
সল্যপর্ব্ব	...	...	৮
গদাপর্ব্ব	...	...	১৩
সংকপ্তিপর্ব্ব	...	...	৬
স্ত্রিরি পর্ব্ব	...	...	৫
সান্তিপর্ব্ব	...	...	৭
অনুসাসনপর্ব্ব	...	...	৩
			৪৬৩
অশ্বমেধপর্ব্ব	...	...	১৩৫
ব্যাস্ত্রঅমপর্ব্ব	...	...	৭
মুসলপর্ব্ব	...	...	৮
সর্গয়ারহঅন	...	...	১৮
			৬৩১

খারয়া উয়া—১ মবলগ মজবুত

(অপাঠ্য)—১ ১ পাতা মলাট ২ খান ১ খণ্ড

৩নং পুথি—অযোধ্যাকাণ্ড।

হস্তলিপির তারিখ—উল্লেখ নাই।

মালিক শ্রীরামচরণ নাথ, পীছয়ে শ্রীহরিনাথ, সাং পং বরাকপার
মৌজে দুধপাতলী, জিলা কাছাড়।

ভনিতার নাম—কৃত্তিবাস। পত্র সংখ্যা ৫২ পাতা সম্পূর্ণ আছে।
প্রারম্ভ—৭ নম গনোসাএ নম ॥ অজধ্যা কাণ্ট পুস্তক নির্ম্মিত ॥

প্রনহ আগ্ন কাণ্ট রাম গুণধর। দ্বিতীয় অজধ্যা কাণ্ট বড়ই সুন্দর ॥
ধনু ভাঙ্গি বিবা কৈলা রাম ঋষিকেশ। বিবা করি চারি ভাই আইলা নিজ দেশ ॥
কশল্যা সুমিত্রা আর কৈকই সুন্দরী। চারি (পুত্র) বধু লৈয়া ঘরে মহোৎসব করি ॥
আনন্দে আছয়ে রাম চারি সহোদর। যার যেই বধু লৈয়া গেল নিজ ঘর ॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ অযোধ্যার প্রতি। চারি পুত্র দেখি রাজা আনন্দিত মতি ॥
দৈবের নিবন্দ কভু খণ্ডাইব কেনে। হেনকালে আইল দুত অজধ্যা ভুবনে ॥
ভরতের স্থানে কহ করিয়া প্রনতি। মাতামহ স্থানে তোমি চল শিঘ্রগতি ॥
অনেক দিবস হইল নহে দরশন। তোমার কারণে রাজা চিন্তাযুক্ত মন ॥
বৃদ্ধ আমাতে কহিলা এই কথা। তোমি দুই ভাই লইয়া জাইতে সর্ব্বথা ॥ (১ম পত্র)

রামচন্দ্রের বনগমনে দশরথের বিলাপ।

সুমন্তের স্থানে রাম বলিলা তখনে। রথ রথি কার্য্য নাই শীঘ্রে চল বনে ॥
আদেশ হইলা রথ না দেখে নয়নে। নিসেধিলা পুরোহিত বশিষ্ট ব্রাহ্মণে ॥
পুণি দরশন হয় যাহার সহিত। তাতে এত সুচনা যে না হয় উচিত ॥
কেনে হেন রাম তুমি নিঠুর হইলে। বৃদ্ধ মায়ে বাপে ছাড়ি অরণ্যে চলিলে ॥
কেমনে জাইমু ঘরে বিস্বরিয়া রাম। নয়ান আনন্দ রাম দেখিতে না পাম ॥
এ তিন ভুবনে রাম গুণে অনুপাম। সংসার অসার করি বনে জাএ রাম ॥
হইতে কনক ছত্র দণ্ড গজ বাজি। পৃথিবির সকল রাজা আইলেন সাজি ॥
যতেক মঙ্গল দ্রব্য কি কহিম তারে। যেই সুনে সেই গালি দেয়ন্ত আমারে ॥
দিনমনি বিনে দিবা শোভা নাহি করে। রজনীর দিপ্তি নাহি বিনে শশধরে ॥
বিনা রত্নে নাহি হয় মেদিনীর দিপ্তি। রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বশতি ॥
মুই ছার নারির বচনে হইলু বন্দি। বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের অনুসন্ধি ॥
আর দরশন নাহি রামের সংহতি। কহে কবি কৃত্তিবাস মধুর ভারতী ॥
এত বলি কান্দে রাজা রাম যায় পথ। মহা দুখে বিলাপ করএ দশরথ ॥

বনপথে শ্রীরামাদির ভ্রমণ

ভরদ্বাজের আশ্রমে রাম গেলা শীঘ্র করি। পদ ফুটি রক্ত পড়ে চলিতে না পারি ॥
আগে যায় গুহ রাজা পন্থ চিনাইয়া। তার পাছে জায় রাম নত্র-শীর হইয়া ॥
তার পাছে জাএ সীতা রক্ত পড়ে ধারে। রাজার কুমারী সীতা হাটিতে না পারে ॥
তার পাছে জাএ লক্ষণ ধনুস্বর লইয়া। ঘনে ঘনে বৈসে সীতা তরু ছায়া পাইয়া ॥
সীতা বলে ধীরে জাইও না হইও নিঠুর। ঘোর অরণ্য প্রভু আর কতদূর ॥
সীতার বচন শুনি দুঃখিত রঘুনাথ। চাইয়া সীতার ভিতে অশ্রু হয়ে পাত ॥
দুঃখ দিব করি বিধি সৃজিল কণ্ডল। কত দুরে বন প্রভু কহ মহাবল ॥
ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রকাস নহে সুর। অমৃত সমান সীতার বচন মধুর ॥
রৌদ্রে পৃথিবী ফাটে শুখায়ে বদন। রক্তে টলবল হইল কমল লোচন ॥
পৃথিবী পালন রাম অধিক অসুক। ফিরি ফিরি চায়ে রাম সীতাদেবীর মুখ ॥
সকরুণে চক্ষুহনে নিরক্ষয়ে নির। কমলদলের জল কভু নহে স্থির ॥

ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন

যে কার্য্য না হয়ে ভাই শক্রগণ হস্তে। নন্দিগ্রামে থাকি তারে সাধিবে ভরথে ॥
ভরথ হনে যেই কার্য্য হবে প্রয়োজন। আমার স্থানেতে আসি জানাও তখন ॥
চল চল প্রজাগণ চল তোমি (?) ঘরে। বড় তুষ্ট হইলু আমি দেখি তোমারারে ॥
রামেত বিদায় হইয়া যত প্রজাগণ। ভরথ সহিতে দেশে করিলা গমন ॥
কাষ্ট পাদুকা লইল মাথার উপরী। যাত্রিগণ বশিষ্ট আর যত রাজরাণী ॥
স্বসৈন্তে ভরথ গেলা রাজ্য অজধ্যাতে। সিংহদ্বারে ছত্র নিয়া রাখিল ভরথে ॥
রামে বলয়ে শুন কুমার লক্ষণ। ভরথ শক্রগণ রাজ্যে করিলা গমন ॥

৪নং পুথি—কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড

হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪৯ বাং।

লিপিকরের নাম গৌরপ্রসাদ দত্ত, ওলদে সীতারাম দত্ত। সাং পং চোরখাই, মৌজে পুংগ্রাম, জেলা শ্রীহট্ট।

ভনিতায় নাম কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা ৩২। (১৭শ—২২শ পত্র নাই)

শ্রীরাম নমঃ, গণেশায় নমঃ, অথ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পুস্তক।

বৈকণ্টের নাথ রাম চারিবেদের সার। অন্তকালে রাম পরে গতি নাহি আর ॥
রামের বিনয় সুন বালির নিধন। শ্রীরামের পুর্ণ্যকথা সুন দিআ মন ॥
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে রামায়ণ সুনএ স্রবনে। রামে জে মিত্রতা কৈলা্যা সুগ্রিবের সনে ॥

রাম লক্ষণ দুই ভাই ধনুঃঅস্ত্র হাতে। সীতার উদেসে দুই চলিলা পর্ব্বতে ॥
জথা গিয়াছে সিতা তথা আমি জাইব। সবংশে তাহারে মারি সিতা উদ্ধারিব ॥
সিতার কারনে রামে পাইল্লা বড় দুক্ষ। দুই ভাই চলি গেলা দক্ষিণে করি মুক ॥
দুর্ম্মনায়ানদী পার হইল শ্রীরাম লক্ষণ। পর্ব্বতে থাকিয়া দেখে...নন্দন ॥
মহাতেজ ধনু হস্তে ধরে দুই বির। ভয় পাইয়া সুগ্রিবের প্রাণ নহে স্থির ॥
সুগ্রিব বানর আর মন্ত্রি জাম্বুবান। নল নিল হনুমান মন্ত্রির প্রধান ॥
দুই বির আইসে দেখ তপসির ভেসি। বালিয়ে পাঠাইছে কিবা আমার উর্দ্দেসি ॥
প্রবেসিতে নারে বালি ঋসমুর্ক্য বনে। এরা দুই পাটাইছে আমার কারণে ॥
এই জুক্তি করিলা বির পঞ্চজন। আস্যাসিয়া রাক্ষে তথা পবন নন্দন ॥

সুগ্রীবের স্থানে রাম সীতার অলঙ্কার দর্শন

হরসিতা হইলা রাম দেখি অভরণ। মিত্র বলি সুগ্রীবেরে দিলা আলিঙ্গন ॥
একে একে করি রামে যবরণ চায়। চৌক্ষুর জল পড়ে রামের রক্ষণ না জায় ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষণে। সুগ্রিবে সিতার বার্ত্তা কহিলা রামের স্থানে।

বালিবধে তারার বিলাপ

আসিয়া দেখিল বালি হইছে অচেতন। উঠ উঠ বলি রানি যুড়িল কান্দন ॥
বালিরে লইয়া কুলে তারাদেবী কান্দে। কেনে পড়িয়াছ তুমি রণভূমির মাঝে ॥
অঙ্গদ কুমার তোমার কান্দে পদতলে। চক্ষু মেলিয়া প্রভু তুলিয়া লও কুলে ॥
লাচাড়ী—রাগ ভাটিয়াল।
উঠ উঠ আরে প্রভুরে বানর ইস্বর। স্বর্বর্ণ্য শরিল লুটে ভুমির উপর ॥
নারি অভাগিনী তুমার পরম সুন্দরি। কেমতে বঞ্চি আমি হইয়া য়েকাস্বরি ॥
অঙ্গদ কুমার তুমার প্রাণের দুসর। কথা এড়ি গেলায় প্রভু যুড়াও হৃদয় ॥
অভাগিনী নিসেদ দিলু দেখিয়া সংসয় ॥
বিনা অপরাধে তুমা মারিলয় রাম। মর বাক্য না শুনিলায় তেজিলায় প্রাণ ॥
কথা এড়ি গেলায় প্রভু তারা হেন নারি। কোথা এড়ি গেলায় প্রভু কিস্কিন্ধা নগরি ॥
রামকে ধার্ম্মির্ক্য বলি প্রবেশিলায় রণে। মুই অভাগিনির বার্ক্য না শুনিলায় কাণে ॥
ধার্ম্মিক হইয়া কেবা ফিরে বনে বন। সিতা হরি নিল তার লঙ্কার রাবণ ॥
ধার্ম্মিক হইআ কেবা অত দুক্ষ পায়। তারার করুণা গিতি কির্ত্তিবাসে গায় ॥

হনুমানের লঙ্কাতে প্রবেশ সময় প্রহরীর সহিত কথোপকথন

কি নাম বানর তোর কহ সত্য কথা। কোনজনে তোমারে পাটাইআছিল এথা ॥
হাসিয়া বুলয়ে তবে বির হনুমান। লঙ্কাতে আইলু রাবণের বধিতে পরাণ ॥

নতুবা বান্দিয়া নিতে পাটাইছে মরে। তে কারণে আসিয়াছি লঙ্কার ভিতরে ॥
বজ্রদন্ত সত সুপাল দুই মহাবির। সুনিআ বানরের কথা হৈল অস্থির ॥
এতদিন হয় আমি লঙ্কায় প্রহরী। না দেখিছি বানর আসিতে লঙ্কাপুরী ॥

বানরগণের লঙ্কাতে প্রবেশ

গায়ে গায়ে লাগি জায় যত বানরগণ। রামজয় বোলি তবে জাএ কপিগণ ॥
সাতদিন নবরাত্রি কটক হইলা পার। কত পার হইল কত রহিল উপার ॥
কটক পাটাইয়া পাছে শ্রীরাম লক্ষণ। প্রবেশ করিলা গিয়া লঙ্কার ভুবন ॥
পার হইয়া বানরে করয়ে সিঙ্গনাদ। সুনিয়া রাবণ রাজা ভাবয়ে প্রমাদ ॥
দুতে বার্ত্তা জানাইল রাজা নমস্কারি। বানরে বেড়িল আসি কনক লঙ্কাপুরি ॥
নিশ্চিন্তে বসি আছ লঙ্কার অধিকারি। হাতে হাতে বানরে বেড়িলা লঙ্কাপুরি ॥
দুরন্ত সাগর রামে করিল বন্দন। সুর্য্য সব আসিলেক লঙ্কার ভুবন ॥
কেনেবা আনিলা তুমি রামের সিতারে। সিতার কারণে লঙ্কা ডুবিল সাগরে ॥
শ্রীরামের প্রসঙ্গ করয়ে যেই নর। জর্ম্ম জর্ম্মান্তরের পাপ খণ্ডে লঙ্কেশ্বর ॥
হেন রামের সুন্দরী আনিছ মহাশয়। তাহার প্রতিফল পাইবা বানর হাতয় ॥
দুর কর ভ্রম বোধি কমললুচন। সংসারের সার তুমি পতিতপাবন ॥
তুমি বিনে রামকৃষ্ণ আর গতি নাই। দুইখানি রাতুল পদে দেও মরে ঠাই ॥
পুস্তক লেখিতে জদি অক্ষর পড়ি থাকে। পণ্ডিতে দেখিলে পুনি উদ্ধারিবা তাকে ॥

ইতি সুন্দরাকাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত
ইতি সন ১২৪৯ বাং ১৪ই জৈষ্ট

৫নং পুথি লঙ্কাকাণ্ড।

হস্তলিপির তারিখ—১২৬৭ বাং
ভণিতায়—কৃত্তিবাসের নাম ও বাসস্থানের পরিচয় আছে।
পত্রসংখ্যা—৯৬+১৯+১০+২০+২০। মোট ১৭৫ পত্রে সমাপ্ত।
লিখক—শ্রীলালচাঁদ দাস, সাং পং বামৈ, মৌজে ধর্ম্মপুর, শ্রীহট্ট,
(সম্পূর্ণ আছে।)
মালীক যশদা দত্ত দাসী, স্বামী সানন্দ দত্ত।

এই পুস্তকে ইন্দ্রজিৎ ও মহীরাবণ বধ বর্ণনার পর তরণীসেন বধ এবং তৎপরে লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রাবণ বধ বর্ণিত হইয়াছে। ছাপার পুস্তকের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বিস্তৃততর বর্ণনা আছে; কিন্তু রামচন্দ্রের দুর্গাপুজার উল্লেখ নাই।

প্রারম্ভ—শ্রীশ্রীরামঃ। নম গনেশায় ॥ বেদে রামায়নে ইত্যাদি।

অথ লঙ্কাকাণ্ড লিক্ষতে।

বন্ধ হইল সাগর কটক হইল পার। দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার।
কাপর হইয়া রাজা চিন্তে মনে মনে। সুখ সারন দুই ডাক দিয়া আনে॥
তুমি দুই মায়াধর সমান মারিচ। সমান বিক্রম দুহে কেহ নহে নিচ॥
বানর আক্রিতি হইয়া কপী সঙ্গে জাবা। কত সন্য কত বির গনিয়া আসীবা॥
কোনরূপ রামচন্দ্র কিরূপ লক্ষণ। কোন কর্ম্ম করয়ে রাক্ষস বিভিসন॥
সুগৃবের কিবা চেষ্টা দেখিয়া আসিবা। সন্য সেনাপতি ভাগ সকল চাহিবা॥
বিভিসন সুগৃব লইয়া রঘুপতি। নিশ্চয় জানিবা তারা করে কোন যুক্তি॥
কত সৈন্য আসিয়াছে কত নরপতি। বুঝিতে পারয়ে কেবা কার কত শক্তি॥
কপি সঙ্গে কিবা করে সকল দেখিবা। নিরোপন করি তত্ত আমাতে কহিবা॥

কৃত্তিবাসের নিবাস স্থানের উল্লেখ,—

বিরাদ ভাবিয়া বির, সমরে হইল স্থির,
অস্ত্র এড়ে বিবিধ প্রকার।
গঙ্গার পশ্চিম ধার, ফুলিয়া যে গ্রাম সার,
কির্ত্তিবাসে রছিল পয়ার॥

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের আনন্দ ও রাবণের খেদ

এই মতে ইন্দ্রজিৎ হইল নিধন। হরষিত হইলা সকল দেবগণ॥
আনন্দ মঙ্গল করি বিদ্যাধরীগণ। একত্র হইয়া নাছে যত দেবগণ॥
সর্গেতে হইল শব্দ জয় জয় কার। রাম জয় শব্দ হইল লঙ্কার মাঝার॥
দেবগণে প্রশংসা করয়ে ততক্ষন। দুষ্ট সংহারিতে প্রভু জন্মিলা ভুবন॥
ধন্য ধন্য রামচন্দ্র ধন্য সহদর। যুদ্ধ করি সংহারিলা দুষ্ট নিশাচর॥
তথায় রাবণ রাজা চিন্তাকুল মন। তত্তবার্ত্তা না সুনিয়া যুদ্ধ বিবরণ॥
মনে মনে চিন্তয়ে যতেক পাত্রগন। সিংহাসনে বসিয়াছে রাজা দশানন।
তরাতে জানাইল রাজার সদন। জুদ্ধে আজু ইন্দ্রজিৎ হইল নিধন॥
এতেক সুনিয়া তবে রাজা লঙ্কেশ্বর। অচেতন হৈয়া পড়ে ধরনি উপর॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত বচন। ইন্দ্রজিৎ সুকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

নাচাড়ী—কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর, সুকে দহে কলেবর
হৃদয়ে পাইয়া মর্ম্মবেথা।
হাহা পুত্র মেঘনাদ, কেন হইল পরমাদ,
আমাকে ছাড়িয়া গেলা কোথা॥

কুম্ভকর্ণ ভাই মৈল, সেই দুঃখ পাসরিল,
তুমি পুত্র ছিলে বিদ্যমান।
রহিলাম একা হৈয়া, তুমি পুত্র হারাইয়া,
বল বদ্ধি দিবে কোনজন॥
ইন্দ্র সনে জুদ্ধ করি, জিনিলে অমরা পুরি,
ইন্দ্রজিত হৈল তার নাম।
লক্ষণে বধিল তরে গেলা তুমি সুরপুরে
আমার জিবনে কিবা কাম॥
মস্থকেতে দিয়া হাত কান্দয়ে লঙ্কার নাথ
পুত্র সোকে হইয়া তাপীত।
হৃদয়ে হানিয়া কর, তনু হৈল জরজর,
দশমুণ্ড লুটাইয়া ভুমিত॥
আনিয়া রামের নারি, নষ্ট কৈলু লঙ্কাপুরি,
সবংসে মজিল পুত্রগণ।
আমি মাত্র আছি সার, ভরসা নাহিক আর,
বুদ্ধি বল দিবে কোন জন॥
কান্দে রাজা পুনিঃ পুনি, পরয়ে চক্ষের পানি,
সোকেতে আকুল অনুক্ষন।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে, শ্রীরামের পদতলে,
মজিয়া রহুক মন মন॥

মহীরাবণের মৃত্যুতে রাবণের খেদ

লঙ্কাতে পাইল বার্ত্তা রাজা দসানন। পড়িলেক মহাবির পাতাল ভুবন॥
অনেক বিলাপ কৈল রাজা লঙ্কেশ্বর। অচেতন হইয়া পড়ে ধরনি উপর॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষনে। পাতাল কাণ্ডের কথা হইল সমাপনে॥

তরণীসেনের মৃত্যুতে রাবণের শোক

দলবদ্ধ নরপতি ভুমিতলে পড়ে। পাত্র মিত্র সকলে রাজা আসি ধরে॥
অকারণে নরপতি করহ ক্রন্দন। তরণি পণ্ডিত ছিল বৈষ্ণব সুজন॥
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার। তেকারণে প্রাণ দিল তরণি কুমার॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতে রচিল রামায়ন। এই মতে তরণির সর্গ আরহন॥
লঙ্কাকাণ্ডে সুধারস অমৃত সমান। আসনে বসিয়া রাজা করিল দেয়ান॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামের বিলাপ

এইমতে দশস্কন্ধে জ্যোতিসে আলাপ। লক্ষণের শোকে রাম করয়ে বিলাপ॥
কে মরে জিয়াইয়া দিব প্রণের লক্ষন। বিদেশে আসিয়া ভাই হারাইল জীবন॥
ধলায়ে ধুসর ভাই গড়াগড়ি যায়। ভ্রাত্রি সোকে কান্দে রাম প্রাণ ফাটী জায়॥
কুলে করি রামচন্দ্র হইলা বাহির। ভ্রাত্রিদুকে কান্দে রমে হইয়া অস্থির॥
বিভিসন সুগ্রীবাদি জত বিরগন। লক্ষন দুর্গতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
ভাই ভাই বলি রাম কান্দিল অপার। তুমি ভাই বিনে মর নিস্ফল সংসার॥
সুমিত্রা মায়ের তুমি প্রাণের নন্দন। কি বলিয়া সান্তাইব তাঁহার জে মন॥
তব বার্ত্তা জিজ্ঞাসিব আমি গেলে দেশে॥ কহিব তুমার বার্ত্তা কেমন সাহসে॥
আছুক লাভের কার্য্য মুলে টানাটানি। তুমি ভাই হতে মর রহিল কাহিণি॥
সিতা সে হইল মর নাসকের মুল। কি নিমিত্তে আসিলাম সমুদ্রের কুল॥
সর্গে থাকি দেবগন কান্দয়ে বিস্তর। রাজা সব কান্দে আর দেব পুরন্দর॥
হস্ত দিয়া চাহে কেহ নাসিকার স্বাষ। রামের করুণা কিছু গায়ে কিত্তিবাস॥
জিয়াইয়া কে দিব লক্ষন প্রান ভাই। প্রাণের দুলুভ ভাই কথা গেলে পাই॥
জত দুক্ষ পাইল আমি সিতার কারনে। দ্বিগুণ পাইলু দুক্ষ লক্ষণ মরনে॥
নারির কারণে আমি আইল এত দুর। লাভেতে আছুক কার্য্য হারাইল মুল॥
অছোক লাভের কাজ মুলে হইল থালি। সুবর্ণ বানির্জে আসি মুক্তা দিল ডালি॥
আমা সোকে পিতা মরগেল পরলুকে। আমিই তেজিব প্রাণ লক্ষনের সোকে॥
সুনহ সুগৃব মিতা আমার বচন। আপনার দেশে তুমি করহ গমন॥
বিধাতার নির্ব্বন্দ মর কর্ম্মের লিখন। আপনে চলহ দেসে লৈয়া সৈন্যগন॥
আর না জাইব আমি অজধ্যা নগরি। লক্ষনের সোকে আমি হব দেশান্তরি॥
প্রাণের দুসর ভাই রূপে কাম সম। রনেতে পশিলে জেন কালান্তক জম॥
স্ত্রির হেতু হারাইলু হেন সহোদর। ভ্রাত্রি সোকে কন্দে রাম ধুলায়ে দুসর॥

চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হওয়ায় রাবণকে ত্যাগ করিয়া ভবানীর গমন

রাবনে বলেন মাও দয়া না ছাড়িবা। আমার কারনে কিছো সিবেতে কহিবা॥
সেবকবৎসলা দেবী জগতের মাতা। কান্দিতে কান্দিতে গেলা মহেসের তথা॥
সিব প্রতি কহে দেবি কটুত্তর বানী। রাবন সেবক প্রতি নিষ্ঠুর আপনি॥
ব্যাঘ্রছাল পৈর তুমি বিভুতি ভুসন। সিগ্র গিয়া রক্ষা কর লঙ্কার রাবন॥
মাথা কাটী রাবনে দিয়াছে তুমা পায়। তাহার সঙ্কটে কেন না হও সহায়॥
এই মতে ভগবতি অনেক কহিলা। পার্ব্বতির বাক্যে সিব উত্তর না দিলা॥

শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন

ঘন ঘন ডাকি রাম সারথি আদেশে। রাম লক্ষন সিতা রথে আসিলেন দেশে ॥
দেশেতে আসিলা রাম মন হরসিত। চারিদিগে পুষ্পবৃষ্টি লোক পুলকিত ॥
দেশেতে আসিলা রাম আনন্দে বিভুল। ভরথ সতুঘুনের আসিয়া দিলা কুল ॥
আনন্দিত চারিভাই এক স্থানে বৈসে। সর্ব্বজন হরষিত রাম আইলা দেশে ॥
সিতারে আর্ঘিয়া নিলা সর্ব্বসখীগন। সিতার উপরে করে পুষ্প বরিসন ॥

৬নং পুথি বীরবাহু যুদ্ধ

হস্তলিপির তারিখ—১২৬৭ বাং

মালীক ও লিপিকর—শ্রীগৌরচরণচন্দ্র দাস। সাকিন ভদ্রকারা, পরগণে বানৈ মোতালকে জিল্যে শ্রীহট্ট, থানে লস্করপুর। পত্রসংখ্যা—১৫ পাতা সম্পূর্ণ আছে, ভনিতায় নাম—কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথঃ বিরবাহুর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥

তরণি পড়িল যদি শ্রীরাম সমরে। ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচরে ॥
দুত কহে লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে। পড়িল তরণিসেন আজিকার রণে ॥
তরণিসেনের মৃত্যু লঙ্কেশ্বর। সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণি উপর ॥
চৈতন্ন পাইয়া রা করহে ক্রন্দন। রাজারে প্রবোধ দেহে পাত্রমিত্রগন ॥
মৃত্তিকাতে বৈসে ং লঙ্কার অধিকারি। ঘরে ঘরে কান্দে জত বির জনের নারি ॥
পুত্রশোকে অনি কান্দিল সরমা। বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা ॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে। জানকি প্রবোধ দেন অসেষ বিসেসে ॥
এইরূপে নারিগণ কান্দে লঙ্কাপুরে। রাবণ মন্ত্রনা করে পাঠাইব কারে ॥
যে বির পাঠাই নর বানরের রনে। সবে মরে ফিরে নাহি আইসে একজনে ॥
দিনে দিনে টুঠে বল মনে পাই সঙ্কা। নর বানর মধ্যে কেবা রাখে পুরি লঙ্কা ॥
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম। চিত্রাঙ্গদা নামে কন্যা তার রূপেতে সুঠাম ॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরি। পরম সুন্দরি কন্যা জিনি বিদ্যাধরি ॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে। তাহার গুনের কথা কহি শুন তবে ॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম বিরবাহু নাম। দেবগুরু ভক্ত বড় সদা জপে রাম ॥

বীরবাহুর যুদ্ধযাত্রা

মায়ের বচনে তবে বিরবাহু হাসে। মধুর বচন কৈহে জননিরে তোসে ॥
চরণের ধুলি লহে মাথার উপরে। হাসি হাসিতে করে মায়ের উত্তর ॥
অবোধ অবলাজাতি নাহি বুঝ কার্য্য। আমী যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥

মাতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর এক চিত্তে। তুমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে ॥
সংগ্রামে রামের হাতে হৈলে নিধন। রথে চৈয়্যে জাব আমী বৈকুণ্ঠভুবন ॥
মায়েরে প্রবোধ কৈরে হস্তি স্কন্ধে চড়ে। বিদায়ে হইয়া বির যুঝিবারে নড়ে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন। লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেক গিত রামায়ণ ॥

বীরবাহু ও লক্ষ্মণে যুদ্ধ

লক্ষনের বাক্যে বিরবাহু সক্রোধিত। এড়িল দুর্জ্জয় বান অগ্নি যে জ্বলিত ॥
চলিল লক্ষণের বাণ তারা যেন ছোটে। এক বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে ॥
পঞ্চবান লক্ষণ শ্রে যুড়িল ধনুকে। সন্ধান পুরিয়া মারেন বিরবাহু বুকে ॥
বানাঘাতে বিরবাহু হৈল কম্পিত। লক্ষন উপরে বান মারে আচম্বিত ॥

বীরবাহুর বধের পর রামের উক্তি

হাসিয়া চাহেন রাম বিভিষণের পানে। এখন লঙ্কায় আর আছে কত জনে ॥
বিভিসন বলে প্রভু বির নাহি আর। রাবণ আর ইন্দ্রজিৎ রাবণ কুমার ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতি। লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বিরবাহু যুদ্ধাপতি ॥
ভিমস্বাশি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি।
ভ্রমজ্ঞান হৈয়ে জদি ঐক্ষর পড়িয়ে থাকে। পণ্ডিতে পাইলে পুথি উদ্ধারিব তাকে ॥
বেলা অনুমানিক ১॥ প্রহর সময় পুর্ব্বের ঘরে বসীয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ ইতি ১২৬৭ বাং মাহে ২৪ চৈষ্ট।

৭নং পুথি—নীলপদ্মহরণ

হস্তলিপির তারিখ—১২৬৭বাং

মালিক ও লিপিকরের নাম গৌরচরণ চন্দ্র দাষস্থ, পুস্তক নিজ, পং বাঘৈ, সাং ভদ্রাকারা, জিলা শ্রীহট্ট।

পত্র সংখ্যা ৯ পাতা সম্পুর্ণ আছে। ভণিতায় নাম—কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ বধের কারণ শ্রীরামচন্দ্রের অকালে দুর্গোৎসব করেন ও সষ্ঠী বুধন ইত্যাদি লিক্ষতে। অথ অম্বিকা স্মরণ।

কোথা মা তারিণি তারা হও গো স্বদয়। দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময়।
পতিতপাবণি পাপহারিণি কালীকে। দিনজন জননি মা জগতপালিকে ॥
করুনা নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে। ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে। সঙ্কর ত্যজিল তেই ডাকি মা তোমারে ॥
তুমি দয়ামহি মাতা শুনেছি পুরানে। তুমি শক্তি তুমি তৃপ্তি ব্যাপ্তি পরিত্রাণে ॥

নামগুণে ব্যাপ্ত আছ এ তিন ভুবনে। রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপন॥
যে স্তবো স্মরণ লয় না থাকে আপ। প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবারে লোক। কৃপা করি কর মাতা নিবারণ শোক॥
এইরূপ স্তব জদি করিল রাবণ। আর্দ্র হৈলা হৈমবতি মন উচাটন॥
স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবি দিলা দরশন। বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥
আশ্বাস করিয়া কন না কর রূদন। ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন॥

শ্রীরামের চণ্ডীকাস্তব

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনি বারে। শ্রীরাম করেন স্তব দেবি চণ্ডিকারে॥
দুর্গা দুর্গহরা তারা দুর্গতিনাসীনি। দুর্গম শরনিবিদ্ধ গিরিনিবাসীনি।
দুরারাধ্যা ধ্যানা সাধ্যা শক্তি সনাতনি। পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনি॥
নিলকণ্ঠ পৃয়া নারায়নি নিরাকার। সারাৎসারা মুল শক্তি শচ্চিতা আকার॥

রাবণের মৃত্যুবান আনিতে হনুমানের প্রতিজ্ঞা।

বিভিসন কহিলেন রামের গোচরে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥
সে অস্ত্র আনিতে কার না হয় শকতি। রাম বলেন না মরিবে লঙ্কার অধিপতি॥
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভিসন। সে বান আনিবে যজ্ঞ কে আছে এমন॥
মন্দোদরির স্থানে বাণ আছত নির্য্যাস। সে বান আনিলে হয় রাবণ বিনাস॥
মন্দোদরির অন্তপুর ভয়ঙ্কর স্থান। ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না জান॥
রাবণের ভয় রাত না বহে পবন। সে স্থান হইতে বান আনে কোন জন॥
এত জদি কহিল রাক্ষস বিভিসন। হেনকালে উপনিত পবন নন্দন।
হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি। আমী গিয়া মৃত্যুবান আনিব এখনি॥

৮ নং পুথি (ক)—শক্তিশেল

হস্তলিপির তারিখ—১৭৩৯ শকাব্দা
ভণিতায়—কৃত্তিবাস।

পত্র সংখ্যা ৩৫ পাতা ১ম—৮ পাতা নাই। ৯—৩৫ পাতা আছে। বৃক্ষত্বকে লিখিত।

লক্ষ্মণের সহিত রাবণের যুদ্ধ

নাগপাস বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর। গড়ুর বাণে কাটি পাড়ে সুমিত্রা কুমার॥
পঙ্গুপর্ত্ত বাণ এড়ে লক্ষণ ঠাকুর। বজ্র বাণে রাবণ রাজা কাটয় প্রচুর॥
রাজা এড়িল বাণ নামে তারা কোটি। এক মারে আর পড়ে উলটি উলটি॥
এই সব বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর। তেজসিয়া বাণে কাটে লক্ষণ ধনুর্দ্ধর॥

বাণ বের্থ গেল দেখি চিন্তিত রাবণ। শ্রীদুর্গার চরণ মাত্র করএ স্মরণ ॥
কাল কুটি বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর। লক্ষণরে বিন্দিয়া করিল জর্জ্জর ॥
শ্রীরাম স্মরিয়া (লক্ষণ ধনুতে কৈল্য তনু)। বাণেতে দাড়াইল জেণ দিপ্তি করে ভানু ॥
এড়িল অচেক বাণ তার নাহি সিমা। তার সোস এড়ে বাণ মুকুন্দ মহিমা ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ

লক্ষনের মুখে রামে ঐ কথা সুনিআ। কান্দিতে লাগিলা রাম গলেতে ধরিআ ॥
আর কারে ডাকিমুরে আমার ভাইআ বিনে। তুমা না দেখিআ প্রাণ ধরাইমু কেনে ॥
যেই ছেলে আসিয়াছে তুমারে বধিতে। ব্রহ্মা মহেশ্বর আইলে না পারে রাখিতে ।
কি করিমু কথা জাইমু কি করিলা বিধি। দেহ ছাড়া প্রাণ হৈছে সুনিছি অবধি ॥
জখনে দেখিমু ভাই তুমার অন্তর। তবে কি রাখিমু প্রাণ সরির ভিতর ॥
লক্ষণে বলএ প্রভু কমললোচন। আমি ছারের লাগি প্রভু না কর কান্দন ॥

ঔষধ আনিতে হনুমানের গমন

শ্রীরামের জুগল পদ করিয়া বন্দন। গগণমণ্ডলে বির হৈল আরহণ ॥
সরসরি সব্দ সুনি রাবণ রাজা চায়। ঐ দেখরে ঘরপুড়া ঔষাদের লাগি জাএ ॥
(এখনি সময় নিমাই রহিআছ কথায়)।
কালনিমা কালনিমা করি ডাকিতে লাগিল। রাবণের ডাক সুনি কালনিমা চলি আইল ॥
কালনিমা বলে মামা করি নিবেদন। কি লাগিয়া ডাক মরে রাজা দসানন ॥
বাপু বলিরে বচন——।
আমি যে বধিআছি রামের অনুজ লক্ষণ। তুমি গিয়া বধ বাপ পবননন্দন ॥
কালনিমা বলে মামা তবে আমি জাই। রসক বনে সিতা থৈচ তাকে জদি পাই ॥

বাটুলাঘাতে আহত হনুমান ভরতের নিকট পরিচয় দিতেছে

হনুমানে বলে প্রভু কি বলিমু তুমার পাস। হনুমান নাম মর শ্রীরামের দাস ॥
এতেক সুনিয়া ভরত নএআনের পুছে জল। কহরে হনুমান আমার ভাইআর কুশল ॥
এত সুনি হনুমান করযুড়ে কহে। লক্ষনের কথা আমার মুখেতে না আইসে ॥
রাবণে নিআছে সিতা লক্ষণ মরে ছেলে। অভিমানে কান্দে রাম ভাইআ সুগাকুলে ॥
ঔসাদ আনিতে গসাই গিয়াছিলাম আমি। ঐ কারণে আমারে বাটুল মারিলা তুমি ॥
আমারে মারএ বাটুল তাহা দহে সুখে। দেখাইলে দেখিবায় রামের ঔতাল বুকে ॥
এত সুনি ভরত মাথায় হাত দিল। এক গুণের দুঃখ বিধি শত গুণে হৈল ॥
কান্দিতে লাগিল ভরথ সরি নারায়ণ। তাহা শুনি কসল্যা রাণি যুড়িল কান্দন ॥
(দিশা)—কুলে আয় আয় রে দুখিনির বাছা আএ ॥

কসল্যা এ বলে কুলে আছ রাম রঘুমণি। তোমার মাঅ বাছা অতি দুর্ব্বাগিনী ।।
বনাচারি হইআ বাছা আছ কুন সুখে। মাঅ অভাগিনির হিছা পার্থর দিআ বুকে ॥

ঔষধ বাটিবার জন্য শিলাপুতা আনিতে হনুমানের যাত্রা

ঔষাদ লইয়া সুসেন করিলেন গমন। শ্রীরামের আগে জাইয়া দিলা দরসন ॥
সিলাপুতা না হইলে ঔষধ না যায় বাটন। সুগৃবে বলয়ে তারে পাইমু কেমনে ॥
শিলা পুতা আনহ আর নিকামিনির চক্ষের পানি। তবে সে ধৈর্যতা করি লক্ষণের প্রাণি ॥
রাম বলে আরে বাপ কারে পাঠাইব। হনুমানে বলে গুসাই আপনে চলিয়া জাইব ॥
হনুমানে বলে প্রভু তুমার আজ্ঞা পাম। শিলা-পুতা আনিতে মর কত বড় কাম ॥

অন্ত:—

কর্ণ ধনে সূর্য্যদেব এড়ি দিল হনু। দুই প্রহর সময়ে গগণে উদএ ভানু ॥
জএডঙ্কা জএধ্বনি মঙ্গল আরুহন। স্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
অন্তে অন্তে সবাইর পদে করিলাম প্রণাম। বদন ভরিয়া বল রাঘব রামের নাম ॥
কবি কিত্তিবাসে লেখা রামের চরণ। শুনিলে অধর্ম্ম হরে পুতা রামাএহন ॥
ভিমস্বাপি ইত্যাদি ... ... ।

৮নং পুথি—(খ) শক্তিশেল

ভণিতার নাম কৃত্তিবাস, পত্রসংখ্যা ১২ পাতা; সম্পূর্ণ আছে।

প্রারম্ভ :—শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ শক্তিশেল পুস্তক লিখিতং ॥ আইস হে রাম ধনুকধারী।
আইস হে রাম ধনুকধারী।

আইস হে ধন রাম, নবজলধর রাম, দুর্ব্বাদল শ্যাম।
রাম সে বন্ধু, করুণাসিন্ধু, রাম দীন দয়াময় হরি।
অকালে ঐ সাদ (সাধ) মনে রাম বলে মরি।
অখিল ভুবন জানকী জীবন সর্ব্বগুণ ধাম।
কোটি জন্মের পাপ হরে লইলে রাঘব রামের নাম ॥

ত্রৈলোক্য পুজিত রাম জানকী জীবন। বদন ভরিয়া জাঁর নাম জপে সুক সুনাতন ॥
অনিষ্ট অধম বলি মাএ জাকে ফেলে। তাকে রঘুনাথে কোলে লন যদি রাম কথাটি বোলে ॥
ভগিরথে গঙ্গা আনিল করি পরিশ্রম। রাম নামে হেন শ্রম কৈল্যে ধরে বান্ধি আমি যম ॥
ভজিলে না পামর মন কৈল্যে দাগাদারি। কালি ভব (ছেড়া) কাণ্ডারী শ্রীহরি।
ভজন জানি না সাধন জানি না উপায় হবে কি। রাম তরাওং বলিয়া রহি (ছেড়া) ॥
অন্দল অচল আমি না জানি সান্তার। রাম নামটী হৃদে বান্ধিয়া দিতেছি সাতার ॥
কৃপাকর রঘুনাথ দেও পদধুলি (ছেড়া)। তোমার নাম যমের মুখে দেই কালী ॥

শ্রীরামের জুগল পদ করিয়ে বন্দন। তার সেসে বন্দি আমি গীত রামায়ন ॥
তার সেসে বন্দনা করি কশল্যা ঠাকুরাণী। জাঁর উদরে জন্ম লৈলা রাম চক্রপাণি ॥
তার সেসে বন্দনা করি সুমিত্র' ঠাকুরাণী। জাঁর উদরে জন্ম লভে লক্ষণ চুড়ামণি ॥
বিসামিত্র মুনি বন্দি যজ্ঞ বটে আর। যার অস্ত্র শিক্ষাএ রাম হইলা দুর্ব্বার ॥
বসিষ্ঠ বাল্মিক বন্দি যজ্ঞ কুলনাথ। জাঁর আগে রঘুনাথে করিয়াছে যুড়হাত ॥
দশরথ রাজা বন্দু মন অভিলাষে। জাঁর আজ্ঞায়ে সিতার নাথ চলিয়াছে-বনবাসে ॥
অন্তে অন্তে সবাইর পদে করিয়ে প্রণাম। একবার বদনে বল রাঘব রামের নাম ॥
রাম তঁব চরণ অন্ত মুনি ধ্যানে নাহি পায়। পঞ্চমুখে পঞ্চননে জাঁর গুণ গায় ॥
পড়িলেক ইন্দ্রজিত বৈরি গাএ গীত। সর্গে থাকি দেবগণে হৈলা সানন্দিত ॥
রাজারে করায় শান্ত পাত্র মিত্র ধরি। ইন্দ্রজিত পড়িল বার্ত্তা পাইল মন্দধরী ॥
বার্ত্তা পাইয়া রাণি তবে নিকলিল লড়ে। ইন্দ্রজিত বলি মাথা ধরণী পাছাড়ে ॥
বস্ত্র নাহি পিন্দে রাণি (অপাঠ্য) চুলি। ইন্দ্রজিত ইন্দ্রজিত এই সে মাত্র বোলি ॥
হাহা পুত্র পুত্র বোলি হইল অচেতন। চারিদিগে পুত্রবধু করন্তি কান্দন ॥
কেহ মাথা তুলি ধরে কেহ শিরে ঢালে পাণি। নাকে হস্ত দিয়া কেহ চায়েন্তি পরাণি ॥
চৈতন্ত পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিত। রণে পড়িয়াছে পুত্র বানর বিদিত ॥
কার পুত্র কাহারে দিয়াছিনু গালি। আপনার মুখে মুই আপনি দিনু কালি ॥
কোন দোষে কোন জনে দিয়াছিল গালি। ইন্দ্রজিত হেন পুত্র মায়ে দিল ডালি ॥

রণস্থলে লক্ষ্মণ ও রাবণের কথাবার্ত্তা

নানা অমঙ্গল দেখে তাহা নাহি গণে। রথ চালাইয়া দিল পবন গমনে ॥
রণস্থলে লক্ষ্মণবীর করিল গমন। তা দেখি হাসিতে লাগিল রাজা দশানন ॥
তা দেখি রাবণ রাজা বলে হাসি হাসি। মরিবারে কেন আইলে প্রথম বয়সি ॥
লক্ষণে বলেরে বেটা সুনরে বচন। আমা ঠাই পড়িলে তর হরিবে জীবন ॥
সুন সুন ওহে রাজা আমি কারে ডরি। আমাদের সহায় রাম মুকুন্দমুরারী ॥
রাবণ বলে হাসি হাসি কি হবে জঞ্জাল। পরাজয় দিতে বলে সহজে ছাওয়াল ॥
লক্ষণে বলেয়ে বেটা বড়াই করি মর। পাছে তুমি করিও বড়াই যদি সারিয়া জাইতে পার ॥
ছাওয়াল বলিয়া মোরে কর অপজ্ঞান। আমি ছাবালে পারি করিতে বুড়ার কাম ॥
এ কথা লক্ষণ ঠাকুর জে কালে বলিল। হাহা শব্দ করি রাবণ হাসিতে লাগিল ॥
পাত্র সুক সারণকে ডাকিতে লাগিল পাত্র বলি তদের ঠাই। আমাদের রাজ্যে কি হাসিবার মানুষ নাই ॥
সুক সারণে বলে কেন বলে মহারাজা নাকে দিয়া টিপা মাইলে দুগ্ধ গলিয়া জাইব। সেই ছাবালে বলে পরাজয় দিব ॥
রাবণে বলেয়ে ছাউলিয়া বলিয়ে বচন। আগে বাণ মার তুমার প্রথমের রণ ॥

আমি বাণ মাইলে তরে ফিরিয়া না পাইব। অাঘাতিত হবে বেটা সাদ রহি জাইব॥
এত শুনি লক্ষণঠাকুর জলিআছে কুপে। রাবণ বধিতে বাণ এড়ে এক চাপে॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ

লক্ষ্মণের মুখে রাম এই কথা শুনিয়া। কান্দিতে লাগিল রাম গৃবাএ চাপিয়া॥

অথ দিশা ;—

আর কারে ডাকিবরে আমার গুণের ভাই বিনে। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরাইমু কেমনে॥
জেই ছেল আসিয়াছে ভাই তোমারে বধিতে। ব্রহ্মা মহেশ্বর আইলে নারিব রাখিতে॥
কি করিমু কথা জাইমু কি করিলা বিধি। দেহ ছাড়া প্রাণ হৈছে শুনেছি অবধি॥
তখনে দেখিমু তোমার আথান্তর। তবে কি রাখিব প্রাণ শরীর ভিতর॥
লক্ষণে বলয়ে প্রভু কমললোচন। আমু ছারের লাগি তুমি না কর কান্দন॥

বাটুলাঘাতে আহত হনুমান ভরতের নিকট পরিচয় দিতেছে

হনুমান বলে প্রভু কি বলিমু পায়। হনুমান নাম মর হই শ্রীরামের দাস॥
এতশুনি ভরথ বিরে নয়ানের পুছে জল। কহ হনুমান বাছা আমার ভাইয়ের কুশল॥
এত সুনি হনুমান কর জুড়ে কয়। শ্রীরামের দুক্ষের কথা আমার মুখে না আইসএ॥
রাবণে নিয়াছে সিতা লক্ষণ পড়ে ছেলে। অভিমানে কান্দে রাম ভাইয়ার সুগাকুলে॥
সুগাকুলে কান্দে রাম কুলেত লক্ষণ। ঔষধে আনিতে গোসাই গেছিলু আপন॥
আমারে মারিলাএ বাটুল তনু দহে দুঃখে। দেশে আইলে দেখিবা রামের ঐ ভান বুকে॥
এত সুনি ভরথ বিরে মাথায় থাবড় দিল। একগুণ দুক্ষ বিধি শতগুণ হইল॥
কান্দিতে লাগিল ভরথ স্মরি নারায়ন। তাহা শুনি কশল্যা রাণি যুড়িল কান্দন॥

অথ দিশা ;—

কুলে আয়েরে দুক্ষিণীর প্রাণবাছা আয়েরে। কশল্যা বলে কুলে আয়েরে রাম রঘুমণি।
তোমার শত্রু নহে বাছা কেবল দুর্ব্বাদিনী॥
বনচারী হইয়া বাছা আছ কোন সুখে। মায় দুক্ষিণী রহি আছি একটা পাষাণ লইয়া বুকে॥

অন্ত ;—

লক্ষণ জীলেন রামে পুরিল মনসাদ। চৌদিগে বানরগণে করে সিংহনাদ॥
জয়কার জয়ধ্বনি মঙ্গল আরুহণ। স্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ॥
কবি কৃত্তিবাসে কহে শ্রীরামের চরণ। শুনিলে অধর্ম্ম নাশে পুথি রামায়ণ॥
অন্তে অন্তে সমাইর পদে করিয়ে প্রণাম। একবার বদনে বল রাঘব রামের নাম॥

ইতি শক্তিছেল পুস্তক সমাপ্ত।
ভিমস্যাপিরণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইত্যাদি

৯নং পুথি—উত্তরাকাণ্ড

হস্তলিপির তারিখ—১২৪৪ বাঙ্‌লা

মালীক—সানন্দরাম সাহা; স্বাক্ষর—লালচাঁদ দাস

সা' পং বাথৈ, মৌজে ধর্ম্মপুর, জিলা শ্রীহট্ট।

পত্রসংখ্যা ১৮২; সম্পূর্ণ। ভণিতায় নাম—কৃত্তিবাস, ভবানীদাস ও ষষ্ঠীবর।

আরম্ভ—নম গণেশায়ঃ, নম স্বরস্বথৈঃ অথ উত্তরাকাণ্ড লিক্যতে॥ নারায়ণ নমস্কৃতৈ নরঞ্চৈব নরুত্তম ইত্যাদি। রাম লক্ষণং ইত্যাদি। না হং তিষ্ঠামী ইত্যাদি।

দুর্গা পুত্র বন্দি আগে দেব গজানন। সর্ব্ববিঘ্ন নাস হয়ে জাহার স্মরণ॥
প্রণমহ গুরুদেব ত্রিভুবন সার। উপদেশ দিলা ভবসিন্ধু তরিবার॥
নমামী পরমাবিদ্যা দেবী সরস্বতি। বাক্যমই পদ্দে স্থিতা কণ্টেতে বসতি॥
তাহান ক্রিপাতে হএ সর্ব্বশাস্ত্রে গতি। মুক্তি ফল লভ্য হএ পরম ভকতি॥
সক্তিযুক্ত দেব দেব অনাদী ইস্বর। পিত্রীদেব সঙ্গে বন্দি যতেক অমর॥
মহাবিদ্যা আদিসক্তি দ্বাদসাবতার। গঙ্গা আদি ত্রিভুবনে জত তির্থসার॥
সনকাদি ব্রহ্ম ঋসি আদি মুনিগণ। রাজ ঋসি পুণ্য স্লোক রাজা জে বন্দন॥

গ্রন্থারম্ভে কবি সংক্ষেপে পুস্তকের বিবরণ বলিতেছেন

আদি অন্তে উত্তরা সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলি। বিস্থার করিয়া সেসে কহিব সকলি॥
প্রথমে অগস্থ আদি সব মুনিগণ। অঝধ্যাতে বিস্বরূপ কৈল দরশন॥
শ্রীরাম সেবিত হৈয়া জথা জোজ্ঞ মতে। কথোপকথনে হৈল অঝধ্যাবাসেতে॥
ইন্দ্রজিত বধে লক্ষণের প্রসংসন। অনাহার অনিদ্রা স্ত্রি না কৈল দর্শন॥
অগস্থ প্রথমে মুনি লক্ষণ কাহিনী। বিস্থারিয়া লক্ষণে জিজ্ঞাসে রঘুমণি॥
মুনিবাক্য পাহিয়া সভা আনন্দিত মন। কহ কহ বলি কৈল বহু আলাপন॥
রাক্ষস জন্মের জন্ম গিরি কন্যা দান। সুমেরু ত্রিকুট ভঙ্গ লঙ্কার নির্ম্মাণ॥
গজকৎসব হৈল গরুড় ভক্ষয়িতা। তার মধ্যে সুমেরু পবন যুদ্ধ কথা॥
খগপতি সঙ্গে পবনের দর্পচুর। গরুড় জন্মাদি কথা শুনিতে মধুর॥
সিব জজ্ঞে লঙ্কাপুরি নির্ম্মাণ বিসেসে। মহেস ক্রিপাতে লঙ্কা পাইল রাক্ষসে॥
পর্ব্বতের পাখা ছেদি ইন্দ্র পাইল সাপ। তেকারণে মেঘনাদের বাড়িল প্রতাপ॥
গঙ্গাধর হৈল সিব সান্তনু বর্জ্জনে। রাক্ষস পাতালে গেল বিষ্ণুর কারণে॥
পুনি লঙ্কা পাইলেক ধনের ইস্বর। রাবণাদি জন্ম কথা তপ লভ্যবর॥
ধনেস খেদাইয়া লঙ্কা পাইল রাবণ। সপ্ত নথা আদির বিবাহ বিবরণ॥
ইন্দ্রজিত জন্মাদি কুবির সঙ্গে রণ। জিনিয়া পুষ্পক রথ পাইল রাবণ॥

কৈলাসেতে রাবণ নন্দির সাপ পাইল। এজন্য রাবণ বংস বানরে নাসিল॥
সিব বরে পুষ্প রথ নিল দসানন। দিগবিজই করে রথ আরোহণ॥
বেদবতি সিতা হৈল রাবণ বধ তরে। সংসার ভ্রমিআ দিগবিজই জে করে॥

বালি ও রাবণের যুদ্ধ

নিশব্দে রাবণ জায়ে বালিরাজ কাছে। শ্রীকাল (শৃগাল) গমন যেন সিংহের সমপাসে॥
দশানন দেখি বালি অট্ট অট্ট হাসে। আজি রাবণেরে বন্দি করিব নির্জসে॥
লেজে বান্দি ডুভাইব রাজা দসানন। কৌতুক দেখোক আজি সব দেবগণ॥
পাছে গীয়া ধরে রাবণ বালির কাকালি। রাবণেরে লেজে জড়ি উর্দ্ধে উঠে বালি॥
কুড়ি হাত দস মাস্তা করে লড় বড়। নড়িতে চড়িতে নারে রাবণ ফাফর॥
লাফে বালি রাজা সুন্যে উঠে আচম্বিতে। মেঘ জেন ধাইলেক সূর্জ আছাদিতে॥
সিগ্রগতি বালি ধায় পবনের বেগে। রাক্ষস বান্দন আছে বালি লেজ আগে॥
পূর্ব্বে সাগর হয়ে চারিশত যোজন। তথা গীয়ে দেখে বালি ইন্দ্রের নন্দন॥
সন্ধ্যা করি বালি রাজা উঠিল আকাসে। লড় বর করে রাবণ দেবগণে হাসে॥
লেজে লড়বর করে রাজা দসানন। সাগরেতে সন্ধ্যা করে বালি মহাজন॥
পশ্চিম সাগরে সন্ধ্যা করে বালি রাজা। রাবণ লইয়া লেজে ভ্রমে মহাতেজা॥
লেজের সহিতে ডুবে রাজা দসানন। জল খাইয়া রাবণ কাঁপয়ে অনুক্ষণ॥
রাবণ সহিতে নারে বালির প্রহার। লেজে বন্দি করিলেক রাবণ দুর্ব্বার॥
বড় দীর্ঘ লেজ গুটা জোজন পঞ্চাশ। জলে ডুবে দশানন বালিজে আকাশ॥

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান

সুকাকুলি জায় রাজা কাশীর উদ্দেসে। বারানশী পাইলেক বিংশতি দিবসে॥
হেনকালে বিশ্বমিত্র প্রবেশিল কাশী। ক্ষনিকে দেখিয়া রাজা হইলেন ত্রাশী॥
মাসেকে দক্ষিণা দিতে দাড়াইলা মনে। মাস পূর্ণ হৈল রাজা আজিকার দিনে॥
রাজা বলে স্ত্রি পুত্রে আছি তিনজন। ইহা নেহ জদি তবে থাকে প্রয়োজন॥
মুনি বলে স্ত্রী পুত্র বিখাহ আপনা। সিগ্র করি দেহ মোরে জজ্ঞের দক্ষিণা॥
স্নান করি আসি জদি না পাই দক্ষিণা। সাপানলে পুড়িয়া মারিব তিনজনা॥
দাঁড়াইয়া বিশ্বামিত্র গেল আন ভিতে। মুনির ভয়েতে রাজা পড়িল ভূমিতে॥
দেখিয়া হইলা দেবি মনেতে দুখিত। কান্দিতে লাগীলা তবে রাজার বিদিত॥
সুকানলে প্রাণ দহে নাহিক বচন। কেনে মুহ গেলা রাজা পুছ ঘন ঘন॥
আমি বিত্তমানে রাজা মুহ পাও কেনে। আমা বিক্রি করি পার হও ইহা হনে॥
হরিশ্চন্দ্র উপাক্ষান দিব্য ইতিহাস। উত্তরাতে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

সীতাবনবাসের সূচনা

নগরের মধ্যে আছে নগর মণ্ডল। একদিন ভার্জ্জ্যা সঙ্গে বাজিল কন্দল ॥
মোর স্ত্রি না হই নাহি করমোর কাম। মনে মনে ভাব কিবা আমি সেই রাম ॥
নিসাচরে নিল সিতা তব আনে ঘরে। ছিদ্র পাইলে আমি পুন না রাখিব তরে ॥
এতেক সুনিল আমি পথে দাড়াইতে। জত কিছু সুনিলাম কহিল তুমাতে ॥
এসব লোকের বাক্যে মহিমা বিনায়। সেকারণে তোমা স্থানে না করি প্রকাস ॥
সিতাদেবি লক্ষি মুর্ত্তি ত্রিভুবনে জানি। পাপিষ্ট পামরে বলে দুরক্ষর বানি ॥
দৈবের নিবন্দক কভু খণ্ডান না জায়। রাম সিতা বর্জ্জিবেন কির্ত্তিবাসে গায় ॥
কতয়াল কথা সুনি মুর্চ্ছিত শ্রীরাম। সর্ব্বাঙ্গ তিতিয়া ঘর্ম্ম বহে অবিস্রাম।
সরোবর দেখিতে চলিলা রঘুবর। পাড়ে পাড়ে ফিরে প্রভু জগত ঈশ্বর ॥
কাপড় পাখালে ধোপা সুবস্তের পাটে। কৌতুক দেখয়ে রাম উত্তরের ঘাটে ॥
বৃক্ষ সারি সারি মন্দ মন্দ বাউ থানি। দুই ধোপা মিলি তথা করে কানাকানি ॥
দুই জনে কথা কহে সস্থুর জামাই। সরোবর নিকটেতে আর কেহ নাই ॥
স্বস্থুরে বলেন তবে সুনহ কুমার। বিভাকরি কন্তা কেন তেজিলা আমার ॥
অতি সিসুকালে মরে তুমার জে পীতা। বহু জত্ন করি আমি দিলাম দুহীতা ॥
কি কারণে মারি তারে করিলা বর্জ্জন। তোমার তর্জ্জনে গেল আমার সদন ॥
সর্ব্বলোকে বলে তুমি ছাড়িলা স্ত্রিবাস। তে কারণে কন্তা দিতে আনিছি সমপাস ॥
স্বামি হৈয়া স্ত্রির জেনা লয়ে কিছো দোস। সন্ততি হইলে পাছে পাইবে সন্তষ ॥
এতেক বলিল জদি ধোপার স্বস্থুর। বাক্য ছল পাইলেক জামাতা চতুর ॥
একাম্বর রাত্রে গেল তুমার ঘরে নারি। তবোকন্যা স্বস্থুর থাকুক তবোবাড়ি।
পৃথিবির রাজা রাম সম্বরিতে পারে। রাক্ষসে নিলেক সিতা তাহা আনে ঘরে ॥
রাম হেন নহে আমি পৃথিবীর পতি। জ্ঞাতি লোকে নিন্দিবেক আমীহিন জাতি ॥
এতেক বলিল জদি জামাতা নিষ্টুর। সাক্ষি রাখি কন্তা লৈয়া চলিল সস্থুর ॥
ধোপা কথা সুনি রাম হৈলা দুখিত। চলিলেক রামচন্দ্র আপনা পুরিত। ইত্যাদি।

গঙ্গাদাস সেন সুত ষষ্টিরবরের ভণিতা

এক গোটা বান হানে অগ্নি অবতার। তার কাছে স্থির হইতে সক্তি আছে কার ॥
কত সেনা পলাইল কতেক মরিছে। লক্ষণ জে সত্রুঘ্ন তথা পড়ি আছে ॥
এত শুনি রামচন্দ্র হৈলা বিস্ময়। করিব কেমনে কার্য্য বুদ্ধি স্থির নয় ॥
এত সুনি রামচন্দ্র পরম দুক্ষিত। দুই চক্ষে জল ধারা বড়য়ে ভুমিতে ॥
অচেতন হৈয়া রাম পড়ে ভুমিতলে। সিগ্রগতি ভরথে তুলয়ে ধরিগলে ॥

ভরথের গলে ধরি কান্দে রঘুনাথ। আকস্মাত মাথে জেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
গঙ্গাদাস সেন সুত সষ্টিবরে বলে। এত দুক্ষ ছিল প্রভু আমার কপালে ॥

কৃত্তিবাসের ভণিতা

অবসেসে সিন্ধুবাণে ভরথ পড়িল রণে
কি কহিব তাহার কথন।
সোকেতে মোহিত রাম লুহিতলুচন স্তাম
প্রবেসিতে চাহেন আগুনে।
শ্রীরামের দরশন শুনিয়াছে বচন
আমাকে করিলেন অঙ্গিকার।
বিপত্য সময়ে এই দেখিবারে মিত্র সেই
আনিবারে চলহ সত্বর।
স্থন রাজা সুগৃবে সসন্যে চলহ তবে
রথে চড়ি করহ গমন।
কিত্তিবাস পণ্ডিতে ভোনে শ্রীরামের চরণে
লব কুস যুদ্ধের কথন ॥

ভবানীদাসের ভণিতা (১)

কত দিন অভ্যান্তরে লব কুস জন্মে ঘরে,
আসিলেক অযোধ্যা নগর ॥
সত্য করি অঙ্গিকারে বর্জ্জিলাবে লক্ষনেরে,
সর হাতে তেজিলা জিবন।
তবে অষ্ট কুমার বাটী দিলা রাঘভার,
নিজ দোসে গেলা সর্ব্বজন ॥
প্রজাগণ লৈয়া সঙ্গে বৈকণ্টে চলহ রঙ্গে,
ঠাকুরাণি তবে সে বাখানি।
শ্রীরামের শ্রীচরণে ধ্যান করি অণুক্ষণে,
বিরচিল দাস জে ভবাণি ॥

ভবানীদাসের ভণিতা (২)

জতা থতা আছে রাম প্রভু নারায়ণ। তথায় গাইস্তি পিত পুস্ত রামায়ন ॥
এই মতে স্বর্গে রাম কপিলা গমন। চারি ভাই সঙ্গি আর যত বন্ধুগণ ॥
ত্রিদেসের দেব সঙ্গে হরসিত মনে। বিষ্ণুলোকে গেলা রাম বৈকন্ট ভুবনে ॥

এই সমাধান রাম সর্গ আরোহণ। ভক্তি ভাবে সুনে জেই স্বর্গেতে গমণ ॥
এত দুরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ। দাস ভবাণী কহে শ্রীরাম চরণ ॥

উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত।

বিমস্বাপি হণে ভঙ্গ মনিনাস্ত ইত্যাদি···।

১০নং পুথি—রঘুনাথের অশ্বমেধ

মালীক গৌরীকান্ত দেবশর্ম্মণঃ, সাং পং বিক্রমপুর, মৌজে বিহাড়া, জিলা কাছাড়।

লিপিকার—প্রজাপতি দেবশর্ম্মণঃ সাং পং তথা

শকাব্দা—১৭৬৮, ১২৫৩ বাং

(দাতব্য—সাং প্রগণে বরাকপুর, মৌজে তারাপুর)

পত্রসংখ্যা—৭৭ পাতা, সম্পূর্ণ আছে।

ভণিতায় নাম—কৃত্তিবাস ও কুমুদানন্দ দত্ত

বন্দনা

নমঃ গণেসায়

প্রণমহু রামচন্দ্র সংসারের সার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জাহার অধিকার ॥
নির্গুণ নিরাকার সেই হয়ে ব্রহ্ম। শিব আদি মুণি যার নাহি বুঝে মর্ম্ম ॥
সমুদ্রের জল জদি কলসিতে ভোরি। পৃথিবির রেণু জদি গণিবারে পারি ॥
আকাসের নক্ষত্র যদি করিএ গনন। তথাপি মহিমা তান না জাএ বুঝন ॥
অনন্ত মহিমা তান কে বুঝিতে পারে। কিঞ্চিত বুঝিতে পারে দেব মহেশ্বরে ॥
সক্তি বিনে শিব কিছু নাহি ভেদ। পুরাণে বলিছএ আর বলে চারিবেদ ॥
সিব বিনে সিবানী শক্তি বিনে সিব। জগত ব্যাপিআ আছে জত জত জিব ॥
জল বিন্দু হনে দেহ নির্ম্মাণ করএ। কর্ম্ম নিজ জল পত্র ললাটে লিখএ ॥
কর্ম্মঅনুসারে ভোগ সদাএ করাএ। ভাজ্ঞে সে পাইলে প্রাণ আর ঘটে জায়।
ঘটে ঘটে পুর্ণব্রহ্ম জগত ইশ্বর। সেই প্রভু পাদপদ্মে প্রণাম বিসধর ॥
মহামায়া দেবি বন্দি পৎসাতে তাহার। সংসার ব্যাপিআ আছে মায়ায়ে জাহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দি তিন জন। দেবি সরস্বতি বন্দি করিআ জতন ॥
জাহার কৃপায় বিদ্যা পাই সুদ্ধমতি। তাহান কৃপায় লিখি রামায়ণ পুথি ॥

কথারম্ভ

জদি কৃপা কর মরে ভারত জননি। শ্রীরামের অশ্বমেদ অথনে বাখানি ॥
জেন মতে রঘুনাথে তরগ আনিলা। জেনমতে স্বর্ণ দিয়া ঘোড়া ছাড়িদিলা ॥

জেনমতে স্থপবনে ঘটক পসিল। জেনমতে কুসবিরে মহাযুদ্ধ কৈল॥
জেনমতে রামচন্দ্র ভ্রাতৃসনে গেল। জেনমতে বাল্মিকি মুনি হিত চিন্তিল॥

লবকুশের যুদ্ধে লক্ষ্মণ প্রভৃতির পতনে রামের খেদ

হাহা ভাই লক্ষণ ভরত শক্রগ্নন। তুমার সনে রাম তেজিবা জীবন॥
অজ্রধ্যার জুবরাজ মর ভ্রাত্রিগণ। সিঙ্গাসন ছাড়ি কেনে ভূমিতে সয়ন॥
উঠ উঠ অরে ভাই চলি জাইদেশ। দুই মিত্র লৈয়া আইলু তুমার উদ্দেশে॥
আমি চারি ভাই জানি একই জিবন। আমারে সংহতি কর না ছাড় বেদন॥
তুমি ধন তুমি জন তুমি সে সম্পদ। তুমি বিনে মুই ছারের জিবন আপদ॥
উঠিয়া সম্মতি দেও সরির যুড়াই। নিঠুর হইলা কেনে আমারে তিন ভাই॥
ধুলায় দুশর দেখি তোমার সরির। দারুণ হৃদয় মম হইয়া ভএচির॥
কথাএ ছাড়িলা এ পুত্র পরিবার। কথাএ ছাড়িলা পুরির অমূল্য ভাণ্ডার॥
কথায় ছাড়িলা এ তোমার বির্দ্ধ মাত্রিগণ। কথাএ ছাড়িলা তুমার রত্ন সিঙ্গাসন॥
আর নি একত্রে আমি বসিমু চারি ভাই। আর নি একত্র হইয়া জাইমু কুন ঠাই॥
কান্দে প্রভু রঘুনাথ চায়া ভাইর মুখ। জেই সুনে সেই কান্দে ধরাইতে নারে বুক॥
রামের কান্দনে কান্দে সুগ্রিব বিভিষণ। পাত্রমিত্র আদি সবে কয়এ কান্দন॥
দত্ত কুমুদে বলে শ্রীরামের চরণ। আপনা পাসর কেন ভ্রাত্রিসোগানল॥

রামচন্দ্রের পতনে সীতাদেবীর বিলাপ

ত্বেত বলিল আমি, পাবকে না পাও তুমি, আমার হইব কুনগতি।
পতিপুত্র হিন নারি, কেমতে বঞ্চিতে পারি, মরিবেক তুমার সংহতি॥
এই যুক্তি করি সার, হুতাশনে পড়িবার, গিয়াছিল মুই অভাগিনি।
তুমিও আসিলা জবে, সকলি কল্যান হবে, কি করিমু বল মহামুনি॥
জতেক আছিল আস, সকলি হইল নাস, ব্রিথা হই আস্বাষ আমার।
গর্ভে জত ক্লেশ পায়া দুই পুত্র প্রসবিয়া, নিজ কুল করিল সংহার॥
গগনেতে মেগ দেখি, চাতক হইল সুখি, পবন তাহারে কল্যা নাস।
তেমত আমার হৈল, জবে প্রাণনাথ মৈল, কেনে হেন হৈল নৈরাষ॥
কি করি মুনিবর, বিবাহ অবধি মর, দুক্ষে দুক্ষে গেল মর কাল॥
পতি সোগ করিবারে, বিধাতা লেখিল মরে, ধিক মর জীবন জঞ্জাল॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে, শ্রীরামের পদতলে, সুন মায় জনক দুহিতা।
বাল্মিক মনি জবে আইল, সকলি কৈল্যান হৈল, অরে তুমি পরিহর চিন্তা॥

লবকুশের সহিত শ্রীরামের পরিচয় ও মিলন

এই জন্মে মাত্র দুক্ষ, কবে নাহি হৈব সুখ, সংসারেতে রহিল কুখ্যাতি।
তুমি হে স্বামি জার, কেনহে দুঃখ তার, নাহি বুঝি বিধাতার গতি ॥
সদয় হইয়া মনে, মাত্রি আন বনে হলে, আজ্ঞা কর আসিতে এখন।
লোকেতে কলঙ্ক জাউক দুই কুল রক্ষাপাউক, দেখ খুরা তুমার চরণ ॥
জদি আগ্যা না দেও বাপ, পরিণামে পাইবা তাপ, প্রাণ দিমু তোমার সাক্ষ্যাতে।
আমারা মরিব এথা জানকি মরিব তথা, নিশ্চয়ে জানিঅ রঘুনাথ ॥
এবে সুনি রঘুনাথ, পাশারিয়া দুই হাথ, দুই পুত্র ধরিলেক গলে।
আনন্দে পুলুক অঙ্গ, মনেতে হৈল রঙ্গ, শরির ভরিল প্রেম জলে ॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক, শ্রীরামের খণ্ডিল দুখ, জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
শ্রীরামের চরণ, সিরে করি বন্দন, দত্ত কুমুদানন্দে বলে ॥

উপসংহারে লিপিকর প্রজাপতিশর্ম্মার প্রার্থনা

সিতাসোগে রামচন্দ্র অধিক দুর্ব্বল। মায়া ছাড়িবারে সন্দি করিলা সকল ॥
নিরবধি চিত্তে রাম কমল লোচন। মায়া ছাড়িবারে রামের হইলেক মন ॥
প্রজাপতি দিজে বলে রামের চরণে। অন্তকালে প্রভু মরে না দিঅ সমনে ॥
বৈকণ্টনিবাসি রাম কমললোচন। দিজাধম প্রজাপতি রাখ শ্রীচরণ ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কেবল পামর। নিজদাস জানি মরে রাখ রঘুবর ॥
জাহার কৃপাএ আমি লেখি এই পুরাণ। তাহান চরণে দিয়া করিমু প্রণাম ॥
মায়া বাদাইয়া মুই না করিলু কাম। প্রণমহ গুরুপদে শতেক প্রণাম ॥
মায়ারূপ হএ জেন জগত জননি। মহামায়া জারনাম ব্রহ্ম নিরঞ্জনি ॥
আমি অতি দুরাচার না জানি ভখতি। যমপুরে নাই দেখে দিজ প্রজাপতি ॥
ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথের অশ্বমেদ সমাপ্ত ॥

১১নং পুথি—রামের স্বর্গারোহণ

মালীক—সিধরাম সর্দ্দার, সাং নতুনাগ্রাম,
লিপিকর রামজীবন শর্ম্মা, সাং পিয়াইন,
১২৪২ বাঙলা। ২৩ পাতা সম্পূর্ণ আছে।
ভণিতার নাম—ভবানী দাস

আরম্ভ—নমঃ গণেসায়।

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন। খিরদ সয়ন জার গরুড় বাহন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব সুরপতি। সরেশ্বতির পদবন্দি করিলা ভকতি ॥

কার্ত্তীক গণেস বন্দি দেবি পার্ব্বতি। পন্ডিত পাবনি বন্দি গঙ্গা ভাগিরথি ॥
অষ্টলুকপাল বন্দি আর দেবগণ। বাল্মিক মুনি আদি কবি বন্দি জতজন ॥
শ্রীরাম লক্ষণ বন্দি করিয়া জতন। উত্তরার সেসে রাম সর্গে আরোহণ ॥
সিতা পাতালে গেল লুক চমৎকার। অজদ্যার যত লুক করে হাহাকার ॥
রায্য করে প্রভু রাম মনে নাহি সুক। অবিরত সর্ব্ব লুক মনে ভাবে দুক্ষ ॥
অন্তরে দুক্ষিত রাম সিতারে না দেখি। খেনে খেনে উঠে রাম চমকি চমকি ॥
সিতা সিতা বলি রাম কান্দে নিরন্তর। পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ হইল কাতর ॥
ভরথ লক্ষণ কান্দে আর কান্দে আর সত্রোঘন। অন্তস্পুরি বাসি কান্দে জত নারিগণ ॥
লব কুসে কান্দনে পৃথিবি জ'হে ছিব। সিতার কারণে রামের মছন্ত সরির।
রাজ্যপাট সিঙ্গাসন তেজিয়া সকল। রবণি সিতার সুগে হইয়া আকুল।
বরিসার জল জেন করে টলমল। তেনমতে আক্ষির জলে বাহে নিবারণ॥
অন্তঃস্পুরে না জাহে রাম দেখে অন্ধকার। সিতা বিনে শূন্য রামের সকল সংসার ॥
উত্তর না দেহে রাম পাত্রমিত্র দেখি। সভামৈদ্ধে নাহি চায় তুলিয়া দুই আক্ষি ॥

ষষ্ঠীবরস্থতের ভণিতা

কেন পুত্র নরের প্রমাদ আজিকি প্রভাতকালে, কি বা মোর কর্ম্মফলে, দেব সনে হইল ববাদ ॥ ইত্যাদি।

আহারে দারুন বিধি কেন হরি নিলে নিধি
মরিব তুমাতে বধ দিয়া।
রামচন্দ্র হেন পতি আমিজে জানকি সতি
এত দুক্ষ দিয়াছে লিখীয়া ॥
আমার কপাল দুসে ত্যাগ কৈলা ঋষিকেসে
বনেতে জন্মিলা লব কুস।
জতেক আছিল দুখ দেখিয়া পুত্রের মুখ
মনে মনে হইলু সন্তুস ॥
কুস যদি থাইত তথা তবে না পাইত বেতা
কেনে হৈত এতেক প্রমাদ ॥
একাশ্বর পাইয়া লব করিলেক পরাভব
কুস হৈলে করিত বিবাদ।
ভদি হই পত্তিব্রতা কুশ আসিবেক এথা
তবে দুক্ষ খণ্ডিবে আমার।
অন্দলের চক্ষু দুই তার মুখ দেখি মুই
মম অগ্নি নিবারে আমার।

কহি যষ্টিবর সুতে ইকি বড় অদভুতে
মন দুক্ষ খণ্ডিবে তুমার ॥
লব কুসে বলে পুণি তুমি পরে নাই জানি
তুমি পরিব মারিব দুই ভাই ॥
সরিয়া তুমার বাণি সরির দগদে পুণি
আমি দুই জাব অন্ত ঠাই ॥
হাহা বিদি নিদারুণ মরে কৈলে অপমান
খুড়া মর জাহে স্বর্গ পুরি ॥
মৃগয়া করিতে জাইতে লইয়া জায় তুমার সাতে
রার আমি জাব কু সে ॥
দুক্ষ আমি পাইল বড় তুগাতে কইলাম দড়
তুমি বিনে তেজিব জীবন ॥
মনে বড় ছিল সাদ বিদি কইল প্রমাদ
আমার জে কর্ম্ম জে হল ॥
না দেখি তোমার মুক বিধরি মা জাহে বোক
বল আমার কি হবে উপাহে ॥
নিচ্চাহ জানিলাম হেম লক্ষনে বলেন তেন।
খেনে কান্দ আমার কারণ ॥
তুমি ছয় জন লৈয়া রাযা কর যুকে গিয়া
আমার যুকনা করিয় মনে ॥
কহেন ভবানি দাস রাম পদে করি আস
খেমা কর না কর রূদন ॥

শেষ—ভিচিত্র ভিমানে চড়ি জাহে সর্গ পথে। সর্ব্ব লুক মরিলেথ নদি সড়জুতে ॥
সঙ্ক চক্র গদা পোদ্মে সার সাধুরি। তরিবা সকল লুক বলে হরি হরি ॥
দেবগণ মেলেনি দিলেন নারায়ণ। বিষ্ণু প্রণমিয়া দেব করিলা গমন ॥
বিষ্ণুর সরিরে গিআ চতুভুজ ধারি। দুই বাহো তুলে সবে বল হরি হরি ॥
এত দিনে আমার পুরিল মনস্কাম। তরিল সকল লুক লহিয়া রাম নাম ॥
দাস ভবাণী কহে উত্তারার খণ্ডে। রাম সর্গ সারা হন অমৃতের ভাণ্ডে ॥
এত দিনে সাজ হৈল রাম অবতার। এত পরে রাম সিতা নাহি আর ॥
ইতি রামচন্দ্র সর্গারান সমাপ্ত। ভিমস্তাপি ইত্যাদি।

শ্রীজগন্নাথ দেব

কালমেঘের উপাদান

কালমেঘের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি জিনিষ আছে, তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই গাছ প্রত্যেক বৎসরে জন্মে এবং বৎসরান্তে শুখাইয়া-যায়। ইহা এক হইতে দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহার ফুলের রং গোলাপী বা সাদা মধ্যে মধ্যে বেগুনে দাগ দেওয়া। সংস্কৃতে ইহাকে 'মহাতিক্ত' বলে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ইহার রস অত্যন্ত তিক্ত। বোধ হয়, 'আলুই' কাহাকে বলে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই জানেন। ইহার প্রধান উপকরণ কালমেঘ। দুগ্ধপোষ্য ছোট ছেলে-মেয়েদের পেটের সকল প্রকার দোষ নিবারণার্থ সপ্তাহান্তে একবার করিয়া ইহা খাওয়ান হয়।

ফার্ম্মকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (Pharmacographia Indicaএ) লিখিত আছে যে, ইহার প্রধান কার্য্যকারী পদার্থে অম্লত্ব আছে, কিন্তু পরীক্ষাকালে তাহা পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে উহা কেবল তিক্ত; কিন্তু উহাতে যদি কোনও অম্ল (acid) দেওয়া হয়, তাহা হইলে, একটি নূতন এসিড্ প্রস্তুত হয়।

সক্সলেট নিষ্কাশন যন্ত্রে (soxhlet extraction apparatus) কালমেঘের গুড়া লইয়া যথাক্রমে পেট্রোলিয়াম্ ইথার, ইথার, ক্লোরোফরম্ ও সুরাসার দিয়া উহার সত্ত্ব বাহির করিয়া ঐ সকল পদার্থ তাড়াইয়া দিবার পর যে পদার্থ থাকে, তাহা ওজন করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে।

পরীক্ষার জন্য ৬৮ গ্রাম (gram) কালমেঘ দেওয়া হইয়াছিল। উহা হইতে এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে,—

পেট্রোলিয়াম্ ইথরে দ্রবনীয় সত্ত্ব		০·৪৩৭ গ্রাম	বা শতকরা	০·৬৪৬ ভাগ
ইথরে দ্রবনীয় সত্ত্ব		০·৫৮৬ ,,	ঐ	০·৬৮২ ,,
ক্লোরোফর্মে	,,	২·২৫০১ ,,	ঐ	৩·৩০৯ ,,
সুরাসারে	,,	১·৫০৪৫ ,,	ঐ	২·২১৪ ,,
		মোট ৪·৭৭৮২ গ্রাম	বা শতকরা	৬·৮৪৮ ভাগ

এই গাছে ক্লোরোফিল্ (chlorophyl) অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে, ইহার এক অংশ ক্লোরোফর্মে দ্রব হয় এবং অপর অংশ হয় না, কিন্তু সমস্তটাই সুরাসারে সম্পূর্ণরূপে দ্রব হয়।

পেট্রোলিয়াম ইথারে যাহা পাওয়া যায়, তাহা একটা হল্‌দে তেলের মত। ইহা রাখিয়া দিলে একপ্রকার সূচের মত পদার্থ (needleshaped crystals) তলায় জমে। তাহা ১১৭° তাপে গলিয়া যায়। এসিড্ ও ক্ষার ইহার উপর কোনও কার্য্য করে না। ঐ তৈল যদি ক্ষার

(Alkali) দিয়া ঝাঁকাইয়া লওয়া হয় এবং পরে ঐ ক্ষারে এসিড দিলে, অল্প পরিমাণ এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়। কাল-মেঘের গন্ধ এই তৈলাক্ত পদার্থের জন্য।

কার্য্যকারী পদার্থ (active principle) প্রস্তুত করিবার জন্য গুড়া কালমেঘ একটা চোয়াইবার যন্ত্রের (Percolater) মধ্যে লইতে হয় এবং ক্রমাগত সুরাসার দিয়া চোঁয়াইতে হয়, তাহার পর ঐ সুরাসার তির্য্যক্‌পাতন (distillation) দ্বারা প্রায় সবটাই লইতে হয়। উহার মধ্যে বাষ্প (steam) দিয়া বাকি যেটুকু সুরাসার থাকে, তাহাও তাড়াইয়া দিতে হয়। এই বাষ্পের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত তৈল একটু আইসে। পাত্রে (flask এ) যাহা পড়িয়া থাকে, উহার এক অংশ জলীয় ও অপর অংশ শক্ত। ঐ জলীয় অংশ যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন হলদে রংয়ের দানা জন্মে। উহা সুরাসারে গুলিয়া আংশিক জমাইয়া (fraction l crystallisation) পরিষ্কার করা হয়। এই পদার্থ একটী পরীক্ষা-নলে (test-tubeএ গরম করিলে, ধূনার ন্যায় সুগন্ধ বাহির হয়। ২০৬° সেন্টিগ্রেড তাপে ইহা গলিয়া যায়। ইহা ব্রোমিন্ (Bromine) সহ একটী যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহাতে নাইট্রোজেন (Nitrogen) নাই। একটু এসিড্ দিয়া অনেকক্ষণ গরম করার পর, ইহা হইতে কোন প্রকার চিনি পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে হাইড্রক্সিল ব্যূহ (OH) আছে; ইহার নাম 'প্যানিকিউলিন্' দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পাত্রে যে শক্ত পদার্থ পড়িয়াছিল, উহাকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, গরম অবস্থায় ছাঁকিয়া ঐ জল রাখিয়া দিলে উহা হইতে সাদা মাটির ন্যায় এক প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়। ইহার স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, জিহ্বায় একটু লাগাইলে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিক্ত থাকে। ইহার কোনও প্রকার গন্ধ নাই। অন্যান্য পদার্থ হইতে অম্লজন (oxyzen) বাহির করিয়া লওয়ার ক্ষমতা ইহার অত্যন্ত অধিক, যথা পোটাসিয়ম্ পারম্যাঙ্গানেটের রং সাদা করে। ইহাতে কোনও প্রকার এসিড্ দিলে একটা গুড়া পদার্থ তলায় জমে, ইহাও একটা নূতন এসিড্। এই তিক্ত পদার্থের নাম 'কালমেঘিন্' এবং এসিডের নাম 'কালমেঘিক এসিড্' দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে রিজরসিন (resorcin) ও গন্ধকদ্রাবক দিয়া গরম করিলে ফ্লুওরেসিন্ (fluorescin) হয়।

শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী

১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশন

১১ই শ্রাবণ, ১৩১৯, ২৮শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক-উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সহায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রদত্ত মূর্ত্তি, ইষ্টক, গোলা, চিত্র প্রভৃতি, (খ) শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। পুরস্কার ও পদক বিতরণ, ৬। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত শিবব্রত সামরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় বেদাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত মিঃ ই, বি, হাভেলের তৈলচিত্র. ৭। সভাপতির অভিভাষণ, ৮। অষ্টাদশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ৯। আগামী বর্ষের বজেট, ১০। 'বান্ধব' নিয়োগ, ১১। বিশিষ্ট সদস্য নিয়োগ, ১২। আজীবন-সদস্য নিয়োগ ১৩। অধ্যাপক-সদস্য নিয়োগ, ১৪। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ, ১৫। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ, ১৬। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন, ১৭। শোক-প্রকাশ—মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, রায় শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর, যদুনাথ বরাট, গিরিশচন্দ্র রায়, মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি এল্ ও সুন্দরলাল জহুরীর পরলোকগমনে।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ ডি,

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী

,, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি

,, দীনেশচন্দ্র সেন বি এ,

,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

,, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র

,, কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

,, পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্

,, ইন্দুভূষণ সেন, ব্যারিষ্টার

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, রাখালরাজ রায় বিএ (বর্দ্ধমান)
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
,, তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
,, গৌরহরি সেন
,, বাণীনাথ নন্দী
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, কালীপদ বসু বি এল্ (মীরাট)
,, রামগতি মুখোপাধ্যায়
,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
,, আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবিশ
,, দুর্গাদাস ত্রিবেদী
,, মাণিকলাল জহুরী
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
,, নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অভাষচন্দ্র ঘোষ
,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
,, কেদারনাথ মিত্র
,, ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু এল্ এম্ এস্
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, মনোরথ রায় বি এ.
,, প্যারীলাল ঘোষ এম্ এ, বি এল্ (মেদিনীপুর)
,, অমরেন্দ্রলাল গুপ্ত

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
,, চণ্ডীচরণ দে
,, অবনীকান্ত মণ্ডল
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু
,, জিতেন্দ্রনাথ সেন
,, মোক্ষদাচরণ ভৌমিক
,, ব্রজেন্দ্রকুমার রক্ষিত
,, দেবেন্দ্রনাথ সেন
,, বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
,, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
,, কৃষ্ণচন্দ্র দেব
,, বিশ্বেশ্বর রায়
,, কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত
,, দীনবন্ধু সরকার
,, শচীন্দ্রলাল ভাদুড়ী
,, শিশিরকুমার মিত্র
,, জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
,, বীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
,, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য
,, সতীশচন্দ্র দত্ত
,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, সলিলচন্দ্র মিত্র
,, সরলকুমার বসু
,, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, যদুনাথ ঘোষ
,, যতীশচন্দ্র দত্ত
,, সহায়রাম চক্রবর্ত্তী
,, নীলমণি সান্যাল
,, যোগেন্দ্রলাল কর্ম্মকার
,, মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ
,, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র
,, প্রতাপচন্দ্র সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী
" হাজারীলাল জহুরী
" রামহরি ভড় বি এল্
" বনবিহারী দত্ত
" পূর্ণচন্দ্র রায়
" নগেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত
" হেমেন্দ্রলাল রায়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন
" নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রামকমল সিংহ
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" ভোলানাথ কোঁচ
" মনোমোহন রায়
" সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
— সহঃ সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীমৌলবি আহম্মদ হোসেন জমিদার, মুনশীপাড়া, রঙ্গপুর।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী
"	"	শ্রীসুধাময় গোস্বামী Assist P. W, D., Bengal Secretariat.
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় Political Department, Bengal Secretariat, Darjeeling,
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	"	শ্রীএককড়ি দে তৃতীয় শিক্ষক, মাথরুণ স্কুল, কৈচর, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি এল্ Sub Deputy Collector, গোলাঘাট, আসাম।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ্ আর জি এস্ ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ	,,	শ্রীনরেন্দ্রনাথ আঢ্য সম্পাদক, সাহিত্য-আলোচনা-সমিতি কামারপাড়া বাজার, চুঁচুড়া।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	,,	ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬৬ স্কটস্ লেন।
শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীকামিনীকুমার ঘটক উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র চন্দ ৩ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পিফা, ২৪ পরগণা।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায় Chief Agent, National Indian Life Insurance Co. Ld. 6 7 Clive Street.
শ্রীসজনীকান্ত সিংহ	,,	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ ৩ রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচী এম্‌এ, বি এল্ ১৯ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
শ্রীমণিমোহন ভট্টাচার্য্য	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় Agent, Empire of India Life Assurance Company, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীমণিমোহন ভট্টাচার্য্য	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ ঘটক Asst. Head Master, Katwa School, কাটোয়া।
"	"	শ্রীব্যোমকেশ সাণ্ডেল ডাক্তার, কাটোয়া।
"	"	শ্রীতারাগতি কোঁয়ার কাটোয়া।
"	"	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া।
"	"	শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাটোয়া।
শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবাহাদুর সিং সিংহী সওদাগর, ২ পর্টুগীজ চার্চ্চ লেন।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ১৫ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
"	"	ডাঃ শ্রীশিশিরকুমার পাল এল্ এম্ এস্ Supdt. Lewis Jubilee Sanitarium, Darjeeling.
"	"	শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এফ্ আর্ এ এস্ ১২ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ উকীল, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল্ নায়েব আহেলকার, তুফানীগঞ্জ, কুচবিহার।
"	"	শ্রীপূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ উকীল, ২৫।২ মটস্ লেন।
শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বাগটিকরা, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	কবিরাজ শ্রীশ্যামাদাস সার্ব্বভৌম শিরোমণি বাচস্পতি, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রায়সাহেব শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী শ্রীরামপুর।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	রায়সাহেব শ্রীইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় Viceregal Lodge, সিমলা।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে ১।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীভোলানাথ গুপ্ত কবিভূষণ ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড্।
,,	,,	শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক "অক্ষয়কুটীর", পানিহাটী, ২৪ পরগণা।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	,,	শ্রীলালবিহারী জহুরী ৭ হরপ্রসাদ দের লেন, বড়বাজার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	রায়সাহেব শ্রীতারকনাথ সাধু বি এল্ Police Court, Culcutta.
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ ঐ
,,	,,	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ নাড়াজোল রাজবাটী, মেদিনীপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাহাদুর মহিমাপুর, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা এল্ এম্ এস্ সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীকামিনীনাথ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণগতি বেজ কুসুমগ্রাম, বৰ্দ্ধমান।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় "সুরেন্দ্রকুটীর", ঘুঘুডাঙ্গা।
শ্রীকেদারনাথ মিশ্র	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র E. B. S. Ry. Goods Office. কাশীপুর রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকেদারনাথ মিশ্র	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীসন্তোষকুমার শেঠ E. B. S. Ry. Goods Office, কাশীপুর রোড।
,,	,,	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কাশীপুর, লিচুবাগান।
,,	,,	শ্রীকুঞ্জবিহারী কাঁড়ার ১০৬।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় পানিহাটী, ২৪ পরগণা।
শ্রীরাখালরাজ রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Teacher, Albert Victor Institution, বর্দ্ধমান।

৪। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—(১) A Sketch of the Administration of Hoogly from 1795—1844,
(২) A key to Prof Wilson's System of Transliteration
(৩) Report of the Evening Club 5th Anniversary
(৪) ব্যাকরণ-প্রবেশ
(৫) বঙ্গ-আরবী ব্যাকরণ
(৬) বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা
(৭) সাহিত্য-সমিতির একাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

,, যামিনীরঞ্জন মজুমদার—(১) Brahmacharya or Student Life.
(২) মাতৃচরণে।
(৩) ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন
(৪) আলুর চাষ
(৫) বেনেতি বাগ

,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার — অর্থনীতি

,, সৈয়দ এম্‌দাদ আলী — ডালি

,, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় — শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী	পুষ্পাঞ্জলি
" গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	স্বাগতম্ or Welcome
" ই ডি এন্ মুখার্জ্জী	The Malis of East Bengal
" কিরণচন্দ্র দত্ত	গিরিশ-গৌরব ৪ খানি

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—Mukundaram, a glimpse at Bengal in the 16th century A. D.

প্রাকৃত-প্রকাশ।

মালদহের রাধেশচন্দ্র, ২ খানা

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর জীবন-চরিত

সর্ব্বানন্দ

ম্যালেরিয়া

সার্ভে ও সেটেল্‌মেণ্ট্ সমাচার

পাগলের প্রলাপ

পুরুষ-পরীক্ষা

" গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—The Devalaya and the fourth Annual Report of the Devalaya for the year 1911.

" চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	তত্ত্বজিজ্ঞাসা (১ম ও ২য় ভাগ)
" স্বামী সারদানন্দ	ভারতে শক্তিপূজা
" রজনীরঞ্জন দেব	শ্রীহট্টের সাহিত্য-সম্পদ্
" জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	The Hindu Realism.
" সুখরঞ্জন রায়	মায়াচিত্র

বাঙ্গালা পুঁথি

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(১) প্রাচীন পদাবলী, বিদ্যাপতি, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি

(২) গোবিন্দ দাস-বিরচিত পদাবলী

(৩) স্যমন্তক মণিহরণ

(৪) ঐ ঐ

(৫) তীর্থযাত্রা নির্ণয়

(৬) গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত

(৭) শ্রীক্ষেত্রযাত্রা বর্ণন

(৮) খণ্ড রামায়ণ আদিখণ্ড

(৯) ঐ বনখণ্ড

(১০) ঐ উত্তরাখণ্ড

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

(১১) রেলপথে ভ্রমণ-বর্ণন
(১২) পাকুড়ের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(১৩) ব্রহ্মপুত্র-তীর্থযাত্রা-বর্ণন
(১৪) কবিতা-রত্নাকর
(১৫) জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র
(১৬) হংসদূত
(১৭) আদিত্যহৃদয়স্তোত্র
(১৮) ব্রহ্মসংহিতা
(১৯) চৈতন্যকল্প
(২০) রাধাকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম
(২১) ভগবদ্‌গীতা
(২২) চৈতন্যকল্প
(২৩) উদ্ধব-সন্দেশাখ্য প্রবন্ধ
(২৪) গোপালচরিত
(২৫) পদাঙ্কদূত
(২৬) বিল্বমঙ্গল
(২৭) হংসদূত-টীকা
২৮) হংসদূত
(২৯) শুদ্ধিতত্ত্ব
(৩০) মুগ্ধবোধটীকা
(৩১) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা
(৩২) নারদ-পঞ্চরাত্র
(৩৩) চিত্রগুপ্ত-ব্রতকথা
(৩৪) নিত্যকৃত্য-পূজাপদ্ধতি
(৩৫) শ্রুতবোধ
(৩৬) জাতকালঙ্কার
(৩৭) স্বপ্নাধ্যায় বৃহস্পতি
(৩৮) হরিনামামৃত ব্যাকরণ
(৩৯) মহানাটক
(৪০) সম্বন্ধতত্ত্ব
(৪১) নারদপঞ্চরাত্র
(৪২) কৃত্যতত্ত্ব
(৪৩) দুর্গোৎসব-পদ্ধতি
(৪৪) উদ্বাহতত্ত্ব
(৪৫) সিদ্ধান্তবিন্দু
(৪৬) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ
(৪৭) অশৌচ-প্রদীপ
(৪৮) অশৌচমালা
(৪৯) আনন্দসিন্ধুলহরী
(৫০) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
(৫১) প্রসন্নরাঘব
(৫২) গীতগোবিন্দ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বরিশাল)—

(৫৩) শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী
(৫৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড)
(৫৫) অদ্ভুত রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)
(৫৬) স্কন্দপুরাণ (কেদার খণ্ড)
(৫৭) শাম্ভবীতন্ত্র
(৫৮) কৌলিকার্চ্চনদীপিকা
(৫৯) ভৈরবীতন্ত্র
(৬০) তন্ত্রসার
(৬১) কালিকাপুরাণ
(৬২) কুলার্ণবতন্ত্র
(৬৩) বগলা কবচ
(৬৪) গৌতমীয়তন্ত্র
(৬৫) উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র
(৬৬) নীলতন্ত্র
(৬৭) স্মার্ত্তাধানবিধি
(৬৮) তন্ত্রসংহিতা
(৬৯) শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র
(৭০) অভিষেক-বিধি

(৭১) অন্নপূর্ণার সহস্রনাম স্তোত্র
(৭২) শিবসহস্রনামস্তোত্র
(৭৩) রুদ্রচণ্ডিকা
(৭৪) গঙ্গাষ্টক
(৭৫) মন্ত্রচিন্তামণি
(৭৬) কুমারীপূজা
(৭৭) কালীকবচ
(৭৮) ঐ
(৭৯) মুণ্ডমালাতন্ত্র
(৮০) দত্তাত্রেয়তন্ত্র
(৮১) স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড)
(৮২) তন্ত্রসার
(৮৩) শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ)
(৮৪) ঐ ঐ
(৮৫) ঐ (১১শ ঐ)
(৮৬) কালীবিলাসতন্ত্র
(৮৭) ডাকিনীতন্ত্র
(৮৮) ভৈরবরাজস্তোত্র
(৮৯) উড্ডীশতন্ত্র
(৯০) মহাকাল-কবচ
(৯১) যক্ষিণীকবচ
(৯২) কাকচণ্ডেশ্বরতন্ত্র
(৯৩) গুরুতন্ত্র
(৯৪) আদিত্যহৃদয়স্তোত্র
(৯৫) জগন্মঙ্গলমনসাকবচ
(৯৬) গুরুকবচ
(৯৭) ত্রৈলোক্যবিজয় কবচ
(৯৮) প্রয়োগবিবেক-সংগ্রহ
(৯৯) বৃত্তিবার্ত্তিক
(১০০) মহাভারত (মৌষলপর্ব্ব)
(১০১) ঐ (অশ্বমেধপর্ব্ব)
(১০২) ঐ (মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব)
(১০৩) ঐ (স্বর্গারোহণপর্ব্ব)
(১০৪) ঐ (শান্তিপর্ব্ব)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত—

(১০৫) সূর্য্য-সিদ্ধান্ত
(১০৬) মহাভারত (কর্ণপর্ব্ব)
(১০৭) ঐ (দ্রোণপর্ব্ব)
(১০৮) ঐ (উদ্যোগপর্ব্ব)
(১০৯) মৎস্য পুরাণ
(১১০) পদ্ম পুরাণ (স্বর্গখণ্ড)
(১১১) ঐ (সৃষ্টিখণ্ড)
(১১২) ঐ (ভূমিখণ্ড)
(১১৩) ললিত-রহস্য
(১১৪) অদ্ভুত রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড)
(১১৫) শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ
(১১৬) ঐ ১২শ
(১১৭) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব
(১১৮) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড
(১১৯) ঐ প্রকৃতিখণ্ড
(১২০) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব
(১২১) মহানাটক
(১২২) রামায়ণ আদিকাণ্ড
(১২৩) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
(১২৪) চারুমীমাংসা
(১২৫) ন্যায়সূত্রবৃত্তি (সংস্কৃত)
(১২৬) রাগ-কল্পদ্রুম (সংস্কৃত)

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১২৭) শ্রীকৃষ্ণবিজয়
(১২৮) প্রাচীন পদাবলী
(১২৯) মহাভারত সভাপর্ব্ব
(১৩০) ঐ অশ্বমেধপর্ব্ব

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার কর
(১৪০) শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ
(১৪১) পূজাপদ্ধতি
(১৪২) হরিনামপটল
(১৪৩) গুরুগীতা
(১৪৪) গীত-গোবিন্দ
(১৪৫) গুরুদক্ষিণা
(১৪৬) সত্যনারায়ণ
(১৪৭) চৈতন্য-চরিতামৃত আদিখণ্ড
ঐ ঐ
ঐ অন্ত্যখণ্ড
(১৪৮) চৈতন্য-ভাগবত আদিখণ্ড
ঐ মধ্যখণ্ড
ঐ অন্ত্যখণ্ড
(১৪৯) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
(১৫০) গীতাবলী

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়
(১৫১) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা
(১৫২) ক্রমদীপিকা
(১৫৩) আনন্দ-বৃন্দাবন
(১৫৪) জগন্নাথ-বল্লভ নাটক
(১৫৫) পদ্যাবলী
(১৫৬) আত্মজিজ্ঞাসা
(১৫৭) যযাতির নরমেধ যজ্ঞ
(১৫৮) মোহমুদ্গর
(১৫৯) অক্রূরাগমন
(১৬০) লক্ষ্মণের শক্তিশেল
(১৬১) গোবিন্দ-লীলামৃত
(১৬২) নীলাদ্রি-চন্দ্রিকা
(১৬৩) গুরুদক্ষিণা
(১৬৭) একারপদ

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মানসকুঞ্জ
শ্রীযুক্ত শতদলবাসিনী বিশ্বাস, বেহুলা
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ দীপিকাছন্দ
Buddha and his Doctrines.
A Biographical Essay.
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ কালের স্রোত
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত মহারাজ সূর্য্যকান্ত
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বগুড়ার ইতিহাস
শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কালাপাহাড় (উপন্যাস)
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মালদহের রাধেশচন্দ্র
শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ আরণ্য যোগকারিকা (সংস্কৃত)
সটীকং পরমভক্তিসূত্রম্ (ঐ)
Universal Worship and Equality.
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় শনির পাঁচালি ২ খানা
Nana.
প্রজাপতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক (মাসিকপত্র)

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী — The Calcutta Medical Journal.

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার — The Science of the History and the Hope of Mankind.

Registrar of Calcutta University.

Minutes for the year 1911 IV.

Calcutta University Calendar 1912. III.

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বেদান্তস্থ দারোগার দপ্তর, উৎসব, সমবায়, কায়স্থ পত্রিকা, বীরভূমি, দেবালয়, কোহিনুর, জন্মভূমি, জাহ্নবী, তত্ত্বমঞ্জরী, বাণী প্রভৃতি কতকগুলি মাসিক পত্রের সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার,—

1.	A Grammar of the Hindusthani Language.	Duncan Forbes L. L. D.
2.	Calcutta University Calendar 1873-74.	
	The History of Mohammedanism and its Sects.	W. Cooke Taylor L. L. D.
3.	Twelve years in China.	By a British Resident.
4.	Experimental Agriculture.	James F. W. Johnston.
5.	Frankenstein or the modern Prometheus.	Mrs. Shelley.
6.	The Constitution of England.	J. L. De Lolme.
7.	The Signs and Diseases of pregnancy.	T. H. Tanker M. D.
8.	Ancient India as described by Ktesias and Knidian.	J. W. McCrindle M. A.
9.	The Indian Magazine of the year 1886.	
10.	A Smaller History of Greece.	W. Smith D. C. L.
11.	Pictures of the Living authors.	Thomas Powell.
12.	Excursions along the shores of the Meditarranean.	Lt. Colonel Napier.
13.	Shut up in Paris.	Nathan Sheppard.
14.	A Serious call to a devout and holy life.	William Law, M. A.
15.	Travels in Ceylon and Continental India.	Dr. W. Hoffmeister.
16.	Progress and Poverty.	Henry George.

17.	Medical Jurisprudence for India.	Norman Chevers M. D.
18.	Translation of the Gospels Vol I.	Andrews Norton.
19.	Sacontola or the Fatal Ring.	Sir William Jones.
20.	The Boy's Own Annual, Vol XVI.	
21.	Calcutta Inter-national Exhibition 1883—84. (Official Catalogue).	
22.	Punch's Twenty Almanacs 1842—1861.	
23.	The Boy's Own Annual, Vol. XV.	
24.	The Central Hindu College Magazine Vol. XI. (1911).	
25.	The Travels of Marco Polo.	H. Murray.
26.	Newman and Company's Hand-Book to Calcutta.	
27.	Coversations about hurricanes.	Henry Piddington.
28.	Doings in London.	George Smeeton.
29.	The Outlines of Materia Medica.	Henry Buck M. R. C. S.
30.	The Poetical Works of Sir Walter Scott. Vol. 12.	
31.	Translations of the Gospels Vol. II.	Andrews Norton.
32.	A Philosophical Dictionary Vol. I.	M. De Voltaire.
33.	Ditto. Vol. II.	Ditto.
34.	Colebrook's Miscellaneons Essays Vol. I.	
35.	Ditto. Vol. II.	
36.	Fanny Hervey or the Mother's Choice Vol. I.	
37.	Ditto. ditto. Vol. II.	
38.	Indian Civil Service Reform.	P. C. Roy B. A.
39.	The thoughts and reflections of an Indian in England.	Ditto.
40.	Financial and Administrative reforms in India.	Ditto.
41.	Inorganic Chemistry.	C. T.
42.	Eloquence (Mukerjee's Rainbow Series).	
43.	Biographical Sketches (1852—1868).	Harriet Martineau.
44.	Sketches in Canada and Rambles among the redmen.	Mrs. Jameson.
45.	A History of the Brahmo Samaj.	G. S. Leonard.
46.	Indian Imperial Tables of Weights &c.	James Bridgnell

47.	A Sanskrit Grammar.	
48.	First Principles of Agriculture.	H. Tanner F. C. S.
49.	General Outline of the Organisation of the Animal Kingdom.	T. R. Jones F. C. S.
50.	The Little Botanist	Caroline A. Holstead.
51.	Vyavastha-Darpan (ব্যবস্থা-দর্পণ).	Shyama Charan Sircar.
52.	Transactions of the Royal Asiatic Society Vol. I.	
53.	Engineer's Common-place-book.	W. Templeton.
54.	Emilius and Sophia translated from the French of Mr. J. J. Rousseau.	
55.	The International Exhibition of 1862.	J. F. Watson.
56.	The Bengal District Officer's Notebooks.	W. C. Macpherson.
57.	The Indian Succession Act of 1865.	W. Strokes.
58.	Mitakshara Vyavahara Adhaya.	Macnaughton and Colebrook.
59.	Text-book of Indian History.	G. U. Pope D. D.
60.	Introduction to Sanskrit Grammar	Raj Krishna Banerje,
61.	Report of the Administration of Bengal. 1871-72	
62.	Narrative of an Excursion to the Mountains of Piedmont	W. S. Gilly M.A.
63.	The book of ready-made speeches	Charles Hivelley
64.	Index to Calcutta Review Vol I to L	
65,	A Manual of Homeopathic Cookery	By the wife of a physician
66,	India Revisited.	S. Smith, M. P.
67.	Five Centuries of the English Language.	
68.	Annals of the Wars. Vol IV 1813-1815.	
69.	Guy's School Geography.	Joseph Guy.
70.	Tutor's Assistant (Walkingame's)	J. R. Young.
71.	The Mission.	
72.	The New Procedure of the Civil Courts of British India.	William Macpherson.
73.	Journal of the Asiatic Society of the year 1845.	

74.	A Treatise on Veternary Medicine.	James White.
75.	Sermons in Stones.	D. Mc Cansland.
76.	Image Va !	A.M. Ferguson.
77.	The Caleutta Gazette of the the year 1871.	July—December.
78.	Calcutta Exhibition of Indian Art Manufactures, 1882,	James W. Browne.
79,	The Rent-Law of Bengal.	Vipin Chandra Ray. B.L.
80.	Excelsior or Helps to Progress in Religion, Science & Literature	Vol II
81.	Ditto.	Vol III
82,	Ditto.	Vol IV
83.	Ditto.	Vol V
84.	Ditto.	Vol VI
85.	The Elements of Euclid.	Henry Law.
86.	The Medals of Creation. Vol II	G. A. Mantell F.R.S.
87.	Economic Products of India, part I	G. Watt M.B. C.M.
88	Ditto. part V	Ditto,
89.	The Bengal Directory 1883,	L. Wraxall.
90.	Recollections of Russia.	
91.	Index from the Linnean Genera and species to the native names of Plants, part I.	
92.	The History, Antiquities &c. of Eastern India Vol II.	Montgomery Martin,
93.	Ditto Vol III.	
94.	Dayabhaga of Jimutavahana	H. T. Colebrooke.
95.	Romanized School Dictionary.	
96.	German Conversation Grammar	Dr. Emil Otto.
97.	Homœpathy.	T. R. Leadam M.D.
98.	Religious Establishments, Festivals and Customs of Mewar	Lt. Colonel Tod.
99.	Annals of Bikaneir.	Ditto.
100.	Selections from the records of the Government of India. No. LXXVII.	
101.	A Defence of the Constitutions and Government of the U. S. America. Vol. B.	John Adams.

102. *The Life of The Hon'ble Rai Kristo Das Pal Bahadur.* — *Ram Gopal Sannyal.*
103. History of Julius Cæsar Vol I.
104. The Theology of the Hindus — Count M. Bjornsterna
105. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের কয়েক সংখ্যা
106. সাথী (মাসিক পত্রিকা) প্রথম ভাগ ১৩০০।

৫। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীহরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রিপ্রদত্ত মূর্ত্তি, ইষ্টক, গোলা, চিত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন।

৬। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ৺নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতিপদক নোয়াখালীর শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাসগুপ্ত, পাবনা ইউনিয়ন প্রদত্ত ৺রজনীকান্ত সেন-স্মৃতিপদক বহরমপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ এবং ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে পুরস্কারের ১০০৲ টাকা পুরস্কার ত্রিপুরা উমাকান্ত-একাডেমীর হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্ এ পাইয়াছেন জানাইলেন।

৭। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত ছাত্রসভ্যগণকে পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

(১) মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, (২) শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, (৩) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন (প্রত্যেকে ১০৲ টাকা হিসাবে), এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ছাত্রসভ্যগণ নিম্নলিখিত হারে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানাইলেন ;—

(১)	শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ,	কালনা	} ১৫৲ হিঃ
(২)	" কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য	পাবনা	} ১৫৲ হিঃ
(৩)	" শশিভূষণ পাল		১০৲
(৪)	" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী		} প্রত্যেকে ৫৲ হিসাবে
(৫)	" হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য		} প্রত্যেকে ৫৲ হিসাবে
(৬)	" গোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		} প্রত্যেকে ৫৲ হিসাবে

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ই, বি, হাবেল ও ৺ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমীর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিজের বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

১০। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, মহাশয় পরিষদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

১১। ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় ছাত্রসভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

১২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পরিষদের চিত্রশালা ও প্রদর্শনীর কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

১৩। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নূতন নিয়ম অনুসারে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাত কাঠা ভূমিদানের জন্য ও রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এককালীন ১০০৫৮৲ দানের জন্য পরিষদের বান্ধব-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পরিষদের নূতন (৬) নিয়মানুসারে বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়মাবলীর (৮) নিয়মানুসারে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বা তদধিক টাকা স্থায়ী ধনভাণ্ডারে প্রদানের জন্য আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১)	ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম্ এ, ডি এল্ সি আই ই, সি এস্ আই,	২০০০৲
(২)	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ	১০০০৲
(৩)	রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫০০৲
(৪)	কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর	৫০০৲

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়মাবলীর (১৫) নিয়মানুসারে সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (২) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (৩) মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম (৪) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (৫) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ (৬) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী (৭) শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (৮) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১০) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (১১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং (১৩) শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু।

১৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(১)	মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	মফস্বল
(২)	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ	ঐ

(৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, কলিকাতা

(৪) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্, এল্, বি, ঐ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

(২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ্ জি এস্

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এম্, আর, এ-এস্

(৪) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

(৫) শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ, মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বিএল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবিশ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

এম্ এ, মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, মহাশয় আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল্

(২) শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্তাল বি, ই,

১৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পদ-প্রার্থিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
„ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এ, বি, এস্‌সি
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস্
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ
„ সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন সমানসংখ্যক ভোট পাওয়ায় নূতন নিয়মানুসারে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে ব্যালট হইয়াছিল এবং অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয় নির্ব্বাচিত হইলেন।

১৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের শাখাসভাসমূহ কর্ত্তৃক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ (মুর্শিদাবাদ-শাখা)
(২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ (গৌহাটী-শাখা)
(৩) " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর-শাখা)
(৪) " জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম-শাখা)

১৭। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অসুস্থতা-নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন যে, আমি আশা করি, রামেন্দ্র বাবু সত্বর সুস্থ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সংক্ষেপে সভাপতি ও সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

১৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

১৯শ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

২৪৩।১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সময়—২৬ শে শ্রাবণ ১৩১৯, ১১ই আগষ্ট ১৯১২, রবিবার, অপরাহ্ন ৬॥০টা।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত ১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ

২। সদস্য-নির্ব্বাচন

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের তৈলচিত্র।

৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা

৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের "উজানী ও মঙ্গলকোট", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের "বাখাইর বয়াত" এবং (গ) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের "ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর" প্রবন্ধ।

৭। শোকপ্রকাশ—নকড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে।

৮। বিবিধ

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্ (সভাপতি)

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি,

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ, ডি,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
,, যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
,, সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (বরিশাল)
,, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ (মানকর)
,, পি চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার
,, বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
,, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ
,, কে ডি, বিশ্বাস
,, এ, কে, চাটার্জ্জি

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ (বহরমপুর)
,, যামিনীকান্ত সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম)
শ্রীযুক্ত মোহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম্ এ
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
,, চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই,
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, বাহাদুর সিং (সিংহী)
,, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়
ডাঃ ,, রাইচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিশ্র	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, মতিলাল পাল
,, বাণীনাথ নন্দী	,, রজনীকান্ত দে এম্ এ
,, মন্মথমোহন বসু এম্ এ	,, যদুনাথ ঘোষ
কবিরাজ ,, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, বিনোদবিহারী ব্যাকরণতীর্থ	,, রামকমল সিংহ
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ ; এম্ এস্ সি আই,	,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
	,, ভোলানাথ কোঁচ
,, আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ	,, মনোমোহন রায়
,, সতীশচন্দ্র মিত্র	,, সূর্য্যকুমার পাল
,, তারকনাথ বিশ্বাস	

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী } সহঃ-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। তৎপরে গত ১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ রায় বি এ ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র	,, যোগেশচন্দ্র সরখেল ৪৩।২ বলদেপাড়া রোড, কলিকাতা।
পণ্ডিত ,, মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ	মাননীয় বিচারপতি ,, আশুতোষ চৌধুরী	,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
,, মন্মথমোহন বসু	ঐ	ডাঃ ,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, কেদারনাথ মিশ্র	ঐ	,, কালীকুমার দত্ত কাশীপুর রোড, কলিকাতা।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ আরণ্য
১। রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত
শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন দাস (সীতাকুণ্ড)
২। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
৩। পঞ্চমকার বা পঞ্চাঙ্গযোগ দেবালয়কমিটি
৪। সেবাব্রত উপাখ্যান
৫। Karma Jogee Sasipada
৬। Elevation of the masses and the depressed classes
৭। Indubala—a Domestic picture
৮। ইন্দু
৯। অবনত জাতির উন্নতি
১০। শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা
১১। কর্ম্মযোগী
১২। যুগধর্ম্ম
১৩। বিশ্বাস ও প্রেমের জয়
১৪। কি চাই
১৫। The Devalaye its aims and objects
১৬। নবযুগের সাধনা
১৭। Social reform in Bengal—a side sketch.
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৮। Jignasa
মিঃ জে, এন্ গুপ্ত এম এ, আই সি এস
১৯। The life and work of Romsh chandra Dutt
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্, এম, আর, এ, এস
২০। কালিদাস
২১। Sonpur in the Sambalpur Tract.
শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
২২। গিরিকাহিনী
শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু বি এল্
২৩। রূপকথা
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
২৪। গিরিশ-গৌরব

৪। সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা কালে কহিলেন যে, স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং মানবতত্ত্ব "Man"এর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি মোট বঙ্গভাষায় ১৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই চিত্র তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, তৎপ্রদত্ত দুইটি রৌপ্য-মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন। একটি পারস্য দেশের পারদ রাজবংশের মুদ্রা, বয়ঃক্রম অনুমান দুই সহস্র বৎসর, দ্বিতীয়টি তিব্বৎ দেশে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা। ইহা নেপালের প্রাচীন ও আধুনিক রাজমুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে।

৬। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিজের, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত "উজানী ও মঙ্গলকোট" নামক প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক প্রণীত "বাখাইর বরাৎ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। সভাপতি মহাশয় পরিষদের অন্যতম সদস্য নবীন গল্প লেখক ৺নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু জ্ঞাপন করিয়া শোকপ্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ-সম্পাদক

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহঃ-সম্পাদক

ঊনত্রিংশ বার্ষিক—দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

৩০শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের "কাশীরামদাসের জন্মস্থান নিরূপণ, (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি" ও (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট"।

৫। শোক প্রকাশ—(ক) অধ্যাপক অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) মোহন্ত মহা-রাজ যতীন্দ্রবন, (গ) শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী ও (ঘ) পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি,—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
„ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
„ রাখালদাস মজুমদার
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র
„ উপেন্দ্রনাথ দে
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
„ তারকচন্দ্র রায় বি এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ তারকমোহন সেন

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চরণ রায়
„ প্রবোধগোপাল বসু
„ অমৃতলাল মাইতি
„ হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
„ রাধারমণ ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার ঘোষাল
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ মথুরানাথ দাস বসু
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ মনোমোহন রায়
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী } সহঃ সম্পাদক

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হয়।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় রাজাবাহাদুরের কাছারী, কালীগঞ্জ, ঢাকা।
”	”	শ্রীবৈদ্যশাস্ত্রী রামচন্দ্র শর্ম্মা গোকুল, মথুরা।
শ্রীকালীপদ বসু	শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীআশুতোষ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্ আলিপুরের উকীল ৬৫।১, সার্পেনটাইন লেন, কলিকাতা।
ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল- সাব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান।
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	”	শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গঘাট, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল রোণ্ডা, শ্রীবাটী পোঃ, বর্দ্ধমান।
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ম্মযোগীন্ প্রিণ্টিংওয়ার্কস ৪, তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	”	শ্রীপ্রমথনাথ বসু উকীল, জজ আদালত, ময়মনসিংহ।
শ্রীতারকচন্দ্র রায়	”	শ্রীহরিদাস গুপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, সিমলা।
”	”	শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্ত, আসিষ্টাণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনারেল অফিস, সিমলা।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য ২৬, পটলডোলা ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীগোলাম কাদের শ্রীরামপুর।

২। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীনাথ মজুমদার	১। অর্থ শাস্ত্র
,, নরেন্দ্রকুমার রায়	২। রূপাভিসার
,, পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ স্বামী	৩। হিমালয় ভ্রমণ
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্রেয়	৪। স্বপ্ন-প্রয়াণ
,,	৫। শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ
,,	৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস
	৭। দণ্ডীপর্ব্ব
	৮। গোবিন্দলীলামৃত
” অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৯। সর্ব্বানন্দ
,, সৈয়দ এমদাদ আলী	১০। ডালি
,, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১। ধ্রুব
	১১। নূতন প্রাথমিক পাঠ
	১৩। শাক্যসিংহ
,, কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	১৪। বঙ্গের কবিতা
,, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী	১৫। The Good Old Days of Honourable John Company Vol i & ii
	১৬। Our Troubles in Poona and the Deccan
	১৭। The World's People.
The Registrar Calcutta University	১৮। University Calendar for 1912 Part ii
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯। Devimahatmya
,, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	২০। Selection from the Gentlemans Magazine Vol II
	২১। ,, Vol III
	২২। ,, Vol IV
Colonel S. G. Burnard G. S. I., R. E., F. R. S. সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া কম্পিউটিং এণ্ড টেক্‌নিক্যাল অফিস (দেরাদুন)	২৩। On the Origin of the Himalaya Mountain
	২৪। Isostary in India

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "কাশীরাম দাসের জন্ম-স্থান নিরূপণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। আলোচ্য-প্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে, কাটোয়া মহকুমায় সিদ্ধি নামে কোন গ্রাম নাই, পরন্তু শিঙ্গী গ্রাম বিদ্যমান আছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, শিঙ্গী গ্রামই কাশীরামদাসের জন্মস্থান। বিষ্ণুপুর চক্রদহ হইতে ১১৭১ সালে বাঙ্গালায় লিখিত একখানি মহাভারতের পুথি পাওয়া গিয়াছে। লিপি বেশ বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট। ইহাতে কাশীরামের জন্মস্থান "সিংহগ্রাম" এই উল্লেখ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুথিখানি পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কাটোয়ার অন্তর্গত দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-বাটীতে কাশীরামদাসের গঙ্গাবাসের স্থান ছিল। "হান্টারের ষ্টাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল" গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ আছে। সিঙ্গীর নামান্তর সিদ্ধি গ্রাম। তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় সিঙ্গী গ্রামই কাশীরামদাসের জন্মস্থান এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই মতের পোষণকালে বলিলেন, যখন এক সম্প্রদায় কাশীরামের নিবাস সিদ্ধিগ্রাম বলিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কবির প্রকৃত বাস কোথায় ছিল, জানিবার জন্য আমিও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বহু আলোচনার পর কবির নিবাস যে সিঙ্গি গ্রামে ছিল, সেই ধারণা আমার আরও বদ্ধমূল হয়। প্রাচীন পুথিতে দেখা যায় যে 'ঙ্গ' আকারের একটি অক্ষর আরও তিন চারিটি অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন পুথিতে ঐ "ঙ্গ" আকারের অক্ষর দ্বারা কু ঙ্গ, গ্‌গ, দ্ধ প্রভৃতি অক্ষর লিখিত হয়। 'সিঙ্গি' ও 'সিদ্ধি' সম্বন্ধে ঐ বর্ণবিভ্রাট হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন মনে হয়।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের তৃতীয় গোপালদেবের শিলা-লিপি ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই দুইটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধগুলির জন্য লেখকগণকে ধন্যবাদ জানান হইল। অতঃপর পরিষদের সদস্য অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মোহান্ত মহারাজ যতীন্দ্রবন, পণ্ডিত শরৎচন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ববিশারদ এবং পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক—তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দির।

সময়—২০শে আশ্বিন, ১৩১৯ ৬ই অক্টোবর ১৯১২,

রবিবার—অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের প্রদত্ত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত "দনুজমর্দ্দন দেবের" রৌপ্যমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "আসাম ভ্রমণ", (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "অ", (গ) শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "দাশরথি রায়" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি"। ৬। শোক-প্রকাশ,—ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি এচ ডি

সভাপতি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" যোগেশচরণ সেন
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্,এ
" রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" নিত্যানন্দ রায়
" জ্ঞানাঙ্কুর আতর্থী
" মাখনলাল সেন
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" অনাথবন্ধু কর্ম্মকার
" ডাঃ কে, বি, মণ্ডল
" রামকমল সিংহ
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" সূর্য্যকুমার পাল
" মনোমোহন রায়
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী

} সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস ডুমকা, সাঁওতালপরগণা।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	,, সতীশচন্দ্র মিত্র	,, মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
,,	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বসু এল, এম্ এস্ ৫৫, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, সারদাচরণ মিত্র	,,	,, অদ্বৈতচরণ বসু বি এল্ Senior Govt. Pleader, Laheria serai.
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এস্ সি Geological Laboratory, Presidency College.
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ কালীমোহন সেনগুপ্ত এল্ এম্ এস্ চুচুড়া।
,, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	,,	,, অক্ষয়কুমার সেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছারী, জামালপুর।
,, সতীশচন্দ্র মিত্র	,,	কবিরাজ নলিনীমোহন কবিভূষণ মজিলপুর জয়নগর, ২৪ পরগনা।
,, ললিতমোহন দে	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় General Dept. Chief Court, Rangoon.
,, অপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গাপাধ্যায়	,, নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার ছোটতরফ, মহাদেবপুর, রাজশাহী।
,,	,,	,, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটরাজবাটী, সিউড়ী।
,,	,,	,, যামিনীনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৩, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।
,,	,, যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	,, করুণাময় চট্টোপাধ্যায় ৬৭, সুকিয়া ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বৃটিশ ফারমেসী ১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট।
,,	,,	ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস বিএ, এল্, এম্ এস্ :নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	,, অজিতনাথ মুখোপাধ্যায় ইনস্পেক্টর, পদ্মপুকুর থানা ১১১নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
,,	,,	,, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর। ৫।২ ব্যাপারীটোলা লেন।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ	,, মোহিতচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল পটুয়াটোলা লেন।
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, সাধুচরণ মণ্ডল বি এ ঠাকুর গাঁ হাইস্কুল, দিনাজপুর।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ,	,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী এম এ, পি এচ্ ডি, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। আমার খেয়াল
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২। কুহু ও কেকা
	৩। জন্মদুঃখী
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪। পুষ্পপাত্র
	৫। কাদম্বরী
	৬। সওগাত
	৭। রত্নাবলী
	৮। ধুপছায়া
	৯। পারস্যউপন্যাস
	১০। রবিন্সন ক্রুসো
	১১। বিষ্ণুপুরাণ
শ্রীশরৎচন্দ্র দেব কবিকৌমুদী	১২। প্রাণের বেদনা

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীপবিত্রানন্দ যোগাশ্রমী	১৩। তত্ত্ববিচার
শ্রীকামিনীকুমার ঘটক	১৪। কুলবোধিনী ১ম ভাগ ১০ খানি
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১৫। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি
	১৬। কাশীসঙ্গীত
	১৭। অশোকবনে সীতা
	১৮। বঙ্গবিলাপ
বরেন্দ্রঅনুসন্ধানসমিতি সম্পাদক (রাজশাহী)	১৯। গৌড় রাজমালা
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২০। কুহকিনী
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১। রামলীলা
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২২। অর্থশাস্ত্র
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	২৩। লালাগোলকচাঁদ

৪। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের প্রদত্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত দনুজমর্দ্দনদেবের রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৫। (ক) অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী মহাশয় "অ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে—

(১) ব্যাকরণের এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের অ কারের উচ্চারণ ভ্রষ্ট নহে।

(২) ভারতের অন্যান্য প্রান্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

(৩) বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবশ্যক বোধ হইলে, অ-কারের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইবেক না। কয়েকটি শিক্ষাসূত্র এবং দুই একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে এই অক্ষর উচ্চারণে পার্থক্য থাকিবে না। ৪। হ স্থানে অ, অ স্থানে হ, ও স্থানে এবং অ স্থানে যে সকল উচ্চারণ বৈষম্য আছে, তাহা শিক্ষাদ্বারা সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই। শিক্ষাদ্বারা সংস্কারের উদাহরণ সমাজে প্রচলিত আছে।

এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র এবং সভাপতি মহাশয় এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আর্য্যভাষা ব্যতীত অন্য সমুদয় ভাষাতেই অ-কার ব্যঞ্জনবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'আসাম ভ্রমণ' নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(গ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'দাশরথি রায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, দাশরথির জন্মস্থান পিলাগ্রামে ছিল ও তিনি বাল্যে মাতুলালয়ে প্রতি-

পালিত হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রবাবু বলেন যে, তাঁহার সহিত ৺দাশরথি রায়ের শোণিত সম্পর্ক আছে এবং এ পর্য্যন্ত দাশরথি রায় সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অনেক ভ্রম আছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মৃত কবির সহিত সম্পর্কিত সমস্ত স্থানে গিয়া, তাঁহার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয়ও রামেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বুদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল।

৬। ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক,—চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়,—১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৩ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ও পরিষদের জনৈক হিতৈষী সদস্যপ্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটি বুদ্ধমূর্ত্তি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্, আর, এ, এস্, মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন" ৬। শোক-প্রকাশ—সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা এবং ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে, ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি,—

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (সভাপতি)

" সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত জলধর সেন
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
" চারুচন্দ্র বসু
" আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহালনবীশ
" চিন্তসুখ সান্যাল
" গৌরহরি সেন
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
" নিত্যরঞ্জন মল্লিক
" যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" হরিহর ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ
" কিরণচন্দ্র ঘোষ
" মদনমোহন সাহা
" পান্নালাল রায়
" অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" শ্রীশচন্দ্র বসু
" প্যারীমোহন খাঁ
" সূর্য্যকুমার পাল
" মনোমোহন রায়
" চন্দ্রকুমার সরকার
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" তারকনাথ বিশ্বাস
" শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মালাকর
" যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" গিরিজামোহন সান্যাল বি এ
" পান্নালাল সিংহ
" ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
" হীরালাল দাস গুপ্ত
" রাজমোহন নিয়োগী
" বনমালী মজুমদার
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
" কালীকুমার বসু
" প্রভাসচন্দ্র দে
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ } সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বিএল্ মহাশয়ের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ পরিষদের মাসিক অধিবেশন; কিন্তু আজ একটি বিষম শোকের কথা আপনাদের শুনিতে হইবে। আমিই প্রথমে সাহিত্য-পরিষদে সে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া আসি। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আর নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ মহা দুর্দ্দিন। তাঁহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না; আর সে কথা বলিবার মত অবস্থাও আমার নাই। তাঁহার স্মৃত্যর্থ অদ্যকার অধিবেশনের কার্য্য স্থগিত রহিল।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, যে শোকাবহ সংবাদ আপনারা শুনিলেন, তাহাতে সকলেরই হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছে যে, এ সময় পরলোকগত রাজার গুণকীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এ সংবাদ এত হঠাৎ পাওয়া গেল যে, আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যে বয়সে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন, সে বয়সে অতি অল্প লোকেরই মৃত্যু হয়। এ কারণ এ সংবাদ অত্যন্ত শোকাবহ। রাজা বাহাদুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যত্নে ও রাজা বাহাদুরের সহযোগিতাতে এই পরিষদের সৃষ্টি, আমি গোড়া হইতে পরিষদের সভ্য সুতরাং গোড়ার কথা সবই জানি। শৈশবে, তখন পরিষদের বাড়ী হয় নাই, তিনি স্বীয় বৈঠকখানায় ইহাকে আশ্রয় দিয়া, ইহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেন। পরে কারণ বশতঃ এক পরিষৎ ভাঙ্গিয়া দুইটী সভা হয়। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান পরিষদের জন্ম এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে সাহিত্য-সভার জন্ম। এই সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। তিনি নিজেও এককালে সাহিত্যিক ছিলেন। সময় সময় তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন,

তাহা অতি মূল্যবান। তিনি আমাদের দেশের গণ্যমান্য বংশ শোভাবাজার-রাজবংশের বংশ-ধর। অল্প বয়সে তিনি যে নির্ম্মল চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। রাজপুরুষদিগের সহিতও তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অদ্যকার দিনে আমি আর বেশী কথা বলিতে পারিতেছি না। আমি প্রস্তাব করি, অদ্যকার সভার কার্য্য রাজা বাহাদুরের স্মৃতিতে স্থগিত থাকুক।

৪। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকাল মৃত্যু-সংবাদ এই মাত্র প্রাপ্ত হইয়া, সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক জানাইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অদ্যকার চতুর্থ মাসিক অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহঃ সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক,—৪র্থ স্থগিত ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ন ৪টা ও ৫টা

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ও পরিষদের জনৈক হিতৈষী সদস্যপ্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটী বুদ্ধমূর্ত্তি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্ আর, এ, এস্, মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন" ৬। শোক-প্রকাশ—সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা এবং ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে, ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মাননীয় বিচাপতি " আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ
মহামহোপাধ্যায় " হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি, আই, ই
" " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্, ডি,

কুমার " বীরেন্দ্রনাথ রায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" অক্ষয়কুমার বড়াল
" বিহারীলাল সরকার
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,
" দুর্গাদাস ত্রিবেদী
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
পণ্ডিত " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
" চিত্তসুখ সান্যাল
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
" উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
" বাণীনাথ নন্দী
" গৌরহরি সেন

মৌলবী শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ হোসেন বি এল্
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" গণেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" ভুবনমোহন রায়
" মণিমোহন সেন
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" অম্বিকাচরণ দে
" কুঞ্জবিহারী সেন
" হরিদাস মজুমদার
" প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্ এম্ এস
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" কালিদাস মিত্র
" শিবকৃষ্ণ দে
" বিহারীলাল রায়
" অমৃতগোপাল বসু
" শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অভয়চরণ দাস
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" বীরেশ্বর সেন
" পান্নালাল সিংহ
" নীরোদলাল দত্ত
" নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত
" মহেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র বসু
" হরিমোহন ভট্টাচার্য্য
" পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়
" কেদারনাথ মিত্র
" অমিতাভ বসু দেববর্ম্মণঃ
" হরিহর শেঠ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" শ্যামাপদ রায়
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" শিবচন্দ্র দেব
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
" বীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দেবেন্দ্রনাথ সেন
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" মনোমোহন রায়

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ — সম্পাদক
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
} সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	১। শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার কুণ্ড হাবাসপুর, ফরিদপুর
" দ্বারকানাথ চৌধুরী	"	২। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ গভঃ হাইস্কুল শ্রীহট্ট
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	৩। " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া
"		৪। " প্রাণকৃষ্ণ রায় সেরেস্তাদার, জজকোর্ট, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া
"	" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৫। " দয়ারাম সাহনী এম্ এ লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ
" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬। চারুচন্দ্র চৌধুরী ৯০ কড়েয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা
"	" মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	৭। " জিতেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৯০, কড়েয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত এন্ ঘোষাল স্কোয়ার কে, এন, ঘোষাল বিএল্, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ১৮।৪, অক্রূর দত্তের লেন।
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ কেরাণী জি, পি, ও, রেঙ্গুন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	১১। " ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
"	"	১২। " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৩ স্কটস্ লেন।
"	"	১৩। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	"	১৪। " যুগলকিশোর মিত্র বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
"	"	১৫। " জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল পুরুলিয়া।
"	"	১৬। " ললিতচন্দ্র মিত্র বিএল্ উকীল, পুরুলিয়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৭। „ ক্ষীরোদবিহারী সেন ৬০নং, মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	১৮। „ খগেন্দ্রনাথবসু ৫নং নীলমাধব সেনের লেন।
„	„	১৯। „ কান্তিভূষণ রায় ৬নং কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
„	„	২০। „ প্রবোধচন্দ্র সরকার, জমিদার ৬৮, সাউথরোড, ইটালি।
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	„	২১। „ ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় ৩০।৩১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ	„	২২। „ প্রিয়লাল ত্রিবেদী এম্ এ সব্ ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর।
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়	„	২৩। „ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০, বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়েত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	২৪। „ অধরচন্দ্র কয়াল আমিড়া, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, বড়িষা, ২৪ পরগণা।
		২৫। „ মহিমচন্দ্র হালদার বৈদ্যপুর, ঘাটেশ্বর ২৪ পরগণা।
		২৬। „ গিরিজাভূষণ মণ্ডল পারুলিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।
		২৭। „ মন্মথনাথ মণ্ডল জমিদার, পারুলিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৮। „ যোগেশচন্দ্র বসু, বিএল্ ৯।১, গোবিন্দসরকারের লেন।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	২৯। „ অমরেন্দ্রনাথ রায় বেহালা, ২৪ পরগণা।
		৩০। „ যোগেশচন্দ্র বসু ৯।১, গোবিন্দ সরকারের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩১। „ গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
		৩২। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু
		৩৩। „ ব্রজেন্দ্রনাথ পাল

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩৪। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন
		৩৫। „ হরিদাস পালিত
		৩৬। „ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
		৩৭। „ করমতুল্লা চৌধুরী
		৩৮। „ কামিনীমোহন বাগচী
		৩৯। „ সুরেন্দ্রকুমার সেন
		৪০। „ উমাকান্ত দাস
		৪১। „ গোপীনাথ কবিরাজ
		৪২। „ ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী
		৪৮। „ হরচন্দ্র দাস
		৪৪। „ জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত
		৪৫। „ দীননাথ বাগচী
		৪৬। „ শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
		৪৭। „ মৌলবী চয়েণ উদ্দীন
		৪৮। „ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
		৪৯। „ ক্ষীরোদকুমার বসু
		৫০। „ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য
		৫১। „ ভৈরবগিরি গোস্বামী
		৫২। „ যোগেশচন্দ্র সেন
		৫৩। „ কালীপ্রসন্ন মৌলিক
		৫৪। „ রমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য
		৫৫। „ কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা
		৫৬। „ প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী
		৫৭। „ শরচ্চন্দ্র বসু
		৫৮। „ এ, এফ্, এম্, আবদুল আলী
		৫৯। „ রমেশচন্দ্র রায়
		৬০। „ বসন্তকুমার লাহিড়ী
		৬১। „ কেদারনাথ ঘোষ
		৬২। „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ
		৬৩। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যবিনোদ
		৬৪। „ দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬৫। শ্রীযুক্ত সারদানাথ জানা
		৬৬। „ প্রমথনাথ জানা
		৬৭। „ সারদাপ্রসন্ন লাহিড়ী
		৬৮। „ গোপালচন্দ্র ভাদুড়ী
		৬৯। „ প্রিয়কান্ত বিদ্যারত্ন
		৭০। শরচ্চন্দ্র দাস
		৭১। „ নৃত্যলাল সরকার
		৭২। „ কাশীকান্ত মৈত্রেয়
		রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল	১। শক্তি মুক্তি
„ হরিপদ মুখোপাধ্যায়	২। গীতিকোচ্ছ্বাস
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	৩। শ্মশানে মিলন
„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ	৪। ধ্রুব-তারা
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস
„ ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	৬। ভারত-ভ্রমণ
„ শশাঙ্কমোহন সেন	৭। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে
„ যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এম্, আর, এ, এস্,	৮। মণিমালা
„ সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	৯। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ
„ অক্ষয়কুমার বড়াল	১০। এষা
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	১১। প্রবিভাষা
কুমার „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন	১২। সার্ব্ব ধর্ম্ম
	১৩। জৈন তত্ত্বজ্ঞান এবং চরিত্র
	১৪। জিনেন্দ্র-মত-দর্পণ (হিন্দী)
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	১৫। পুনরাগমন
	১৬। মিডিয়া
	১৭। খাঁজাহান

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন	১৮। আমার জীবন
„ সম্পাদক সুবর্ণ বণিক	১৯। আম পাতা
	২০। পঞ্চ-গীতা
„ জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১। শিবসূত্র-বিমর্ষিণী
	২২। প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
	২৪। গৌরাঙ্গমঙ্গল
	২৫। সাধনা
	২৬। অনুসন্ধান
	২৭। শিক্ষা সমালোচনা
	২৮। গম্ভীরা
ডাঃ „ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, সি আই ই	২৯। দেশী-নাম-মালা
	৩০। কুমারপাল-চরিত
	৩১। ইন্দ্রজাল-সংগ্রহ
	৩২। সুশ্রুত-সংহিতা
	৩৩। বজ্রচ্ছেদিকা
	৩৪। মাধব-নিদানম্
	৩৫। গরুড়-পুরাণ
	৩৬। শুক্রনীতি-সার
	৩৭। ব্যাকরণ মহাভাষ্য Vol. I
	৩৮। „ „ Vol II. P. I
	৩৯। „ „ P. II
	৪০। „ „ P. III
	৪১। বিশ্ব-প্রকাশ
	৪২। অষ্টাধ্যায়ী Book I
	৪৩। „ „ IV
	৪৪। „ „ VII
	৪৫। „ „ VIII
	৪৬। প্রশস্ত-পাদ-ভাষ্য
	৪৭। বৈদ্যক-শব্দ-সিন্ধু
	৪৮। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ম্

উপহারদাতা	পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, সি আই ই	৪৯। সুশ্রুত সংহিতা
	৫০। সুখাবতী-ব্যূহ
	৫১। ধর্ম্ম-সংগ্রহ
,, খগেন্দ্রনাথ বসু	৫২। প্রভাবতী কাব্য
,, প্রিয়নাথ নন্দী	৫৩। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব
,, প্রমথনাথ বটব্যাল	৫৪। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ
	৫৫। আমি
,, সুশীল গোপাল বসু	৫৬। শোক ও শান্তি
,, প্রিয়দর্শন হালদার	৫৭। রচনা প্রণালী (১ম ও ২য় ভাগ)
	৫৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস (শিশু-রঞ্জন)
	৫৯। ভগবতী দেবী
,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৬০। পিতৃ-স্মৃতি

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটি বুদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। গত ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে ভাগলপুরনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত গৌরীনন্দমোহন সিংহ মহাশয় প্রদর্শনার্থ দুইটি ধাতু নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদান করেন। এই মূর্ত্তি দুইটির মধ্যে একটি দণ্ডায়মান ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। এইটি তাম্র-নির্ম্মিত কিন্তু স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার পাদপীঠে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটি খোদিত লিপি আছে, আর দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি পিত্তল-নির্ম্মিত ভূমি-স্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটির তলদেশে একখানি পিত্তল-ফলকে ভৈক্ষুকী লিপিতে লিখিত একটি খোদিত লিপি আছে। এই দ্বিতীয় মূর্ত্তির খোদিত লিপিই রাখাল বাবুর বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তিনি এই খোদিত লিপির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেণ্ডল ইহার পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে অক্ষরে এই লিপি খোদিত অধ্যাপক বেণ্ডল তাহাকে "শরমাত্রিকা লিপি" নামে অভিহিত করেন; কিন্তু প্রসিদ্ধ মুসলমান পর্য্যটক আবু রিহান অলবেরুণী ইরূপ লিপিকে ভৈক্ষুকী লিপি নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই প্রকার অক্ষরে খোদিত তিনটি প্রস্তর-লিপি ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে একটি মগধে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদ-পীঠে আছে। ডাক্তার বেণ্ডল তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়টি কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত একটি জম্ভল মূর্ত্তির পাদপীঠে আছে। তৃতীয়টি মুঙ্গেরের অন্তর্গত উরেণ গ্রামের এক মূর্ত্তির পাদপীঠে আছে। প্রথমটির পাঠোদ্ধার করিয়া বেণ্ডল সাহেব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। অপর দুইটির পাঠোদ্ধার-চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। রাখাল

বাবু এই গুলির সাহায্যে এই নবাবিষ্কৃত লিপিটির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ এইরূপ,—

(১) শ্রীধর্ম্ম বরপদেভ্য (?) ॥ শ্রীবুদ্ধ পৌত্র সংঘ মা

(২)—লাদ (?) শ্রীরাণক যক্ষ পালিত পুত্র আহব ম

(৩) ল্লস্য দেয় ধর্ম্মোয়ং" ॥

ইহার অনুবাদ তিনি এইরূপ করিয়াছেন,—

শ্রীধর্ম্ম শ্রেষ্ঠেরচরণে (নমস্কার) "শ্রীবুদ্ধ পৌত্র সংঘশালা-প্রদাতা রাণক যক্ষ পালিতের পুত্র আহব মল্লের ধর্ম্মার্থ দান।

রাখালবাবু লিপির বিষয়গত ব্যাখায় বলিয়াছেন; "রাণক যক্ষ পালিত, তাঁহার পুত্র আহব মল্ল ও বুদ্ধ পুত্র সংঘ সম্বন্ধে এই খোদিত লিপি ব্যতীত অপর কোন কথাই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুথি-শালার প্রধান কর্ম্মচারী এবং পুথি সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল-নির্ণয়-নামক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ১৩১৬ বঙ্গাব্দের শীত ঋতুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিমিত্ত পুথি-সংগ্রহের সময়ে বসন্ত বাবু এই পুথির সংবাদ প্রথম প্রাপ্ত হন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বসন্ত বাবু কর্ত্তৃক উহা প্রদর্শিত হয়। পুথিখানির শেষাংশের কতকটা পাওয়া যায় নাই, কাজেই ইহাতে লিপিকাল কিছু লিখিত ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই। পুথিখানি মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ এত দিন ইহার অস্তিত্বই কেহ জানিতেন না। এই পুথিখানির অক্ষর-মালা আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সহিত সম্পূর্ণ মিলে না। ইহার অনেকানেক অক্ষর প্রাচীন-লিপির বিভিন্ন কালের অক্ষর সদৃশ। এক্ষণে ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিতে হইলে সেই সকল অক্ষর-সাদৃশ্য লইয়া বিচার-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এক সঙ্গে এই অক্ষর-মালা আলোচনা করিয়া এই আলোচ্য পুথিখানির অক্ষর-মালার আকৃতি ও তাহাদের বিশেষত্ব, তাহাদের মধ্যে কোন গুলির প্রাচীনকার সম্পূর্ণ অবস্থায় অথবা অধিক বা অল্প-মাত্রায় বিকৃত হইয়া আধুনিক বঙ্গাক্ষরের পুষ্টির ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহারা যে সকল তাম্রশাসনের ও প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থের অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই সকল সাদৃশ্যের বিশেষ বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতঃপর ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বোধিচর্য্যাবতার' নামক গ্রন্থের পুথির কতকগুলি অক্ষরের সহিত এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথিখানির সেই সেই অক্ষরের অতি নৈকট্য দর্শনে রাখাল বাবু এবং বসন্তবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দের লিখিত বোধিচর্য্যাবতার পুথির অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পুথিখানি লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই দুইখানি পুথির লিপিকালের ব্যবধান ২০৩০ বর্ষের অধিক বলে হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষ

ভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। আলোচ্য পুথিখানিতে উ, জ, চ ও ধ-এর প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপ, অ, ক ও ড এর প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ একত্র সমাবেশ দেখিয়া, উহার লিখন ১৫শ শতাব্দীর অন্ত বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তাহার পর তাঁহারা উপসংহারে বলিয়াছেন,—বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ধরা হয়। তাহা হইলে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পুথিখানি "কবির স্বহস্ত লিখিত না হইলেও, তাঁহার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই এবং এই খানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত একটি জৈন মুর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের ধন্যবাদ করিলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা এবং ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদের গঠন-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে পরিষদের সংশ্রবে থাকিয়া, ইহার হিত-সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা বিষয়ে আলোচনার ভার পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর প্রদত্ত হউক।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহকারী সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি

১ম বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির

৫ই পৌষ ১৩১৯

২০শে ডিসেম্বর ১৯১২

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ ও স্মৃতি-রক্ষার্থ এই বিশেষ অধিবেশন হয়।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজ " মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

" স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় " পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

" ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি

" রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই

" রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম্ এ

" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর

" ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ, ডি এল

" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্

" রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর

" কুমার শোভেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

" ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

" পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

" মুরলীমোহন গোস্বামী

" রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

" বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

" জলধর সেন

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

" দুর্গাদাস ত্রিবেদী

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ,

" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

" সতীশচন্দ্র মিত্র

" খগেন্দ্রনাথ বসু

" শ্যামাচরণ পাল

" সূর্য্যকুমার ঘোষাল

" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ,

" যতীন্দ্রমোহন রায়

" ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এম্ ডি

" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

" নিত্যানন্দ রায়

" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম্ এ
" ডাঃ বরদাকান্ত মজুমদার
" ডাঃ সরোজিনীনাথ বর্দ্ধন এল্ এম্ এস্
" রামরতন সরকার
" ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত
" কবিরাজ যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত
" অমলচন্দ্র সোম
" সুধীরচন্দ্র সরকার
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
" পরমেশ মণ্ডল
" সুরেন্দ্রনাথ সান্দ্যকী গোস্বামী
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত
" বামাচরণ বসু
" গৌরহরি সেন
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএ
" বিহারীলাল সরকার
" অমৃতলাল বসু
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" শ্যামাচরণ সরকার
" সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
" চারুচন্দ্র বসু
" মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" বাণীনাথ নন্দী
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
" কবিরাজ বঙ্কবিহারী রায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
" সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
" পশুপতিনাথ সান্যাল
" সতীন্দ্রমোহন রায়
" কালিদাস চক্রবর্ত্তী
" প্রবোধচন্দ্র দে
" গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী
" অভয়চরণ দাস
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" ভোলানাথ কোঁচ
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" মনোমোহন রায়
" যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)
" " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কবিরাজ দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন যে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর বিদ্বান ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধাদিতে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় আছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ঘটনাক্রমে এক বৃক্ষে দুই শাখার ন্যায় সাহিত্য-পরিষদেরও দুই শাখা হইয়াছে

সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা। পরিষদের প্রতি রাজা-বাহাদুরের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা পরিষদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

তৎপরে সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-সেবী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য ও বঙ্গভাষার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে অপনোদিত হইবে না। রাজা-বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্যথিত-হৃদয়ে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থাপন কালে সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শোক তর্ক মানে না, দুঃখ মানে না, যখন আসিবার কারণ উপস্থিত হয়, তখন আপনা হইতেই আসে। যে দিন রাজা-বাহাদুরের মৃত্যু হয় সে দিন পরিষদের অধিবেশন ছিল; কিন্তু এই শোক-সংবাদে সে দিনকার অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। রাজা অনেক সৎকর্ম্মের আদর্শ ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধে ধীর-বুদ্ধি ও গভীর-গবেষণা এবং নানা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত রাজা-বাহাদুরের স্নেহ পরিষদের প্রতি বর্ত্তমান ছিল। রাজা-বাহাদুর ক্রোরপতি ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে আমরা সাধু পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সাধুর পক্ষে দুঃখ ও সুখ উভয়ই সমান। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এই জন্য বিশেষভাবে দুঃখিত যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের ও সাহিত্যের আরও অনেক হিত-সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর বলেন যে, আমি এই প্রস্তাব সমর্থনে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছি। সাহিত্য-পরিষৎ-স্থাপনের কিছু দিন পরে রাজা-বাহাদুরের সহিত আমার পরিচয় হয় ও মৃত্যু-পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য ছিল। পরিষদের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যখন শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পরিষদের চলিয়া আসার প্রস্তাব হয়, তখন রাজা-বাহাদুর কলিকাতাতে ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতাদ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টা করার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; কারণ, তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ করিলে যদিও তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু মতদ্বৈধ অন্তর্হিত হইত না। তিনি বিশেষ-ভাবে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সেই জন্য পরিষদের চলিয়া আসিবার পর সাহিত্য-সভা স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ স্বভাবাপন্ন ও অত্যন্ত ক্ষমা-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার শোক-প্রকাশের জন্য যদি এই সভা আহূত না হইত, তবে আমি পরিষদের ব্যবস্থাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম।

তৎপরে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার অনুমোদন-কল্পে বলিলেন যে, আমি রাজা-বাহাদুরকে আজ ২৫ বৎসর হইতে জানি। তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-সম্বন্ধে মতের অমিল থাকিলেও আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব অণুমাত্রও কম ছিল না। তিনি সর্ব্বদা একাগ্র-ভাবে সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও তাঁহার নানা-বিষয়িণী অভিজ্ঞতা ছিল।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে বলিলেন যে, রাজা-বাহাদুর দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে যে ভাবে সমাদর করিতেন, তেমন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভিতর কি আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ তাঁহার অকাল-মরণের জন্য বিশেষ-ভাবে ব্যথিত।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ইহা গৃহীত হইল।

তৎপরে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন, "রাজা-বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শোক-সন্তপ্ত রাজপরি-বারের সহিত গভীর ও অকৃত্রিম সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সমবেদনাসূচক প্রস্তাবের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়কর্ত্তৃক সাক্ষরিত হইয়া কুমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বি এ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

এই প্রস্তাবের প্রস্তাবনা-কল্পে তিনি বলিলেন যে, রাজা-বাহাদুরের মৃত্যুতে সমাজ বিশেষ-ভাবে ব্যথিত। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাদর করিতে জানিতেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি সাহিত্য সভাতে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অত্যন্ত অসময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই প্রস্তাব সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সাহিত্য ও কলা-বিদ্যা রাজার সাহায্য ব্যতীত থাকিতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত, কালীপ্রসন্ন এবং বিনয়কৃষ্ণকে কমলার বরপুত্রগণের মধ্যে বাণীর সেবায় বিশেষভাবে অগ্রণী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতিরও তাঁহার নিকট যথেষ্ট ও যথোচিত আদর ছিল।

তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রাজা-বাহাদুরের সহিত আমার ১৫।১৬ বৎসর হইতে জানা আছে। রাজা-বাহাদুরের ন্যায় শিষ্টাচারী ও নির্ম্মল-চরিত্র লোক অল্পই দেখা যায়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার অকালে মৃত্যু-জন্য বিশেষ দুঃখিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলেন যে, রাজা-বাহাদুর বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যামোদী ছিলেন। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে যে সমস্ত ধনী সাহিত্যের উৎসাহদাতা তাঁহারা সমাজ ও দেশের মঙ্গলকারী। এরূপ ধনী দেশে অনেক আছেন, কিন্তু বিনয়কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে অতি প্রধান ছিলেন। তিনি পরিষদের স্থাপয়িতা; সুতরাং পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, "স্বর্গীয় রাজা-বাহাদুরের স্মৃতির সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। যাহাতে পরিষৎ-মন্দিরে রাজা-বাহাদুরের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষিত হইতে পারে, তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হউক। সমিতি আবশ্যক মত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।"

মহারাজ-বাহাদুর এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন, অদ্য সকলেই শোকে অভিভূত। স্বর্গীয় রাজা-বাহাদুরের স্মৃতি-রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, যদি আমাদের শোক-প্রকাশ প্রকৃতভাবে হইয়া থাকে, তবে রাজা-বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। তাঁহার সহিত গল্প করিলে কখনও বুঝা যাইত না যে, একজন ধনী লোকের সহিত কথা বলিতেছি। রাজার বাড়ীতে গেলে বুঝা যাইত না যে, একজন ধনী লোকের বাড়ীতে আসিয়াছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থনকালে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন; এই প্রবন্ধ আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, রাজা বাহাদুরকে তিনি ৩০ বৎসর ধরিয়া জানেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মূলে আন্তরিকতা ও একাগ্রতা বিরাজিত ছিল। তাঁহার পবিত্র চরিত্র আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় ও একজন মুসলমান ছাত্রসভ্য (উর্দ্দু ভাষাতে) এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বরিশাল-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

স্মৃতি রক্ষা সমিতি।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—সভাপতি

মহারাজ সার্	,,	প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর
মহারাজ	,,	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
,,	,,	গিরিজানাথ রায় ,,
,,	,,	রণজিৎ সিংহ ,,
রাজা	,,	যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ,,
,,	,,	জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী
,,	,,	প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
মহারাজ-কুমার	,,	শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
সার্	,,	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাননীয় বিচারপতি	শ্রীযুক্ত	আশুতোষ চৌধুরী
,,	,,	নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কুমার	,,	শরৎকুমার রায়
	,,	ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
	,,	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	,,	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কবিরাজ	,,	হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন
	,,	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	,,	নগেন্দ্রনাথ বসু
মহামহোপাধ্যায়	,,	ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
রায় বাহাদুর	,,	ডাক্তার চুনিলাল বসু
	,,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)

মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক — ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান — বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৭ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)

রাজা „ জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ বিহারীলাল সরকার
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিপিনচন্দ্র পাল
„ জলধর সেন
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ অক্ষয়কুমার বড়াল
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ গৌরহরি সেন
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ কিশোরীমোহন পাল
„ কৃষ্ণচন্দ্র দেব
„ লোকেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ সতীশচন্দ্র সেন
„ বিমলচন্দ্র বসু
„ মন্মথনাথ দে
„ বীরেশ্বর সেন
„ যশোদালাল পালচৌধুরী
„ পুলিনবিহারী তালুকদার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
„ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শশিভূষণ ঘোষ
„ হিমাংশুশেখর রায়গুপ্ত
„ সত্যচরণ বসু
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন
„ সুরেশচন্দ্র সেন
„ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
„ শ্যামাচরণ সরকার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
„ সুরেশচন্দ্র চৌধুরী
„ চন্দ্রভূষণ বসুবর্ম্মা
„ উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক
„ উপেন্দ্রনাথ সেন
„ হরমোহন দে
„ হরিদাস লাহা
„ নিতাইচরণ রায়
„ পান্নালাল মল্লিক
„ নিত্যানন্দ রায়
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ শচীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে	শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস
,, আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ	,, কৃষ্ণদাস মল্লিক
,, জগন্নাথ সেন	,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, চিত্তসুখ সান্যাল	,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়
,, বাণীনাথ নন্দী	,, শ্রীশচন্দ্র বসু
,, নৃসিংহপদ দত্ত	,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জগদীশচন্দ্র সেন	,, রামকমল সিংহ
ডাঃ ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন	,, বিনোদবিহারী গুপ্ত
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার	,, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
,, সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	,, নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গীষ্পতি রায়	,, কুশেন্দ্রলাল সেন
,, হারাণচন্দ্র সিংহ	,, ভুবনমোহন মিত্র
ডাঃ ,, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
	,, ভোলানাথ কোঁচ

,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীকণ্ঠ (সম্পাদক)

,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ,
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,
কবিরাজ ,, দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী } সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বিএ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত দুইটি অধিবেশ-নের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত,	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত বিক্রমকুমার বসু ২২৯নং অপার সারকুলার রোড
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। ,, অনন্তকুমার দাশগুপ্ত
,,	,,	৩। ,, প্রিয়নাথ রক্ষিত
,,	,,	৪। ,, বরদাকান্ত গাঙ্গুলী
,,	,,	৫। ,, বিমলাচরণ সেনগুপ্ত

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার
,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	,,	৭। ,, নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (রঙ্গপুর শাখা)
,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮। ,, পণ্ডিত সদানন্দ স্মৃতিরত্ন শ্রীমণ্ডপ, মথুরাপুর, ২৪ পর,
		৯। ,, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি
		১০। ,, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ
		১১। ,, মনোরঞ্জন সিংহ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত		১২। ,, সাক্ষীগোপাল বড়াল ৯।১, সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট
		১৩। ,, প্রবোধচন্দ্র দে ২৭।১, বীডন রো
		১৪। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায় লেন
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,, রামকমল সিংহ	১৫। ,, নকড়ি রায় গুপ্ত সব-পোষ্টমাষ্টার, ওয়াটগঞ্জ
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬। ,, অক্ষয়কুমার বসু ১১৭, অক্ষয়কুমার বসু লেন

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,— প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ, এস্	১। চারু ও হারু (সচিত্র)
	২। পশুখাদ্য
	৩। আয়ুর্ব্বেদীয় চা
	৪। কার্পাস-কথা
	৫। গোলাপ-বাড়ী
	৬। ফলকর
	৭। ভূমিকর্ষণ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ, এস্	৮। মালঞ্চ
	৯। মৃত্তিকা-তত্ত্ব
	১০। কৃষিক্ষেত্র
,, বসন্তরঞ্জন রায়	১১। শ্রীরাধা-প্রেমামৃত
,, গোবিন্দলাল দত্ত	১২। মর্ম্মভেদী

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয় "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। মহাকবি কালিদাসের এই নাট্য-কাব্যের আলোচনায় সুরেশবাবু বলেন যে, সেক্স্পীয়ার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা থাকিলেও যেমন তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত জানা যায় না, সেইরূপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবির জীবন-বৃত্তান্তও অজ্ঞাত রহিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার কাব্যখানি হইতে নানারূপ আভ্যন্তরীণ প্রমাণদ্বারা তিনটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিবার ইচ্ছা সকলেরই হয় বলিয়া এ সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলিতেছে। প্রথম, কালিদাসের সময় নিরূপণ অর্থাৎ তিনি কোন শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং কোন দেশে জন্ম-পরিগ্রহদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, কোন্ কোন্ কাব্য গ্রন্থগুলি নিঃসংশয়িত ভাবে কালিদাসের লিখিত এবং সেগুলির মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি লেখা। তৃতীয়, মহাকবির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিবরণ জানিবার চেষ্টা।

কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" হইতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, মহাকবি ঐতিহাসিক পুষ্পমিত্র এবং অখিলমিত্রের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বলেন সম্ভবতঃ "ঋতু-সংহার" তাঁহার সর্ব্ব প্রথম লেখা। তাহার পর "মালাবিকাগ্নি-মিত্র" তৎপরে "বিক্রমোর্ব্বশী" লিখিয়াছেন। তৎপরে "মেঘদূত", "কুমার-সম্ভব" এবং এ গুলির পরে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা "লিখিত। "রঘু-বংশ" কবির সর্ব্ব শেষ লেখা। কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোনও কথা প্রবন্ধকার বলিতে পারেন না ; তবে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষত্ব জানিবার পক্ষে তাঁহার কাব্যগুলি প্রমাণরূপে গ্রহণের কথায় লেখক বলেন যে, কবি উদ্ভিদাদি জড়-জগতে একটা নূতন চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন এবং মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ জড়িত বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "বিক্রমোর্ব্বশীতে" পরিস্ফুট। লেখক এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনায় দেখাইলেন যে, "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক কালিদাসের মহীয়সী প্রতিভার একটি নব প্রস্ফুটিত কুসুম।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, অধুনা কাব্যাদির আলোচনায় প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতির অনুসৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। রস বা ভাবের অভিব্যক্তি শ্রোতৃভেদে পৃথক্ হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় ভাব লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাহাতে অন্যান্য লোকের অভিমত প্রকাশ করা ঠিক হয় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রথম শ্রেণীর কাব্য।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন যে, আমার মতে কালিদাস খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং পুষ্পমিত্র অন্য কেহ হইবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে "কালিদাসের" জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার উপায় নাই, ইহা দুঃখের বিষয় বটে, তবে তাঁহার প্রকৃত বিষয় যে কাব্য তাহা আমাদের আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইতিহাস না থাকিলেও কাব্যালোচনা উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং এখনকার রীতি-অনুসারে ভাল হইয়াছে। ভাষাও অতি সুন্দর হইয়াছে।

তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
সভাপতি

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, পরলোকগত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, পরিষদের প্রথমাবস্থায় বিশেষ সাহায্যকারী ও অন্যতম বিশেষ সভ্য, প্রবীন লেখক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে অতি গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং যাহাতে স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্মৃতি উপযুক্ত-ভাবে পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করার ভার পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইল।

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করার সময় তিনি বলিলেন যে, বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বজন-বিদিত। পরিষদের প্রথমাবস্থায় তিনি পরিষদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। তিনি এক সময়ে পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সমুদায় শক্তি সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নাবালিকা কন্যাটি যাহাতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পিত হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পরিষদের সভ্যদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, মহেন্দ্র বাবু দরিদ্র-সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি চটী জুতা পায়ে দিয়া ও কেবলমাত্র ধুতি-চাদর পরিধান করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন। প্রায়শঃ তাঁহাকে দরিদ্রের দ্বারেই দেখা যাইত, দরিদ্র সাহিত্যিক দরিদ্র হইলেও নীচ নহেন। সরস্বতীর উপরে লক্ষ্মীর আসন দেওয়া উচিত নহে। স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্মৃতি বাঙ্গালার পুণ্যময় স্মৃতি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন ও বলেন যে, স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মধ্যে কোনও কপটতা ছিল না। তিনি স্পষ্টবক্তা ছিলেন। বড় দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই। পরিষদের পূর্ব্বতম কার্য্যবিবরণী ও পত্রিকা আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, পরিষদের জন্য বিদ্যানিধি মহায় কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে ব্যোমকেশ বাবুর লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন প্রসঙ্গে বলিলেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাংসরিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তিনি অতি সরল লোক ছিলেন। কৃত্রিমতা তাঁহাতে মোটেই ছিল না। তাঁহার দেহ যেমন খোলা ছিল, মন ও তেমনি খোলা ছিল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"প্রবীন লেখক ও সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ সন্তপ্ত হৃদয়ে অতি গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। যাহাতে স্বর্গীয় পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের স্মৃতি উপযুক্ত-ভাবে পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বাবু বলিলেন যে সখারাম বাবু সুলেখক বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বাঙ্গালীকে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য, জাতি এবং মহারাষ্ট্র-সমাজের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি বঙ্গবাসীকে মহারাষ্ট্রে পরিচিত করিয়াছেন। শিবাজী-উৎসব তাঁহার কল্পনা। তিনি বঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ ও ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা লিখিতেন। তাঁহার দারিদ্র্যের পরিচয় তিনি কোথাও দেন নাই। তিনি সংযমী ছিলেন। তাঁহার অভাবে দেশের ও সাহিত্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলিলেন যে,—সাহিত্য পরিষৎ ধনী-দরিদ্রকে সমান-ভাবে সম্মান দিতেছেন, ইহা পরিষদের পক্ষে প্রশস্ত গৌরবের বিষয়। সাহিত্যে ছোট বড় নাই। সখারামের মত সংযমী ও তেজস্বী অতি অল্পই আছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সখারামের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে)।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও বলেন যে দরিদ্র-সাহিত্যসেবীদিগের দরিদ্রতা-জনিত কষ্ট-নিবারণের জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই সমর্থন করেন ও বলেন যে, সখারামের ইদানীন্তন অবস্থানুসারে তাহার মৃত্যুই তাহাকে শান্তি দিয়াছে। যদি কোনও সুলেখক তৎসংকল্পিত শিবাজীর জীবন-চরিত লিখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার যথার্থ স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, উভয় মৃত সাহিত্যিক সম্বন্ধে সমুদায় কথা বলা হইয়াছে। এই উভয়ের জীবনে অনেক সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মণোচিত লোক-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। উভয়েই তেজস্বী ছিলেন ও দারিদ্র্যের সহ সংগ্রাম করিয়া, ধন, মান, যশঃ

উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দুই জনেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিতেন এবং কেহই তরল সাহিত্যের আলোচনা করেন নাই। উভয়েই সমাজের উপকারী বিষয়সমূহসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, সখারামের সাহসের সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। বাল্য-জীবনেই সখারামের বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়া ছিল। মহারাষ্ট্র ভাষা হইতে নানা প্রকার গল্প সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙ্গালায় লিখিতেন। সখারাম প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে দেওঘর স্কুলের শিক্ষক হন।

সখারাম মৃত্যুকালে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু দেওঘরের বাঙ্গালী-সমাজ তাঁহার কষ্ট বিমোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সখারামের এক বালিকা কন্যা আছে, তাঁহার কন্যার সাহায্যের জন্য সংবাদ-পত্রে আবেদন করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহকারী সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সম্পাদক

ঊনবিংশ বার্ষিক—সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির,

সময়—৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত চারিখানি প্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত একটি মুদ্রা ও একটি মৃণ্ময় শীলমোহর, (গ) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত গড় গজালীর ইষ্টক (বিবরণ সমেত) এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রস্তর মূর্ত্তি।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "পতঞ্জলী," (খ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "গৌরী সেন" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ঢাকার রমণা কালী"।

৬। বিবিধ।

উপস্থিত,—

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী—(সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
" বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্
" চারুচন্দ্র বসু এম্ আর, এ, এস্
রায় " হরিমোহন সিংহ বাহাদুর
" গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী
" চিত্তসুখ সান্যাল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" নিত্যানন্দ রায়
" সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
" মাখনকৃষ্ণ বসু
" বিহারীলাল দাস
" মন্মথনাথ দে
" কিশোরীমোহন পাল
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" বাগীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" পাঁচুগোপাল কর্ম্মকার
" দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
" পূর্ণচন্দ্র রায়
" শ্যামলাল গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
„ অন্নদাপ্রসাদ নাথ
„ ধীরেন্দ্রনাথ বসু
„ প্রকাশচন্দ্র ঘোষ দাস
„ প্রবোধচন্দ্র দে
„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ফণীন্দ্রনাথ নন্দী
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার
„ হৃষিকেশ লাহিড়ী
„ যাদবগোবিন্দ রায়
„ পূর্ণচন্দ্র সাহা
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ,
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ খগেন্দ্রনাথ বসু
„ যোগেন্দ্রনাথ দত্ত
„ যোগেন্দ্রনাথ দাস
„ রজনীরঞ্জন বিশ্বাস
„ পঞ্চানন সেন

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ
„ যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার
„ জিতেন্দ্রকুমার সিংহ
„ যুগলচরণ রায়
„ শশিভূষণ ঘোষ,
„ কৈলাসচন্দ্র সরকার
„ অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়
„ অমুল্যকুমার মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র মিত্র
„ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ হরিচরণ কাব্যতীর্থ
„ সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য
„ বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
„ অনঙ্গমোহন মজুমদার
„ নবকুমার চক্রবর্ত্তী
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ মনোমোহন রায়
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ
কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
} সহকারী সম্পাদক।

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ বি এল্ মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চন্দ সব আসিঃ সার্জ্জন ও স্যানিটারী ইন্স্পেক্টর, হলদিয়া, ঢাকা
"	"	২। " পূর্ণচন্দ্র সাহা ১৮নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট
" যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩। " গোবিন্দসুন্দর ভৌমিক বি এল্ উকিল, আলিপুর ডুয়ার্স
"	"	৪। " পঞ্চানন বিশ্বাস বি এল্
"	"	উকিল ঐ
"	"	৫। " বিধুভূষণ সমদ্দার মোক্তার ও টিম্বার মার্চেণ্ট ঐ
"	"	৬। " নীলরতন মুখোপাধ্যায় মোক্তার ঐ
"	"	৭। " উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ ঐ ঐ
"	"	৮। " রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ঐ ঐ ঐ
চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৯। " এ, মিত্র স্কোয়ার সব্ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বনগ্রাম, যশোহর
"	"	১০। " বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় উকিল, বনগ্রাম
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১১। " রমণীকান্ত রায় মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
"	"	১২। " নগেন্দ্রকিশোর রায় ঐ ঐ
"	"	১৩। " কামাখ্যাপ্রসাদ রায় বিএ মত্ত, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা
" কেদারনাথ মজুমদার	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৪। " চারুচন্দ্র গুহ ওয়ারী, ঢাকা
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	"	১৫। " বিপিনচন্দ্র পাল কালীঘাট
" রামকমল সিংহ	"	১৬। " ডাঃ খগেন্দ্রমোহন চৌধুরী ৫০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রতাপচন্দ্র সেন এল্, এম্. এস,
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	" সতীশচন্দ্র সিংহ	১৮। " সুরেশচন্দ্র সরকার উকীল, পুরুলিয়া, মানভূম
"	"	১৯। " নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ঐ ঐ ঐ
		২০। " ললিতকুমার মিত্র এম্ এ ঐ ঐ ঐ
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	"	২১। " পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রঙ্গপুর শাখা
" সূর্য্যকুমার ঘোষাল	" রামকমল সিংহ	২২। " যুগলকিশোর দাস উকিল, জজ আদালত আলিপুর, কলিকাতা

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১। শিক্ষা না সেবা
	২। কায়স্থ-তত্ত্ব-তরঙ্গিণী (পূর্ব্বখণ্ড)
	৩। ফরিদপুর সুহৃদ সভার একত্রিংশ কার্য্যবিবরণ ১৩১৭—১৮
	৩৬ খানি মাসিক পত্র
	৪। The Devalaya
	৫। The Mahamandal Magazine and Nigamagama Chandrika
	৬। একতা দর্শন (হিন্দী)
" কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়	৭। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র
" মাখনলাল চৌধুরী	৮। মার্গত্রয় (কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ)
" সম্মিলন সমিতি" কাশী	৯। প্রথম হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলন কাশী ১ম ভাগ
	১০। " ২য় ভাগ
	১১। ২য় প্রয়াগ (১ম ও ২য় ভাগ)

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ বি এল্	১২। তপতী
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	১৩। বালক (মাসিকপত্র) ১ম বর্ষ
„ নকড়ি রায় গুপ্ত	১৪। মোহমুদ্গার ও মোহকুঠার
	১৫। আনন্দলহরী স্তোত্র, সাধন-পঞ্চক, কৌপীন-পঞ্চক, কাশীপঞ্চক,
„ প্রমথনাথ খান	১৬। শান্তি-শতক
	১৭। শোক-গাথা
„ উমেশচন্দ্র মৈত্র	১৮। সোণায় অরুচি
„ বিপিনচন্দ্র পাল	১৯। The Soul of India (2 copies)
Superintendent, Government Press, Madras	২০। Notices of the Sanskrit Manuscript (১২শ ভাগ)
	২১। ঐ ঐ (১৩শ ভাগ)
Superintendent of Government Printing, India.	২২। Statistics of British India for 1910-11. Part I. Industrial including statistics relating to Factories, Mills, Mines etc.
	২৩। Do. Do. Part II. Commercial including to Foreign Trade and Shipping, Joint Stock Companies, Banks etc.
	২৪। Do. Do. Part III. Commercial Services including statistics relating to Post-office, Telegraphs, Railways and Irrigation,
	২৫। Do. Do. Part IV (a). Finance and Revenue including statistics relating to Coinage, Paper Currency, Public Debt etc.
	২৬। Do. Do. Part V. Area, Population and Public health including Statistics to Area, Population, Emigration, Births and Deaths, Vaccination. etc.
	২৭। Do. Do. Part VI. Administration and

উপহারদাতা	পুস্তক
Supdt. Govt. Printing India	Judical including Satistics relating to Administrative Divisions, Civil and Criminal Justice, Registration, Police, Jails etc.
	২৮। Do. Do. Part VI. Educational including Statistics relating to Education. Printing Press and Publication.
	২৯। Do. Do. Part VIII. Local funds including Statistics relating to Municipalities, Local Boards & Port Trust.
	৩০। Statistics of Cotton, Spinning and Weaving in the Indian Mills in Sep. 1912 and in the Six months April to September 1912. Compared with the Corresponding Period of 1910 and 1911.
	৩১। Statistics relating to Forest Administration in British India, 1910-11.
	৩২। Proceedings of the Sixth Conference of Registrars of Co-operative Credit Societies with Appendix, October 1912.
	৩৩। Thirteenth Annual Report. Chief Inspector of Explosives in India. Annual reports for the year ending 31st March 1912.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩৪। Administration Reports on the Jails of Bengal and Eastern Bengal and Assam for the year 1911.
Registrar, Calcutta University	৩৫। University of Calcutta, Minutes for the year 1911 Part V.
	৩৬। Do. Do. for the year 1912. Part 1.
	৩৭। Do. Do. 1912 Pt 11.

সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে গত ৮ই পৌষ, ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের প্রতি যে ঘৃণাকর অত্যাচার হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয় তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরিষৎ হইতে গত ৯ই পৌষ ইংরাজী ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাঠ করেন,—

The Bangiya Sahitya Parishad beg to tender their deep sympathy with their Excellencies and express their indignation at the dastardly attempt on their lives.

এতদুত্তরে গত ১৫ই পৌষ, ইংরাজী ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট বড়লাট-বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় যে ধন্যবাদসূচক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন। টেলিগ্রামটি এই—

Many thanks for message of sympathy sent by Bangiya-Sahitya-Parishad, Calcutta, which will be laid before Viceroy on his recovery. I I am sure he will greatly appreciate it.

তৎপরে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত চারিখানি প্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত একটি মুদ্রা ও একটি মৃণ্ময় শীলমোহর, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত গড়-গজালীর ইষ্টক এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। এইগুলি প্রদর্শনের সময় পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে এইগুলির বিবরণ বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "গৌরী সেন" নামক প্রবন্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করেন।

এই প্রবন্ধে লেখক বলেন যে, গৌরী সেনের জন্ম বালিগ্রামে এবং তাঁহার অভ্যুদয়-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন। একবার তিনি সাত নৌকা রাঙ্‌তা তাঁহার প্রভু ভৈরবচন্দ্র দত্তের নিকট প্রেরণ করেন। ভৈরবচন্দ্র নৌকায় রাঙ্‌তার স্থানে রৌপ্য দেখিয়া নৌকাগুলি গৌরীসেনের নিকট ফিরাইয়া দেন এবং এই অভাবনীয় ঘটনায় গৌরী সেন হঠাৎ অত্যন্ত ধনশালী হইয়া উঠেন। এই ধন লাভ করিয়া তিনি ধনবত্তার পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই এবং ধনবান হইয়া উন্মত্ত হন নাই। তিনি আজীবন এই ধন গরীব ও অনাথার দুঃখ-মোচনে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অনেকে অনেক সময় তাঁহার নিকট হইতে ঠকাইয়া অর্থ গ্রহণ করিত, কিন্তু তৎপ্রতি তিনি লক্ষ্য করিতেন না। কেহ কখনও তাঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। সকল সদনুষ্ঠানে তিনি সহচর ছিলেন। গৌরী সেনের এই অসামান্য দানশীলতার কথা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হওয়ায় এবং কাহাকেও বিমুখ হইতে হইত না দেখিয়া "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদ বচন প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বাক্যের প্রমাণ-স্বরূপ Hugly—Past and Present by S. C. Dey B. L., চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজ নন্দকুমার' এবং Calcutta in the Olden times & its localities গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বলেন যে, শ্রীযুক্ত মদনমোহন হালদার প্রণীত "বসুক" গ্রন্থে গৌরী সেনের বিবরণ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক আছে। তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনা অধিক মূল্যবান্।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রমণার কালীবাড়ী" নামক প্রবন্ধ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করেন।

প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, রমণার কালীবাড়ী বহু পুরাতন হইলেও যোগসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ গিরি মহাশয়ের নামের সহিত জড়িত হইয়া উহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ব্রহ্মানন্দের জন্ম হয়। ইঁহার বাল্য-জীবন কলঙ্ক-কালিমায় অনুলেপিত। এক দিন এই কলঙ্কিত জীবনে ভাবান্তর ঘটিয়া যায় এবং ব্রহ্মানন্দ রমণার মঠে তান্ত্রিক সিদ্ধি লাভ করিতে আসিলেন, কিন্তু সফল হইতে না পারিয়া প্রথমে কাশীতে, তৎপরে কামাখ্যায় এবং তাহার পর ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভে বিস্তীর্ণ বালুকামধ্যে পতিত একটি মৃত হস্তীর উদর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতী বর দিতে আসিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—"ব্রহ্মানন্দ গিরি গিরীন্দ্রতনয়াবক্ত্রামৃতং বাঞ্ছতি॥"

দেবী তাঁহার সাধন-প্রণালীর উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্তিদানে অস্বীকৃতা হইলেন। তখন সাধক বলিলেন, তোমাকে আমি চাই না, কিন্তু দেবী-দর্শন নিষ্ফল হয় না। বর অথবা অভিশাপ গ্রহণ করিতেই হইবে; তাই পরক্ষণে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, তোমাকে ছাড়িব না। এই যে আমার যোগাসনের প্রস্তরখানা দেখিতেছ, ইহা মস্তকে লইয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে সর্ব্বত্র ঘুরিতে হইবে। দেবী বলিলেন, আমি উমা ও তারা-মূর্ত্তিতে প্রস্তর বহন করিব; কিন্তু উহা নামাইতে বলিলেই তোমাকে ছাড়িয়া যাইব। তদনুসারে দ্বাদশ বৎসর প্রস্তর বহনের পর একদা ব্রহ্মানন্দ গুরুধাম রমণায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় দেবীকে প্রস্তর নামাইয়া, অপেক্ষা করিতে বলিয়া, গুরু-দর্শনার্থ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। দেবী পূর্ব্ব কথামত প্রস্তর-খণ্ড রাখিয়া অন্তর্হিত হন। এই প্রস্তর অদ্যাবধি নানা উপচারে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "পতঞ্জলি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বহুবিধ প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা বোট্‌লিঙ্ক, ম্যাক্সমুলার, ওয়েবার, গোল্ডষ্টুকার, ভাষ্যাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত খণ্ডনপূর্ব্বক দেখাইলেন যে, পতঞ্জলি ১৫৩পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তৎপ্রদর্শিত প্রমাণগুলির মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে (১) যবনকর্ত্তৃক শাকেত ও মাধ্যমন আক্রমণকালে অথবা তাহার অব্যবহিত কাল পরে পতঞ্জলি জীবিত ছিলেন। এ ব্যাপার খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল। (২) পতঞ্জলির যে যে বাক্যে পুষ্পমিত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বাক্যগুলি দ্বারা পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে পতঞ্জলির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে নিরূপিত সময়টির সহিত নিম্নলিখিত চারিটী ঘটনার মিল দেখিতে পাওয়া যায় (ক) মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ, (খ)

পতঞ্জলির পূর্ব্বে মৌর্য্যদিগের বিদ্যমানতার উল্লেখ, (গ) অভিমন্যুর রাজত্বকালে মহাভাষ্যের পুনঃ-প্রচলনের উক্তি (রাজতরঙ্গিনী), (ঘ) ভর্ত্তৃহরি যেরূপ ভাবে পতঞ্জলির গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ভর্ত্তৃহরির নির্দ্দেশিত বিবরণ অনেক পিছাইয়া ধরিতে হয়। অতঃপর অমূল্য বাবু মহাভাষ্য প্রণয়ণের উদ্দেশ্য ও প্রণালী এবং বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। সঙ্গে-সঙ্গে পতঞ্জলির সময়ে ভারতের সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহা তিনি দেখাইয়া দেন। পতঞ্জলির সময়ে সংস্কৃত ভাষা কিরূপ ছিল, তাহাও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্যখানিতে সংস্কৃত-সাহিত্যে অত্যুচ্চ আসন প্রদান করিবার পক্ষপাতী। তিনি বলিলেন, এই গ্রন্থখানিকে ব্যাকরণ-শাস্ত্র না বলিয়া শব্দ-শাস্ত্র (Philology) বলিলেই শোভন হইত। তৎপরে তিনি ভাষাতত্ব-সম্বন্ধীয় বহুবিধ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে পতঞ্জলির সময়ে যেরূপ ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলন ছিল, বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয়গণও সেরূপ অনুশীলন করিতে পারেন নাই।

এই প্রবন্ধের আলোচনায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন মহাশয় বলেন যে, পতঞ্জলি কেবল ভাষাতত্ব আলোচনা করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় চরক-চতুরানন চক্রপাণি দত্ত বলেন—

পাতঞ্জল-মহাভাষ্য-চরক-প্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্-কায়-দোষাণাং অত্রেহিপতয়ে নমঃ॥

অহিপতি পতঞ্জলির নামান্তর। ইনি পাতঞ্জল দর্শনদ্বারা লোকের মনোদোষ, মহাভাষ্য রচনাদ্বারা বাগ্‌দোষ এবং চরক প্রতিসংস্কার দ্বারা কায়দোষ অপহরণ করিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনের বৃত্তিকার এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। এরূপ আলোচনা চর্ব্বিত চর্ব্বন হইলেও, ইহা যত হয়, ততই ভাল। অমূল্য বাবু এই বিষয়ে যত পরিশ্রম করিয়াছেন, আমরা তত করি নাই। তাঁহার এই পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। "গৌরী সেন"-প্রবন্ধ সম্বন্ধে অমূল্য বাবুর মতেরই আমি পক্ষপাতী। উহাতে ঐতিহাসিক আলোচনা কিছুই নাই। "কালীবাড়ী"-প্রবন্ধ কিম্বদন্তীর সাহায্যে লিখিত। লেখক ধন্যবাদের পাত্র।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
সভাপতি।

ঊনবিংশ বার্ষিক—অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময় ৪ঠা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

আলোচ্য বিষয়—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সদস্যনির্ব্বাচন, (৩) পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, (৪) প্রদর্শন,—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ৩৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি। (৫) প্রবন্ধ পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের "চট্টগ্রামের গীত-রামায়ণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণের "ঢাকার সহরে ও গ্রাম্যভাষা", (৬) বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ গৌরহরি সেন
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ অজয়চন্দ্র সরকার
„ বাণীনাথ নন্দী
„ শ্যামাচরণ সরকার
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র (সহকারী সম্পাদক)

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাস্থলে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন সাহিত্য-সেবীকে সভাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্তারা বাস্তবিকই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তিনি

সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য স্বচ্ছন্দে ও সুস্থ শরীরে সম্পন্ন করিতে পারেন, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়।

তৎপরে ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসারদাপ্রসন্ন চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১। শ্রীমাখনলাল মজুমদার নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি
„ চৌধুরী কে বিশ্বরাজ	„	২। শ্রীবি, কে ব্যানার্জ্জি ৯৫, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা
„	„	৩। শ্রীরতিকান্ত বসু ষ্টেশন মাষ্টার, বেনাপোল, যশোহর
„	„	৪। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেনাপোল, যশোহর
„	„	৫। শ্রীযদুনাথ মজুমদার খালধার, কলিকাতা
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়	৬। শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় বজ্রযোগিনী, ঢাকা
„	„	৭। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রধান শিক্ষক, উইলিয়মস্ হাইস্কুল, সুপল, ভাগলপুর
„ ললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৮। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার John Dickinson & Co. Spark Street, Rangoon
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	„	৯। শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ম্যানেজার, মিত্র-বিশ্বাস-ইনসিওরেন্স কোং, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
„ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	১০। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সিংহ বিএল্ উকিল ১নং রামকৃষ্ণপুর প্রথম বাই লেন, শিবপুর, হাওড়া
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	„	১১। শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮নং রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের গলি, উত্তরপাড়া, হুগলী
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১২। শ্রীনলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় এ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার, ঠাকুরগা, দিনাজপুর
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৫নং পাইক পাড়া রোড, বেলগেছিয়া
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৪। শ্রীপ্রমথনাথ দে ৭০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বর্ত্তমান মাসে উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	১।	Annual Report of the Archæological Survey of India, Eastern Circle for 1911-12
	২।	Speeches of the Marquis of Ripon Vol. II. 1880-82
,, পুলিনবিহারী দত্ত	৩।	Speeches of Babu Surendra Nath Banerji 1876-80
	৪।	Speeches and Minutes Hon'ble Kristo Das Pal
	৫।	The Prince in India & to India
	৬।	এক জ্যোতিষীর আখ্যান
	৭।	উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর
	৮।	বিজ্ঞানকল্প-লতিকা
,, বিনয়কুমার সরকার	৯।	Science of History and the hope of Mankind.
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়	১০।	History of Indian Shipping & Maritime activity from earliest times
	১১।	Lines of Indian Industrial advance
The Supdt. Govt. Printing, India	১২।	Statistics of British India, Part. IV Finance & Revenue.
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৩।	A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of Sanskrit College
,, হরনারায়ণ সেন	১৪।	পুষ্পরেণু
,, জলধর সেন	১৫।	নৈবেদ্য
	১৬।	নূতন গিন্নি
	১৭।	প্রবাস চিত্র
	১৮।	ছোট কাকী
	১৯।	পথিক
	২০।	দুঃখিনী
	২১।	হিমালয়
	২২।	বিশুদাদা
	২৩।	সীতাদেবী

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস	২৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পুরোহিত
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	২৫। প্রার্থনা ২৬। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২৭। শ্রীমনঃশিক্ষা
" দাশরথি মুখোপাধ্যায়	২৮। সোমনাথ নাটক ২৯। সেলিনা
" পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্‌এ, বিএল্	৩০। পৌরাণিক কথা
" দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী	৩১। পদ্মা-পুরাণ
" দুর্গাদাস রক্ষিত	৩২। ভারত-প্রদক্ষিণ
" অনঙ্গমোহিনী দেবী	৩৩। কণিকা ৩৪। শোকগাথা ৩৫। প্রীতি
" উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৩৬। প্রত্নতত্ত্ববারিধি (মানবের আদি জন্মভূমি)
" মন্মথনাথ রায়	৩৭। ব্রহ্মভট্ট-পরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	৩৮। শান্তিপুররত্ন ৩৯। গীতসিন্ধু

৪০। গীতকবিতা ৪১। চরিত্রবান কুলীন ৪২। উত্তরগীতা

৪৩। উপহার (কালিকানন্দ-পদাবলী) ৪৪। অশ্রুবিন্দু

৪৫। উচ্ছ্বাস ৪৬। জগাথরচবিষয়ে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা

৪৭। জাতীয় মঙ্গল ৪৮। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা

৪৯। গাথা ৫০। সঙ্কটমোচন ৫১। লহরী

৫২। প্রেম ৫৩। প্রমাদ ৫৪। রাজর্ষি কুমার

৫৫। দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ ৫৬। বনফুল

৫৭। যুগপূজা বা ধর্ম্মভাববিকাশ ৫৮। জুবিলীর অভিনন্দন

৫৯। জল ৬০। ছাত্রজীবন ৬১। বিজন-কুসুম

৬২। অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ ৬৩। কবিতাপাঠ (২য় ভাগ)

৬৪। উচ্ছ্বাস (যশোদালাল তালুকদার) ৬৫। উপহার

৬৬। উচ্ছ্বাস (সীতানাথ দে) ৬৭। হারমিট বা উদাসীন

৬৮। বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য ৬৯। শান্তিসম্ভব কাব্য

৭০। জননী ৭১। শৈশব-স্মৃতি ৭২। শান্তিকানন

৭৩। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-চন্দ্রিকা ৭৪। মোহ-আবরণ পঞ্চক

৭৫। উদ্গীথা ৭৬। গৃহ-সখা ৭৭। শোক-গাথা

৭৮। মহিলা-উপদেশ ৭৯। আলোক-আধার বা চাঁদের কালিমা

৮০। আক্ষেপ ৮১। আক্ষেপ ৮২। উদাসীন

৮৩। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীন এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য

৮৪। উচিত-বক্তা ৮৫। প্রসূতি ৮৬। একাল ও সেকাল

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	৮৭। নীতি-রত্নমালা ৮৮। অঞ্জলি
	৮৯। নব কবিতা-কুসুম ৯০। কল্পনা-কুসুম ৯১। কাহিনী
	৯২। কবিতাসিন্ধু ৯৩। কৃষকের-ছবি ৯৪। কোঽহম্
	৯৫। ভাবুকের বাল্যকাল ৯৬। দলিলাবলী ৯৭। ভারত-কুসুম
	৯৮। নীতিপুষ্পমালা ৯৯। লুপ্ত আর্য্য-পুরাণের মহামুক্তিপর্ব্ব
	১০০। বিষয়-ভুজঙ্গ ১০১। লয় (কাব্য) ১০২। মর্ম্মোচ্ছ্বাস
	১০৩। মাতৃবিলাপ ১০৪। মানব-চরিত্র ১০৫। অজেন্দুমতী
	১০৬। অপূর্ব্ব-সতী বা জলন্ধর-বধ ১০৭। অম্বষ্ঠ-দর্পণ
	১০৮। চিন্তামালা (কাব্য) ১০৯। তৃণ-পুষ্প ১১০। আশ্চার্য্য-স্বপ্নদর্শন
	১১১। আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র ১১২। কল্পনা-প্রসূন ১১৩। ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী
	১১৪। পাগলের পাগলামী (১ম ভাগ) ১১৫। ভাঙ্গা প্রাণ
	১১৬। ব্রজলিপি ১১৭। কল্যাণ-মঞ্জুষা বা ন্যায়প্রকাশ
	১১৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি ১১৯। আরাধনা ১২০। মানস-প্রসূন
	১২১। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা ১২২। বাল্য-কবিতা ১২৩। মাতৃভক্তি
	১২৪। মহিলা-উপদেশ ১২৫। হরিনাম ১২৬। মালা
	১২৭। মহারাণা প্রতাপসিংহ ১২৮। আরাম ১২৯। মন্দার
	১৩০। অক্রুর-সংবাদ ১৩১। আমার গান ও কবিতা
	১৩২। বিচার ও শাসনের ভার একই ব্যক্তির হস্তে থাকার অপকারিতা
	১৩৩। বাসর-বিকাশ (১মভাগ) ১৩৪। প্রকৃতি ১৩৫। বৈরাগ্য
	১৩৬। পূজোর-চিঠি ১৩৭। অপূর্ব্ব নদেরচাঁদ ১৩৮। গান
	১৩৯। প্রাচীনের অবকাশ ১৪০। পাগলের শ্মশান ১৪১। ব্যাকরণ-কুসুম
	১৪২। প্রেমানন্দ কাব্য ১৪৩। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ১৪৪। নাম-মহিমা
	১৪৫। আকাশ-কুসুম-কাব্য ১৪৬। সাধক-সঙ্গীত (কাঙ্গালের গীত)
	১৪৭। বিধবা-বিবাহ-প্রতিবাদ ১৪৮। প্রেম ও প্রকৃতি ১৪৯। মিত্রকাব্য
	১৫০। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ১৫১। তারকা সপ্তহার ১৫২। ভক্তিযোগ
	১৫৩। সাধনা ১৫৪। ভক্তচরিতামৃত ১৫৫। পুরাণরহস্য
	১৫৬। আশাকাব্য (বিংশশতাব্দী) ১৫৭। কীর্ত্তন (আসামী) ১৫৮। শ্যামা-সঙ্গীত
	১৫৯। বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী ১৬০। শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ ১৬১। শ্মশান-সন্ধ্যা
	১৬১। দশাস্তসংহার কাব্য ১৬২। দেহাত্মিকতত্ত্ব ১৬৩। নিষাদ-কুমারী
	১৬৪। উন্মত্ত-প্রলাপ (১ম ভাগ) ১৬৫। উচ্ছ্বাস (শ্রীশচন্দ্র মুখো)
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার	১৬৬। কণ্ঠহার ১৬। আইন-সহচর

তৎপরে মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃকপ্রদত্ত ৩৫টী প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। সভাপতি মহাশয় মহারাজ-বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদানকালে বলিলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ের জন্য ঋণী। এই কএকটি প্রস্তর-মূর্ত্তি মহারাজের আর একটি উল্লেখ যোগ্য দান।

অতঃপর ডাঃ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার "চট্টগ্রামের গীত-রামায়ণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের "ঢাকার সহুরে ও গ্রাম্যভাষা" নামক প্রবন্ধ তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের দেশের রামায়ণ-গায়কেরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ গান জানেন না। তাঁহারা রামরসায়ন গান করেন। রাম-রসায়ন "বঙ্গবাসী"কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আশা করি, এবারকার সম্মিলনে আমরা চট্টগ্রামের গীত-রামায়ণ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিব।

"ঢাকার সহুরে ও গ্রাম্যভাষা"র লেখক অদ্য উপস্থিত নাই, সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। আমার মনে হইয়াছিল যে, প্রবন্ধলেখক সহুরে ও গ্রাম্য ভাষার প্রভেদ দেখাইবেন; কিন্তু তিনি তাহা বিশেষরূপ দেখান নাই। সহুরে ভাষা সর্ব্বত্রই আছে। আমি ঢাকায় ছিলাম। তাঁতিবাজার ও শাঁখারিপাড়ার ভাষা জগতের মধ্যে অতি বিচিত্র। ঢাকার সহুরে ভাষা বলিতে যদি সেই ভাষা বুঝায়, তবে তাহা আলোচনার বিষয়।

তৎপরে তিনি দুর্য্যোগের জন্য যে অনেক সভ্য অদ্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ঢাকা-বিদ্যালয়-সমিতি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মুসলমানী ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের আলোচনা করা এবং আবশ্যক হইলে গভর্মেণ্টের নিকট প্রতিবাদ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমি সাহিত্য-পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় উহা সমর্থন করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহকারী সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক—নবম মাসিক অধিবেশন,

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির,

সময়—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্, এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান," (খ) শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ইন্দ্রাণী" এবং (গ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "মুরশিদাবাদের গ্রাম্য-ভাষা", ৫। দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারার্থ যাত্রী স্কট সাহেবের সদলে শোচনীয় পরলোকপ্রাপ্তিতে শোক-প্রকাশ, ২। শোক প্রকাশ—(ক) মহারাজকুমার বনওয়ারী আনন্দদেব ও (খ) কবিরাজ যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি,—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ; বি এল্ (সভাপতি

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
রায় " হরিমোহন সিংহ বাহাদুর
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্‌এ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্য-সরস্বতী
" গোপালচন্দ্র সেন এম্ এ, বিএল্
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত
" গৌরহরি সেন
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বিএল্
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
মৌলবী " ওয়াহেদ হোসেন বি এল্
" সতীশকৃষ্ণ মল্লিক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি,

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" প্রবোধচন্দ্র দে
" অমৃতগোপাল বসু
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার
" যাদবগোবিন্দ রায়
" বিনোদবিহারী বসু
" বৈদ্যনাথ ঘোষ
" অভয়চরণ দাস
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
" আনন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	" মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
" গুরুনাথ সরকার	" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	" সুরেশচন্দ্র সেন
" সুবোধচন্দ্র মজুমদার	" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" রমেশচন্দ্র সরস্বতী	" মন্মথনাথ দে
" চন্দ্রকান্ত সেন	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" সুবোধচন্দ্র রায়	" শরচ্চন্দ্র বসু
" নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র	" রামকমল সিংহ
" বিমলাচরণ সেনগুপ্ত	" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়	" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" সতীশচন্দ্র সিংহ	" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ	

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ; বিএল্ (সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
কবিরাজ " দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
} সহকারী সম্পাদকগণ

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বিএল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১। শ্রীবামনদাস ভট্টাচার্য্য ওকড়সাহা, সিঙ্গী, কাটোয়া, বর্দ্ধমান
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	২। শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস C/o Sj. Purna Chandra Ray মোক্তার কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
" গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত	"	৩। শ্রীরাজকুমার ললিতকিশোর দেববর্ম্মা রাজবাড়ী, রাজগাঁও, কুমিল্লা
		৪। শ্রীনরসিংহচন্দ্র দেববর্ম্মা
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	"	৫। শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায় ৭নং কৃষ্ণরাম বসুর লেন

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬। শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ যমুনা-সম্পাদক ৩২নং কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর
		৭। শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় ৫।১ মাধব চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ভবানীপুর
শ্রী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Executive Engineer, বনগ্রাম, যশোহর
		৯। শ্রীকে, বাগচী Clerk, Cess Re-valuation office, যশোহর
		১০। শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার মার্চ্চেন্ট এবং কনট্রাক্টর, রেলবাজার, কাণপুর
,, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১। শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ ১২নং পার্শীবাগান লেন
		১২। শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস এম্.এস্, সি ৪নং ডফ্ লেন
		১৩। শ্রীরসিকলাল দত্ত ৭৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট
		১৪। শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল ৯৯নং মাণিকতলা মেন রোড
		১৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজ
		১৬। শ্রীমিঃ এম্ সিংহ ৬৬নং তেলিপাড়া লেন
		১৭। শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এম্এ,বিএল্ ২৪।১।১, পিয়ারী মোহন শুরের লেন
		১৮। ডাঃশ্রী যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত এম্ বি ৬৭।১ হ্যারিসন রোড
		১৯। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এ ১১।১, বাহির মির্জ্জাপুর রোড
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	,, বসন্তরঞ্জন রায়	২০। শ্রীসতীশচন্দ্র বরাট ১০২নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	২১। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ৩৩, মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন
,, রামকমল সিংহ	,,	২২। শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় ২০৮।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
,, শরচ্চন্দ্র বসু	,, রামকমল সিংহ	২৩। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র হ্যারিসন রোড,

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	১। সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা ২। আহ্লাদে আটখানা
শ্রীমতী হেমদাসুন্দরী দেবী	৩। রঙ্গপুর-শান্তিমেলা
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	৪। ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড
,, যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিএ	৫। শিবের কথা
,, অনিলচন্দ্র দত্ত	৬। উপনিষদ্ (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য)
,, কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭। রাণী দুর্গাবতী ৮। সতী-কণ্ঠহার
	৯। পার্থ-পরাক্রম ১০। বঙ্গের কলঙ্ক
	১১। কুলীন বামন ১২। কৌরব-কলঙ্ক
,, অক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি ভট্টাচার্য্য	১৩। অদ্ভুত রামায়ণ (পুঁথি)
,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৪। ফতুহল্ গয়ব্
,, পুলিনবিহারী দত্ত	১৫। ৺দুর্গাদাস শীল ১৬। Kadamvari
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	১৭। Report on the Administration of Bengal from 1895 to 1904
	১৮। Revolutions of Curiosities
	১৯। Public Speeches S. C. Bose Sarvadhicari
	২০। Corpulency and the Care
	২১। Indubala
Officer in-charge, Bengal Secretariat Book Depot	২২। Annual Report of Veterinary College 1911-12
	২৩। Report on the Land Revenue administration of Bengal

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তক
The Director, G. S. I.	২৪। Recovery of the Geological Survey of India Vol. XLII. Part I to IV
Mr. J. S. Kudalkar, M.A. L.L.B.	২৫। Library miscellaneous of Baroda

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বিএল্, এম্ আর এ এস্ মহাশয়ের "বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধকার বলেন,—

প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির উৎপত্তি এবং বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা আর্য্য এবং দ্রাবিড়ী সভ্যতার মিশ্রণে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আর্য্য-সভ্যতার বিস্তারের পূর্ব্বে যে সকল দ্রাবিড় জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষা এখন বাঙ্গালা। অন্ধ্রদেশের রাজারা একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আর্য্যভাষার উপর তাঁহাদের ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আন্ধ্র ভাষায় রচিত "বৃহৎকথা" লোপ না হইলে, এ বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যাইত। তমলুকে তামিল-ভাষীদের বাস ছিল, এমত মতবাদ আছে। এই সকল সূত্রে এক সময়ে তামিল, তেলগু ভাষা বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি বলেন, অনেক দ্রাবিড় জাতীয় শব্দ সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন,— তেলগু "গোর্‌রা মু" হইতে গুজরাটী 'ঘোড়ো' তৎপরে সংস্কৃত "ঘোটক" হইয়াছে। মলয়ালম্ প্রদেশের পর্ব্বতবাচী "মলৈ" হইতে সংস্কৃত "মলয়বাতাস ও "মলয়পর্ব্বত" পাওয়া গিয়াছে। পাণ্ড্যজাতির কুলদেবতা "মীন" হইতে, কন্নদিগের মৎস্যবাচী "মীন"ও কর্ণাটের মৎসবাচী "মীনু" শব্দ হইতে "মীন" অবতারের নাম হইয়াছে। তামিলের "করপ্পূ" কর্পূর হইয়াছে, ইত্যাদি।" তৎপরে তিনি যে সকল বিভিন্ন দ্রবিড় ভাষার শব্দমালা ঈষৎ-পরিবর্ত্তিত আকারে বাঙ্গালায় চলিতেছে, তাহার এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। তৎপরে উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন "বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দগুলির কাল্পনিক সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গড়িয়া না লইয়া, যদি সযত্নে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, তবে প্রতিবেশী জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া যথার্থ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "ইন্দ্রাণী' এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-কুমার মজুমদার-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের গ্রাম্যভাষা'-প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বিএল্ মহাশয় দক্ষিণ মেরু-আবিষ্কারার্থ যাত্রী স্কট্ (Mr. Scott.) সাহেবের সদলে শোচনীয় পরলোক প্রাপ্তিতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন এবং জানাইলেন যে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল

সোসাইটির (Royal Geographical Society) সভাপতি লর্ড কর্জ্জনের নিকট পরিষদের সভাপতির স্বাক্ষরিত সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে। এই প্রস্তাব মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত ও সমবেত সভ্যমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও বন্ধু মহারাজকুমার বনওয়ারী আনন্দ-দেব ও কবিরাজ যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন দিনাজপুরে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া 'বেঙ্গলী' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সত্য কি না। তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতিরূপে এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন, পরিষদের সভাপতিরূপে নহে এবং তিনি ইহাও উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিকে জানাইয়াছিলেন যে একই সময়ে চট্টগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণকে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক—দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির,

সময়—১৭ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁকুড়া-মবারকপুরের সীতারাম-মন্দিরের খোদিত প্রস্তর-ফলক।

৫। প্রবন্ধ পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "পদকর্ত্তৃগণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত মহাশয়ের "মথুরাপুরের দেউল" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—কালীগোপাল রুদ্র ও হরকুমার সরকার মহাশয়ের পরলোক গমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত,—

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ; বি এল্; এল্ এল্ ডি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" হরিপদ মুখোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
ডাঃ " প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত
ডাঃ " বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
ডাঃ " শ্রীশচন্দ্র বসু
" চিত্তসুখ সান্যাল
" সুরেশচন্দ্র সেন
" উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" গৌরহরি সেন
" শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ
" বসন্তরঞ্জন রায়
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" তারকনাথ বিশ্বাস
" মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
" বিজয়লাল দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" অমৃতগোপাল বসু
" নন্দকুমার গোস্বামী
" কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ } সহকারী সম্পাদক
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী }

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ; বি এল্ মহাশয়ের অনুপস্থিতি-হেতু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমোদনে মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল Opposite Delhi and London Bank, Chandni Chawk, Delhi.
”	”	২। শ্রীমোহান্ত-মহারাজ কুমুদ বন চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ-তীর্থ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
”	”	৩। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বেতাগড়ি, ময়মনসিংহ।
”	”	৪। শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় রাজপুত হাইস্কুল, আগ্রা।
”	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
”	”	৬। শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস Geological Laboratory, Presidency College
”	”	৭। মিঃ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন জজ, স্মলকজকোর্ট, কলিকাতা ২০৯ লোয়ার সার্কুলার রোড।
”	”	৮। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস বিএল্ উকিল, বাঁকুড়া।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৯। শ্রীসুশীলচন্দ্র দে এম্ এ, বিএল্, ১নং দমদম্ রোড।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	”	১০। শ্রীশচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১১৪।১।২, মাণিকতলা ষ্ট্রীট
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	”	১১। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২২।২ যদুনাথ মিত্রের লেন, নিকারিপাড়া শ্যামবাজার।
শ্রীতারকচন্দ্র রায়	”	১২। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, কাঁথি মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীতারকনাথ রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৩। শ্রীঅন্নদাকুমার সেন সবজজ, ময়মনসিংহ।
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪। শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেটিয়ারী, দেবগ্রাম, নদীয়া।
"	"	১৫। শ্রীমন্মথনাথ দত্ত জমিদার পাটিকাবাটী, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বক্‌সি	শ্রীরামকমল সিংহ	১৬। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র, বি এল্‌ শৌলমারী, জলপাইগুড়ি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	১৭। শ্রীচুনিলাল জহুরী ৩৮নং বটতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৮। শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩২নং বেনারস রোড, পাকড়াশীবাগান, সালকিয়া
"	"	২০। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর বি এল্‌ চট্টগ্রাম।
"	"	২১। শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত জমিদার, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম।
"	"	২২। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি এল্‌ সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
"	"	২৩। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস বি এল্‌ চট্টগ্রাম।
	"	২৪। শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী বি এল্‌। পটীয়া চট্টগ্রাম।
"	"	২৫। শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত সওদাগর জমিদার, সদরঘাট চট্টগ্রাম।
	"	২৬। শ্রীজগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ফৌজদারী আদালত চট্টগ্রাম।
"	"	২৭। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জে, এন্‌, রায়চৌধুরী চট্টগ্রাম।
"	"	২৮। শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায় জজকোর্টের উকিল, দেওয়ানবাজার চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২৯। ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ এল্,এম্,এস্ বলরাম দের ষ্ট্রীট।
শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ঘোষ	"	৩০। শ্রীসত্যরঞ্জন রায় বি,এ আউড়িয়া রূপগঞ্জ, যশোহর।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	৩১। শ্রীশ্যামাসুন্দর দাস বেমুলা, বালেশ্বর।
"	"	৩২। শ্রীতারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ অমরকাটি, ২৪ পরগণা।
"	"	৩৩। শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শ্রীপাট শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।
"	"	৩৪। শ্রীমুকুন্দনাথ সরকার মালঞ্চী, পাবনা।
"	"	৩৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র গোস্বামী আচমিতা কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
"	"	৩৬। শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বন্দ্যকাওয়াল-জানি, টাঙ্গাইল।
"	"	৩৭। শ্রীবিপিনবিহারী দে সরকার ভার্গী মাধাইয়া, ত্রিপুরা।
"	"	৩৮। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস কালীতারা, নোয়াখালি।
"	"	৩৯। রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ কাশীমবাজার বহরমপুর।
"	"	৪০। শ্রীমধুসূদন অধিকারী
"	"	৪১। শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ সব এডিটার, গৌরাঙ্গ-সেবক, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।
"	"	৪২। শ্রীআশুতোষ বসু শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়ের পাড়া, সৈয়াদাবাদ, খাগড়া।
"	"	৪৩। ডাঃ শ্রীবলহরি দাস ব্রহ্মকুণ্ড, বৃন্দাবন।
"	"	৪৪। শ্রীবিষ্ণুভূষণ সরকার প্রধানশিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৫। শ্রীদীনবন্ধু দাস তালন্দ, রাজসাহী।
"	"	৪৬। শ্রীহরিপদ গোস্বামী পোষ্টমাষ্টার, ভূপাল, সি, পি।
"	"	৪৭। শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র চাঁইবাসা, সিংহভুম।
"	"	৪৮। শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামী মানকর বর্দ্ধমান।
"	"	৪৯। শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য সাহিনপুর, বাদনা, ময়মনসিংহ।
"	"	৫০। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা শাখুয়াই, ময়মনসিংহ।
"	"	৫১। পণ্ডিত শ্রীনন্দকুমার গোস্বামী বাণীগ্রাম, মধ্যপাড়া, ময়মনসিংহ।
"	"	৫২। শ্রীজগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী বিএল্ উকিল, ময়মনসিংহ
"	"	৫৩। শ্রীআমোদকৃষ্ণ বাগচী ১৯।১, শুলু ওস্তাগরের লেন।
শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৪। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম্‌এ বিএল্ ১৮নং, রসা রোড নর্থ ভবানীপুর।
"	"	৫৫। শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০, অপার চিৎপুর রোড, গরাণহাট।
শ্রীজামকমল সিংহ	"	৫৬। শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার কদমতলা, চুঁচুড়া
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	৫৭। শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ লেকচারার, র‍্যাভেন্সা কলেজ, চাঁদনীচক, কটক।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন	শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮। শ্রীহরমোহন দে বিএ সহকারী প্রধান শিক্ষক জিলাস্কুল, ময়মনসিংহ।
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৯। শ্রীরায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম।
"	"	৬০। মাননীয় শ্রীযাত্রামোহন সেন বিএল্ চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৬২। শ্রীসারদাপ্রসন্ন পাল এম্ এ, বিএল্ চট্টগ্রাম
		৬৩। „ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক গভঃ কলেজ, চট্টগ্রাম
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬৪। শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন বিএল্ উকিল, মুন্সেফকোর্ট, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত	১। কবিতামঞ্জরী
„ কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন	২। উপনিষদের উপদেশ (১ম খণ্ড)
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৩। জয়দুর্গা সমাচার
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। চীনের ধূপ
„ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৫। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব
„ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়	৬। সঙ্গীত-পঞ্চক
„ হৃদয়রঞ্জন রক্ষিত	৭। সর্ব্ববাদীসম্মত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বা গীতার যোগীক-মূল রহস্য
„ বরদাপ্রসাদ বসু	৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএল্	৯। দরিয়া
	১০। নির্ম্মলা
„ নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বিএ	১১। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ
„ কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়	১২। বিচিত্রা
„ রামচন্দ্র বড়ুয়া	১৩। অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ (পালী)
	১৪। নিব্বাণং পস্সনা কম্মট্ঠানং
	১৫। শ্রমণ কর্ত্তব্য, মালবত্থু ও প্রেতলোক
	১৬। সুঙেনাক্যাং বা মগশাস্ত্রমতে শিশুচিকিৎসা
	১৭। চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস
	১৮। মগের সমাজ-সংস্কার
„ প্রমথনাথ খান	১৯। শারদীয়-সাহিত্য

উপহারদাতা	উপহারদাতা
শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	২০। শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ
	২১। আমলক
	২২। কাকলী
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩। বাঙ্গালার বেগম
„ মুরালীমোহন গোস্বামী প্রভু	২৪। হিন্দু-কিরণ-কণা
„ সুশীলগোপাল বসু	২৫। শেল
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Dept.	২৬। Report on Wards attached & Trust Estates in Bengal.
	২৭। Report on Indian Emigration for year ending June 1912.
	২৮। Report of the Agricultural Dept. Bengal for year ending June 12.
Asst. Secy. to Bengal Govt. P. W. D.	২৯। Annual Report of the Bengal Smoke Nuisance Commission for 1911-12.
	৩০। Administration Report of the Agent for Govt. Consignment to Calcutta for year ending March 1912.
	৩১। Annual Report of the Health Officer for Port of Calcutta.
Supdt, Govt. Press Madras	৩২। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras Vol IV.
Asiatic Society of Bengal	৩৩। Journal Proceedings of the Asiatic Society of Bengal Vol. Nos. 7-8
	৩৪। Do Vol. 9 Ns. 9
	৩৫। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III. Nos. 6-7.

পুথি

„ বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব, বিরাটপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব, শল্যপর্ব্ব, গদাপর্ব্ব, সৌপ্তিকপর্ব্ব, অশ্বমেধপর্ব্ব মোট এই দশখানি।

		পুথি
শ্রীবরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১।	লক্ষ্মী-চরিত
	১২।	ধনবরের পালা (কালকেতুর পালার কতকাংশ)
	১৩।	শিবরায়ের যুদ্ধ
	১৪।	নরমেধ যজ্ঞ, যযাতির পালা (১২৬৩—১২৭২ সালের)
	১৫।	উড়িয়া গ্রন্থ (বিবিধ পূজাপদ্ধতি) নির্ণয়
	১৬।	গোলেবকাওয়ালী (খণ্ডিত)
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী	১৭।	উপাসনা-তত্ত্বসার
	১৮।	দাতাকর্ণ
	১৯।	হংসদূত
	২০।	মোহমোচন
	২১।	আত্ম-জিজ্ঞাসা
	২২।	ভক্তিনামামৃত গ্রন্থ
	২৩।	তত্ত্ববিলাস
	২৪।	অদ্ভুতরামায়ণ (আদিকাণ্ড)
	২৫।	নিগম-গ্রন্থ
	২৬।	উদ্ধব-সংবাদ
শ্রীপ্রমথনাথ খান	২৭।	দুর্ল্লভসারচন্দ্রিকা
	২৮।	রতিশাস্ত্র
শ্রীকেদারনাথ মিশ্র	২৯।	ঘেসেড়ার পালা
	৩০।	শীতলামঙ্গল

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় একটি প্রস্তরের উৎকীর্ণ-লিপি প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন,—"স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য যখন বাঁকুড়ায় ছিলাম, তখন সামান্য দূর পর্য্যন্ত যেটুকু বেড়াইতে পারিতাম তাহারই মধ্যে পরিষৎসেবার কোন উপকরণ পাই কি না, তাহা খুঁজিতাম। আমি বাঁকুড়া সহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদীর অপর পারে দেড় মাইল দূরে বিকনা গ্রামে ছিলাম। এই বিকনার উত্তর পূর্ব্বে দেড়মাইল দূরে একটি ইষ্টক দেউলের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই। অনুসন্ধানে জানিতে পারি, কাশীনাথ সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নামে কোন পণ্ডিত ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরাংশ-মন্দির গম্বুজের গোড়া-পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছে। উহা প্রাচীন

লাল বাঙ্‌লা ইটে গড়া। ইটকে সোনা ধরে নাই। শুনিলাম, মন্দিরের কপাল-ফলক প্রস্তরখানি শ্রীযুক্ত কড়িরাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছে। নিকটেই তাঁহার বাড়ী। সেখানে দেখিতে গেলাম। সেখানে এই প্রস্তরখানি দেখিতে পাই। ইহাতে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী প্রায় অক্ষত আকারে বর্ত্তমান আছে,—

"শাকে খবসুবাণেন্দৌ সীতারামে সমর্পিতং।
শ্রীশ্রীণে মন্দিরমিদং শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণা॥
শক ১৫৮০॥

ইহার মধ্যে সমস্ত অক্ষরই আধুনিক বাঙ্গালার, কেবল "ণ" ও "র" কিছু পার্থক্য বিশিষ্ট; দ্বিতীয় চরণে"শ্রীশ্রীণে" পদের কোন অর্থ হয় না অর্থের জন্য উহা 'শ্রীশ্রীলে' পাঠ করিয়া "সীতারামে" পদের বিশেষণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ২৫৪ বৎসরের এই প্রস্তর লিপিখানি অযত্নে পড়িয়া আছে দেখিয়া, উহা আমি কড়িরাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করি। তিনি, পণ্ডিত কাশীনাথের বংশধরগণের আপত্তি করায়, আমি পরদিন কোলমুড়া গ্রামে কাশী-নাথের বংশধরের নিকটে লোক পাঠাই। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সার্ব্বভৌম আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহাকে সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি একখানি দান-পত্র লিখিয়া উহা সাহিত্য-পরিষদে সযত্নে রক্ষার্থ দান করেন। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী ময়ারকপুরে গিয়া পাথরখানি আনিয়া দেন। পাথরখানি আসিলে দেখিলাম ১৫৮০ শকের উৎকীর্ণ শিলালিপিটুকু ব্যতীত উহাতে আরও কৌতূহল-বর্দ্ধক বিষয় আছে। প্রস্তর-লিপিখানির পশ্চাদ্দিক্ দেখিয়া বুঝিলাম, প্রস্তরখানি আরও বেশী প্রাচীন ব্যাপারের নিদর্শন। উহা কোন দেবতার পাদপীঠের অর্দ্ধাংশ। যেটুকু আছে, তাহাতে পাদপীঠের আসন-স্থানে দেবতার ও দেবতার সহচরের আগুল্‌ফ-পদাংশ বর্ত্তমান আছে এবং আসনের নিম্নে এক পট্টিকায় দুইটি বৃষভ-মূর্ত্তি এবং এক উপাসকমূর্ত্তি খোদিত আছে। অতঃপর আমি ইহা পরিষদের জন্য লইয়া আসিয়াছি। একটি মাগধী বুদ্ধমূর্ত্তির বজ্রাসনে উৎকীর্ণ কয়েকটি প্রাচীন অক্ষর ব্যতীত পরিষদের সংগৃহীত দ্রব্যাদি-মধ্যে প্রস্তর-লিপি আর নাই, সুতরাং এ খানিকে পরিষদের প্রস্তরলিপির প্রথম বলা যাইতে পারে।"

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু পণ্ডিত কাশীনাথের জীবনচরিত সম্পর্কিত তদ্দেশ প্রচলিত কতিপয় অমানুষিক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেন এবং বাঁকুড়া জেলায় প্রাচীন নিদর্শন যে আরও আছে, তাহার উল্লেখ করেন। একতেশ্বর শিবমন্দিরে তিনি 'খাঁদারাণী' নামে পরিচিত, অনন্ত-বাসুকী নামে পূজিত, ছোট বড় দুইখানি সর্পচ্ছত্র ষড়ভুজ বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তির বিবরণ দিয়া সেই মন্দিরের বিবরণ বর্ণন করেন। তাঁহার অনুমান সেখানে কোন বৌদ্ধ কীর্ত্তি ছিল। এইরূপে উক্ত জেলায় আরও দুই চারিটি প্রাচীন মন্দিরের কথাও বর্ণনা করেন।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত পুথিগুলি উপহার দিয়া বলিলেন, "বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে এবং পরিষৎ-ভাণ্ডারে প্রাচীন পুথি যত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত। বাঁকুড়ায় বাঙ্গালা পুথি এখনও বহুস্থানে আছে এবং চেষ্টা করিলে, তাহা পরিষৎ-ভাণ্ডারে আনিয়া তুলিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না। যে পুথিগুলি আমি আনিয়াছি, ইহাতে দাস-গোস্বামীর হংসদূতের প্রাচীন পদ্যানুবাদ একখানি এবং মোহমোচন নামে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু 'চৈতন্য-চরিতামৃত শ্লোক' সংগ্রহ বিষয়ক প্রাচীন একখানি পুথির দুই পাতা দেখাইয়া বলিলেন, পুথিখানির সন তারিখ জানা যায় না, কিন্তু ইহা বাঙ্গালাক্ষরে লিখিত হইলেও দেখিতে হঠাৎ নাগরী অক্ষর বলিয়া মনে ধাঁধাঁ লাগে। বর্ণমালার গঠনের ইতিহাসে এই আকারের অক্ষরের মূল্য আছে বলিয়া, আমি এই পাতা দুইটিও আনিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্ মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবু যে পুথি ও প্রস্তর-ফলক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে আমরা অতি প্রাচীন কালের এক পল্লীগ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পরিচয় পাইলাম। তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্তের "মায়াপুরের" দেউল-প্রবন্ধ পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, নবদ্বীপ যাইতে এই দেউল দেখিতে পাওয়া যায়। উহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। ইষ্টকগুলি পাথরের ন্যায় শক্ত। উহাতে বহু দেবদেবী-মূর্ত্তি ও পৌরাণিক লীলা খোদিত আছে। প্রাচীনের মধ্যে কেহ বলেন, মন্দিরের এক চূড়া ছিল, কেহ বলেন পঞ্চ চূড়া ছিল। কে, কবে, ইহার নির্ম্মাণ করেন, তাহা জানা যায় না। কিম্বদন্তী অনুসারে ইহা সংগ্রাম সাহা নামে এক ব্যক্তির নির্ম্মিত। দেউলটি চন্দনা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীপথে বহুদূর হইতে দেখা যায়। কতদিন পূর্ব্বে প্রকৃত প্রস্তাবে কে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। মোগলদের সময়ে সংগ্রাম সাহা ভূষণার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—কাকতালীয়ের ন্যায় আজ বড় সুসংযোগ হইয়াছে। আজ বাঙ্গালার এক দিকের এক পল্লীগ্রামের এক অজানা দেউলের বিবরণই পাঠ্য-প্রবন্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, আবার আমিই এই প্রস্তর লিপির সূত্রে আর এক দিকের আর এক পল্লীগ্রামের আর একটি দেউলের বিবরণ বলিলাম। ইহা হইতে বুঝাইতেছে যে, বাঙ্গালার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রামে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দেউল, দীঘী, মঠ, মন্দির, মসজীদের সংবাদ এবং তৎসম্পর্কে কত মহাত্মার কীর্ত্তিকাহিনী, দেশের কত অজ্ঞাত সময়ের অপূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হওয়ায় পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইলে, উপস্থিত সদস্যগণের আগ্রহে এবং প্রস্তাবে স্থির হইল যে, উহা পরবর্ত্তী কোন এক মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইবে।

তৎপরে ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবু দুরারোগ্য রোগে পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে ভগবানের অনুগ্রহে উঠিয়া যে পুনরায় পরিষদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আমাদের পরমাহ্লাদের বিষয়। তাহার উপর ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া বিদেশে অবস্থান কালেও তিনি পরিষদের জন্য খাটিয়া এতগুলি পুথি ও এই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব শিলালিপি খানি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। মথুরাপুরের দেউল সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখক অনেক জ্ঞাতব্য কথাই সংগ্রহ করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবু যে আমাদের সকলকার বিশেষ ধন্য-বাদের পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মথুরাপুরের দেউল প্রবন্ধেও অনেক নূতনত্ব আছে। এইরূপ প্রবন্ধই পঠিত ও এইরূপ বিষয়ের আলোচনাতেই পরিষদের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আজ কাল প্রাচীন-কীর্ত্তির কথা উঠিলেই, তাহাতে বৌদ্ধ-চিহ্নের অস্তিত্ব-জ্ঞাপন করা, একটা যেন প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। অজ্ঞাত সময়ের ইতিহাস আলোচনার সময়ে এরূপ ভাব পোষণ করা ঠিক নহে। উহাতে সত্য-নির্ণয়ে ব্যাঘাত হয়।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি